কোরানশরিফ

সরল বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

AMARBOI.COM

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

ভূমিকা

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমার সংকলনগ্রন্থ *কোরানসূত্র* প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই সুযোগে প্রথম প্রকাশের কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়। তবু প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে খণ্ড খণ্ডভাবে অনুবাদ করায় তার ভাষায় কিছু হেরফের হয়ে যায়। আমার অসাবধানতা ছাড়াও ভাষা সহজ করার যে আকুতি ও প্রবণতা আমার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা এই অনুবাদের ভাষার তারতম্যের জন্য মুখ্যত দায়ী। এই ত্রুটির জন্যে আমার মন মাঝেমধ্যে বিমর্ষ হয়ে উঠত। নানান চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে সমগ্র কোরানশরিফ অনুবাদের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে কাজ করি। বাংলা একাডেমী কম্পিউটার বিভাগের সৈয়দ মাহবুব হাসানের সহায়তায় *কোরানসূত্র* থেকে তুলে তুলে সমগ্র কোরানশরিফের অনুবাদের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরি করা হয়। সেই পাণ্ডুলিপির ভাষাভঙ্গি এবং ছত্র ইত্যাদি সংশোধনের ব্যাপারে সর্বজনাব আব্দুর রহীম, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সাজ্জাদ শরীফ আন্তরিকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

পাদটীকা সংক্ষিপ্ত ও তার সংখ্যা সীমিত রেখে অনুবাদের কোথাও কোথাও প্রথম বন্ধনীর মাঝে বিশেষ কোনো আরবি শব্দের অর্থ বা সামান্য প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা আরবি মূল পাঠে নেই। এই প্রক্ষেপণ ভাষান্তরে প্রথাসিদ্ধ, এবং যেখানে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য সেখানে মার্জনীয়।

একটি আরবি ও আর একটি বাংলা, এই দুটি শব্দের সমাসবদ্ধ *কোরানসূত্র* নামটি চয়ন করে আমার মনে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মে। শব্দটির ধ্বনিমূর্তি ও দৃশ্যমূর্তি আমাকে মুগ্ধ করে। প্রথম পুনর্মুদ্রণের সময় *কোরানসূত্র*-এর বানান *কোরআনসূত্র*-এ যে পরিবর্তন করা হয় তা আমার মনঃপূত নয়। আমি এখন পূর্বের বানানে ফিরে গিয়ে সহজ ও সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতিমধুর সমাসবদ্ধ *কোরানশরিফ* নামটি বেছে নিলাম।

শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী তাঁর অনেক ব্যস্ততার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের প্রচ্ছদটির অলংকরণের দায়িত্ব নেন। মাওলা ব্রাদার্সের জনাব আহমেদ মাহমুদুল হক উদ্যোগ নিয়ে এই বই প্রকাশ করেছেন। আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমি পরম করুণাময়ের নিকট আমার—এক কৃপাধন্যের—কৃতজ্ঞতা জানাই।

জুন ২০০০ — মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

AmarBoi.com

সূচিপত্র

১	সুরা ফাতিহা	১১
২	সুরা বাকারা	১২
৩	সুরা আল-ই-ইমরান	৪৪
৪	সুরা নিসা	৬২
৫	সুরা মায়িদা	৮১
৬	সুরা আনআম	৯৬
৭	সুরা আ'রাফ	১১৩
৮	সুরা আনফাল	১৩২
৯	সুরা তওবা	১৪০
১০	সুরা ইউনুস	১৫৪
১১	সুরা হুদ	১৬৪
১২	সুরা ইউসুফ	১৭৫
১৩	সুরা রা'দ	১৮৫
১৪	সুরা ইব্রাহিম	১৯০
১৫	সুরা হিজর	১৯৫
১৬	সুরা নাহ্‌ল	১৯৯
১৭	সুরা বনি-ইসরাইল	২১০
১৮	সুরা কাহাফ্	২১৯
১৯	সুরা মরিয়ম	২২৮
২০	সুরা তাহা	২৩৪
২১	সুরা আম্বিয়া	২৪২
২২	সুরা হজ্ব	২৪৯
২৩	সুরা মমিনুন	২৫৬
২৪	সুরা নুর	২৬২
২৫	সুরা ফুরকান	২৬৮
২৬	সুরা শোআরা	২৭৪
২৭	সুরা নম্‌ল	২৮২
২৮	সুরা কাসাস	২৮৯
২৯	সুরা আনকাবুত	২৯৭
৩০	সুরা রুম	৩০৩
৩১	সুরা লুকমান	৩০৭
৩২	সুরা সিজদা	৩১০
৩৩	সুরা আহজাব	৩১২
৩৪	সুরা সাবা	৩১৯
৩৫	সুরা ফাতির	৩২৪
৩৬	সুরা ইয়াসিন	৩২৮
৩৭	সুরা সাফ্‌ফাত	৩৩২
৩৮	সুরা সা'দ	৩৩৮
৩৯	সুরা জুমার	৩৪৩
৪০	সুরা মু'মিন	৩৫০
৪১	সুরা হা-মিম-সিজদা	৩৫৭
৪২	সুরা শুরা	৩৬২
৪৩	সুরা জুখরুফ	৩৬৭
৪৪	সুরা দুখান	৩৭২
৪৫	সুরা জাসিয়া	৩৭৫
৪৬	সুরা আহ্‌কাফ	৩৭৮
৪৭	সুরা মুহাম্মদ	৩৮২
৪৮	সুরা ফাত্‌হ্	৩৮৫
৪৯	সুরা হুজুরাত	৩৮৮
৫০	সুরা কাফ্	৩৯০
৫১	সুরা জারিয়াত	৩৯৩
৫২	সুরা তুর	৩৯৬
৫৩	সুরা নজ্‌ম	৩৯৮
৫৪	সুরা কমর	৪০০
৫৫	সুরা রহমান	৪০৩
৫৬	সুরা ওয়াকিয়া	৪০৬
৫৭	সুরা হাদিদ	৪০৯
৫৮	সুরা মুজাদালা	৪১২

AMARBOI.COM

৫৯	সুরা হাশর	৪১৫
৬০	সুরা মুম্‌তাহানা	৪১৮
৬১	সুরা সাফ্‌ফ	৪২০
৬২	সুরা জুম্‌আ	৪২২
৬৩	সুরা মুনাফিকুন	৪২৩
৬৪	সুরা তাগাবুন	৪২৪
৬৫	সুরা তালাক	৪২৬
৬৬	সুরা তাহ্‌রিম	৪২৮
৬৭	সুরা মুল্‌ক	৪৩০
৬৮	সুরা কলম	৪৩২
৬৯	সুরা হাক্‌কা	৪৩৪
৭০	সুরা মা'আরিজ্	৪৩৬
৭১	সুরা নুহ্	৪৩৮
৭২	সুরা জিন	৪৪০
৭৩	সুরা মুজ্জাম্মিল	৪৪২
৭৪	সুরা মুদ্দাসসির	৪৪৪
৭৫	সুরা কিয়ামা	৪৪৬
৭৬	সুরা দাহ্‌র	৪৪৮
৭৭	সুরা মুরসালাত	৪৫০
৭৮	সুরা নাবা	৪৫২
৭৯	সুরা নাজিআত	৪৫৪
৮০	সুরা আ'বাসা	৪৫৬
৮১	সুরা তাক্‌ভির	৪৫৭
৮২	সুরা ইনফিতার	৪৫৮
৮৩	সুরা মুতাফ্‌ফিফিন	৪৫৯
৮৪	সুরা ইনশিকাক্	৪৬০
৮৫	সুরা বুরুজ	৪৬১
৮৬	সুরা তারিক	৪৬২
৮৭	সুরা আ'লা	৪৬৩
৮৮	সুরা গা'শিয়া	৪৬৪
৮৯	সুরা ফাজ্‌র	৪৬৫
৯০	সুরা বালাদ	৪৬৬
৯১	সুরা শামস্	৪৬৭
৯২	সুরা লাইল	৪৬৮
৯৩	সুরা দোহা	৪৬৯
৯৪	সুরা ইন্‌শিরাহ্	৪৬৯
৯৫	সুরা তিন	৪৭০
৯৬	সুরা আলাক	৪৭০
৯৭	সুরা কাদর	৪৭১
৯৮	সুরা বাইয়িনা	৪৭১
৯৯	সুরা জাল্‌জালা	৪৭২
১০০	সুরা আদিয়াত	৪৭২
১০১	সুরা কারিয়া	৪৭৩
১০২	সুরা তাকাসুর	৪৭৩
১০৩	সুরা আসর	৪৭৩
১০৪	সুরা হুমাজা	৪৭৪
১০৫	সুরা ফিল	৪৭৪
১০৬	সুরা কুরাইশ	৪৭৫
১০৭	সুরা মাউন	৪৭৫
১০৮	সুরা কাউসার	৪৭৬
১০৯	সুরা কাফিরুন	৪৭৬
১১০	সুরা নাসর	৪৭৭
১১১	সুরা লাহাব	৪৭৭
১১২	সুরা ইখ্‌লাস	৪৭৭
১১৩	সুরা ফালাক	৪৭৮
১১৪	সুরা নাস	৪৭৮
	নির্ঘণ্ট	৪৭৯

কোরানশরিফ : সরল বঙ্গানুবাদ

AMARBOI.COM

প্রথম পারা

১ সুরা ফাতিহা

রুকু : ১ আয়াত : ৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

১. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই,
২. যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়
৩. বিচারদিনের মালিক।
৪. আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
৫. তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে,
৬. তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,
৭. যারা (তোমার) রোষে পতিত হয় নি, পথভ্রষ্টও হয় নি।

AMARBOI.COM

২ সুরা বাকারা

রুকু : ৪০ আয়াত : ২৮৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম।* ২. এ সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
সাবধানিদের জন্য এ পথপ্রদর্শক, ৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম
করে ও তাদেরকে যে-জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে, ৪. এবং যারা
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস
করে ও যারা পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী, ৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের
নির্দেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম।

৬. যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না-কর তাদের পক্ষে
দুই-ই সমান। তারা বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহর
ক'রে দিয়েছেন, তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে
মহাশাস্তি।

॥ ২ ॥

৮. মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে
বিশ্বাসী,' কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। ৯. আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদেরকে তারা ঠকাতে চায়,
অথচ তারা যে নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে ঠকাতে পারে না—এ তারা বুঝতে পারে
না। ১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি
করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি কোরো না,' তারা
বলে, 'আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি।' ১২. সাবধান! এরাই ফ্যাশাদ সৃষ্টি করে,
কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না। ১৩. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'অন্যদের
মতো তোমরাও বিশ্বাস করো,' তারা বলে, 'বোকারা যেমন বিশ্বাস করেছে
আমরাও কি তেমন বিশ্বাস করব?' সাবধান! এরাই বোকা, কিন্তু এরা তা বুঝতে
পারে না।

১৪. যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস
করেছি;' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সঙ্গে যোগ দেয় তখন বলে,
'আমরা তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টাতামাশা ক'রে
থাকি।'

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে তামাশা করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে
বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

১৬. এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনেছে। সুতরাং তাদের ব্যাবসা
লাভজনক হয় নি। তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। ১৭. তাদের উপমা এমন এক

AMARBOI.COM

ব্যক্তি যে আগুন জ্বেলে তার চারিদিক আলোকিত করে, তারপর আল্লাহ্ সেই আলো সরিয়ে নেন ও তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দেন আর তারা কিছুতেই দেখতে পায় না। ১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না। ১৯. বা, যেমন আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে ঘোর অন্ধকার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকানি। বজ্রধ্বনি হলে মৃত্যুর ভয়ে তারা কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে রেখেছেন। ২০. বিদ্যুতের ঝলকানি তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতের আলো তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলতে থাকে, আর যখন অন্ধকার ছেয়ে ফেলে তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ ৩ ॥

২১. হে মানুষ! তোমরা উপাসনা করো তোমাদের সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার, ২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন, আর তোমাদের জীবিকার জন্য আকাশ থেকে পানি ঝরিয়ে ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না।

২৩. আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সুরা আনো। আর তোমরা যদি সত্য বল, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব সাক্ষীকে ডাকো। ২৪. যদি না কর, আর তা কখনও করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

২৫. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিচে নদী বইবে। যখন তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে আগে যে-জীবনোপকরণ দেওয়া হ'ত এ তো তা-ই।' তাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে, পবিত্র সঙ্গিনী আর তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

২৬. আল্লাহ্ মশা বা তার চেয়ে বড় কোনো জিনিসের উদাহরণ দিতে বিব্রত বোধ করেন না। তাই যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, এ-সত্য উপমা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, 'আল্লাহ্ কী উদ্দেশ্যে এমন এক উপমা দিয়েছেন?' এ দিয়ে তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন। আসলে সত্যত্যাগীদেরকে ছাড়া আর কাউকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না। ২৭. যারা আল্লাহ্র সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার ক'রে তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

AMARBOI.COM

২৮. তোমরা কেমন ক'রে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না, পরে তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে?

২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দেন ও তাকে সাত আকাশে সাজান। তিনি সব বিষয়ই ভালোভাবে জানেন।

॥ ৪ ॥

৩০. আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তো তা জান না।' ৩১. আর
তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি ফেরেশতাদের সামনে সেইসব উপস্থাপন ক'রে বললেন, 'এইসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি প্রাজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।'

৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম! ওদের এইসবের নাম বলে দাও।' যখন সে তাদের ওদের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি জানি, আর আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ?'

৩৪. আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা করো,' তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। তাই সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩৫. আর আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও
তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ও যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না; গেলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

৩৬. কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল, তাই তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রু হিসাবে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।'

৩৭. তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী পেল। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ৩৮. আমি
বললাম, 'তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে

AMARBOI.COM

তোমাদের কাছে সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের
নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না ও তারা দুঃখিতও হবে না।'
৩৯. যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে তারাই আগুনে
বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

॥ ৫ ॥

৪০. হে বনি-ইসরাইল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা দিয়ে আমি
তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং আমার সঙ্গে তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার
পূর্ণ করো। আমিও তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু
আমাকেই ভয় করো। ৪১. তোমদের কাছে যা আছে তার সমর্থক হিসাবে আমি যা
অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কয়ো। আর তোমরাই একে প্রথমে প্রত্যাখ্যান কোরো
না আর আমার আয়াতের বদলে স্বল্পমূল্য গ্রহণ কোরো না। তোমরা শুধু আমাকেই
ভয় কোরো। ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ো না, আর জেনেশুনে সত্য
গোপন কোরো না। ৪৩. তোমরা নামাজ কায়েম করো ও যাকাত দাও, আর যারা
রুকু দেয় তাদের সঙ্গে রুকু দাও। ৪৪. তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও
অথচ নিজেরা (তা পালন করতে) ভুলে যাও, আবার কিতাবও পড়? তোমরা কি
বুঝবে না?
৪৫. তোমরা ধৈর্য ধরো ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর
বিনীতরা ছাড়া আর সকলের কাছে এ তো কঠিন। ৪৬. (তারাই বিনীত) যারা
বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চয় দেখা হবে আর তাঁরই দিকে
তারা ফিরে যাবে।

॥ ৬ ॥

৪৭. হে বনি-ইসরাইল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা দিয়ে আমি
তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম আর বিশ্বে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।
৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না,
কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না বা কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না,
আর কেউ কোনোরকম সাহায্য পাবে না।
৪৯. (আর স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরাউন-সম্প্রদায়ের হাত থেকে
তোমাদেরকে রেহাই দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ছেলেদেরকে খুন করত, আর
তোমাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রেখে তোমাদেরকে মারাত্মক যন্ত্রণা দিত। আর সে
তো তোমাদের প্রতিপালকের দিক থেকে ছিল এক বড় পরীক্ষা। ৫০. যখন
তোমাদের জন্য আমি সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম ও তোমাদের উদ্ধার
করেছিলাম এবং ফেরাউন-সম্প্রদায়কে ডুবিয়েছিলাম, (তখন) তোমরা তো তা
প্রত্যক্ষ করেছিলে। ৫১. যখন আমি মুসার জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারিত করেছিলাম,
তারপর সে চ'লে যাওয়ার পর তোমরা গোবৎসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ

AMARBOI.COM

করেছিলে। এভাবে তখন তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে। ৫২. এরপর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

৫৩. (আর স্মরণ করো,) যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও। ৫৪. আর মুসা যখন তার নিজের সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ক'রে তোমরা নিজেদের ওপর ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যাও আর তোমাদের আত্মাকে সংহার করো (নিজেদেরকে সংযত করো)। তোমার সৃষ্টিকর্তার কাছে এ-ই হবে কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, তিনি তো ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু।'

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা! আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না।' তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে, আর তোমরা তো তাকিয়ে দেখছিলে। ৫৬. তারপর মৃত্যুর পরে আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার ক'রে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কাছে *মান্না* ও *সালওয়া* পাঠিয়েছিলাম। (আর বলেছিলাম,) 'তোমাদের জন্য জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তা থেকে তোমরা ভালো ভালো জিনিস খাও।' তারা আমার ওপর কোনো জুলুম করে নি, বরং তারা নিজেদেরই ওপর জুলুম করেছিল।

৫৮. যখন আমি বললাম, 'তোমরা এ-জনপদে প্রবেশ করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা ও যা ইচ্ছা খাও, মাথা নিচু ক'রে প্রবেশ করো আর বলো, 'ক্ষমা চাই', আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব, আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য আমার দান বাড়িয়ে দেব। ৫৯. কিন্তু যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার বদলে অন্য কথা বলল। সেজন্য সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আমি আকাশ থেকে শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা ছিল সত্যত্যাগী।

॥ ৭ ॥

৬০. আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে বাড়ি মারো।' তারপর সেখান থেকে বারোটি ঝরনা বইতে লাগল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল। (আমি বললাম) 'আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার করো আর পৃথিবীতে ফ্যাশাদ করে বেড়িয়ো না।'

৬১. আর তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মুসা! একই রকম খাবারে আমরা কখনও ধৈর্য রাখতে পারব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তিনি যেন শাকসবজি, কাঁকুড়, গম, রশুন, ডাল ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য মাটিতে উৎপন্ন করেন।' মুসা বলল, 'তোমরা কি ভালো জিনিসকে খারাপ জিনিসের সাথে বদল করতে চাও? তবে যে-কোনো শহরে যাও। তোমরা

AMARBOI.COM

যা চাও তা সেখানে পাবে।' আর তারা হল অপদস্থ ও অনটনগ্রস্ত। আর আল্লাহ্‌র গজব পড়ল তাদের ওপর। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অমান্য করেছিল ও নবিদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এ এজন্য যে, তারা আদেশ অমান্য করেছিল ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

॥ ৮ ॥

৬২. যারা বিশ্বাস করে ও যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা খ্রিষ্টান ও সাবেয়ি (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্ ও শেষদিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৬৩. যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তোমাদের ওপরে তুর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম (এই ব'লে), 'আমি যা দিলাম তা শক্ত ক'রে ধরো আর তার মধ্যে যা আছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।' ৬৪. এর পরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের তোমরা ভালো করেই জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।' ৬৬. আমি এ-ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য এক দৃষ্টান্ত ও সাবধানিদের জন্য এক উপদেশস্বরূপ করেছি।

৬৭. আর যখন মুসা তার নিজের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটা গোরু জবাইয়ের হুকুম দিয়েছেন।' তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ?' মুসা বলেছিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি, আমি যেন জাহেলদের (অজ্ঞদের) দলে না পড়ি।'

৬৮. তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে বলো ঐ গোরুটি কেমন হবে।' মুসা বলল, 'আল্লাহ্ বলেছেন এ এমন একটা গোরু যা বুড়োও না, অল্পবয়সীও না—মাঝবয়সী, অতএব তোমরা যে-আদেশ পেয়েছ তা পালন করো।'

৬৯. তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে বলো ওর রং কী হবে।' মুসা বলল, 'আল্লাহ্ বলেছেন সেটা হবে হলুদ রঙের বাছুর, তার উজ্জ্বল গাঢ় রং যারাই দেখবে তারাই খুশি হবে।'

৭০. তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে বলো গোরুটা কী ধরনের। আমাদের কাছে গোরু তো একই রকম। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিশ্চয় আমরা পথ পাব।'

৭১. মুসা বলল, 'এ এমন এক গোবৎস যাকে জমিচাষে বা ক্ষেতে পানিসেচের কাজে লাগানো হয় নি, সম্পূর্ণ নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি তথ্য ঠিক এনেছ।' যদিও তারা জবাই করতে প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা সেটাকে জবাই করল।

॥ ৯ ॥

৭২. যখন তোমরা একটা লোককে খুন ক'রে একে অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছিলে, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করতে চাইলেন তোমরা যা গোপন করেছিলে। ৭৩. তখন আমি বললাম, 'এর (বাছুরটির) কোনো অংশ দিয়ে একে (মৃত লোকটাকে) বাড়ি মারো।' এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৭৪. এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হল, পাষাণ বা পাষাণের চেয়েও কঠিন। কোনো কোনো পাষাণ থেকে নদী বের হয়ে আসে, আবার কিছু আছে যা ফেটে গেলে তার থেকে পানি বের হয়ে আসে, আর কিছু আছে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ'সে পড়ে। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌র তা তো অজানা নয়। ৭৫. তোমরা কি এখনও আশা কর যে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে, যখন এক দল আল্লাহ্‌র বাণী শুনে ও বুঝবার পরও জেনেশুনে তা বিকৃত করে?

৭৬. আর যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' আবার যখন তারা নিজেদের মধ্যে নিভৃতে একত্র হয় তখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা বলেছেন তোমরা কেন তা বিশ্বাসীদেরকে ব'লে ফেলো? এ দিয়ে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করবে, তোমরা কি তা বুঝতে পার না?'

৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা জানেন? ৭৮. তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা নিজেদের সংস্কার ছাড়া কিতাব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না, তারা শুধু মনগড়া কথা ব'লে বেড়ায়। ৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর সামান্য মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে!' তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি, আর যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি।

৮০. আর তারা বলে, 'কয়েকটা গোনাগাঁথা দিন ছাড়া আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছ, কারণ আল্লাহ্ তো তাঁর অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করেন না? না, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?'

৮১. হ্যাঁ, যারা পাপ করে আর যাদের পাপ তাদেরকে ঘিরে রাখে তারাই আগুনে বাস করবে—তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। ৮২. কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সৎকাজ করে তারাই বাস করবে জান্নাতে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

॥ ১০ ॥

৮৩. আর যখন বনি-ইসরাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন,

AMARBOI.COM

পিতৃহীন ও দরিদ্রদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আর লোকের সাথে ভালোভাবে
কথা বলবে; আর নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দেবে, (তখন) কিন্তু
অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা সকলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. স্মরণ করো যখন তোমাদের কাছ থেকে আমি এই অঙ্গীকার নিয়েছিলাম
যে তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না ও নিজেদের লোকজনকে দেশ থেকে
তাড়িয়ে দেবে না, তারপর তোমরা তোমাদের দোষ স্বীকার করেছিলে। আর এ-
বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী। ৮৫. তারপর তোমরা একে অন্যকে খুন করছ আর
তোমাদের এক দলকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন
ক'রে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ, আর তারা যখন বন্দি হয়ে তোমাদের সামনে
হাজির হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও! তাদের তাড়িয়ে দেওয়াই তো তোমাদের
অন্যায় হয়েছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর কিছু
অংশ অবিশ্বাস কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন কাজ করে পার্থিব জীবনে
তাদের শাস্তি লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে
আরও কঠোর শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা
জানেন না তা নয়। ৮৬. তারাই পরকালের বদলে ইহকালের জীবন কেনে, সেজন্য
তাদের শাস্তি কমানো হবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

॥ ১১ ॥

৮৭. আর আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তারপর একের পর এক রসুল
পাঠিয়েছি। আমি মরিয়মপুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি ও পবিত্র আত্মা
(জিবরাইল) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোনো রসুল এমন
কিছু এনেছে যা তোমাদের মনের মতো হয় নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ,
আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলেছ ও কাউকে হত্যা করেছ?

৮৮. তারা বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় তো আচ্ছাদিত।' না, অবিশ্বাসের জন্য
আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন; তাই তারা অল্পই বিশ্বাস করে।

৮৯. তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থনে আল্লাহ্র কাছ হতে এল কিতাব;
যদিও পূর্বে এর সাহায্যে তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও
তারা যা জানত তা যখন তাদের কাছে এল তখন তা তারা অবিশ্বাস করল। তাই
অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ। ৯০. তা কত খারাপ যার বিনিময়ে তারা
তাদের আত্মাকে বিক্রি করে! তা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে তারা
প্রত্যাখ্যান করে শুধু এই ঈর্ষায় যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ
করেন। এইভাবে তারা অর্জন করল গজবের ওপর গজব। অবিশ্বাসীদের ওপর
রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস
করো,' তারা বলে, 'আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস
করি।' তা ছাড়া সবকিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য ও যা তাদের

AMARBOI.COM

কাছে আছে তা তার সমর্থক। বলো, 'তোমরা যদি বিশ্বাসীই হবে তবে কেন
অতীতে নবিদেরকে খুন করেছিলে? ৯২. তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গোবৎসকে
(উপাস্য হিসাবে) বেছে নিলে, আর তোমরা তো জুলুমকারী।'

৯৩. স্মরণ করো, আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তুর
পাহাড়কে তোমাদের ওপর স্থাপন করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'আমি যা দিলাম
তা শক্ত করে ধরো ও শ্রবণ করো।' তারা বলেছিল, 'আমরা শুনলাম, কিন্তু মানলাম
না।' অবিশ্বাসের জন্য তাদের মনে গোবৎসের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। বলো,
'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যা নির্দেশ দেয় তা কত খারাপ!'

৯৪. বলো, 'যদি আল্লাহ্র কাছে পরকালের বাসস্থান অন্যদেরকে বাদ দিয়ে
শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে যদি সত্য কথা বলো, তোমাদের মৃত্যু কামনা করা
উচিত।' ৯৫. কিন্তু তারা তা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনও তা চাইবে না। আর
আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে জানেনই। ৯৬. সব মানুষের চেয়ে, এমনকি
যারা শরিক করে তাদের চেয়েও, তোমরা দেখবে, জীবনের ওপর তাদের লোভ
বেশি। তারা প্রত্যেকে হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু দীর্ঘ আয়ু তাদের
শাস্তিকে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তো তা দেখেন।

॥ ১২ ॥

৯৭. বলো, 'যে জিবরাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহ্র নির্দেশে
তোমার হৃদয়ে এ পৌঁছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিতাবের) সমর্থক আর বিশ্বাসীদের
জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ।'

৯৮. যারা আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাদের, রসুলদের, জিবরাইল ও মিকাইলের
শত্রু, (তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শত্রু। ৯৯. আর আমি
তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আর সত্যত্যাগী ছাড়া কেউই এগুলো
অমান্য করবে না। ১০০. তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের
কোনো-এক দল সে-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? না, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে
না।

১০১. যখন আল্লাহ্র কাছ থেকে কোনো রসুল আসে তাদের কাছে যা রয়েছে
তার সমর্থক হিসাবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল
কিতাবটিকে পেছনের দিকে ফেলে দেয় যেন তারা কিছুই জানে না।

১০২. আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আওড়াত তারা (সাবাবাসীরা)
তা মেনে চলত। সুলায়মান অবিশ্বাস করে নি, বরং শয়তানেরাই অবিশ্বাস
করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত (সেই) জাদু যা বাবেল শহরের দুই
ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই 'আমরা তো
(তোমাদের জন্য) *ফিৎনা* (পরীক্ষাস্বরূপ)। তোমরা অবিশ্বাস কোরো না'—এই না
বলে তারা কোনো মানুষকে শিক্ষা দিত না। এ-দুজনের কাছ থেকে তারা এমন

AMARBOI.COM

বিষয় শিক্ষা করত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত, তবু আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কারও কোনো ক্ষতি তারা করতে পারত না।

তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতিসাধনই করত, আর কোনো উপকারে আসত না। আর তারা ভালো করেই জানত যে, যে-কেউ তা কিনবে পরকালে তার কোনো অংশ নেই। আর যদি তারা জানত, তারা যার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করেছিল তা কত নিকৃষ্ট! ১০৩. আর তারা যদি বিশ্বাস করত ও আল্লাহ্‌কে ভয় করত তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র কাছে ভালো পুরস্কারই পেত, যদি তারা জানত।

॥ ১৩ ॥

১০৪. হে বিশ্বাসিগণ, *'রায়িনা'* বোলো না, বরং *উনজুরনা* *বলো। আর শুনে রাখো অবিশ্বাসীদের জন্য নিদারুণ শাস্তি রয়েছে। ১০৫. কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা অংশীবাদী তারা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন। আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমি কোনো আয়াত রদ করলে বা ভুলে যেতে দিলে তার চেয়ে আরও ভালো বা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান?

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই, আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কেউ সাহায্যও করবে না?

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেভাবে পূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে, সে তো নিঃসন্দেহে সরল পথ হারায়। ১০৯. নিজেদের ঈর্ষামূলক মনোভাবের জন্য তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হবার পরও, কিতাবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে অবিশ্বাসী হিসাবে ফিরে পেতে চায়। তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোনো নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০. আর তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকাত দাও। এই উত্তম কাজের যা-কিছু আগে পাঠাবে আল্লাহ্‌র কাছে তা-ই পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা দেখেন।

১১১. আর তারা বলে, 'ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ তাদের মিথ্যা আশা। বলো, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে

* 'দেখেন', 'তাকান', 'শোনেন' বা 'আসেন তো' অর্থে *রায়িনা* শব্দটি ব্যবহৃত হলেও কেউ-কেউ কথাটার উচ্চারণ বিকৃত ক'রে তার একটা কদর্থ করত। তাই আল্লাহ্ দ্ব্যর্থহীন শব্দ *উনজুরনা* (আমাদের দিকে তাকান) ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন।

প্রমাণ উপস্থিত করো।' ১১২. হ্যাঁ, যে সৎকাজ ক'রে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখও পাবে না।

॥ ১৪ ॥

১১৩. ইহুদিরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই,' খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই;' অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে-বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষবিচারের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন।

১১৪. যে আল্লাহ্‌র মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী কে হতে পারে? ভয় না ক'রে তাদের সেখানে ঢোকা উচিত নয়। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনাভোগ ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহ্‌র; আর তুমি যে-দিকেই মুখ ফেরাও, সে-দিকই আল্লাহ্‌র দিক। আল্লাহ্ তো সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১১৬. আর তারা বলে, 'আল্লাহ্‌র পুত্র আছে।' তিনি মহান পবিত্র। বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

১১৭. আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা; আর যখন তিনি কিছু করতে ঠিক করেন শুধু বলেন, 'হও,' তখন তা হয়ে যায়।

১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? বা কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না কেন?' তাদের পূর্ববর্তীরাও এইভাবে তাদের মতো বলত। তাদের অন্তর একই রকম। দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বয়ান করেছি।

১১৯. আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। যারা জাহান্নামে বাস করবে তাদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বলো, 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর কেউ সাহায্যও করবে না।

১২১. যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা পড়ে তারাই তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা এ অমান্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ ১৫ ॥

১২২. হে বনি-ইসরাইল, আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি ও বিশ্বে সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

১২৩. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না, আর কারও কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না ও কোনো সুপারিশে কারও কোনো লাভ হবে না, আর কেউ কোনো সাহায্যও পাবে না।

১২৪. আর ইব্রাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরদের মধ্য হতেও?' আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।'

১২৫. আর স্মরণ করো সেই সময়কে যখন আমি (কা'বা) ঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম। (আর আমি বলেছিলাম,) 'তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ করো।' আর যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে, 'তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা এ প্রদক্ষিণ করবে, এখানে বসে এ'তেকাফ* করবে এবং এখানে রুকু ও সিজদা করবে।'

১২৬. (স্মরণ করো) যখন ইব্রাহিম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস করবে তাদেরকে খাবার জন্য দাও ফলাহার,' তিনি বললেন, 'যে-কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, আর সে কী খারাপ পরিণতি!'

১২৭. আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল (কা'বা) ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে এই কাজ গ্রহণ করো। তুমি তো সব শোন আর সব জান। ১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দুজনকে তোমার একান্ত অনুগত করো ও আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মত (সমাজ) তৈরি করো। আমাদেরকে উপাসনার নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও, আর আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও! তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু। ১২৯. হে আমার প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রসুল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াত তাদের কাছে আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী!'

॥ ১৬ ॥

১৩০. যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে সে ছাড়া ইব্রাহিমের সমাজ থেকে আর কে মুখ ফেরাবে? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে হবে সৎকর্মপরায়ণগণের একজন। ১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন,

* সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুকালের জন্য ধ্যান করাকে এ'তেকাফ বলে। অনেকে রমজান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান ক'রে এ'তেকাফ করেন।

AMARBOI.COM

'আত্মসমর্পণ করো,' সে বলেছিল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।'

১৩২. আর ইব্রাহিম ও ইয়াকুব এ-সম্বন্ধে তাদের পুত্রদেরকে আমার নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে আমার ছেলেরা! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ-দ্বীন (ধর্ম)-কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ কোরো না।

১৩৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের উপসান করবে?' তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহ্র ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহ্র উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

১৩৪. সেই উম্মত গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের, তারা যা করত সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তারা বলে, 'ইহুদি বা খ্রিষ্টান হও, ঠিক পথ পাবে।' ১৩৫. বলো, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব।' আর সে (ইব্রাহিম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩৬. তোমরা বলো, 'আমরা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করি, আর যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবিকে দেওয়া হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

১৩৭. তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সব শোনেন সব জানেন।

১৩৮. (আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহ্র রং। রঙে আল্লাহ্র চেয়ে কে বেশি সুন্দর? আর আমরা তাঁরই উপাসনা করি।

১৩৯. বলো, 'আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি তর্ক করতে চাও? আর তিনি তো আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কাজ আমাদের, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য, আর আমরা ভক্তিভরে তাঁরই সেবা করি।'

১৪০. তোমরা কি বল যে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধররা ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিল? বলো, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্?' তার চেয়ে বড় জুলুমকারী কে যে আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া প্রমাণ গোপন করে? আর আল্লাহ্ তো জানেন তোমরা যা কর।

১৪১. সেই উম্মত গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের, আর তারা যা করত সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় পারা

॥ ১৭ ॥

১৪২. নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, 'তারা এ-পর্যন্ত যে-কিবলা অনুসরণ ক'রে আসছিল তার থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' বলো, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

১৪৩. এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে। তুমি এ-পর্যন্ত যে-কিবলা অনুসরণ করছিলে তা এইজন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি কে রসুলকে অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায়। আল্লাহ্ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ তো কঠিন। আল্লাহ্ এমন নন যে তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। মানুষের জন্য তো আল্লাহ্‌র অনুকম্পা, বড়ই দয়া।

১৪৪. আমি লক্ষ করি তুমি আকাশের দিকে বারবার তাকাও। তাই তোমাকে এমন এক কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করবে। সুতরাং তুমি মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কা'বার দিকে মুখ ফেরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহ্‌র অজানা নেই।
১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের কাছে সব প্রমাণ পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণ করবে না! তারাও কেউ কারও কিবলা অনুসরণ করে না। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে তুমি তো সীমালঙ্ঘন করবে।

১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মদকে) তেমনি চেনে যেমন তারা চেনে নিজেদের ছেলেদেরকে; তবুও তাদের একদল সত্য গোপন করে, আর তা জেনেশুনে। ১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে। সুতরাং যারা সন্দেহ করে তাদের শামিল হয়ো না।

॥ ১৮ ॥

১৪৮. আর প্রত্যেকের একটা দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৯. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয় এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা করছ তা আল্লাহ্‌র অগোচর নয়।

১৫০. আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের
দিকে মুখ ফেরাও, আর যেখানেই থাক না কেন (তার) দিকে মুখ ফেরাবে, যাতে
যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের সঙ্গে তর্ক করতে না পারে।
তাই তাদেরকে ভয় কোরো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করো যাতে আমি আমার
সম্পদ তোমাদের পুরোপুরি দিতে পারি, আর যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত
হতে পার।

১৫১. আমি তোমাদেরই একজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি যে আমার
আয়াতগুলো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে; তোমাদেরকে পবিত্র করে,
তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান, আর শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে
না।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ
করব, আমার কাছে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।

॥ ১৯ ॥

১৫৩. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।
আল্লাহ্ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ১৫৪. আর যারা আল্লাহ্র পথে মারা যায়
তাদেরকে মৃত বোলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা বুঝতে পার না।

১৫৫. নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর
(কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য
ধরে তাদেরকে তুমি সুখবর দাও।

১৫৬. (তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, 'আমরা
তো আল্লাহ্রই আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।' ১৫৭. এইসব
লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর
এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।

১৫৮. নিশ্চয় দুটি পাহাড় *সাফা* ও *মারওয়া* আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম।
সুতরাং যে আল্লাহ্র ঘরে হজ বা ওমরা করে, তার জন্য এই দুটি প্রদক্ষিণ করলে
কোনো পাপ নেই। আর যে-ব্যক্তি ইচ্ছা ক'রে কোনো ভালো কাজ করে, আল্লাহ্
তাকে পুরস্কার দেন আর তিনি তো সব জানেন।

১৫৯. আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য
পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করার পরও যারা ওইসব গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে
অভিশাপ দেন, আর অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। ১৬০. কিন্তু যারা
তওবা করে, আর নিজেদেরকে সংশোধন করে ও আল্লাহ্র আয়াতকে স্পষ্টভাবে
উচ্চারণ করে, এরাই তারা যাদের আমি ক্ষমা করি, আর আমি ক্ষমাকারী, পরম
দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে ও অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়,
তাদের ওপর আল্লাহ্র ফেরেশতা ও সকল মানুষেরই অভিশাপ। ১৬২. তারা

AMARBOI.COM

চিরকাল অভিশাপ পেতে থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তারা কোনো অবকাশও পাবে না। ১৬৩. আর তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু।

॥ ২০ ॥

১৬৪. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে জাহাজের সমুদ্রযাত্রায়, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ্ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তিনি মৃত পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান আর সেই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশে ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় তো জ্ঞানী লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. আর কোনো কোনো লোক আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, আর তাদেরকে আল্লাহ্‌র মতো ভালোবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালোবাসা সবচেয়ে দৃঢ়। যারা জুলুম করে তারা যদি (এখন) দেখত যে-শাস্তি তারা দেখবে (তা হলে বুঝত) সব ক্ষমতা আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ১৬৬. যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন অনুসারীদের ওপর বিমুখ হবে আর অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।' এভাবে আল্লাহ্ তাদের কাজকর্মকে তাদের আফসোসের কারণ ক'রে দেখাবেন আর তারা কখনও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

AMARBOI.COM

॥ ২১ ॥

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল ও বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর সে চায় যে, আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তোমরা যা জান না তা বল।

১৭০. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো,' তারা বলে, 'না, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব,' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না ও তারা সৎপথেও ছিল না। ১৭১. আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপমা যেন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না— তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

১৭২. হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে বিশুদ্ধ জিনিস খাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক। ১৭৩. (আল্লাহ্) তো তোমাদের জন্য শুধু মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস ও যেসব জন্তুর ওপর (জবাই করার সময়) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না করে নিরুপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭৪. আল্লাহ্ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্তি করে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। ১৭৫. তারাই সৎপথের বদলে ভ্রান্তপথ ও ক্ষমার বদলে শাস্তি কিনেছে। আগুনে তাদের কত ধৈর্য! ১৭৬. এসব এজন্য যে আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করে, তারা নিশ্চয়ই অশেষ বিরুদ্ধতায় আছে।

॥ ২২ ॥

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, আর নামাজ কায়েম করলে ও জাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ও সাবধানি।

১৭৮. হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য *কিসাস* (বদলা)-র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করলে সম্মানজনক ব্যবস্থার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (শাস্তির) ভারলাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। ১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

১৮০. তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় আর সে যদি ধনসম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হল। সাবধানিদের পক্ষে এটা অবশ্যপালনীয়। ১৮১. তারপর এ শোনার পরও যদি কেউ এর পরিবর্তন করে, তা হলে যে পরিবর্তন করবে তার অপরাধ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন ও সব জানেন। ১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, তারপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দেয়, তবে তার কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ ২৩ ॥

১৮৩. হে বিশ্বাসিগণ; তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা)-র বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার, ১৮৪. নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এ-সংখ্যা পূরণ ক'রে নিতে হবে। আর যে-ব্যক্তির পক্ষে রোজা রাখা দুঃসাধ্য তার একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবু যদি কেউ নিজের খুশিতে পুণ্য কাজ করে তবে তার পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। আর যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে, রোজাপালনই তোমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর।

১৮৫. রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসারূপে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এ-মাস পাবে সে যেন এ-মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী বা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ-সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, যাতে তোমরা নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে পার ও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করতে পার, আর তোমরা কৃতজ্ঞ হলেও হতে পার।

১৮৬. আর আমার দাসরা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন (তুমি বলো) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার ওপর বিশ্বাস করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

১৮৭. রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের ওপর দয়া করেছেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার ও আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো। আর যখন তোমরা মসজিদে *এ'তেকাফ* (সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুকালের জন্য ধ্যানে)-এ থাক তখন স্ত্রী-সহবাস কোরো না। এ আল্লাহ্র সীমারেখা, সুতরাং এর ধারেকাছে যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর আয়াত স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।

১৮৮. আর তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাগে গ্রাস কোরো না। আর মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘুষ দিয়ো না।

AMARBOI.COM

॥ ২৪ ॥

১৮৯. লোকে তোমাকে *হেলাল* (নূতন চাঁদ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'তা মানুষের সময় ও হজের সময়-নির্দেশ করে।' পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ সাবধান হয়ে চললে। অতএব তোমরা সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তবে সীমালঙ্ঘন কোরো না। আল্লাহ্ তো সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

১৯১. আর যেখানে তাদেরকে তোমরা পাবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে আর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বার করে দেবে। ফিৎনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক। আর মসজিদ-উল-হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এ-ই তো অবিশ্বাসীদের পরিণাম।

১৯২. কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

১৯৩. তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হয় ও আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে জুলুমকারীদের ছাড়া (কারও ওপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

১৯৪. পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস। আর সকল পবিত্র জিনিসের জন্যে এমন বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও জেনে রাখো যে আল্লাহ্ সাবধানিদের সাথে থাকেন।

১৯৫. আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো। তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ কোরো না আর তোমরা সৎকর্ম করো; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

১৯৬. আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কোরবানি করো। আর যে-পর্যন্ত কোরবানির (পশু) তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা মাথা মুড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথায় যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে বা সাদকা দেবে বা কোরবানি দিয়ে তার *ফিদ্‌য়া* (খেসারত) দেবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হজের আগে ওমরা ক'রে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানির কিছুই না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিনদিন ও ঘরে ফেরার পর সাতদিন এই পুরো দশদিন রোজা করতে হবে। এই নিয়ম তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার কাছে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও জেনে রাখো আল্লাহ্ মন্দ কাজের প্রতিফল দিতে কঠোর।

www.amarboi.com

॥ ২৫ ॥

১৯৭. সুবিদিত মাসে (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ) হজ হয়। যে-কেউ এ-মাসগুলোতে হজ করা পবিত্র ব'লে মনে করে সে যেন হজের সময় স্ত্রীসম্ভোগ, অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর আল্লাহ্ তা জানেন, আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ করো, আর আত্মসংযমই তো শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আমাকেই ভয় করো।

১৯৮. তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ-কামনায় কোনো দোষ নেই (অর্থাৎ হজের সময় ব্যাবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়)। যখন তোমরা আরাফাত থেকে দৌড়ে ফিরে আসবে তখন *মাশ'য়ার-উল-হারাম*-এর কাছে পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, আর তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে, যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২০০. তারপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ক'রে নেবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে বা তার চেয়েও গভীরভাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই পৃথিবীতেই দাও।' পরকালে তাদের জন্য তো কোনো অংশ নেই। ২০১. আর তাদের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।' ২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আল্লাহ্ তো হিসাবগ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০৩. তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে* আল্লাহ্কে স্মরণ করো, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে, তাতে তার কোনো পাপ নেই। এ তার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও জেনে রাখো যে, তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে ও তার অন্তরে যা আছে সে-সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। ২০৫. আর যখন সে চলে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফ্যাশ্যাদ সৃষ্টি করে আর শস্যক্ষেত্রে ও জীবজন্তুর বংশ ধ্বংস করার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ কিন্তু ফ্যাশাদ ভালোবাসেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো,' তখন তার অহংকার তাকে পাপকাজে লিপ্ত করে। তাই তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম; আর সে তো খুব খারাপ জায়গা।

২০৭. আর এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ ক'রে দেয়। আর আল্লাহ্ তো তাঁর দাসদেরকে বড় দয়া করেন। ২০৮. হে বিশ্বাসিগণ!

* মিনা অবস্থানকালে জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ।

তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. সুতরাং প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ্ শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। ২১০. তারা কেবল এর প্রতীক্ষায় আছে যে আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাদেরকে সঙ্গে ক'রে তাদের কাছে হাজির হবেন, তারপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সব বিষয়ই আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

॥ ২৬ ॥

২১১. তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করো আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তো দণ্ডদানে বড়ই কঠোর।

২১২. অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের দিন তারাই তাদের ওপরে থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন।

২১৩. মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ্ নবিদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে-বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতভেদ করত। তারপর তারা যে-ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ সে-বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১৪. তোমরা কি মনে কর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তোমরা তাদের অবস্থায় পড় নি? অর্থসংকট ও দুঃখদারিদ্র্য তাদেরকে স্পর্শ করেছিল, আর তারা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, রসুল ও তার ওপর যারা বিশ্বাস করেছিল তারাও বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রেখো, আল্লাহ্র সাহায্য তো কাছেই।

২১৫. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তারা কী ব্যয় করবে? বলো, তোমরা যা ব্যয় কর তা হবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে-কোনো সৎকাজ কর-না কেন আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন।

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভালো। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জান না।

॥ ২৭ ॥

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো, 'সেই
সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায়
আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, কা'বাশরিফে (উপাসনায়)
বাধা দেওয়া ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর
ফিৎনা হত্যার চেয়ে আরও ভীষণ অন্যায়।' পারলে, তারা সব সময় তোমাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে-পর্যন্ত না তারা তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে
ফিরিয়ে দেয়। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং
অবিশ্বাসী হয়ে মারা যাবে তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।
আর এরাই আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

২১৮. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে ও জিহাদ করে
তারাই আল্লাহ্‌র দয়ার আশা রাখে; আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, 'দুয়ের
মধ্যেই মহাদোষ, মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু উপকারের চেয়ে ওদের
দোষই বেশি।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) কী ব্যয়
করবে? বলো, 'যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য
প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। ২২০. লোকে
পিতৃহীনদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করাই
ভালো।' আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তো
তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা
করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ্ তো প্রবল শক্তিমান
তত্ত্বজ্ঞানী।

২২১. আর অংশীবাদী রমণী যে-পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে
কোরো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী
ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে
তোমাদের (কন্যার) বিয়ে দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত
করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার চেয়ে ভালো। কারণ, ওরা তোমাদেরকে
আগুনের দিকে ডাক দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও
ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ক'রে
বয়ান করেন, যাতে তারা তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

॥ ২৮ ॥

২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, 'তা অশুচি।'
তাই রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, আর যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের
কাছে (সহবাসের জন্য) যেয়ো না। তারপর যখন তারা পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের

কাছে ঠিক সেইভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। যারা তওবা করে ও পবিত্র থাকে তাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য আগেই কিছু পাঠাও (ভালো কাজ করো) ও আল্লাহ্কে ভয় করো। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্র সাথে নিশ্চয়ই তোমাদের দেখা করতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও।

২২৪. তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তিস্থাপন করবে না
ব'লে আল্লাহ্র কাছে শপথ কোরো না। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। ২২৫.
তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন।

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, তারপর তারা যদি ফিরে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাক দিতে সংকল্প করে তবে তো আল্লাহ্ সব
শোনেন, সব জানেন। ২২৮. তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। আর এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদেরকে পুনরায় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার আছে, যদি তারা আপসে মিলেমিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্ শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ২৯ ॥

২২৯. এ তালাক দুবার, তারপর স্ত্রীকে হয় ভালোভাবে রাখবে বা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীদেরকে যা-কিছু দিয়েছিলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না। তবে যদি তাদের দুজনের ভয় হয় যে তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা ক'রে চলতে পারবে না আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা ক'রে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনোকিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে কারও কোনো পাপ নেই। এসব আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব, তোমরা এ-সীমা লঙ্ঘন কোরো না, আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই অত্যাচারী।

২৩০. তারপর ঐ স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে-পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কারও কোনো দোষ নেই, যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে। এসব

AMARBOI.COM

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ এগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাদের যথাবিধি রেখে দেবে বা তাদেরকে ভালোভাবে বিদায় দেবে, তাদেরকে অত্যাচার বা তাদের ওপর বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক ক'রে রাখবে না। যে এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে ঠাট্টাতামাশার বস্তু কোরো না; আর তোমাদের ওপর তিনি যে-অবদান, কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের উপদেশের জন্য, তা স্মরণ করো। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌র সব বিষয়ই জানা।

॥ ৩০ ॥

২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করতে থাকে তখন তারা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে তাদের (পূর্বের) স্বামীদের বিধিমতো বিয়ে করতে চায় তবে তাদেরকে বাধা দেবে না। এভাবে তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর বুকের দুধ দেবে, যদি কেউ বুকের দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেওয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য ও কোনো পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর উত্তরাধিকারীদের জন্যও অনুরূপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুই বছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাদের কোনো দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কোনো ধাত্রীর দুগ্ধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে নির্ধারিত দেয় বিধিমতো দাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও জেনে রাখো, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোনো বিধিমতো কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

২৩৫. আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত নারীদেরকে বিয়ের প্রস্তাব কর বা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে তোমরা কোনো অঙ্গীকার কোরো না। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া

AMARBOI.COM

পর্যন্ত তোমরা বিয়ে সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় করো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন।

॥ ৩১ ॥

২৩৬. স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা দেনমোহর ধার্য করার পূর্বে যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তবে কোনো পাপ হবে না, কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিয়ো, সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমতো ও গরিব তার সামর্থ্যমতো নিয়ম অনুযায়ী খরচপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এ সত্যপরায়ণ লোকের পক্ষে কর্তব্য। ২৩৭. আর তোমরা যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, অথচ দেনমোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক তা হলে নির্দিষ্ট দেনমোহরের অর্ধেক তোমাদেরকে আদায় করতে হবে যদিনা স্ত্রী বা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে মাফ করে দেয়, আর মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের কাছাকাছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহৃদয়তার কথা ভুলে যেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

২৩৮. তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ ক'রে মাঝের নামাজ (আসরের নামাজ) সযত্নে রক্ষা করবে আর আল্লাহ্‌র সামনে বিনীত হয়ে দাঁড়াবে। ২৩৯. যদি তোমরা ভয় পাও তবে পথে চলতে বা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় আর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া না হয়; কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে তারা নিজেদের জন্য তাদের অধিকারমতো যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বিধিমতো ভরণপোষণ করা সাবধানিদের জন্য কর্তব্য। ২৪২. এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্ট ক'রে বয়ান করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

॥ ৩২ ॥

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল? তারপর আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' পরে তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। আল্লাহ্ তো মানুষকে অনুগ্রহ করেন; কিন্তু অনেক মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো। আর জেনে রাখো যে আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। ২৪৫. কে সে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ্ তার

জন্য এ বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন আর আল্লাহ্ই জীবিকা কমান ও বাড়ান এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

২৪৬. তুমি কি মুসার পরবর্তী বনি-ইসরাইল প্রধানদেরকে দেখ নি? যখন তারা নিজেদের নবিকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা ঠিক করো যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি,' সে বলল, 'যদি তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা কি মনে কর তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না?' তারা বলল, 'যখন নিজেদের ঘরবাড়ি ও সন্তানসন্ততি থেকে দূরে পড়ে আছি তখন কেন আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করব না?' তারপর যখন তাদের ওপর যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালো ক'রেই জানেন।

২৪৭. তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'আমরা যখন কর্তৃত্ব করার জন্য বেশি যোগ্য তখন সে কেমন ক'রে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, আর প্রচুর ধনসম্পদও তো তাকে দেওয়া হয় নি।'

সে (নবি) বলল, 'আল্লাহ্ই তাকে মনোনীত করেছেন আর তিনি তাকে দেহে ও মনে সমৃদ্ধ করেছেন। অবশ্যই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় তত্ত্বজ্ঞানী। ২৪৮. তাঁর কর্তৃত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের কাছে একটা *তাবুত* (সিন্দুক) আসবে যাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রশান্তি ও কিছু জিনিস যা মুসা ও হারুনের বংশধররা রেখে গিয়েছে, ফেরেশতারা সেটা বয়ে নিয়ে আসবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

AMARBOI.COM

॥ ৩৩ ॥

২৪৯. তারপর তালুত যখন সসৈন্যে অভিযানে বের হল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ একটা নদী দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। তাই যে-কেউ সেই নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলে থাকবে না, আর যে ঐ পানি পান করবে না সে আমার দলে থাকবে। এ ছাড়া যে-কেউ তার হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি নেবে সে-ও।' কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে গেল) তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ লোকই তার থেকে পানি পান করল। যখন সে (তালুত) ও তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তারা তা পার হল তখন তারা বলল, 'আমাদের (এমন) শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করি।' কিন্তু যারা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিশ্বাস করেছিল তারা বলল, 'আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কত ছোট দল বড় দলকে পরাস্ত করেছে।' আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

২৫০. তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দাও, আমাদের পা অবিচলিত রাখো ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'

২৫১. সুতরাং তখন তারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে পরাজিত করল। দাউদ জালূতকে বধ করল ও আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী ফ্যাশাদে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। ২৫২. এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন যা আমি সঠিকভাবে তোমার কাছে আবৃত্তি করছি আর তুমি তো রসুলদের একজন।

AMARBOI.COM

তৃতীয় পারা

২৫৩. এই রসুলদের মধ্যেও কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে
কারও সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।
আমি মরিয়মপুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) দ্বারা
তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের কাছে স্পষ্ট
প্রমাণ আসার পরে, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করত না। কিন্তু তাদের
মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু বিশ্বাস করল আর কিছু অবিশ্বাস করল।
আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হ'ত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা
করেন।

॥ ৩৪ ॥

২৫৪. হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তার থেকে
ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো কেনাবেচা, বন্ধুত্ব বা সুপারিশ
থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই জুলুম করে।
২৫৫. আল্লাহ্—তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব,
অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে
সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের
(মানুষের) সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন। তিনি যা ইচ্ছা
করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। আকাশ ও
পৃথিবীব্যাপী তাঁর আসন, আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি
অত্যুচ্চ মহামহিম।
২৫৬. ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।
সুতরাং যে *তাগুত* (অসত্য দেবতা)-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস
করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সব
শোনেন, সব জানেন। ২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি
তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের
অভিভাবক *তাগুত* (অসত্য দেবতা), এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে
যায়। ওরাই বাস করবে আগুনে যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

॥ ৩৫ ॥

২৫৮. তুমি কি সে-ব্যক্তি (নমরুদ)-র কথা ভেবে দেখ নি যে ইব্রাহিমের সাথে তার
প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন
ইব্রাহিম বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান,'
সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহিম বলল, 'নিশ্চয়ই
আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে ওঠান, (দেখি) তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে

AMARBOI.COM

ওঠাও।' তখন সে (নমরুদ) হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ জুলুমকারী
সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৫৯. আবার সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে এমন এক শহরে পৌঁছেছিল
যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, 'মৃত্যুর পর কীরূপে আল্লাহ্ একে
জীবিত করবেন?' তখন তাকে আল্লাহ্ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে
পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি মৃত (অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?' সে
বলল, 'এক দিন বা এক দিনেরও কিছু কম!' তিনি বললেন, 'না, একশত বৎসর
ছিলে। আর লক্ষ করো তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তু আর তোমার
গাধাটাকে—ওসব অবিকৃত রয়েছে আর আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য
নিদর্শনস্বরূপ করব। আর (গাধার) হাড়গুলোর দিকে লক্ষ করো, কীভাবে
সেগুলোকে আমি জোড়া দিই ও মাংস দিয়ে ঢেকে দিই।' যখন এ তার কাছে স্পষ্ট
হল তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

২৬০. আরও যখন ইব্রাহিম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও
কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?' সে
বলল, 'নিশ্চয় করি, তবে কেবল এ আমার মনকে বুঝ দেওয়ার জন্য।' তিনি
বললেন, 'তবে চারটা পাখি ধরে ওদেরকে বশ করো। তারপর ওদের একেক অংশ
পাহাড়ে রেখে আসো। তারপর ওগুলোকে ডাক দাও। ওগুলো দৌড়ে তোমার
কাছে আসবে। জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।'

॥ ৩৬ ॥

২৬১. যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি
শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়, প্রতিটি শিষে থাকে একশো
দানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

২৬২. যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে আর যা ব্যয় করে তার
কথা বলে বেড়ায় না ও (দান করে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের
প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখও পাবে না। ২৬৩.
যে-দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা ও ক্ষমা করা ভালো।
আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, (তিনি) পরম সহনশীল।

২৬৪. হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার ক'রে ও কষ্ট দিয়ে (খোঁটা দিয়ে)
তোমরা তোমাদের দানকে ঐ লোকের মতো নষ্ট কোরো না যে নিজের ধন লোক-
দেখানোর জন্য ব্যয় ক'রে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা
একটি শক্ত পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, পরে তার ওপর প্রবল বৃষ্টি প'ড়ে
তাকে মসৃণ ক'রে ফেলে। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে
লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ তো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন
না। ২৬৫. অপরদিকে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ও নিজের হৃদয়কে দৃঢ় করার

জন্য তাদের ধনসম্পদ দান করে, তাদের তুলনা উঁচু জায়গার একটা বাগান যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ও তার ফলে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। আর মুষলধারে বৃষ্টি না হলে শিশিরই (সেখানে) যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা ভালো ক'রেই দেখেন।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটা বাগান থাকবে যার নিচে নদী বইবে ও যেখানে নানারকম ফলমূল থাকবে, আর যখন সে বুড়ো হয়ে পড়বে ও তার অসহায় দুর্বল ছেলেমেয়েও থাকবে (তখন) সেখানে এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় হানা দেবে আর তা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সব নিদর্শন তোমাদের জন্য স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

॥ ৩৭ ॥

২৬৭. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর ও আমি জমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন ক'রে দিই, তার থেকে ভালো যা তা দান করো। মন্দ জিনিস দান করার ইচ্ছা কোরো না, কারণ তোমরা তো তা নাও না, যদিনা তোমরা চোখ বুজে থাক। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র অভাব নেই, প্রশংসা তাঁরই।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও খারাপ কাজে উসকানি দেয়, অপর দিকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান) দান করেন। আর যাকে হিকমত দেওয়া হয় তাকে তো প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়। আসলে, কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে।

২৭০. যা-কিছু তোমরা ব্যয় কর বা যা-কিছু তোমরা মানত কর আল্লাহ্ তা
জানেন। আর কেউ জুলুমকারীকে সাহায্য করে না। ২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে
দান কর, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীকে দাও, তবে তা
তোমাদের জন্য আরও ভালো। আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ
মোচন করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা জানেন।

২৭২. তাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা-কিছু দান কর, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই তা কর। আর যা-কিছু তোমরা দান কর, তার পুরস্কার পুরো ক'রে দেওয়া হবে। তোমাদের ওপর অন্যায় করা হবে না।

২৭৩. (এই দান) অভাবীদের প্রাপ্য যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যস্ত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না ব'লে অবিবেচক লোকেরা ভাবে তাদের অভাব নেই। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না। তোমরা যা-কিছু দান করো, আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।

AMARBOI.COM

॥ ৩৮ ॥

২৭৪. যে-সকল লোক রাত্রিতে বা দিনে গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদের ধনসম্পদ দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাই তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা কোনো দুঃখও পাবে না।

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ ক'রে পাগল ক'রে দিয়েছে। এ এজন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে। অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র এখতিয়ারে! আর যারা আবার (সুদ) নিতে আরম্ভ করবে তারাই আগুনে বাস করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
২৭৬. আল্লাহ্
সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও দানকে বৃদ্ধি ক'রে দেন। আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।

২৭৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা কোনোরকম দুঃখও পাবে না।

২৭৮. হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।
২৭৯. যদি তোমরা না ছেড়ে দাও তবে
জেনে রাখো যে, এ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা জুলুম কোরো না ও জুলুম হতেও দিয়ো না।
২৮০. যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত
অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ ক'রে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, যদি তোমরা তা জানতে!
২৮১. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো
যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে তারপর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।

॥ ৩৯ ॥

২৮২. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণসংক্রান্ত কারবার করবে, তখন তা লিখে রেখো, আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় ব'লে দেয় ও তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে, আর কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয়বস্তু ব'লে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু ব'লে দেয়। আর তোমাদের পছন্দমতো দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদেরকে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে

AMARBOI.COM

তখন যেন তারা অস্বীকার না করে। আর এ (ঋণ) কম হোক বা বেশি হোক, মেয়াদ লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্‌র কাছে এ বেশি ন্যায্য ও প্রমাণের জন্য বেশি পাকাপোক্ত; আর তোমাদের মধ্যে যেন সন্দেহ না জাগে তার জন্য প্রশস্ত। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে-ব্যাবসার নগদ আদানপ্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যদি তোমরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ হবে তোমাদের জন্য অন্যায়। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌ই তো তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ভালো করেই জানেন।

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফেরত দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে যেন ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরো না। প্রকৃতপক্ষে যে তা গোপন করে তার অন্তর তো অপরাধ করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

॥ ৪০ ॥

২৮৪. আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন ও যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৫. তার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রসুল তার ওপর বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌য়, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবগুলোয় ও তাঁর রসুলদের ওপর (এবং তারা বলে) 'আমরা তাঁর রসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনি ও মানি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাব।'

২৮৬. আল্লাহ্ কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেন না। ভালো ও মন্দ যে, যা উপার্জন করবে তা তারই। (তোমরা প্রার্থনা করো) 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে ভারী দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব দিয়ো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এমন ভার আমাদের ওপর দিয়ো না যা বইবার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন করো, আর আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের জয়যুক্ত করো।'

AMARBOI.COM

৩ সুরা আল-ই-ইমরান

রুকু : ২০ আয়াত : ২০০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম।* ২. আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও
অনাদি। ৩. তিনি সত্যসহ তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের
কিতাবের সমর্থক। ৪. তিনি মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আগেই তওরাত
ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন ফুরকান (ন্যায়-অন্যায়ের
মীমাংসা)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে
কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

৫. আল্লাহ্‌র কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই তো গোপন নেই। ৬.
তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য
কোনো উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৭. তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার মধ্যে মজবুত
আয়াতগুলো *উম্মুল কিতাব* (কিতাবের মূল অংশ) অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে
বিকৃতি তারা ফিৎনা (বিরোধ) সৃষ্টি ও কদর্থের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ
করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে,
'আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।'
আর বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে
বিকৃত কোরো না, আর তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দাও। তুমিই
মহাদাতা। ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে
সমাবেশ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম
করেন না।

॥ ২ ॥

১০. যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র কাছে কোনো
কাজে লাগবে না। আর এসব লোকই অগ্নির ইন্ধন হবে। ১১. ফেরাউনের
বংশধররাও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে ক'রে
অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন।
আল্লাহ্ তো দণ্ডদানে অত্যন্ত কঠোর।

১২. যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলো, 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে ও
তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর তা খুব খারাপ জায়গা।'

১৩. দুইটি দল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল।
একদল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছিল, আর অন্য দল অবিশ্বাসী ছিল। তারা তাদের

AMARBOI.COM

চোখের দেখায় ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজে সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে।

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার, মার্কামারা ঘোড়া, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি বাসনাপ্রীতি (হেতু) মানুষের কাছে (তাদের) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্—তাঁরই নিকট তো উত্তম আশ্রয়স্থল।

১৫. বলো, 'আমি কি তোমাদের এসব জিনিসের চেয়ে আরও ভালো কিছুর খবর দেব? যারা সাবধান হয়ে চলবে তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তাদের জন্য (রইবে) পবিত্র সঙ্গিনী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদেরকে দেখেন।'

১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো বিশ্বাস করেছি; অতএব তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করো এবং নরকের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।' ১৭. তারা তো ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা আর উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতারা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে (সাক্ষ্য দেয়) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।

১৯. নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম। যাদের নিকট কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল! আর যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তো (তার) হিসাবগ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ২০. তারপর যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে তবে তুমি বলো, 'আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।' আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলো, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। আল্লাহ্ তো দাসদেরকে দেখেন।

॥ ৩ ॥

২১. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো অবিশ্বাস করে, নবিদের অযথা হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়সংগত আদেশ দেয় তাদের বধ করে, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২. এইসব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্ফল হবে ও তাদের কেউ সাহায্য করবে না।

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল? আল্লাহ্ তাদের কিতাবের দিকে ডাক দিয়েছিলেন যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; কিন্তু তাদের একদল ফিরে যায়, বেঁকে দাঁড়ায়। ২৪. কারণ,

তারা বলে, 'নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না।' আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের ধর্মে।

২৫. কিন্তু সেদিন কী হবে যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ্ নেই, যখন তাদেরকে একত্র করা হবে, প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে আর তাদের ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না।

২৬. বলো, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৭. তুমি রাত্রিকে দিনে, দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন কর, আর তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনের উপকরণ দান কর।'

২৮. বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অবিশ্বাসীদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করে। যে-কেউ এমন করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোনো আশঙ্কা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২৯. বলো, 'তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর বা প্রকাশ কর, আল্লাহ্র তা জানা আছে। আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

৩০. যেদিন প্রত্যেকে যা ভালো কাজ করেছে তা সামনে আনা হবে, আর যা খারাপ কাজ করেছে (তাও), সেদিন সে চাইবে যদি তার ও তার (কর্মফলের) মাঝে এক দূর ব্যবধান থাকত। আল্লাহ্ তাঁর সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান ক'রে দেন। আল্লাহ্ তাঁর দাসদেরকে বড়ই অনুগ্রহ করেন।

॥ ৪ ॥

৩১. বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' ৩২. বলো, 'আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত হও।' কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না।

৩৩. আল্লাহ্ তো আদম, নুহ্ ও ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ৩৪. এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর। আর আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন। ৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করো। তুমি তো সবই শোন, সবই জান।'

AMARBOI.COM

৩৬. তারপর যখন সে ওকে প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার
প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি।' আল্লাহ্ ভালোই জানতেন সে যা প্রসব
করেছিল। 'ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মরিয়ম রেখেছি আর
অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য আমি তোমার শরণ নিচ্ছি।'

৩৭. তারপর তার প্রতিপালক তাকে (মরিয়ম) ভালোভাবেই গ্রহণ করেন ও
ভালোভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।
যখনই জাকারিয়া তার সঙ্গে ঘরে দেখা করতে যেত তখনই তার কাছে
খাবারদাবার দেখতে পেত। সে বলত, 'ও মরিয়ম! এসব তুমি কোত্থেকে পেলে?'
সে বলত, 'এসব আল্লাহ্র কাছ থেকে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা
দান করেন। ৩৮. সেখানে জাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলল,
'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান করো।
নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শোন।' ৩৯. যখন সে নামাজে ব্যস্ত ছিল তখন ফেরেশতারা
তাকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে
হবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন
নবি।'

৪০. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কেমন ক'রে? আমার
বার্ধক্য এসেছে আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা।'

৪১. বলো, 'এভাবেই, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।' সে বলল, 'হে আমার
প্রতিপালক! আমাকে একটা নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই
যে, তিন দিন তুমি ইশারায় ছাড়া কথা বলতে পারবে না ও তোমার প্রতিপালককে
বেশি করে স্মরণ করবে, আর সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে।'

॥ ৫ ॥

৪২. যখন ফেরেশতারা বলেছিল, 'ও মরিয়ম! আল্লাহ্ তো তোমাকে মনোনীত ও
পবিত্র করেছেন আর বিশ্বে নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। ৪৩. ও
মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা করো আর যারা রুকু করে
তাদের সাথে রুকু করো।'

৪৪. এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে
জানাচ্ছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম (বা তীর) ছুড়েছিল
কে তাদের মধ্যে মরিয়মের দেখাশোনা করবে তা ঠিক করার জন্য। আর যখন
তারা বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

৪৫. যখন ফেরেশতারা বলল, 'ও মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর তরফ থেকে
তোমাকে সুখবর দিচ্ছেন একটি বাণীর—যার নাম হবে মসিহ্—মরিয়মপুত্র ঈসা।
সে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হবে আর সে সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের একজন। ৪৬. সে
দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, আর সে হবে
পুণ্যবানদের একজন।'

৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি,
কেমন ক'রে আমার সন্তান হবে?' তিনি বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি
করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও', আর তখনই তা হয়ে যায়।
৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল।
৪৯. আর তাকে রসুল করবেন বনি-ইসরাইলদের জন্য। সে বলবে, 'আমি
তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি
তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে একটি পাখি বানাব তারপর আমি ওতে ফুঁ দেব,
আল্লাহ্র অনুমতি পেলে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো
করব আর আল্লাহ্র অনুমতি পেলে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমাদেরকে ব'লে
দেব ঘরে তোমরা কী খাবে ও কী মজুত করবে। এতে তো তোমাদের জন্য নিদর্শন
রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৫০. আর আমি এসেছি আমার কাছে যে
তওরাত আছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু বৈধ
করতে, আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন
এনেছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো আর আমাকে অনুসরণ করো। ৫১. আল্লাহ্
আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা
করবে। এ-ই সরল পথ।'
৫২. যখন ঈসা বুঝতে পারল তারা অবিশ্বাস করছে তখন সে বলল, 'আল্লাহ্র
পথে কারা আমাকে সাহায্য করবে?' হাওয়ারিরা* (শিষ্যরা) বলল, 'আমরাই
আল্লাহ্র পথে সাহায্য করব। আমরা আল্লাহ্র বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণ
করলাম, তুমি সাক্ষী থাকো। ৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ
করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি আর আমরা রসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং
যারা (সত্য সমর্থন ক'রে) সাক্ষ্য দেয় তুমি আমাদেরকে তাদের সাথে রাখো।'
৫৪. আর তারা ষড়যন্ত্র করল, আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করলেন। আর
আল্লাহ্ই তো শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

॥ ৬ ॥

৫৫. যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করতে এবং তোমাকে
আমার কাছে তুলে নিতে যাচ্ছি। আর যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের থেকে
তোমাকে পবিত্র করব এবং তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের
ওপরে রাখব। তারপর তোমরা আমার কাছে ফিরবে। তখন যে-বিষয়ে তোমাদের
মতভেদ ঘটেছে আমি তার মীমাংসা করে দেব। ৫৬. যারা অবিশ্বাস করেছে আমি
তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি দেব আর তাদেরকে কেউ সাহায্য
করবে না। ৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে তিনি তাদেরকে পুরো
প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। ৫৮.
তোমার কাছে আমি এই পাঠ করছি নিদর্শন ও জ্ঞানগর্ভ বাণী থেকে।'

---

* *হওয়ারি* অর্থ ধোপা। ঈসার খাস শিষ্যদের হাওয়ারি বলা হয়েছে।

AMARBOI.COM

৫৯. নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র কাছে আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলা হল 'হও', আর সে হয়ে যায়।

৬০. এ সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ো না। ৬১. তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর কেউ এ নিয়ে তোমার সাথে তর্ক করলে তাকে বলো, 'এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদেরকে, তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে, তোমাদের নিজেদেরকে—তারপর আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, যারা মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ্র অভিশাপ যেন তাদের ওপর পড়ে।'

৬২. নিশ্চয়ই এ সত্য কাহিনী আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী। ৬৩. আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে ফ্যাশাদকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র নিশ্চয় জানা আছে।

॥ ৭ ॥

৬৪. বলো, 'হে কিতাবিরা! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন! আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করি না। কোনোকিছুকেই তাঁর অংশী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, 'আমরা মুসলমান, তোমরা সাক্ষী থাকো।'

৬৫. হে কিতাবিরা! ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বোঝ না? ৬৬. দেখো, যে-বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে-বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে-বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আসলে আল্লাহ্ তো জানেন, আর তোমরা তো জান না।

৬৭. ইব্রাহিম ইহুদিও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। ৬৮. যারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবি ও বিশ্বাসীরাই মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

৬৯. কিতাবিদের এক দল তোমাদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বরং তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথে নিয়ে যায়, কিন্তু তারা তা বোঝে না।

৭০. হে কিতাবিরা! তোমরা কেন আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই তার সাক্ষ্য দাও? ৭১. হে কিতাবিরা! তোমরা কেন সত্য গোপন কর, যখন তোমরা তা জান?

॥ ৮ ॥

৭২. কিতাবিদের এক দল বলল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম দিকে তার ওপর বিশ্বাস করো, আর দিনের শেষভাগে তা

AMARBOI.COM

অস্বীকার করো; হয়তো তারা ফিরতে পারে। ৭৩. আর যারা তোমার ধর্ম অনুসরণ
করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস কোরো না।' বলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র
নির্দেশিত পথই পথ, (ভাবছ) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য
কাউকেও দেওয়া হবে বা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে
যুক্তি দেখাবে?' বলো, 'অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দেন।
আল্লাহ্ মহানুভব সর্বজ্ঞ। ৭৪. যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ
করে বেছে নেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বিপুল আমানত রাখলেও তা
ফেরত দেবে। আর এমন লোকও আছে যার কাছে একটা দিনারও আমানত রাখলে
তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দেবে না। এ এজন্য যে, তারা বলে, 'এই
অশিক্ষিতদের প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।' আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্র
নামে মিথ্যা বলে।

৭৬. হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পালন করলে ও সাবধান হয়ে চললে আল্লাহ্
সাবধানিকে ভালোবাসেন। ৭৭. যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে
অল্প দামে বিক্রি করে পরকালে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন
আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না ও তাদের দিকে চেয়েও দেখবেন না এবং
(তাদেরকে) পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৭৮. তাদের মধ্যে একদল লোক এমনও আছে যারা এমনভাবে জিভ নেড়ে
পড়ে যাতে তোমরা মনে কর তা আল্লাহ্র কিতাব, কিন্তু সে তো কিতাবের অংশ
নয়; আর তারা বলে তা আল্লাহ্র কাছ থেকে (প্রেরিত) কিন্তু আল্লাহ্র কাছ থেকে
তা প্রেরিত নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বলে।

৭৯. কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব,
হিকমত ও নবুয়ত দান করবেন, তারপর সে লোকদেরকে বলবে, 'তোমরা
আল্লাহ্কে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।' না, সে বলবে, 'তোমরা *রব্বানি* (এক
উপাস্যের সাধক) হও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা
লেখাপড়া করেছ।' ৮০. আর সে তোমাদেরকে ফেরেশতা বা নবিদেরকে
প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার
পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে?

॥ ৯ ॥

৮১. আর যখন আল্লাহ্ নবিদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন তিনি বললেন—
'আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিচ্ছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার
সমর্থকরূপে যখন একজন রসুল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস
করবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তোমরা কি স্বীকার করলে? আর
আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।'

AMARBOI.COM

তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আর আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম।' ৮২. অতএব এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা তো সত্যত্যাগী।

৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আর তাঁরই কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

৮৪. বলো, 'আমরা আল্লাহ্‌য় ও আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না ও আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী। ৮৫. আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না ও সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।

৮৬. বিশ্বাসের পর ও রসুলকে সত্য ব'লে সাক্ষ্যদান করার পর আর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে-সম্প্রদায় অবিশ্বাস করে (তাদেরকে) আল্লাহ্ কীভাবে সৎপথের নির্দেশ দেবেন? আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না। ৮৭. এদের প্রতিফল এই যে, এদের ওপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের ও মানুষের সকলেরই অভিশাপ। ৮৮. তারা (অভিশপ্ত অবস্থায়) থাকবে চিরকাল, তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। ৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৯০. যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাসপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনও মঞ্জুর করা হয় না। আর এরাই তো পথভ্রষ্ট।

৯১. যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী ভরে সোনার বদলা দিলেও কখনও তা কবুল হবে না। এসব লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ও এদের কেউ সাহায্য করবে না।

AMARBOI.COM

পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তারপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শন পরিষ্কার ক'রে বয়ান করেন যাতে তোমরা সৎপথ পাও।

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। ১০৫. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১০৬. সেদিন কতকগুলো মুখ সাদা হবে, আর কতকগুলো মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'বিশ্বাস করার পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা যে অবিশ্বাস করেছিলে তার জন্য শাস্তি ভোগ করো।' ১০৭. আর যাদের মুখ সাদা হবে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

১০৮. এগুলো আল্লাহ্র আয়াত, তোমার কাছে সঠিকভাবে পড়ছি। আর আল্লাহ্ বিশ্বজগতের ওপর অত্যাচার করতে চান না। ১০৯. আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্র কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে।

॥ ১২ ॥

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান করো, অসৎকর্ম নিষেধ করো ও আল্লাহ্য় বিশ্বাস করো। আর কিতাবিরা যদি বিশ্বাস করত তবে তা তাদের জন্য ভালো হ'ত। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

১১১. সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা কখনও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তারা পালিয়ে যাবে, তখন তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। ১১২. আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা অপদস্থ হয়েছে। তারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নিদর্শনগুলো অস্বীকার করত ও অন্যায়ভাবে নবিদেরকে হত্যা করত; এ এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। ১১৩. তারা সকলে একরকম নয়। কিতাবিদের মধ্যে একদল আছে অবিচলিত; তারা রাত্রিতে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্র আয়াত আবৃত্তি করে। ১১৪. তারা আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে এবং তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. আর যা-কিছু তারা ভালো কাজ করেছে তার প্রতিদান থেকে তাদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ তো সাবধানিদেরকে জানেন।

WWW.AMARBOI.COM

১১৬. নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র কাছে কখনও কোনো কাজে লাগবে না। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ১১৭. তারা যা-কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত তুষারশীতল ঝোড়ো হাওয়ার মতো, যা যে-জাতি নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও নষ্ট ক'রে দেয়। আল্লাহ্ তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেন নি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিল।

১১৮. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে ছাড়বে না। তোমাদের সর্বনাশ হোক, তা-ই তারা চায়। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, আর যা তাদের অন্তর গোপন রাখে তা আরও মারাত্মক। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ পরিষ্কার করে বয়ান করছি, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

১১৯. দেখো! তোমরা বন্ধু ভেবে তাদেরকে ভালোবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আর তোমরা সব কিতাবে বিশ্বাস কর। আর যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুল দাঁতে কাটতে থাকে। বলো, 'আক্রোশেই তোমরা মরো। অন্তরে যা রয়েছে সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।'

১২০. যদি তোমাদের কোনো মঙ্গল হয় তারা দুঃখ করে, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দ করে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো ও সাবধান হয়ে চল তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তো তা ঘিরে রয়েছেন।

॥ ১৩ ॥

১২১. আর যখন সেই সকালে বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের স্থান ঠিক ক'রে দেওয়ার জন্য তুমি তোমার পরিজনদের কাছ থেকে বের হয়েছিলে, আর আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। ১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহ্‌ই ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করা। ১২৩. আর নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১২৪. যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কি তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?' ১২৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধর আর সাবধান হয়ে চল, তবে হঠাৎ ক'রে আক্রান্ত হলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে। ১২৬. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ-সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। আর শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী

আল্লাহ্‌র কাছ ছাড়া কোনো সাহায্য নেই। ১২৭. তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে ছেঁটে ফেলতে চান যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। ১২৮. তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন, না শাস্তি দেবেন, সে-ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই; কারণ তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী।

১২৯. আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

॥ ১৪ ॥

১৩০. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা (ক্রমবর্ধমান হারে বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তবেই তোমরা সফল হতে পারবে। ১৩১. আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করো যাতে তোমরা করুণা লাভ করতে পার।

১৩৩. তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতলাভের জন্য যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত, যা সাবধানিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। ১৩৫. আর (তাদের) যারা কোনো অশ্লীল কাজ ক'রে ফেলে বা নিজেদের ওপর অত্যাচার ক'রে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? আর তারা যা ক'রে ফেলে তা জেনেশুনেও করে না। ১৩৬. ওরাই তারা যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা, আর সেই জান্নাত যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কতই-না ভালো সিদ্ধকর্মের পুরস্কার!

১৩৭. অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে! ১৩৮. এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সাবধানিদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা।

১৩৯. আর তোমরা সাহস হারিয়ো না ও দুঃখ কোরো না। তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ১৪০. তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদলবদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য থেকে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন, আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না; ১৪১. আর যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে! ১৪৩. আর

AMARBOI.COM

তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। এখন তো তোমরা তা চোখে দেখছ?

॥ ১৫ ॥

১৪৪. মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পিছু হটবে? আর যে পিঠ ফিরিয়ে স'রে পড়ে সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

১৪৫. আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেননা তার মেয়াদ নির্ধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং আমি শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।

১৪৬. আর কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানি। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে-বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা মুষড়ে পড়ে নি, দুর্বল হয় নি ও নতিও স্বীকার করে নি। যারা ধৈর্য ধরে আল্লাহ্ তো তাদেরকে ভালোবাসেন।

১৪৭. আর তাদের এ ছাড়া আর অন্য কোনো কথা ছিল না,—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপের ও কাজের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করো, আমাদের পা শক্ত করো ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'

১৪৮. তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার ও পরলোকের উত্তম পুরস্কার দেন। আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

॥ ১৬ ॥

১৪৯. হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে তারা তোমাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে আর তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
১৫০. আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

১৫১. যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। কারণ তারা আল্লাহ্‌র শরিক করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোনো প্রমাণ পাঠান নি। অগ্নিই তাদের নিবাস। কী খারাপ অত্যাচারীদের সেই বাসস্থান!

১৫২. আর আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে হটিয়ে দিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারিয়েছিলে ও নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা (বিজয়) তোমরা চাইছিলে তা তোমাদেরকে দেখানো সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের কেউ ইহকাল চেয়েছিলে ও কেউ-কেউ পরকাল চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আর আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদেরকে অনুগ্রহ করেন।

AMARBOI.COM

১৫৩. (স্মরণ করো) তোমরা কেমনভাবে পালিয়ে যাচ্ছিলে ও পিছনে কারও প্রতি লক্ষ করছিলে না, যদিও রসুল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন, তাই তিনি তোমাদেরকে দুঃখের ওপর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ বা যে-বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখ না কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালোই জানেন।

১৫৪. তারপর তিনি তোমাদের দুঃখের পর নিরাপত্তা দিলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল আর একদল জাহেলের মতো আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অবান্তর ধারণা ক'রে নিজেরাই নিজেদেরকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল এই ব'লে যে, 'আমাদের কি কিছু করবার আছে?' বলো, 'সবকিছুই আল্লাহ্‌র অধীন।' যা তারা তোমার কাছে প্রকাশ করে না তা তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলত, 'যদি এ-ব্যাপারে আমাদের কোনোকিছু করার থাকত তবে এখানে আমরা মারা পড়তাম না।' বলো, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরে থাকতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা বের হয়ে সেখানে যেত যেখানে তাদের (শেষ) শয্যা নেওয়ার কথা, আর আল্লাহ্ এভাবে তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের হৃদয়ে যা আছে তা পরিশোধন করেন। মনে যা আছে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।'

১৫৫. যেদিন দু'দল পরস্পরের মোকাবিলা করেছিল সেদিন যারা পালিয়ে গিয়েছিল, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল তাদের কাজের জন্য। আল্লাহ্ ক্ষমা করেন, বড়ই সহ্যশীল।

॥ ১৭ ॥

১৫৬. হে বিশ্বাসিগণ! যারা অবিশ্বাস করে তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, আর যখন তাদের ভাইয়েরা দেশেবিদেশে ঘোরে বা যুদ্ধে যোগ দেয় তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না।' এভাবে আল্লাহ্ তাদের মনে হা-হুতাশ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ই তো জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে তারা যা জমা কর তার চেয়ে ভালো আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া। ১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে বা তোমরা নিহত হলে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে একত্র করা হবে।

১৫৯. আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের ওপর নরম হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে স'রে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর তুমি কোনো সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে। আল্লাহ্ তো নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ওপর জয়ী হবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌রই ওপর নির্ভর করা উচিত।

AMARBOI.COM

১৬১. নবি অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করবে, এ অসম্ভব! আর যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে, যা সে গোপন করেছিল কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তাকে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। ১৬২. আল্লাহ্ যার ওপর সন্তুষ্ট এবং যে তারই অনুসরণ করে সে কি ওর মতো যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র আর জাহান্নামই যার বাসস্থান? আর সে কতই-না খারাপ আশ্রয়! ১৬৩. আল্লাহ্র কাছে তারা বিভিন্ন মর্যাদার আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা দেখেন।

১৬৪. আল্লাহ্ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসুল পাঠিয়ে অবশ্যই বিশ্বাসীদেরকে অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াতগুলো তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে আর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়; আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। ১৬৫. যখন তোমাদের ওপর (ওহুদের যুদ্ধের) বিপদ এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে) তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বলেছিলে, 'এ কোত্থেকে এল?' বলো, 'এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।' আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৬৬. যেদিন দুদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের যে-বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল, যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও মুনাফিকদেরকেও জানতে পারেন।'

১৬৭. আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এসো, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো বা রুখে দাঁড়াও।' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম তবে তো নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের বেশি কাছে ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তা তারা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। ১৬৮. যারা (ঘরে) ব'সে ব'সে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা তাদের কথামতো চললে নিহত হ'ত না, তাদেরকে বলো, 'যদি তোমরা সত্য কথা বল তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাও।'

১৬৯. যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কোরো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। ১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করো এজন্য যে তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুঃখও পাবে না। ১৭১. আল্লাহ্র উপকার ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

॥ ১৮ ॥

১৭২. আঘাত পাবার পর যারা আল্লাহ্ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে আর সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৭৩. তাদেরকে লোকে বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজমায়েত হয়েছে,

AMARBOI.COM

সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো।' তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আর তিনি কত ভালো কর্মবিধায়ক।' ১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করে নি। আর আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

১৭৫. শয়তানই তো তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়! যদি তোমরা বিশ্বাস কর তবে তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় করো।

১৭৬. আর যারা তাড়াতাড়ি অবিশ্বাস করে তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাদেরকে কোনো (কল্যাণের) অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১৭৭. যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ১৭৮. আর অবিশ্বাসীরা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কালবিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে-অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে-অবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে জানানো আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর রসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলদের বিশ্বাস করো। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৮০. আর তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাদের ভালো হবে। না, এ তাদের জন্য মন্দ। তারা যে-ধনে কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন সে-ই তাদের গলার ফাঁস হবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

AMARBOI.COM

॥ ১৯ ॥

১৮১. আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, 'আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত।' তারা যা বলেছে তা ও নবিদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কথা আমি লিখে রাখব ও বলব, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।' ১৮২. এ সেই যা তোমরা নিজ হাতে পূর্বে পাঠিয়েছ। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ দাসদেরকে অত্যাচার করেন না।'

১৮৩. যারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রসুলের ওপর বিশ্বাস না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কোরবানি না করবে যা আগুন গ্রাস করে ফেলবে,' তাদেরকে বলো, 'আমার আগে অনেক রসুল

স্পষ্ট নিদর্শন ও তোমরা যা বলছ তা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল; যদি তোমরা
সত্য বল তবে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?' ১৮৪. তারা যদি তোমার
ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যেসব রসুল স্পষ্ট নির্দশন, অবতীর্ণ
কিতাব ও দীপ্তিমান কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের ওপরও তো মিথ্যা আরোপ করা
হয়েছিল।

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের
কর্মফল পুরো ক'রে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে
যেতে দেওয়া হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া
আর কিছুই নয়।

১৮৬. তোমাদের তো ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে।
তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের ও অংশীবাদীদের কাছ
থেকে তোমরা অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান
হয়ে চল তবে তা হবে কর্মের (প্রকৃত) প্রস্তুতি।

১৮৭. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে
প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, 'তোমরা তা স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে আর
তা গোপন করবে না।' এর পরও তারা তা পিঠের পিছনে ফেলে দেয় (অগ্রাহ্য
করে) ও অল্প দামে তা বিক্রয় করে। তাই তারা যা কেনে তা কতই-না খারাপ!

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা
করে নি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে ভালোবাসে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি
পাবে, তুমি কখনও এমন ভেবো না। তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি। ১৮৯.
আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে
সর্বশক্তিমান।

AMARBOI.COM

॥ ২০ ॥

১৯০. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে
সেই বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য, ১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, ব'সে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে
স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে আর (বলে), 'হে
আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিরর্থক এ সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র! তুমি আমাদেরকে
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। ১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে
আগুনে ফেলবে তাকে তুমি নিশ্চয় হেয় করবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের কেউ
সাহায্য করবে না। ১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে
বিশ্বাসের দিকে ডাক দিতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস
করো।' সুতরাং আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের
পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কার্যগুলো দূর ক'রে দাও আর আমাদের
সৎকর্মশীলদের মৃত্যুর মতো মৃত্যু দাও। ১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার

রসুলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় কোরো না। তুমি প্রতিশ্রুতির খেলাপ কর না।'

১৯৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ নর বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরস্পর সমান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে বা নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূর করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে দান করব জান্নাত যার নিচে নদী বইবে। এ আল্লাহ্র পুরস্কার। বস্তুত আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে ভালো পুরস্কার।'

১৯৬. যারা অবিশ্বাস ক'রে দেশবিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায় তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ১৯৭. এ তো সামান্য উপভোগ। তারপর জাহান্নামে তারা বাস করবে। আর সে কী জঘন্য বাসস্থান! ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহ্র দিক থেকে আমন্ত্রণ, আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য ভালো।

১৯৯. কিতাবিদের মধ্যে অনেকে আছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে, তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র আয়াত অল্প দামে তারা বিক্রি করে না। তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ তো তাড়াতাড়ি হিসাব নেন।

২০০. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো ও সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

AMARBOI.COM

৪ সুরা নিসা

রুকু : ২৪ আয়াত : ১৭৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি
তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী
সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর
তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে দাবি কর।
আর তোমরা মাতৃগর্ভকে (অর্থাৎ জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে) ভয় করো। নিশ্চয়
আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ২. আর তোমরা পিতৃহীনকে তাদের
ধনসম্পদ সমর্পণ করবে আর ভালোর সঙ্গে মন্দ বিনিময় করবে না। আর তোমরা
তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিলিয়ে খেয়ে ফেলো না। এ তো
মহাপাপ। ৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের ওপর সুবিচার করতে
পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো
লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে
না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের
পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। যদি
তারা খুশি মনে তার কিছু ছেড়ে দেয় তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো। ৫. আর
অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদেরকে তাদের সম্পত্তি দিয়ো না যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাখতে
দিয়েছেন। তার থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে ও তাদের সাথে
ভালোভাবে কথা বলবে।

৬. তোমরা পিতৃহীনদের ওপর লক্ষ রাখবে, যে-পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য
হয়। আর তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তোমরা তাদের সম্পদ
তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি ক'রে
তোমরা তা খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত
থাকে। আর যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন
তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাবগ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৭. পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে।
আর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা
অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

৮. আর সম্পত্তি ভাগের সময়ে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন বা অভাবগ্রস্ত লোক
উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তার থেকে (কিছু) দাও; আর তাদের সঙ্গে ভালো কথা
বলো। ৯. আর তারা ভয় করুক যে, অসহায় ছেলেপিলে পেছনে ফেলে রেখে
গেলে তাদের জন্য তারাও উদ্বিগ্ন হবে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও

AMARBOI.COM

ন্যায়সংগত কথা বলে। ১০. যারা পিতৃহীনদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুন পোরে। তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

॥ ২ ॥

১১. আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে : এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান; যদি দুই মেয়ের বেশি থাকে তবে তারা পাবে যা সে রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক, আর তার যদি সন্তান থাকে তবে তার পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে তার ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে, শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে। তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তানরা, তোমরা জান না এদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে বেশি আপন। এ আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১২. তোমাদের স্ত্রী যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। যদি তাদের একটি সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে-যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, তাদের অসিয়তের দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে। আর তারা পাবে তোমরা যা রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে, তোমাদের অসিয়তের দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে। আর যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পত্তি রেখে যায় যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার জন্য পিতামাতা বা সন্তানসন্ততি নেই আর তার আছে এক ভাই বা এক বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তিন ভাগের এক ভাগের অংশীদার হবে অসিয়তের দাবি ও ঋণ পরিশোধের পরে, অবশ্যই সেই ঋণ যেন (উত্তরাধিকারীদের) ক্ষতি না করে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ্ জানেন, তিনি সহ্য করেন।

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে স্থান দেবেন জান্নাতে যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ মহাসাফল্য। ১৪. অপরদিকে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে ছুড়ে ফেলে দেবেন, সেখানে সে থাকবে চিরকাল; আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

॥ ৩ ॥

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা চারজন সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরে আটক করবে, যে-পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো

AMARBOI.COM

ব্যবস্থা করেন। ১৬. আর তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যে-দুজন এ করবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। তবে যদি তারা তওবা করে ও শুদ্ধ হয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন।

১৭. আল্লাহ্ তো সেইসব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল ক'রে মন্দ কাজ করে। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। ১৮. আর যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তওবা নয়। আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।' আর যাদের অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু হয় তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি নিদারুণ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

১৯. হে বিশ্বাসিগণ! জবরদস্তি ক'রে নারীদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার কোরো না। তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচার না করে, তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী নেওয়া ঠিক কর আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তার থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও জুলুম ক'রে তা নিয়ে নেবে? ২১. কেমন ক'রে তোমরা তা নেবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ ও তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কোরো না। পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। এ তো অশ্লীল, বড়ই ঘৃণার ব্যাপার ও জঘন্য প্রথা।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

২৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, ভাগিনী, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্বস্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়েরা যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের মায়ের সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাদের সাথে তোমাদের (বিয়ে হওয়ায়) কোনো দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করা (নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পঞ্চম পারা

২৪. আর নারীর মধ্যে তোমাদের ডান হাতের তাঁবের ছাড়া সকল সধবা তোমাদের
জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লিখিত নারীরা ছাড়া আর
সকলকে ধনসম্পদ দিয়ে বিয়ে করা বৈধ করা হল, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের
মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দেবে। মোহর
নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরস্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ
নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।
২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীন বিশ্বাসী নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না
থাকলে তোমরা তোমাদের ডান হাতের তাঁবের বিশ্বাসী যুবতী বিয়ে করবে।
আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। তোমরা একে অপরের
সমান। সুতরাং তোমরা তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে করবে
আর তারা যদি ব্যভিচার না করে বা উপপতি না নিয়ে সচ্চরিত্রের হয় তবে
তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে মোহর দেবে। বিয়ের পর যদি তারা ব্যভিচার করে
তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয়
করে এ তাদের জন্য; আর তোমরা ধৈর্য ধরলে তো তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ্
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

॥ ৫ ॥

২৬. হিতাহিত নির্দেশ দিতে আর তোমাদেরকে ক্ষমা করতে আল্লাহ্ তোমাদের
পূর্ববর্তীদের চরিতকথা তোমাদের কাছে পরিষ্কার ক'রে বলতে চান। বস্তুত আল্লাহ্
সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। ২৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান; আর যারা কামনা-
বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হও। ২৮. আল্লাহ্
তোমাদের ভার হালকা করতে চান। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।
২৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো
না, তোমরা অবশ্য পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করতে পার। আর তোমরা
নিজেদেরকে হত্যা কোরো না, আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৩০. আর
যে-কেউ বিদ্বেষবশত ও অন্যায়ভাবে তা করবে আমি নিশ্চয় তাকে আগুনে
পোড়াব, আর এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য। ৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা
হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ছোটখাটো
পাপগুলো আমি মোচন করব ও তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার
অধিকার দেব।
৩২. যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন,
তোমরা তার লালসা কোরো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী
যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, আল্লাহ্ তো
সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

AMARBOI.COM

৩৩. আর প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছি যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায় সে-সম্পর্কে। আর যাদের সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন।

॥ ৬ ॥

৩৪. পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে। তাই সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং যা লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্‌র হেফাজতে তারা তার হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেয়ো না ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে
না। আল্লাহ্ তো মহান, শ্রেষ্ঠ। ৩৫. আর যদি দুজনের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিরোধ
আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

৩৬. তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করবে না। এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালোবাসেন না আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে।

৩৭. যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে (আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালোবাসেন না)। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত ক'রে
রেখেছি। ৩৮. আর যারা লোক-দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং
আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না (আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালোবাসেন না)। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে-সঙ্গী কতই-না জঘন্য!

৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করলে আর আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হ'ত? আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

৪০. আল্লাহ্ অণুপরিমাণও জুলুম করেন না। অণুপরিমাণ পুণ্যকর্ম হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ ক'রে দেন এবং নিজের থেকে মহাপুরস্কার দান করেন।

৪১. তখন তাদের কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন
সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব? ৪২.
যারা অস্বীকার করেছে ও রসুলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে! আর তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।

AMARBOI.COM

॥ ৭ ॥

৪৩. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ
না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার, আর পথে চলার সময় ছাড়া অপবিত্র
অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ
থাক বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস বা স্ত্রীর সাথে সংগত
হও আর পানি না পাও, তবে তাইয়াম্মুম করবে পরিষ্কার মাটি দিয়ে ও (তা) মুখে
ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৪৪. যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কি তুমি ভুলের
বেসাতি করতে দেখ নি? আর তারা তো চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হও। ৪৫. আল্লাহ্
তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই
যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৪৬. ইহুদিরা কথাগুলো বিকৃত করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম
না, আর আমাদের শোনা না-শোনার মতোই।' আর তারা তাদের জিহ্বা কুঁচকে
ধর্মকে অবজ্ঞা করে বলে, *'রায়িনা'** । কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মানলাম
এবং শোনো ও আমাদের দিকে তাকাও', তবে তাদের জন্য ভালো ও সংগত হ'ত।
কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তাই তাদের
অল্পলোকই বিশ্বাস করে।

৪৭. তোমাদের যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের কাছে
যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস করো সেই সময়
আসার পূর্বে, যখন তোমাদের মুখপাত্রদেরকে আমি ধ্বংস করব, তোমাদেরকে
বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেব। এবং শনিবার-অমান্যকারীদেরকে যেমন অভিশাপ
দিয়েছিলাম আমি তেমনি অভিশাপ তোমাদেরকে দেব। আল্লাহ্‌র আদেশ তো
কার্যকর হয়েই থাকে।

৪৮. আল্লাহ্ তো তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য
অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে-কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করে সে এক
মহাপাপ করে।

৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? না,
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার
করা হবে না। ৫০. দেখো! তারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর
প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এ-ই যথেষ্ট।

॥ ৮ ॥

৫১. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল?
তারা *জিব্‌ত* (প্রতিমা) ও *তাগুত* (অসত্য দেবতা)-এর ওপর বিশ্বাস করে। তারা

---

* ২ : ১০৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

www.AmarBoi.com

অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, 'বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো।' ৫২. এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ যাকে অভিশাপ দেন তুমি কখনও কাউকে তাকে সাহায্য করতে দেখবে না।

৫৩. তবে কি তারা রাজশক্তির অংশীদার? সেক্ষেত্রেও তারা কাউকে খেজুর-আঁটির এক ক্ষুদ্রাংশও দেবে না। ৫৪. বা তারা কি তার ঈর্ষা করে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা-যা দিয়েছেন? কারণ, আমি ইব্রাহিমের বংশধরকে তো কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশাল রাজ্য। ৫৫. তারপর তাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাতে বিশ্বাস করেছিল, আর কেউ-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পুড়িয়ে ফেলার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। ৫৬. যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকে আগুনে পোড়াবই। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তার জায়গায় আমি নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

৫৭. আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী, আর আমি তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ানীড়ে প্রবেশ করাব।

৫৮. আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে-উপদেশ দেন তা কত ভালো! আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব দেখেন।

৫৯. হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও। রসুল এবং তোমাদের শাসকদের অনুগত হও। আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে সে-বিষয় আল্লাহ্ ও রসুলের কাছে ফিরিয়ে দাও (মীমাংসার জন্য)। এ-ই ভালো ও (এর) শেষ ভালো।

॥ ৯ ॥

৬০. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা দাবি করে যে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার ওপর তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা *তাগুত* (অসত্য দেবতা)-এর কাছে বিচার চায় যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট ক'রে নিয়ে যায় সৎপথ হতে বহুদূরে।

৬১. যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসুলের দিকে এসো', তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৬২. তাদের কী অবস্থা হবে যখন তাদের কাজকর্মের জন্য তাদের ওপর বিপদ এসে পড়বে? তখন তারা তোমার কাছে আল্লাহ্র শপথ ক'রে বলবে, 'আমরা মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাই নি।'

AMARBOI.COM

৬৩. তাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তা জানেন। তাই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা
করো, তাদেরকে সৎ উপদেশ দাও আর তাদেরকে এমন কথা বলো যা তাদের মর্ম
স্পর্শ করে।

৬৪. আমি এ-উদ্দেশ্যে রসুল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাকে
অনুসরণ করা হবে। যখন তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিল তখন তারা
তোমার কাছে এলে, আল্লাহ্র ক্ষমা চাইলে, আর রসুল তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে
নিশ্চয় তারা আল্লাহ্কে পেত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। ৬৫. কিন্তু না, তোমার
প্রতিপালকের শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পন্ন করার ভার
তোমার ওপর না দেবে আর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা
থাকবে ও সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করবে না।

৬৬. আর আমি যদি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম, 'তোমরা নিজেদের প্রাণ
উৎসর্গ করো বা নিজ গৃহ ত্যাগ করো', তবে তারা অল্প কয়েকজন ছাড়া তা মানত
না। আর তাদেরকে যা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের
জন্য নিশ্চয়ই ভালো হ'ত ও অন্তরের স্থৈর্যে তারা আরও দৃঢ় হ'ত। ৬৭. আর তখন
আমি তাদেরকে আমার কাছ থেকে বড় পুরস্কার দিতাম। ৬৮. আর আমি তাদেরকে
সরল পথে পরিচালিত করতাম।

৬৯. আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের অনুসরণ করবে সে তাদের সঙ্গী হবে
যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন — যেমন নবি, সত্যবাদী, শহীদ ও
সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! ৭০. এ আল্লাহ্র অনুগ্রহ! জ্ঞানে
আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

॥ ১০ ॥

৭১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, তারপর হয় দলেদলে বিভক্ত
হয়ে অগ্রসর হও বা একত্রে অগ্রসর হও। ৭২. আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও
আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোনো বিপদ হলে সে বলবে, 'আল্লাহ্
আমার ওপর বড় দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না।' ৭৩. আর যদি
তোমাদের ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয়, তবে তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো
সম্বন্ধই ছিল না এমন ভাব করে বলবে, 'হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম
তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।'

৭৪. অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তারা
আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করুক এবং সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে আমি
শীঘ্রই মহাপুরস্কার দেব। ৭৫. তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্র পথে ও
অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না যারা বলছে, 'হে আমাদের
প্রতিপালক! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও,
তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার কাছ থেকে
কাউকে আমাদের সহায় করো।'

AMARBOI.COM

৭৬. যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে ও যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুত (অসত্য দেবতা)-এর পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। শয়তানের কৌশল তো দুর্বল।

॥ ১১ ॥

৭৭. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হাতকে সংযত করো আর নামাজ কায়েম করো ও জাকাত দাও।' তারপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মতো বা তার চেয়েও বেশি মানুষকে ভয় করেছিল। আর তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য কেন যুদ্ধের বিধান দিলে? আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও-না!' বলো, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! আর যে সংযমী তার জন্য পরকালই ভালো। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না।'

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক-না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও।' আর তাদের ভালো হলে তারা বলে, 'এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' আর তাদের কোনো মন্দ হলে তারা বলে, 'এ তোমার জন্য।' বলো, 'সবই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' এ-সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না!

৭৯. তোমার যা ভালো হয় তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আর যা খারাপ হয় তা তোমার নিজের জন্য। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসুল হিসাবে পাঠিয়েছি। আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৮০. যে রসুলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের ওপর আমি তোমাকে পাহারা দিতে পাঠাই নি।

৮১. আর তারা বলে, 'আনুগত্য (আমাদের তোমার প্রতি),' তারপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন রাত্রে একদল তারা যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিখে রাখেন। তাই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো ও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮২. আচ্ছা তবে কি তারা কোরান সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হত তবে তার মধ্যে তারা তো অনেক অসংগতি পেত।

৮৩. আর যখন শান্তি বা ভয়ের কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা রটনা করে। যদি তারা তা রসুল বা তাদের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা খোঁজখবর নেয় তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।

৮৪. অতএব আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো। তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে। আর তুমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করো। হয়তো আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্তি রোধ করবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

৮৫. কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যে তার অংশ থাকবে, আর কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই লক্ষ রাখেন।

৮৬. আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তেমনি বা তার চেয়ে ভালোভাবে অভিবাদন করবে। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ের হিসাব নেন।

৮৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন—এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কে আছে আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় সত্যবাদী?

॥ ১২ ॥

৮৮. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা (ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে) মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুদলে বিভক্ত হয়ে গেলে, যখন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আসলে আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।

৮৯. তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমন অবিশ্বাস কর যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে যেখানে পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে না।
৯০. অবশ্য তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, বা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের ওপর ক্ষমতা দিতেন ও নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার পথ রাখেন না।

৯১. অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদেরকে ফিৎনার দিকে ফেরানো হয়, তখনই এ-ব্যাপারে তারা আগের অবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চ'লে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত না সামলায় তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। আর আমি এদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।

॥ ১৩ ॥

৯২. কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুল ক'রে করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোনো বিশ্বাসীকে ভুল ক'রে হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা আর তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় ও বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া ও এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, আর যে সংগতিহীন সে একটানা দুইমাস রোজা রাখবে। তওবার জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

৯৩. আর যে-কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে ও আল্লাহ্ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন ও তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।

৯৪. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবে তখন পরীক্ষা ক'রে নেবে। আর কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বোলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' কারণ আল্লাহ্‌র কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে! তারপর আল্লাহ্ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা ক'রে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।

৯৫. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে ব'সে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে যারা ঘরে ব'সে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে ব'সে থাকে তাদের চেয়ে যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
৯৬. এ তাঁর তরফ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

॥ ১৪ ॥

৯৭. যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণ নেওয়ার সময় ফেরেশতারা বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা (ফেরেশতারা) বলে, 'তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস তো করতে পারতে, আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' এরাই বাস করবে
জাহান্নামে, আর বাসস্থান হিসাবে তা কী জঘন্য!
৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না ও কোনো পথও পায় না,
৯৯. আল্লাহ্ হয়তো তাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল।

১০০. আর যে-কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয় ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশে দেশত্যাগী হয়ে বের হয় আর তার মৃত্যু ঘটে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র ওপর। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ ১৫ ॥

১০১. আর তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন যদি তোমাদের ভয় হয় যে অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে নির্যাতন করবে, তবে নামাজ সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. আর তুমি যখন তাদের মধ্যে থাকবে ও তাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়বে তখন একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীরা চায়, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি বৃষ্টিবাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় বা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে! আল্লাহ্ তো অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

১০৩. তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, ব'সে বা শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে তখন নামাজ কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

১০৪. আর (শত্রু) সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন কোরো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও তা হলে তোমরা যেমন কষ্ট পাও তারাও তেমনি কষ্ট পায়; কিন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে যে-আশা কর তারা সে-আশা করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

AMARBOI.COM

॥ ১৬ ॥

১০৫. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সেইমতো বিচার করতে পার আল্লাহ্ তোমাকে যেমন জানিয়েছেন। আর তুমি বিশ্বাসঘাককদের জন্য তর্ক কোরো না। ১০৬. আর তুমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১০৭. আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বোলো না যারা নিজেদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না।

১০৮. এরা মানুষের কাছ থেকে লুকোতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে লুকোতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে থাকেন যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা-ই করে তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আয়ত্তে।

১০৯. দেখো, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলেছ। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, বা কে তাদের জন্য ওকালতি করবে?

১১০. আর কেউ মন্দ কর্ম ক'রে বা নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে পরে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ্‌কে পাবে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় হিসাবে। ১১১. আর যে-কেউ পাপ কাজ করে সে তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১১২. কেউ কেনো দোষ বা পাপ ক'রে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করবে।

॥ ১৭ ॥

১১৩. আর তোমার ওপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইতই, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকেই পথভ্রষ্ট করে না ও তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার কাছে কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন, আর তুমি যা জানতে না তা তিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার ওপর আল্লাহ্‌র মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো ভালো নেই, তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তিস্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার মধ্যে ভালো আছে), আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের আশায় যে এইরকম করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব।

১১৫. আর যদি কারও কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও সে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যেদিকে ফিরে যায় আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব ও জাহান্নামেই তাকে পোড়াব; আর বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না জঘন্য!

॥ ১৮ ॥

১১৬. আল্লাহ্ তো শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহ্‌র শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। ১১৭. তাঁর পরিবর্তে তারা (প্রাণহীন) দেবদেবীর ও বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। ১১৮. আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অভিশাপ দেন ও সে বলে 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (আমার দলে) নিয়ে ফেলব, ১১৯. আর আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব। আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কান ফুটো করবে (দেবদেবীকে উৎসর্গ করার জন্য)। আর আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।' আর যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, সে তো প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

AMARBOI.COM

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি
করে, আর শয়তান তাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেয় সে তো ছলনা মাত্র। ১২১.
এদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, তার থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না।

১২২. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, যার নিচে নদী বইবে; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় সত্যবাদী?

১২৩. তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে আর আল্লাহ্ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪. আর পুরুষই হোক বা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে ও তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হবে না।

১২৫. আর তার চেয়ে ধর্মে কে ভালো যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে ও একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের সমাজ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে তো বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

১২৬. আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন।

॥ ১৯ ॥

১২৭. আর লোকে তোমার কাছে নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, 'আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, আর যে-কিতাব তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় (তাও জানিয়ে দেয়), পিতৃহীনা নারীর সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা দাও না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর পিতৃহীনদের ওপর তোমাদের ন্যায়বিচার কায়েম করা সম্পর্কে। আর তোমরা যা ভালো কাজ কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

১২৮. কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা করে তবে তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই। আপস করা তো ভালো। কিন্তু মানুষ লালসায় আসক্ত। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও তবে (জেনে রেখো) তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর-না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনোই
সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো-একজনের দিকে
সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পোড়ো না ও অপরকে ঝুলিয়ে রেখো না। আর যদি তোমরা
নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু। ১৩০. আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য
দ্বারা তাদের প্রত্যেকের অভাব দূর করবেন। আল্লাহ্ তো উদার, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

১৩১. আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। তোমাদের পূর্বে
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে
তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আর তোমরা তা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও
পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

১৩২. আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র আর
কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১৩৩. হে মানবসমাজ, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে অপরকে
আনতে পারেন, আর আল্লাহ্ এ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৩৪. যে-কেউ ইহকালের
পুরস্কার চাইবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ্‌র কাছে ইহকাল ও পরকালের
পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।

॥ ২০ ॥

১৩৫. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে সাক্ষ্য দেবে, যদি তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও
আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ্
উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনা-
বাসনার অনুসরণ কোরো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল বা পাশ কেটে চল
তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

১৩৬. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল, তাঁর রসুলের ওপর তিনি
যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে-কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন
তাতে বিশ্বাস করো। আর যে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহে,
তাঁর রসুলদেরকে এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে।

১৩৭. যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে ও
আবার অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাস করার ঝোঁক বাড়তে থাকবে। আল্লাহ্
তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না।
১৩৮. মুনাফিকদেরকে সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।

১৩৯. যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে
তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে? সব সম্মান তো আল্লাহ্‌রই।

১৪০. কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি তিনি (এই) প্রত্যাদেশ করেছেন
যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র কোনো আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং
তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে-পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা
তাদের সঙ্গে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। মুনাফিক ও
অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করবেন।

১৪১. যারা তোমাদের ভালোমন্দের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে
তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর ভাগ্য যদি
অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের দেখাশোনা করি না

AMARBOI.COM

আর আমরা কি তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করি নি?' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করে দেবেন, আর আল্লাহ্ কখনোই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।

॥ ২১ ॥

১৪২. মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে চায়। আসলে তিনিই (আল্লাহ্ই) তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন ঢিলেঢালাভাবে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মরণ করে। ১৪৩. এতেও দ্বিধাগ্রস্ত, না এদিকে না ওদিকে! আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।

১৪৪. হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

১৪৫. মুনাফিকগণ তো আগুনের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে, আর তাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন ক'রে আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে ও আল্লাহ্র উদ্দেশে তাদের ধর্মকে শুদ্ধ করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে। আর বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দেবেন।

১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তিপ্রদান করে কী করবেন? আল্লাহ্ অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণগ্রাহী।

AMARBOI.COM

ষষ্ঠ পারা

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালোবাসেন না, তবে যার ওপর জুলুম করা
হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

১৪৯. যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎকর্ম কর বা (কারও) অপরাধ
ক্ষমা কর, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, শক্তিমান।

১৫০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলদেরকে অবিশ্বাস করে, আর ইচ্ছা ক'রে
আল্লাহ্ ও রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করে আর বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও
কতককে অবিশ্বাস করি, আর এদের মাঝের এক পথ অবলম্বন করতে চায়', ১৫১.
প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তি
প্রস্তুত রেখেছি। ১৫২. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলদেরকে বিশ্বাস করে ও
তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দেবেন।
আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ ২২ ॥

১৫৩. কিতাবিরা তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে
বলে, কিন্তু মুসার কাছে তারা এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল,
'আমাদেরকে আল্লাহ্‌কে সাক্ষাৎ দেখাও।' তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য তারা বজ্রাহত
হয়েছিল। তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গোবৎসকে
উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আমি এও ক্ষমা করেছিলাম। আর আমি মুসাকে
স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম।

১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় আমি তুর পাহাড়কে তাদের ওপরে
উঁচু করে ধরেছিলাম আর তাদেরকে বলেছিলাম, 'মাথা নিচু করে ফটকে প্রবেশ
করো।' আর আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমালঙ্ঘন কোরো না', আমি
আর তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৫. আর তারা (অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, আর
আল্লাহ্‌র আয়াত অবিশ্বাস করার জন্য, নবিদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য
ও 'আমাদের হৃদয় তো আচ্ছাদিত!'—তাদের এই কথার জন্য; না, তাদের
অবিশ্বাসের জন্যই আল্লাহ্ তাদের (হৃদয়ে) মোহর করে দিয়েছেন। তাই তাদের
অল্প কয়েকজনই বিশ্বাস করে।

১৫৬. আর তাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ! ১৫৭.
আর তারা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসুল মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ্‌কে হত্যা
করেছি!' তারা তাকে হত্যা করে নি বা ক্রুশবিদ্ধও করে নি, কিন্তু তাদের এমন
মনে হয়েছিল। তার সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ ছিল তাদের এ-সম্পর্কে অনুমান করা
ছাড়া কোনো জ্ঞানই ছিল না। এ নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি।

AMARBOI.COM

১৫৮. আল্লাহ্ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন, আর আল্লাহ্ শক্তিমান,
তত্ত্বজ্ঞানী।

১৫৯. কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস
করবে আর কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

১৬০. ভালো ভালো জিনিস যা ইহুদিদের জন্য হালাল ছিল, আমি তা তাদের
জন্য হারাম করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে অনেককে বাধা
দেবার জন্য, ১৬১. এবং তাদের সুদগ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ
করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে
যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রজ্ঞ তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা
অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস
করে এবং যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস
করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দেব।

॥ ২৩ ॥

১৬৩. তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম নুহ্ ও তার
পরবর্তী নবিদের কাছে। আর আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহিম, ইসমাইল,
ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও
সুলায়মানের কাছে। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জবুর। ১৬৪. আমি অনেক
রসুল (পাঠিয়েছি) যাদের কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি আর অনেক রসুল যাদের
কথা তোমাকে বলি নি। আর মুসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন।
১৬৫. আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রসুল পাঠিয়েছি যাতে রসুল (আসার
পর) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো
শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

১৬৬. আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে
করেছেন। আল্লাহ্ সাক্ষী, আর ফেরেশতারাও সাক্ষী। আর আল্লাহ্র সাক্ষ্যই
যথেষ্ট।

১৬৭. যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় তারা দারুণ পথভ্রষ্ট।
১৬৮. যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা
করবেন না, আর তিনি তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না, ১৬৯. জাহান্নামের
পথ ছাড়া। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ তো আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

১৭০. হে মানুষ! রসুল তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য এনেছে,
অতএব তোমরা বিশ্বাস করো, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা
অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহ্রই, আর আল্লাহ্
সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১৭১. হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না ও
আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য বলো। মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ্ আল্লাহ্‌র রসুল আর তিনি তাঁর
বাণী ও তাঁর রুহ্ মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর
রসুলে বিশ্বাস করো, আর বোলো না 'তিন (আল্লাহ্)।' তোমরা নিবৃত্ত হও, এ
তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান হবে?
তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই।
কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

॥ ২৪ ॥

১৭২. মসিহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না, আর কাছের
ফেরেশতারাও নয়। যারা তাঁর উপসানা করতে লজ্জা বা অহংকার বোধ করে
তাদের সকলকে তিনি তাঁর কাছে একত্র করবেন।
১৭৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে পুরো পুরস্কার
দেবেন, আর নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। কিন্তু যারা অবজ্ঞা করে ও
অহংকার করে তিনি তাদেরকে নিদারুণ শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ ছাড়া তারা
তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।
১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রমাণ এসেছে ও
আমি তোমাদের ওপর স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। ১৭৫. তারপর যারা আল্লাহ্‌র
ওপর বিশ্বাস করবে ও তাঁকে অবলম্বন করবে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও
অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন ও তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে
পরিচালিত করবেন।
১৭৬. তারা তোমার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, 'যে-ব্যক্তির
পিতামাতা নেই ও সন্তান নেই তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এই বিধান দিচ্ছেন : কেউ যদি
মারা যায়, যার ছেলে নেই কিন্তু এক বোন আছে, বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির
অর্ধেক পাবে, আর সে হবে তার (বোনের) উত্তরাধিকারী যদি তার (বোনের) ছেলে
না থাকে, কিন্তু যদি দুই বোন থাকে তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-
তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই ও বোন থাকে তবে পুরুষরা পাবে স্ত্রীলোকের দুই অংশের
সমান।' আল্লাহ্ পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও। আর আল্লাহ্
সবকিছু জানেন।'

AMARBOI.COM

৫ সুরা মায়িদা

রুকু : ১৬   আয়াত : ১২০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যেসব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ গবাদিপশুকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে এহ্‌রামরত অবস্থায় (হজ বা ওমরার সময়) শিকার হালাল মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

২. হে বিশ্বাসিগণ! অবমাননা কোরো না আল্লাহ্র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কোরবানির জন্য কা'বায় পাঠানো পশুর, গলায় মার্কামারা মালাপরানো পশুর আর তাদের যারা পবিত্র ঘরে আসে তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির আশায়। যখন তোমরা এহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদ-উল-হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন কখনও তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করবে না। আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকরমাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই-করা পশু আর গলা-চিপে-মারা জন্তু, বাড়ি-খাওয়া মরা জন্তু, পড়ে-মরা জন্তু, শিঙের ঘায়ে মরা জন্তু ও হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে তোমরা যা জবাই ক'রে পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর মূর্তিপূজার বেদির ওপর বলি দেওয়া আর তীর দিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব অনাচার। আজ অবিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস করছে না, তাই তাদেরকে ভয় কোরো না, শুধু আমাকে ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে না ঝোঁকে (তার জন্য) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৪. লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে? বলো, 'সমস্ত ভালো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, আর শিকারি পশুপাখির যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা খেতে পারবে।' আর এতে তোমরা আল্লাহ্র নাম নেবে ও আল্লাহ্কে ভয় করবে। আল্লাহ্ হিসাবগ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

৫. আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল (করা হল)। এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও

AMARBOI.COM

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। যে-কেউ বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ ২ ॥

৬. হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে ও তোমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেবে, আর পা গিঁট পর্যন্ত ধোবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা অসুস্থ থাক বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রীর সাথে সংগত হও, আর পানি না পাও, তবে তাইয়াম্মুম করবে পরিষ্কার মাটি দিয়ে এবং তা মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না এবং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে পার।
৭. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো। আর তোমরা যখন বলেছিলে 'শুনলাম ও মানলাম' তখন তিনি তোমাদেরকে যে-অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন তাও স্মরণ করো ও আল্লাহ্কে ভয় করো। অন্তরে যা আছে সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ভালো জানেন।
৮. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশে উচিত সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের ওপর বিরাগ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার করা থেকে বিরত না রাখে। সুবিচার করো, তা আত্মসংযমের আরও কাছাকাছি। আর আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।
৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১০. আর যারা অবিশ্বাস করে ও
আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।
১১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের ওপর হাত তুলতে চেয়েছিল আল্লাহ্ তাদের হাত *ঠেকিয়ে* দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্র ওপরই তো বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

॥ ৩ ॥

১২. আল্লাহ্ তো বনি-ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ও তাদের মধ্য থেকে বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামাজ পড়, জাকাত দাও, আমার রসুলদেরকে বিশ্বাস কর ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে *কর্জে হাসানা* (উত্তম ঋণ) দাও তবে তোমাদের

AMARBOI.COM

দোষ অবশ্যই আমি মোচন করব; আর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেব, যার নিচে নদী বইবে।' এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

১৩. তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় আমি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা কথাগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে আর তাদেরকে যা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তারা ভুলে গেছে। তুমি ওদের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলকেই সবসময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। সুতরাং ওদেরকে ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

১৪. আর যারা বলে, 'আমরা খ্রিষ্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তার এক অংশ ভুলে গেছে। তাই তাদের মধ্যে আমি স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখব কিয়ামত পর্যন্ত। আর তারা যা করত আল্লাহ্ শীঘ্রই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।

১৫. হে কিতাবিরা! আমার রসুল তোমাদের কাছে এসেছে; তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে ও অনেক কিছু উপেক্ষা ক'রে থাকে। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে।

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অন্ধকার হতে বের ক'রে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৭. নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মরিয়মপুত্র মসিহ্ই আল্লাহ্।' বলো, 'আল্লাহ্ যদি মরিয়মপুত্র মসিহ্, তার মা ও পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করতে চান, তবে কার শক্তি আছে তাঁকে বাধা দেবে? আকাশ ও পৃথিবীতে আর তাদের মাঝে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

১৮. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়।' বলো, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা তাদেরই মতো মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।' যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আর আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৯. হে কিতাবিরা! রসুলদের আবির্ভাবে ছেদ পড়ার পর তোমাদের কাছে আমার রসুল এসেছে। সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের কাছে আসে নি।' এখন তো তোমাদের কাছে এক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

২০. মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্মরণ করো
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবি করেছিলেন, তোমাদেরকে
রাজ্যের অধিপতি করেছিলেন ও বিশ্বে যা কাউকেই দেন নি তা তোমাদেরকে
দিয়েছিলেন। ২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে-পবিত্র ভূমি
নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে প্রবেশ করো আর পিছু হোটো না। হটলে, তোমরা
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

২২. তারা বলল, 'হে মুসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে, আর তারা
সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশই করব না। তারা সেখান
থেকে বের হয়ে গেলে আমরা প্রবেশ করব।'

২৩. যারা ভয় করেছিল তাদের মধ্যে দুজন, যাদের ওপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ
করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা প্রবেশদ্বারে তাদের মোকাবিলা করো। প্রবেশ
করতে পারলেই তোমাদের জয় হবে। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্‌র ওপরই
নির্ভর করো।'

২৪. তারা বলল, 'হে মুসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা
সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও ও গিয়ে যুদ্ধ
করো, আমরা এখানেই ব'সে থাকব।'

২৫. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ছাড়া অন্য
কারও ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের
মধ্যে ফয়সালা ক'রে দাও।'

২৬. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে এ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা
পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের
জন্য দুঃখ কোরো না।'

॥ ৫ ॥

২৭. আদমের দুই পুত্র (হাবিল ও কাবিল)-এর বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে ভালো ক'রে
শোনাও। যখন তারা দুজনে কোরবানি করেছিল তখন একজনের কোরবানি কবুল
হল আর অন্যজনের কোরবানি কবুল হল না। তাদের একজন বলল, 'আমি
তোমাকে খুন করবই।' অপরজন বলল, 'আল্লাহ্ সংযমীদের কোরবানি কবুল
করেন। ২৮. আমাকে খুন করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে খুন করার জন্য
আমি হাত তুলব না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। ২৯. আমি
চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বইবে ও বাস করবে আগুনে। আর
এটাই জালিমদের কর্মফল।'

৩০. তারপর তার মন তাকে ভাইকে খুন করতে উত্তেজিত করল ও সে
(কাবিল) তাকে (হাবিলকে) হত্যা করল, তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

AMARBOI.COM

৩১. তারপর আল্লাহ্ পাঠালেন এক কাক যে তার ভাই-এর লাশ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়তে লাগল। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ-কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাই-এর লাশ গোপন করতে পারি?' তারপর সে অনুতপ্ত হল।

৩২. এ-কারণেই বনি-ইসরাইলের ওপর আমি এ-বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণরক্ষা করল। তাদের কাছে তো আমার রসুলরা স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও পৃথিবীতে অনেকেই সীমালঙ্ঘনকারী রয়ে গেল।

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এ-ই তাদের লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ৩৪. তবে, তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য (এ-শাস্তি) নয়। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

।৫।

৩৫. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো; তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো ও তাঁর পথে জিহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩৬. যারা অবিশ্বাস করেছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তিপণের জন্য পৃথিবীতে যা-কিছু আছে যদি তাদের তার সব থাকে ও তার সাথে তার সমান আরও থাকে, তবুও তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হবে না, আর তাদের জন্য থাকবে মারাত্মক শাস্তি। ৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৩৮. চোর, পুরুষ হোক বা নারী হোক, তার হাত কেটে ফেলো। এ আল্লাহ্র তরফ থেকে তাদের কৃতকর্মের ফল ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। ৩৯. কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি অনুকম্পা করেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪১. হে রসুল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি', কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না ও যারা ইহুদি তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করতে পটু তাদের আচরণ যেন

AMARBOI.COM

তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওদের মিথ্যা শুনতে বড়ই আগ্রহ। যে-সম্প্রদায় তোমার
কাছে আসে নি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। তারা *কালেমার* (বাণীর)
যথাস্থান পরিবর্তন ক'রে দেয়। তারা বলে, 'তোমাদেরকে এরূপ (বিধান) দিলে
নাও, আর না দিলে সাবধান হও।' আর আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য
আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কিছুই করার নেই। ঐসব লোকের হৃদয়কে আল্লাহ্ শুদ্ধ
করতে চান না, তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে অপমান এবং পরকালে মহাশাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে বড়ই আগ্রহী ও অবৈধ ভক্ষণে বড়ই আসক্ত। তারা
যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের বিচার করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা
করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে
পারবে না। আর তুমি যদি বিচার কর তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ্ তো
ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

৪৩. আর তারা তোমার ওপর কেমন ক'রে বিচারের ভার দেবে যখন তাদের
কাছে রয়েছে তওরাত—যাতে আছে আল্লাহ্‌র আদেশ? এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে
নেয় আর কখনও বিশ্বাস করে না।

॥ ৭ ॥

৪৪. নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো।
নবিরা যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তারা ইহুদিদেরকে সেই অনুসারে বিধান দিত,
রব্বানিরা ও পণ্ডিতরাও বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক
করা হয়েছিল আর তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না। আর
আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অবিশ্বাসী।

৪৫. আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের
বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের
বদল দাঁত ও জখমের বদল অনুরূপ জখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে
তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা
বিচার করে না তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

৪৬. মরিয়মপুত্র ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসাবে ওদের
উত্তরাসাধক করেছিলাম ও তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসাবে এবং
সতর্ককারীদের জন্যে পথের নির্দেশ আর উপদেশ হিসাবে তাকে ইঞ্জিল
দিয়েছিলাম; তার মধ্যে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। ৪৭. আর ইঞ্জিল
অনুসরণকারীদের উচিত আল্লাহ্ তার মধ্যে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে
বিচার করা। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না
তারাই সত্যত্যাগী।

৪৮. আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার
ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই
অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো ও যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা

AMARBOI.COM

ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরি'আত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্র দিকেই তোমরা সকলে ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে-সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

৪৯. সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার করো। আর তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আর এ-সম্বন্ধে সতর্ক থাকো যাতে আল্লাহ্ যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়া (প্রাগইসলামি) যুগের বিচারব্যবস্থা পেতে চায়? দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ্র চেয়ে ভালো আর কে?

॥ ৮ ॥

৫১. হে বিশ্বাসিগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৫২. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে তুমি শীঘ্রই দেখবে তারা দৌড়ে যাচ্ছে তাদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের) কাছে এই ব'লে যে, 'আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে।' হয়তো আল্লাহ্ জয়লাভ করাবেন বা তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। তারপর যে-চিন্তা তারা তাদের মনে গোপনে পুষে রেখেছিল তার জন্যে তারা অনুশোচনা করবে।

৫৩. আর বিশ্বাসীরা বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?' নিশ্চয়ই তাদের কাজ পণ্ড হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৪. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে; তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় পাবে না। এ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ্ তো সর্বব্যাপী তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীরা যারা নামাজ কায়েম
করে, জাকাত দেয় ও বিনত হয়। ৫৬. আর কেউ আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও
বিশ্বাসীদের দিকে মুখ ফেরালে (সে) আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে।

॥ ৯ ॥

৫৭. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের
মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসিতামাশা ও খেলনা ভাবে তাদেরকে এবং
অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও
তবে আল্লাহ্কে ভয় করো। ৫৮. আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাক তখন
তারা তাকে হাসিতামাশা ও খেলার জিনিস ব'লে নেয়, কারণ এরা এমন এক জাত
যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

৫৯. বলো, 'হে কিতাবিরা! আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ
হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের ওপর
বিরুদ্ধভাবাপন্ন নও, আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।'

৬০. বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ পরিণতির খবর দেব যা
আল্লাহ্র কাছে আছে? যার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ, যার ওপর তাঁর গজব, যাদের
কতককে তিনি বানর ও কতককে শুয়োর করেছেন, আর যারা তাগুত (অসত্য
দেবতা)-র উপাসনা করে, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আর সরল পথ থেকে তারা
সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত।

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস
করি,' কিন্তু তারা অবিশ্বাস নিয়ে আসে ও তা নিয়েই চলে যায়। আর তারা যা
গোপন করে আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।

৬২. আর তাদের অনেককেই তুমি পাপ, সীমালঙ্ঘন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর
দেখবে। তারা যা করে নিশ্চয় তা খুব খারাপ। ৬৩. রব্বানি ও পণ্ডিতরা কেন
তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ওরা যা করে তাও
তো খারাপ।

৬৪. ইহুদিরা বলে, 'আল্লাহ্র হাত বাঁধা।' তাদেরই হাত বাঁধা থাক, আর
তারা যা বলে তার জন্য তাদের ওপর অভিশাপ। বরং আল্লাহ্র দুহাতই খোলা,
যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে
যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।
তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখব। যতবার তারা
যুদ্ধের আগুন জ্বালে ততবার আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা তো পৃথিবীতে
ফ্যাশাদ সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ তো ফ্যাশাদসৃষ্টিকারীদেরকে
ভালোবাসেন না।

৬৫. কিতাবিরা যদি বিশ্বাস করত ও ভয় করত তা হলে আমি তাদের দোষ
মোচন করে দিতাম ও তাদেরকে জান্নাতুন-নাঈম (সুখকর উদ্যান)-এ প্রবেশ

AMARBOI.COM

করতে দিতাম। ৬৬. আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল বা যা তাদের প্রতিপালকের
কাছ থেকে তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত তা হলে তারা
সকল দিক থেকে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থি,
কিন্তু তাদের বেশির ভাগ যা করে তা খারাপ।

॥ ১০ ॥

৬৭. হে রসুল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে
তা প্রচার করো, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্
তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে
পরিচালিত করেন না।

৬৮. বলো, 'হে কিতাবিগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের
কাছ থেকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত
তোমাদের কোনো পথ নেই।' তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাই
তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না।

৬৯. নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি ও খ্রিষ্টান তাদের মধ্যে যে-কেউ
আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে ও সৎকাজ করবে তার কোনো ভয় নেই আর সে
দুঃখিতও হবে না।

৭০. বনি-ইসরাইলদের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তাদের
কাছে রসুল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনো রসুল তাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে
আসে যা তাদের মনের মতো হয় না তখনই তারা কাউকে মিথ্যাবাদী বলে ও
কাউকে হত্যা করে। ৭১. আর তারা মনে করেছিল যে তাদের কোনো শাস্তি হবে
না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা
করেছিলেন। তার পরও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির রয়ে গিয়েছিল। আর তারা
যা করে আল্লাহ্ তো তা দেখেন।

৭২. যারা বলে, 'আল্লাহ্ই মরিয়মপুত্র মসিহ্' তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী।
অথচ মসিহ্ বলেছিল, 'হে বনি-ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের
প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপাসনা করো।' অবশ্য যে-কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করবে
নিশ্চয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও আগুনে হবে তার বাসস্থান।
আর অত্যাচারীদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

৭৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন', তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী।
এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না
হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ওপর অবশ্যই নিদারুণ শাস্তি
নেমে আসবে। ৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা
চাইবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

৭৫. মরিয়মপুত্র মসিহ্ তো কেবল একজন রসুল, তার পূর্বে কত রসুল গত
হয়েছে আর তার মাতা সতী ছিল। তারা দুজনেই খাওয়াদাওয়া করত। দেখো,
ওদের জন্য আমি আয়াত কীরূপ পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা করি। আরও দেখো, ওরা
কীভাবে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৭৬. বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন
কিছুর উপাসনা কর যার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনোটাই করার ক্ষমতা
নেই? আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।'

৭৭. বলো, 'হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি
কোরো না আর যে-সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে
এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তোমরা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো
না।'

॥ ১১ ॥

৭৮. বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়মপুত্র
ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল; কারণ, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। ৭৯.
তারা যেসব অন্যায় কাজ করত তা হতে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না। তারা
যা করত তা নিশ্চয় খুব খারাপ।

৮০. তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের
কাজকর্ম অত্যন্ত খারাপ, যার জন্য আল্লাহ্‌র রোষ তাদের ওপর। আর তারা তো
শাস্তিভোগ করবে চিরকাল। ৮১. যদি তারা আল্লাহ্‌য়, নবিকে ও তার (মুহাম্মদের)
ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করত তা হলে তারা ওদেরকে
(অবিশ্বাসীদেরকে) বন্ধুভাবে গ্রহণ করত না, কারণ তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী।

৮২. অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও
অংশীবাদীদেরকে তুমি সবচেয়ে বেশি উগ্র দেখবে, আর যারা বলে, 'আমরা
খ্রিষ্টান' (মানুষের মধ্যে) তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু হিসাবে
দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী রয়েছে, আর
তারা অহংকারও করে না।

AMARBOI.COM

সপ্তম পারা

৮৩. আর যখন তারা রসুলের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শোনে তখন তারা যে-সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে (সত্যের) সাক্ষীদের সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করো। ৮৪. আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন তখন আল্লাহ্ ও আমাদের কাছে আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস না করার কী কারণ থাকতে পারে?' ৮৫. তাই তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। এ তো সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। ৮৬. যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারাই বাস করবে আগুনে।

॥ ১২ ॥

৮৭. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যেসব ভালো জিনিস হালাল করেছেন সেসবকে তোমরা হারাম কোরো না। আল্লাহ্ তো সীমাঅতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। ৮৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তার থেকে খাও ও আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা সকলে বিশ্বাস কর।

৮৯. আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর সেইসবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। তারপর এর প্রায়শ্চিত্ত : দশজন গরিবকে মাঝারি ধরনের খাবার দেওয়া যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, কিংবা তাদেরকে কাপড় দেওয়া বা একজন দাস মুক্ত করা, আর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোজা করা। তোমরা শপথ করলে এ-ই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জানাও।

৯০. হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যপরীক্ষার তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফল হতে পার। ৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং আল্লাহ্র ধ্যানে ও নামাজে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়! তা হলে তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?

৯২. আর আল্লাহ্র আনুগত্য করো ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখো আমার রসুলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

৯৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা আগে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম

AMARBOI.COM

করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, আবার সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ্ তো সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

॥ ১৩ ॥

৯৪. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দিয়ে যা শিকার করা যায় সে-বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তার জন্য নিদারুণ শাস্তি রয়েছে।

৯৫. হে বিশ্বাসিগণ! এহ্রামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু বধ কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা ক'রে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বদলা অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু কা'বাতে পাঠাতে হবে কোরবানির জন্য, যার ফয়সালা করবে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক। ওর প্রায়শ্চিত্ত হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা বা সমপরিমাণ রোজা করা যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা আবার করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ এহ্রামে থাকবে ততক্ষণ ডাঙার শিকার তোমাদের জন্য নিষেধ। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কোরবানির জন্য কা'বায় পাঠানো পশু ও গলায় মার্কামারা মালা-পরানো পশু মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এ এজন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা-কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহ্ জানেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৯৮. তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর, আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯. প্রচার করা ছাড়া রসুলের অন্য কোনো কর্তব্য নেই। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তো তা জানেন।

১০০. বলো, 'ভালো ও মন্দ এক নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

॥ ১৪ ॥

১০১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না যা প্রকাশ হলে তোমরা দুঃখ পাবে। তবে কোরান অবতরণের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সেসব বিষয় ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন। ১০২. তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

WWW.AMARBOI.COM

১০৩. *বহিরা, সায়েবা, ওসিলা* ও *হাম* আল্লাহ্ শুরু করেন নি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে, আর তাদের অধিকাংশই তো বোঝে না।*

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসুলের দিকে এসো', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা কিছুই জানত না ও সৎপথ পায় নি, তবুও?

১০৫. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরতে হবে, তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে-সম্বন্ধে জানাবেন।

১০৬. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন
অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী
রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে ও তোমাদের মরণদশা উপস্থিত হলে তোমাদের
ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ
হলে নামাজের পর তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে। তারপর তারা আল্লাহ্র নামে
শপথ ক'রে বলবে, 'আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে
আত্মীয়ও হয় আর আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয়
পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' ১০৭. যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত
হয়েছে, তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটতম দুজন
তাদের স্থান নেবে ও আল্লাহ্র নামে শপথ ক'রে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই
তাদের থেকে বেশি সত্য আর আমরা সীমালঙ্ঘন করি নি, করলে আমরা তো
সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হব।'

১০৮. এ-ই ভালো, তা হলে লোক ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে বা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও শোনো। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

॥ ১৫ ॥

১০৯. একদিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা জানি না। অদৃশ্য সম্বন্ধে তুমিই জান।'

---

* *বাহিরা* প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত কানচেরা উষ্ট্র। প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রী *সায়েবা*। উৎসর্গীকৃতের ওপর চড়া, তার পশম কাটা বা দুধ পান করা অংশীবাদীরা নিষিদ্ধ মনে করত। একাধিকবার মদ্দা ও মাদি বাচ্চা একত্র প্রসব করার জন্য *ওসিলা* ছাগিকে পবিত্র মনে ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। দশটি বাচ্চা প্রসবকারী উষ্ট্রীকে *হাম* বলা হ'ত। তাকে কাজে লাগানো বা জবাই করা নিষিদ্ধ মনে করত অংশীবাদীরা।

AMARBOI.COM

১১০. যখন আল্লাহ্ বলবেন, ‘হে মরিয়মপুত্র ঈসা! স্মরণ করো তোমার ও তোমার জননীর ওপর আমার অনুগ্রহ। আমি পবিত্র আত্মা (জিবরাইল)-কে দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম, আর তুমি দোলনায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি কাদা দিয়ে আমার অনুমিতক্রমে পাখির মতো আকৃতি গঠন করে তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে ও আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে, আমি তোমার (ক্ষতি করা) থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, ‘এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই না!’

১১১. আরও স্মরণ করো, আমি যখন *হাওয়ারিদের*কে এ-প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আমার ওপর ও আমার রসুলের ওপর বিশ্বাস করো’, তারা বলেছিল, ‘আমরা বিশ্বাস করলাম আর তুমি সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলমান’।

১১২. *হাওয়ারিরা* বলেছিল, ‘হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবারভরা খাঞ্চা পাঠাতে পারবে?’ সে বলেছিল, ‘আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।’

১১৩. তারা বলেছিল, ‘আমাদের ইচ্ছা করে যে, তার থেকে আমরা কিছু খাই (যাতে) আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে পারব যে তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ, আর আমরা তার সাক্ষী থাকব।’

১১৪. মরিয়মপুত্র ঈসা বলল, ‘হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবারভরা খাঞ্চা পাঠাও, এ হবে আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য ঈদ (খুশির উৎসব) ও তোমার কাছ থেকে নির্দশন। আর তুমি আমাদেরকে জীবিকা দাও, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তা পাঠাব, কিন্তু এর পরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে-শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দেব না।’

॥ ১৬ ॥

১১৬. আর যখন আল্লাহ্ বলবেন, ‘হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো?’ সে বলবে, ‘তুমিই মহিমময়! আমার যা বলার অধিকার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি জান, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা তো আমি জানি না। তুমিই অদৃশ্য সম্বন্ধে ভালো করে জান। ১১৭. তুমি আমাকে যে-আদেশ করেছ তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলি নি। আর তা এই : ‘তোমরা আমার

AMARBOI.COM

প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপাসনা করো।' আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। ১১৮. তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই দাস আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।'

১১৯. আল্লাহ্ বলবেন, 'এ সেই দিন যে-দিন সত্যবাদীরা তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন আর তারাও তাতে সন্তুষ্ট হবে। এটাই মহাসাফল্য।'

১২০. আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

AMARBOI.COM

৬ সুরা আনআম

রুকু : ২০ আয়াত : ১৬৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন
আলো ও অন্ধকার। এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড়
করায়। ২. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটা কাল
নির্দিষ্ট করেছেন। আর একটা নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা তিনিই জানেন; তবু
তোমরা সন্দেহ কর। ৩. তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর আল্লাহ্। তিনি তোমাদের
গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। আর তোমরা যা কর তাও তাঁর জানা।

৪. আর তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো নিদর্শন তাদের কাছে উপস্থিত
হয় না যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। ৫. সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে তারা
তা প্রত্যাখান করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তার সংবাদ তারা ভালো
করেই জানতে পারবে।

৬. তারা কি দেখে না যে, তাদের আগে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস
করেছি? আমি তাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা
তোমাদেরকেও করি নি। আর তাদের ওপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম ও
তাদের নিচে নদী বইয়েছিলাম। তারপর তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে
ধ্বংস করেছি ও তাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

৭. যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা কিতাবও পাঠাতাম, আর তারা যদি হাত
দিয়ে তা স্পর্শ করত, তবু অবিশ্বাসীরা বলত, 'এ স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।'

৮. আর তারা বলে, 'তার কাছে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন?'
যদি আমি ফেরেশতা পাঠাতাম তা হলে তা তাদের কাজকর্মের শেষবিচার হয়ে
যেত, আর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হ'ত না। ৯. তাকে যদি ফেরেশতা
করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, আর তাদেরকে তেমনি
সন্দেহে ফেলতাম যেমন সন্দেহে তারা এখন আছে।

১০. তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অবশেষে তারা
যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তা-ই ঘিরে ফেলেছিল তাদেরকে—যারা বিদ্রূপ
করেছিল।

॥ ২ ॥

১১. বলো, 'পৃথিবীতে সফর করো, তারপর দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছিল
তাদের কী পরিণাম হয়েছিল।'

১২. বলো, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার?' বলো, 'আল্লাহ্‌রই।' দয়া
করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। কিয়ামতের দিন তিনি

AMARBOI.COM

তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না। ১৩. রাত্রি ও দিনে যা-কিছু থাকে তা তাঁরই। আর তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

১৪. বলো, 'আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দেয় না।' আর বলো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রণী হই। আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'

১৫. বলো, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তি আমার ওপর পড়বে। ১৬. সেদিন যাকে শাস্তি থেকে বাঁচানো হবে তার ওপর তিনি তো দয়া করবেন, আর সে-ই স্পষ্ট সাফল্য।'

১৭. আল্লাহ্ যদি তোমাকে কষ্ট দেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারবে না। ১৮. আর যদি তিনি তোমার ভালো করেন তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। আর তিনি পরাক্রমশালী নিজের দাসদের ওপর। আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সবজান্তা।

১৯. বলো, 'সাক্ষী হিসাবে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?' বলো, 'তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কোরান আমার কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে আর যার কাছে এ পৌঁছবে তাদেরকে এ দিয়ে সতর্ক করি! তোমরা কি এ-সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যও আছে?' বলো, 'আমি সে-সাক্ষ্য দিই না।' বলো, 'তিনি একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক আমি কর আমি তাতে নেই।'

২০. যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২১. আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী কে? সীমালঙ্ঘনকারীরা অবশ্যই সফলকাম হবে না। ২২. আর যেদিন তাদের সকলকে একত্র করা হবে সেদিন আমি অংশীবাদীদেরকে বলব, 'যাদেরকে তোমার আমার শরিক মনে করতে তারা আজ কোথায়?'

২৩. তখন তাদের এ বলা ছাড়া অন্য কোনো অজুহাত থাকবে না যে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

২৪. দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কীভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে আর তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা কীভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়।

২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে থাকে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে। আমি তাদেরকে বধির করেছি। আর তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, এমনকি তারা যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তর্ক শুরু করে তখন অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

২৬. আর তারা অন্যকে তা শুনতে বাধা দেয় ও নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। আর এভাবে তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে, যদিও তারা তা বোঝে না।

২৭. তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে ও তারা বলবে 'হায়! যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলতাম না ও আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

২৮. না, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে আর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তা-ই করত, আর তারাই মিথ্যাবাদী।

২৯. আর তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমাদেরকে আর পুনর্জীবিত করা হবে না।'

৩০. তুমি যদি তাদেরকে দেখতে পেতে, যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে ও তিনি বলবেন, 'এই কি প্রকৃত সত্য নয়!' তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, এ নিশ্চয়ই সত্য।' তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো।'

॥ ৪ ॥

৩১. যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যখন হঠাৎ ক'রে তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়বে তখন তারা বলবে, 'হায়! আফসোস যে একে আমরা অবজ্ঞা করেছিলাম।' তাদের পিঠে তারা তাদের পাপের বোঝা বইবে। দেখো, তারা যা বইবে তা খুব খারাপ।

৩২. আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর সাবধানিদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝ না?

৩৩. আমি জানি এরা যে-কথাবার্তা বলে তা নিশ্চয় তোমাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা কেবল তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলে না, এই সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহ্‌র আয়াতকেও অস্বীকার করে। ৩৪. তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও যে-পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছিল তারা ধৈর্য ধরেছিল। আর আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। রসুলদের কিছু খবর তো তোমার কাছে পৌঁছেছে।

৩৫. তাদের (কাফেরদের) মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যদি তোমার কাছে বড় মনে হয়, পারলে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে তাদের জন্য

AMARBOI.COM

নিদর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে একসঙ্গে সৎপথে আনতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের মতো হয়ো না।

৩৬. যারা শোনে শুধু তারাই সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৭. তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'নিদর্শন অবতারণ করতে নিশ্চয় আল্লাহ্ সক্ষম।' কিন্তু তাদের অনেকেই (এ) জানে না।

৩৮. পৃথিবীতে এমন জীব নেই বা নিজ ডানায় ওড়ে এমন কোনো পাখি নেই যা তোমাদের মতো একটি দল নয়। কিতাবে কোনোকিছু লিখে দিতে আমি ত্রুটি করি নি। তারপর তারা সকলে তাদের প্রতিপালকের কাছে একত্রিত হবে।

৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক, তারা রয়েছে অন্ধকারে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

৪০. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখো, তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়লে বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হলে যদি তোমরা সত্য কথা বল, তবে তেমরা
কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে?' ৪১. না, শুধু তাঁকেই ডাকবে। তিনি
ইচ্ছা করলে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন। আর তোমরা ভুলে যাবে যাকে তোমরা তাঁর শরিক করতে।

॥ ৫ ॥

৪২. আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছি, তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখদৈন্য দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়।

৪৩. আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

৪৪. তাদেরকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে যখন তারা মত্ত হল তখন হঠাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, ফলে তারা তখন নিরাশ হয়ে পড়ল।

৪৫. তারপর সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল। আর প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

৪৬. বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন ও তোমাদের হৃদয়ে মোহর এঁটে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য আছে যে তোমাদেরকে ওগুলো ফিরিয়ে দেবে?' লক্ষ করো, আমি কেমন নানাভাবে কথাগুলো বর্ণনা করি। তা সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

AMARBOI.COM

৪৭. বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্র শাস্তি অগোচরে বা প্রকাশ্যে তোমাদের ওপর পড়লে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে?'

৪৮. আমি তো রসুলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠাই। কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই আর সে দুঃখিতও হবে না।

৪৯. যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে সত্যত্যাগের জন্য তাদের ওপর শাস্তি নামবে।

৫০. বলো, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি জানি না। তোমাদেরকে এ-ও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তা-ই অনুসরণ করি।' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?'

॥ ৬ ॥

৫১. যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তাদেরকে তুমি এ (কোরান) দিয়ে সতর্ক করো, হয়তো তারা সাবধান হবে।

৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে, তাড়িয়ে দিলে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হবে।

৫৩. আর এভাবে আমি তাদের এক দলকে অন্য দল দিয়ে পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে ভালো করে জানেন না?

৫৪. যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বোলো, 'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' ৫৫. এভাবে আমি আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের সামনে পথ প্রকাশিত হয়।

॥ ৭ ॥

৫৬. বলো, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাক তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' বলো, 'আমি তোমাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করি না; করলে, আমি বিপথগামী হব ও যারা সৎপথ পেয়েছে তাদের একজন হতে পারব না।'

WWW.AMARBOI.COM

৫৭. বলো, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের ওপর নির্ভর করি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই। তিনি সত্য বয়ান করেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

৫৮. বলো, 'তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিরোধের তো মীমাংসাই হয়ে যেত। আর আল্লাহ্‌ তো সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। ৫৯. তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা-কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না বা এমন কোনো রসাল ও শুষ্ক জিনিস যা কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই।'

৬০. তিনি রাত্রে তোমাদের ঘুম আনেন। আর দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর তিনিই আবার তোমাদেরকে জাগান যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরো হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

৬১. তাঁর দাসদের ওপর তিনি অপ্রতিহত আর তিনিই তোমাদের হেফাজতের জন্য (রক্ষণাবেক্ষণকারী) প্রেরণ করেন। অবশেষে তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়, আর তারা কোনো কসুর করে না। ৬২. তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে আনা হয়। মনে রেখো, হুকুম তো তাঁরই, আর হিসাবগ্রহণে তিনি সবচেয়ে তৎপর।

৬৩. বলো, 'কে তোমাদেরকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থল বা সমুদ্রের অন্ধকার থেকে কাতরভাবে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর, 'আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামিল হব।' ৬৪. বলো, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে তার থেকে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এ সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরিক কর।'

৬৫. বলো, 'তোমাদের ওপর বা নিচে থেকে শাস্তি পাঠাতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের অত্যাচারের স্বাদগ্রহণ করাতে তিনিই পারেন।' দেখো, আমি কেমন বিভিন্নভাবে আয়াত বয়ান করি যাতে তারা বুঝতে পারে। ৬৬. তোমার সম্প্রদায় তো তাকে মিথ্যা বলছে, যদিও তা সত্য। বলো, 'আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।'

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে, আর শীঘ্রই তোমরা তা জানবে। ৬৮. তুমি যখন দেখ তারা আমার নিদর্শন নিয়ে নিরর্থক আলোচনায় মেতে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে যোগ দেয়।

আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায়, তবে খেয়াল হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী
সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।
৬৯. ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন
করে; তবে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য যাতে ওরা সাবধান হয়। ৭০. যারা তাদের
ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে আর পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে
তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন করো, আর এ (কোরান) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও,
যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ছাড়া তার কোনো
অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা নেওয়া
হবে না। এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। অবিশ্বাস করার কারণে এদের জন্য
রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও নিদারুণ শাস্তি।

॥ ৯ ॥

৭১. বলো, 'আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোনো
উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর
আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো আগের অবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে
পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে পথের দিকে ডাক দিয়ে
বলে, 'আমাদের কাছে এসো।' বলো, 'আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদেরকে
বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। ৭২.
আর তোমরা নামাজ পড়ো ও তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে
সমবেত করা হবে।'
৭৩. তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন,
'হও', তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে
সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু তাঁর জানা। তিনিই
তত্ত্বজ্ঞানী, সব খবর রাখেন।
৭৪. স্মরণ করো, ইব্রাহিম তার পিতা আজরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে
উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভুল
করতে দেখছি।' ৭৫. আমি এভাবে ইব্রাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর
পরিচালনাব্যবস্থা দেখাই যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের একজন হয়।
৭৬. তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে ছেয়ে ফেলল তখন নক্ষত্র দেখে
বলল, 'ও-ই আমার প্রতিপালক।' তারপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল,
'যা অস্তমিত হয় তা আমি ভালোবাসি না।'
৭৭. তারপর যখন সে চাঁদকে উঠতে দেখল সে বলল, 'এ আমার
প্রতিপালক।' যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক
সৎপথ না দেখালে আমি তো পথভ্রষ্টদের শামিল হব।"

AMARBOI.COM

৭৮. তারপর যখন সে সূর্যকে উঠতে দেখল তখন বলল, 'এ-ই আমার প্রতিপালক। এ সবচেয়ে বড়।' যখন তাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক কর, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। ৭৯. নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখে ফেরাচ্ছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

৮০. তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তর্কে নামবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরিক কর তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জানা, তবু কি তোমরা বুঝবে না?

৮১. তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক কর আমি তাকে কেমন করে ভয় করব? যার বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোনো সনদ দেন নি তাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরিক করতে ভয় কর না? সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বলো দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তা কোন দলের প্রাপ্য। ৮২. যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালঙ্ঘন করে কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

॥ ১০ ॥

৮৩. আর আমি আমার এই যুক্তি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় তত্ত্বজ্ঞানী। ৮৪. আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আর তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে আমি নুহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ও তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও, আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কৃত করি।

৮৫. আর আমি জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬. আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে। আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সবকিছুর) ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। ৮৭. আর তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম ও সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

৮৮. এ আল্লাহ্‌র পথ। নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ-পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শরিক করত, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত।

৮৯. এদেরকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি। তারপর যদি এরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এগুলোর ভার অর্পণ করব যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।

AMARBOI.COM

৯০. এদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো। বলো, 'এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।'

॥ ১১ ॥

৯১. আর তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ মানুষের কাছে কিছুই অবতীর্ণ করেন নি।' বলো, 'তা হলে কে সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছিল মুসা যা নিয়ে এসেছিল, যা মানুষের জন্য ছিল আলো ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ক'রে কিছু প্রকাশ করেছ আর যার বহুলাংশ গোপন করেছ, আর যা এখন তোমাদের শিক্ষা দেয় যা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ও তোমরা জানতে না?' বলো, 'আল্লাহ্ই'। তারপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক সংলাপের খেলায় মগ্ন হতে দাও।

৯২. আমি কল্যাণময় করে অবতীর্ণ করেছি এই কিতাব যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক আর যা দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে।

৯৩. আর যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা বলে, 'আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয়', যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন আমিও তার মতো অবতারণ করতে পারি', তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন সীমালঙ্ঘনকারীরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগবে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের করো। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে অহংকার করতে, তাই আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।'

৯৪. তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে অংশী করতে সেই সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে, আর তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে।

॥ ১২ ॥

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ বীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন ও জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করেন। এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

৯৬. তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান। আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক

AMARBOI.COM

সুবিন্যস্ত। ৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে ক'রে তোমরা তার সাহায্যে স্থলে ও সমুদ্রে অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানীদের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ্ বিশদভাবে বয়ান করেছেন।

৯৮. আর তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ বিশদভাবে বয়ান করেছেন।

৯৯. আর তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে তিনি সব রকম গাছের চারা ওঠান; তারপর তার থেকে তিনি সবুজ পাতা গজান, পরে তার থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্যদানা সৃষ্টি করেন। আর তিনি খেজুরগাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করেন ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেন, (সৃষ্টি করেন) জয়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের মতো, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে আর ফল পাকে তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ করো; নিশ্চয়ই এগুলোতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১০০. আর তারা জিনকে আল্লাহ্‌র শরিক করে, অথচ তিনিই জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওরা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্রকন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমান্বিত। আর ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে।

॥ ১৩ ॥

১০১. তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তাঁর তো কোনো স্ত্রী নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ও সব জিনিসই তিনি ভালো ক'রে জানেন।

১০২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করো; তিনি সবকিছুরই তত্ত্বাবধায়ক। ১০৩. তাঁকে তো দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না, বরং দৃষ্টিশক্তি তাঁরই অধিকারে; আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সব খবর তাঁর জানা।

১০৪. তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো এসেছে। যে-কেউ তা লক্ষ করবে তা তার নিজের জন্যই করবে, আর কেউ লক্ষ না করলে তাও তার নিজের জন্যই, আর আমি তোমাদের রক্ষক নই।

১০৫. আর আমি এভাবে নিদর্শনগুলো বিভিন্ন প্রকারে বয়ান করি। ফলে, অবিশ্বাসীরা বলে, 'তুমি এর পূর্ববর্তী কিতাব পড়ে বলছ।' কিন্তু আমি তো জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে বয়ান করি।

১০৬. তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ করো, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে তুমি দূরে থাকো। ১০৭. আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তারা শরিক করত না। আর তাদের জন্য আমি তোমাকে রক্ষক নিযুক্ত করি নি, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও।

AMARBOI.COM

১০৮. আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না, তা হলে, তারা (সীমালঙ্ঘন করে) অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গাল দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির চোখে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন।

১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস করত। বলো, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত।' আর তাদের কাছে নিদর্শন এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, এ কীভাবে তোমাদেরকে বোঝানো যাবে? ১১০. আর তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করে নি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব আর অবাধ্যতায় তাদেরকে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব।

AMARBOI.COM

অষ্টম পারা

॥ ১৪ ॥

১১১. তাদের কাছে ফেরেশতা পাঠালেও এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সব জিনিস তাদের সামনে হাজির করলেও তারা বিশ্বাস করবে না, কারণ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

১১২. আর আমি এভাবে মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছি, ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা দিয়ে উসকানি দেয়। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করত না। তাই তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ করো।

১১৩. আর তারা এজন্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন ওর প্রতি অনুরাগী হয় ও ওর প্রতি যেন তারা তুষ্ট হয়, আর তারা যা করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে।

১১৪. (বলো), 'তবে কি আমি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সালিশ মানব? যখন তিনি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?' যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ো না। ১১৫. আর
সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

১১৬. আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। আর তারা মিথ্যাই বলে। ১১৭. কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথে যায় তা তোমার
প্রতিপালক ভালো ক'রেই জানেন। আর কে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো ক'রে জানেন।

১১৮. যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনে বিশ্বাস কর তবে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে তা খাও। ১১৯. আর তোমাদের কী হয়েছে যে যাতে আল্লাহ্‌র নাম
নেওয়া হয়েছে তোমরা তা খাবে না, যখন তিনি তোমাদের পরিষ্কার করে ব'লে দিয়েছেন তোমাদের জন্য কী হারাম, যদি না তোমরা নিরুপায় হও? অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশির দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে। তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে ভালো ক'রেই জানেন।

১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন করো। যারা পাপ করে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে। ১২১. আর যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া
হয় নি তা তোমরা খেয়ো না; তা তো অনাচার। আর শয়তান তো তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে উসকানি দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল তবে তোমরা তো অংশীবাদী হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

॥ ১৫ ॥

১২২. যে-লোক মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি আর যাকে মানুষের
মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি, সেই লোক কি ঐ লোকের মতো যে অন্ধকারে
রয়েছে আর সে-জায়গা থেকে বের হতে পারছে না? এভাবে অবিশ্বাসীদের চোখে
তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে। ১২৩. এভাবে প্রত্যেক জনপদে আমি
অপরাধীদের প্রধান নিযুক্ত করেছি যেন তারা সেখানে ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা যে
শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে, তারা তা বোঝে না।

১২৪. আর যখন তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে তারা তখন বলে
'আল্লাহ্‌র রসুলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা
কখনও বিশ্বাস করব না।' রিসালাতের দায়িত্ব আল্লাহ্ কার ওপর অর্পণ করবেন তা
তিনিই ভালো জানেন। যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ
থেকে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পড়বে।

১২৫. আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তাঁর হৃদয়
ইসলামের জন্য বড় ক'রে দেন ও কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তাঁর
হৃদয় খুব ছোট ক'রে দেন, তার কাছে ইসলাম যেন চলা আকাশে চড়ার মতোই
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে! যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবে অপদস্থ করেন।

১২৬. আর এটাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ
গ্রহণ করে তাদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বয়ান করেছি। ১২৭.
তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির নিকেতন, আর তারা যা
করত তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক।

১২৮. আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (ও বলবেন) 'হে
জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে,' আর
তাদের মানুষ-বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ
অন্যদের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর তুমি আমাদের জন্য যে-সময় নির্ধারিত
করেছিলে এখন আমরা তার সামনে এসে গেছি' সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, 'আগুনই
তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, যদিনা আল্লাহ্ অন্যরকম
ইচ্ছা করেন।' তোমার প্রতিপালক তো তত্ত্বজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। ১২৯. এভাবে তাদের
কৃতকর্মের জন্য সীমালঙ্ঘনকারীদের এক দলকে আমি অন্য দলের ওপর প্রবল
ক'রে থাকি।

॥ ১৬ ॥

১৩০. (আমি বলব,) 'হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসুলরা
তোমাদের কাছে আসে নি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে বয়ান করত ও
তোমাদেরকে এদিনের মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'আমরা
আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম'। পৃথিবীর জীবন ওদেরকে ঠকিয়েছিল, আর

ওরা যে অবিশ্বাস করেছিল তাও ওরা স্বীকার করবে। ১৩১. এ এজন্যে যে, অবিশ্বাসীদেরকে অজ্ঞ রেখে কোনো জনপদকে তার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

১৩২. আর প্রত্যেকে যা করে সেই অনুসারে তার স্থান নির্ধারিত রয়েছে। আর ওরা যা করে সে-সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না এমন নয়। ১৩৩. তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন আর তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের জায়গায় বসাতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪. তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৩৫. বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ তা করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম ভালো। আর সীমালঙ্ঘণকারীরা কখনও সফল হবে না।'

১৩৬. আল্লাহ্ যে-শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে ও নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এ আল্লাহ্র জন্য, আর এ আমাদের শরিকদের (দেবতাদের) জন্য।' যা তাদের অংশীদারদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না, আর যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের অংশীদারদের কাছে পৌঁছায়। কী খারাপ তাদের মীমাংসা!

১৩৭. আর এইভাবে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের দেবতারা সন্তানহত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধ্বংস করার জন্য ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। তাই তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও।

১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এসব গবাদিপশু ও ফসল নিষিদ্ধ, আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না।' আর কতক গবাদিপশু রয়েছে যাদের পিঠে চড়া তারা হারাম করে, আর কিছু পশু আছে যাদেরকে জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না। এসব তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য বলে, এ-মিথ্যা বানানোর প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন।

১৩৯. তারা আরও বলে, 'এসব গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ও এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম, আর এ যদি মৃত জন্মায় তবে (নারীপুরুষ) সকলে ওর অংশীদার।' তাদের এমন বলার প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

১৪০. তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা হারাম করে। তারা অবশ্যই বিপথগামী আর তারা সৎপথও পায় নি।

AMARBOI.COM

॥ ১৭ ॥

১৪১. আর তিনিই বাগান তৈরি করেন জাফরি দিয়ে আবার জাফরি ছাড়া; (সৃষ্টি করেন) খেজুর ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, জয়তুন ও ডালিম, দেখতে এক, আবার নয়ও। যখন তাতে ফল ধরে তখন তোমরা ফল খাবে আর ফসল তোলার দিনে অপরকে যা দেয় তা দেবে। আর তোমরা অপচয় কোরো না, কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

১৪২. আর গবাদিপশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু ছোট আকারের পশু রয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা জীবিকা হিসেবে দিয়েছেন তার থেকে খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৪৩. (এ-পশুগুলো) আট রকম। এক জোড়া মেষ আর এক জোড়া ছাগল। বলো, 'নর দুটো, মাদি দুটো বা মাদি দুটোর গর্ভে যা আছে তিনি কি তা হারাম করেছেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ দিয়ে আমাকে জানাও।' ১৪৪. তারপর এক জোড়া উট ও এক জোড়া গোরু। বলো, 'নর দুটো বা মাদি দুটোই বা মাদি দুটোর গর্ভে যা আছে তিনি কি তা হারাম করেছেন? আর আল্লাহ্ যখন এসব নির্দেশ দেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে-ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

॥ ১৮ ॥

১৪৫. বলো, 'আমার ওপর যে-প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে মড়া, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ছাড়া আমি কিছুই হারাম পাই না; তা অপবিত্র বা অবৈধ যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে কাটা হয়েছে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না ক'রে নিরুপায় হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

১৪৬. আর ইহুদিদের জন্য আমি নখরযুক্ত পশু হারাম করেছিলাম, আর গোরু-ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম; তবে এগুলোর পিঠের, পেটের বা হাড়ের লাগা চর্বি নয়। তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এ-প্রতিফল দিয়েছিলাম। আমি তো সত্য বলছি।

১৪৭. তারপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী ব'লে প্রত্যাখ্যান করে তবে বলো, 'তোমাদের প্রতিপালক অসীম দয়ার অধিকারী, আর তাঁর শাস্তি অপরাধীদের ওপর হতে রদ হয় না।'

১৪৮. যারা শির্ক করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শির্ক করতাম না এবং কোনোকিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, 'তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকলে

AMARBOI.COM

আমার কাছে তা পেশ করো। তোমরা শুধু কল্পনার অনুসরণ কর, শুধু মিথ্যাই বল।'

১৪৯. বলো, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তোমাদে সকলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করতেন।' ১৫০. বলো, 'আল্লাহ্ যে এসব নিষিদ্ধ করেছেন এ-সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির করো।' তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের কাছে এ স্বীকার কোরো না। যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না ও প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না।

॥ ১৯ ॥

১৫১. বলো, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদের প'ড়ে শোনাই। তা এই : 'তোমরা তাঁর কোনো শরিক করবে না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের কাছে যেয়ো না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। তোমাদেরকে তিনি এ-নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝতে পার।'

১৫২. 'তোমরা পিতৃহীনের বয়স না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর তোমরা পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে করবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে আর আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'

১৫৩. আর নিশ্চয়ই এ আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ-ই অনুসরণ করবে আর অন্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও।

১৫৪. আর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ—যা সবকিছুর প্রাঞ্জল বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ—যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

॥ ২০ ॥

১৫৫. এ-কল্যাণময় কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং তোমরা ওর অনুসরণ করো ও সাবধান হও, হয়তো তোমাদেরকে দয়া করা হবে। ১৫৬. তোমরা যেন না বলতে পার যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ

amarboi.com

হয়েছিল, আমরা তাদের পঠনপাঠন সম্বন্ধে তো অজ্ঞই ছিলাম;। ১৫৭. কিংবা তোমরা যেন বলতে না পার যে, 'যদি কিতাব আমাদের জন্য অবতীর্ণ হত তবে আমরা তো তাদের চেয়ে আরও ভালো পথ পেতাম।' এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও দয়া এসেছে। তারপর যে-কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হবে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ-আচরণের জন্য আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দেব।

১৫৮. তারা শুধু এর প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, বা তোমার প্রতিপালক আসবেন, বা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নির্দেশ আসবে সেদিন যে-ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করে নি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না, বা যার বিশ্বাস কোনো ভালো কিছু অর্জন করে নি তার সৎকর্মও কোনো কাজে লাগবে না। বলো, 'প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।'

১৫৯. অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নয়, তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। ১৬০. কেউ কোনো সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

১৬১. বলো, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথে, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মে—একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজে, আর সে তো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' ১৬২. বলো, 'আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশে। ১৬৩. তাঁর কোনো শরিক নেই, আর আমাকে এ-ব্যাপারেই তো আদেশ করা হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি অগ্রণী হই।'

১৬৪. বলো, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক খুঁজব, যখন তিনি সবকিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য দায়ী আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে-বিষয়ে তোমরা মতভেদ ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর মর্যাদায় বড় করেছেন। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না। আবার তিনি তো ক্ষমা করেন, করুণা করেন।

AMARBOI.COM

৭ সুরা আ'রাফ

রুকু : ২৪ আয়াত : ২০৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম-সা'দ* ২. তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি এ দিয়ে সতর্ক কর, আর বিশ্বাসীদের জন্য এ তো উপদেশ। তারপর তোমার মনে যেন এ-সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে।

৩. তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো আর তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪. আর কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! রাত্রিতে বা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল আমার শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল। ৫. যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল তখন তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, 'নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।'

৬. তারপর যাদের কাছে (রসুল) পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং রসুলদেরকেও জিজ্ঞাসা করব। ৭. তারপর জানামতে আমি (তাদের কার্যাবলি) তাদের কাছে বিবৃত করবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না! ৮. সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত; কারণ, তারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১০. আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি ও তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১১. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর তোমাদেরকে রূপ দিয়েছিলাম, তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করতে। ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছিল, যারা সিজদা করেছিল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

১২. (আল্লাহ্) বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তো তার (আদমের) চেয়ে বড়, তুমি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা দিয়ে।'

১৩. তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও; এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি তো অধমদের একজন।' ১৪. সে বলল, 'পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও।' ১৫. তিনি বললেন, 'তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল।'

১৬. সে বলল, 'যাদেরকে উপলক্ষ করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, তার
জন্য আমিও তোমার সরল পথে তাদের (মানুষের) জন্য নিশ্চয় ওত পেতে থাকব।
১৭. তারপর আমি তাদের সামনে, পেছনে, ডান ও বাম থেকে তাদের কাছে
আসবই, আর তুমি তাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ পাবে না।'

১৮. তিনি বললেন, 'এখান থেকে অধঃপতিত ও নির্বাসিত অবস্থায় বের হয়ে
যাও! মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে
দিয়ে জাহান্নাম ভরিয়ে দেব।'

১৯. আর আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বাস
করো এবং যেখানে ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না, গেলে
তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

২০. তারপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার
জন্য শয়তান তাদেরকে (আদম-দম্পতিকে) কুমন্ত্রণা দিল ও বলল, 'যাতে তোমরা
দুজনে ফেরেশতা বা অমর না হতে পার তার জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ-গাছ
সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' ২১. সে তাদের দুজনের কাছে শপথ ক'রে
বলল, 'আমি তো তোমাদের একজন হিতৈষী।'

২২. এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকা দিল। তারপর যখন তারা সেই গাছের
ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল।
আর তারা বাগানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকার চেষ্টা করল। তখন
তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ-গাছের
ব্যাপারে সাবধান করে দিই নি? আর শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি
তা তোমাদেরকে বলি নি?'

২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম
করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের
অন্তর্ভুক্ত হব।'

২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রু হিসাবে কিছুকালের জন্য
পৃথিবীতে নেমে যাও। আর (সেখানে) তোমাদের জন্য আবাস ও জীবিকা রইল।'

২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই
তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের ক'রে আনা হবে।'

॥ ৩ ॥

২৬. হে আদমসন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি
তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি, আর সাবধানতার পরিচ্ছদই সবচেয়ে ভালো। এ
আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭. হে আদমসন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রলুব্ধ না করে, যেমন ক'রে
সে তোমাদের পিতামাতাকে (প্রলুব্ধ ক'রে) জান্নাত হতে বের করেছিল, তাদের

AMARBOI.COM

লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য তাদেরকে উলঙ্গ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি যারা বিশ্বাস করে না।

২৮. আর যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ করতে দেখেছি ও আল্লাহ্ আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।' বলো, 'আল্লাহ্ অশ্লীল ব্যবহারের নির্দেশ দেন না। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি এমন কিছু বলছ যে-বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই?'

২৯. বলো, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন।' প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে ও তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকেই ডাকবে। তোমরা সেইভাবে ফিরে আসবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন।

৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন, আর অপর দলের পথভ্রষ্টতা তিনি ন্যায়মতো নির্ধারিত করেছেন। তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদেরকে তারা মনে করত সৎপথগামী।

৩১. হে আদমসন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে, পানাহার করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

॥ ৪ ॥

৩২. বলো, 'আল্লাহ্ নিজের দাসদের জন্য যেসব সুন্দর জিনিস ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?' বলো, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে যারা বিশ্বাস করে এসব তাদের জন্য।' এভাবে আমি জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ পরিষ্কার করে বয়ান করি।

৩৩. বলো, 'আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচার ও অসংগত বিরোধিতাকে, আর কোনোকিছুকে আল্লাহ্‌র শরিক করা যার সপক্ষে কোনো দলিল তিনি পাঠান নি, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে-সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।'

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্তও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।

৩৫. হে আদমসন্তান! যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসুল তোমাদের কাছে এসে আমার নিদর্শনগুলো বয়ান করে, তখন যারা সাবধান হবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৩৬. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

AMARBOI.COM

৩৭. যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? (এ-ধরনের লোক যারা) তাদের কাছে কিতাব থেকে তাদের অংশ পৌঁছবে, যতক্ষণ না আমি যাদেরকে প্রাণ নেওয়ার জন্য পাঠাই তারা তাদের কাছে আসবে, আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা তো স'রে পড়েছে।' আর তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।

৩৮. তিনি বলবেন, 'তোমাদের আগে যে-জিন ও মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও আগুনে প্রবেশ করো।' যখনই কোনো দল সেখানে প্রবেশ করবে তখনই তারা অন্য দলকে অভিশাপ দেবে, এমনকি যখন সকলে সেখানে একত্র হবে তখন যারা পরে এসেছে তারা তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের সম্বন্ধে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।' তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে 'আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।'

॥ ৫ ॥

৪০. অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না ও তারা জান্নাতেও ঢুকতে পারবে না যে-পর্যন্ত না সুচের ফুটোয় উট ঢুকতে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। ৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং উপরের আচ্ছাদনও। এভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দেব।

৪২. আমি কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ৪৩. আর আমি তাদের অন্তর হতে মালিন্য দূর করব, তাদের নিচ দিয়ে নদী বইবে ও তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য বাণী এনেছিল।' আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে যে 'তোমরা যা করেছ তারই জন্য তোমাদেরকে এ-জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।'

৪৪. জান্নাতবাসীরা অগ্নিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?' ওরা বলবে, 'হ্যাঁ।' তারপর এক ঘোষণাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর, ৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে

AMARBOI.COM

বাধা দিত ও তার মধ্যে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করত, আর তারাই তো পরকালকে অবিশ্বাস করত।'

৪৬. তাদের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মধ্যে পরদা আছে আর *আরাফ* (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থিত প্রাচীর)-এ কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দেখে চিনবে। আর তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তারা তখনও সেখানে প্রবেশ করে নি, তবে তারা আশা করছে।
৪৭. আর যখন তাদের চোখ জাহান্নামবাসীদের ওপর ঘোরানো হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারীদের সঙ্গী কোরো না।'

॥ ৬ ॥

৪৮. আ'রাফবাসীরা যাদেরকে লক্ষণ দেখে চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ও তোমাদের অহংকার তোমাদের কোন কাজে এল? ৪৯.
আর এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের ওপর অনুগ্রহ করবেন না?' এদেরকেই বলা হবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই, আর তোমরা দুঃখও পাবে না।'

৫০. জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও বা আল্লাহ্ জীবিকা হিসাবে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার থেকে কিছু দাও।' তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, 'আল্লাহ্ এ দুটো নিষিদ্ধ করেছেন অবিশ্বাসীদের জন্য, ৫১. যারা তাদের ধর্মকে তামাশা আর খেলা ব'লে গ্রহণ করেছিল আর পৃথিবীর জীবন যাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিল।' সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে ছিল আর আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল।

৫২. তাদেরকে আমি এক কিতাব দিয়েছিলাম যার ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম জ্ঞানের ওপর ভিত্তি ক'রে। আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তা ছিল পথনির্দেশ ও দয়া।

৫৩. তারা কি সেই পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছে? যেদিন সেই পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন পূর্বে যারা তার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য এনেছিল। আমাদের জন্য কি কেউ সুপারিশ করবে না? বা আমাদেরকে কি আবার ফেরত পাঠানো যায় না? তা হলে অতীতে আমরা যা করেছি তার চেয়ে ভিন্ন কিছু করতাম।' তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে। আর তারা যে মিথ্যা বানিয়েছিল তাও তাদেরকে ছেড়ে চ'লে গেছে।

॥ ৭ ॥

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে ঢেকে দেন

যাতে ওরা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করতে পারে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাধীন, তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেওয়া তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্বপ্রতিপালক।

৫৫. তোমরা বিনয়ের সাথে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। তিনি তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। ৫৬. পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশাদ ঘটাবে না, তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তো সৎকর্মপরায়ণদের কাছেই আছে।

৫৭. তিনিই তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাসকে ছেড়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঘন মেঘ বয়ে নিয়ে আসে। তারপর আমি তাকে প্রাণহীন ভূখণ্ডের দিকে পাঠাই, পরে তার থেকে আমি বৃষ্টি ঝরাই। তারপর আমি তা দিয়ে যাবতীয় ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে আমি জীবিত করব যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার। ৫৮. আর যে-জমি ভালো তার ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয়, আর যা খারাপ সেখানে পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনগুলো আমি নানাভাবে বর্ণনা করি।

॥ ৮ ॥

৫৯. নিশ্চয় আমি নুহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' ৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি।'

৬১. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল। ৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি। ৬৩. তোমরা কি অবাক হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং যাতে তোমরা সাবধান হও ও তাঁর অনুগ্রহ লাভ কর?'

৬৪. তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

॥ ৯ ॥

৬৫. আর আ'দ জাতির কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না?' ৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অবিশ্বাস

www.amarboi.com

করেছিল তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ, আর আমরা
তো তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

৬৭. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো
বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল। ৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের
কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। ৬৯. তোমরা
কি অবাক হচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের
প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? আর
স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে স্থলাভিষিক্ত করেছেন
আর তোমাদেরকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র
অনুগ্রহ স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।'

৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এ-উদ্দেশ্যে এসেছ যে আমরা যেন
শুধু আল্লাহ্‌র উপাসনা করি আর আমাদের পূর্বপুরুষরা যার উপাসনা করত তাকে
বাদ দিই? সুতরাং, তুমি সত্যবাদী হলে, আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনো।'

৭১. সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও গজব তো তোমাদের জন্য
ঠিক করাই আছে। তবে কি তোমরা আমার সাথে তর্ক করতে চাও এমন কতগুলো
নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা সৃষ্টি করেছ আর যে-সম্বন্ধে
আল্লাহ্ কোনো সনদ পাঠান নি? সুতরাং, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের
সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

৭২. তারপর তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ অনুগ্রহে আমি উদ্ধার
করেছিলাম, আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল ও যারা বিশ্বাস
করে নি তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম।

॥ ১০ ॥

৭৩. সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য
কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট
নিদর্শন এসেছে। এই মাদি উটটি আল্লাহ্‌র নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে
খেতে দাও আর একে কোনো কষ্ট দিয়ো না, দিলে তোমাদের ওপর নিদারুণ শাস্তি
পড়বে।

৭৪. স্মরণ করো, আ'দ জাতির পর তিনি তাদের জায়গায় তোমাদেরকে
বসিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে,
তোমরা সমতল জমিতে দালান-বাড়ি ও পাহাড় কেটে বসতঘর তৈরি করছ। তাই
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।'

৭৫. তার সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানরা হতমান বিশ্বাসীদেরকে বলল,
'তোমরা কি জান যে, সালেহ্‌কে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন?' তারা বলল, 'তার কাছে যে-

AMARBOI.COM

বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি।' ৭৬. অহংকারীরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করি না।'

৭৭. তারপর তারা সেই মাদি উটটাকে মেরে ফেলল ও আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করল, আর বলল, 'হে সালেহ্! তুমি যদি রসুল হও তবে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।' ৭৮. তারপর ভূমিকম্প তাদের ওপর আঘাত করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে প'ড়ে শেষ হয়ে গেল।

৭৯. তারপর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছেছিলাম ও তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু যারা উপদেশ দেয় তাদেরকে তো তোমরা ভালোবাস না।'

৮০. আর লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন নির্লজ্জ কর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি। ৮১. তোমরা তো যৌনতৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের কাছে যাচ্ছ, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়!'

৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে (লুত ও তার সঙ্গীদের) শহর থেকে বের ক'রে দাও। এরা এমন লোক যারা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।'

৮৩. তারপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। যারা পেছনে রয়ে গেল তাদের মধ্যে রইল তার স্ত্রী। ৮৪. তাদের ওপর মুষলধারে আমি প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ করো।

AMARBOI.COM

॥ ১১ ॥

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তো তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। আর পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশাদ ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের জন্য এ-ই কল্যাণকর।'

৮৬. 'আর তোমরা বিশ্বাসীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য কোনো পথে ব'সে থাকবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে বাধা দেবে না ও তার মধ্যে দোষত্রুটি খুঁজবে না। স্মরণ করো, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন; আর লক্ষ করো বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। ৮৭. আর আমার কাছে যা পাঠানো হয়েছে তার ওপর যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস স্থাপন করে ও কোনো দল বিশ্বাস না করে, তবে ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেন; আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

নবম পারা

৮৮. তার সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানেরা বলল, 'আমাদের সমাজে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। না আসলে, হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেবই।' সে বলল, 'কী, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও? ৮৯. তোমাদের সমাজ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা সেখানে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে সেখানে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জানা। আমরা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা ক'রে দাও, আর তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা বলল, 'তোমরা যদি শোয়াইবকে মেনে চল তবে তোমাদের ক্ষতি হবে।' ৯১. তারপর তাদের ওপর ভূমিকম্প হামলা করল; আর তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে প'ড়ে শেষ হয়ে গেল। ৯২. মনে হল, শোয়াইবকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নি। শোয়াইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

৯৩. সে তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল ও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের খবর আমি তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি, আর তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছি। এরপর আমি এক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কী করে আক্ষেপ করি!'

॥ ১২ ॥

৯৪. আমি কোনো জনপদে নবি পাঠালে তার অধিবাসীদেরকে দুঃখ ও কষ্ট দিই, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। ৯৫. তারপর আমি অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় ও বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো আনন্দ-বেদনা ভোগ করেছে।' তাই আমি তাদেরকে এমনভাবে হঠাৎ আক্রমণ করি যে তারা টের পর্যন্ত পায় না।

৯৬. আর যদি জনপদবাসীরা বিশ্বাস করত ও সাবধান হ'ত তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৌভাগ্য উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা তো অবিশ্বাস করেছিল; তাই তাদের কাজের জন্য আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

৯৭. তবে কি জনপদবাসীরা ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর এসে পড়বে রাতের বেলায় যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে, ৯৮. কিংবা জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর এসে পড়বে দিনের বেলায় যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে? ৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে ভয় করে না? আসলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে নিঃশঙ্ক বোধ করে না।

AMARBOI.COM

॥ ১৩ ॥

১০০. জাতির পরম্পরায় যারা দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি মনে
হয় নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি ও
তাদের হৃদয় মোহর ক'রে দিতে পারি যাতে তারা শুনতে না পায়? ১০১. এই
জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বয়ান করেছি। তাদের রসুলরা তো
তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তা পূর্বেই প্রত্যাখ্যান
করেছিল ব'লে তারা আর বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের
হৃদয় মোহর ক'রে দেন। ১০২. আর আমি তাদের বেশির ভাগকে প্রতিশ্রুতি পালন
করতে দেখি নি, বরং তাদের বেশির ভাগকেই আমি সত্যত্যাগী হিসাবে পেয়েছি।

১০৩. তাদের পর মুসাকে আমার নিদর্শনাবলি দিয়ে ফেরাউন ও তার
পারিষদদের কাছে পাঠাই, কিন্তু তারা তাকে অগ্রাহ্য করে। লক্ষ করো
বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল!

১০৪. মুসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত
রসুল। ১০৫. আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য বলা ছাড়া আমার কোনো অধিকার নেই। আমি
তোমাদের কাছে এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং বনি-
ইসরাইল সম্প্রদায়কে আমার সাথে যেতে দাও।'

১০৬. ফেরাউন বলল, 'যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাক, সত্যবাদী হলে
তা হাজির করো।' ১০৭. তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ে ফেলল আর সাথে সাথে
সেটি এক সাক্ষাৎ অজগর সাপ হয়ে গেল। ১০৮. আর যখন সে তার হাত বের
করল তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে উজ্জ্বল শুভ্র মনে হল।

॥ ১৪ ॥

১০৯. ফেরাউন-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এ তো একজন ওস্তাদ জাদুকর!
১১০. এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। এখন তোমরা
কী বুদ্ধিপরামর্শ দাও?'

১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময় দাও। আর শহরে শহরে
যোগানদারদেরকে পাঠাও। ১১২. তারা তোমার সামনে সকল ওস্তাদ জাদুকরকে
হাজির করুক।'

১১৩. জাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, 'আমরা যদি জিতি,
আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন তো?' ১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে আমার
খুব কাছের লোক।'

১১৫. তারা বলল, 'হে মুসা! তুমি ছুড়বে, না আমরা ছুড়ব?' ১১৬. সে বলল,
'তোমরাই ছোড়ো।' যখন তারা ছুড়ল লোকের চোখে ভেলকি লাগল, এবং তারা
ভয় পেয়ে গেল যেন তারা ভোজবাজি দেখছে।

১১৭. মুসার প্রতি আমি হুকুম করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি ছোড়ো।' হঠাৎ
লাঠিটা ওদের ভুয়া সৃষ্টি গ্রাস করে ফেলতে লাগল, ১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠা পেল

AMARBOI.COM

আর তারা যা করেছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হল। ১১৯. সেখানে তারা হার মানল ও অপদস্থ হল। ১২০. আর জাদুকররা সিজদা করল। ১২১. তারা বলল, 'আমরা বিশ্বাস করলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ওপর, ১২২. যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

১২৩. ফেরাউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেবার আগেই তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস করলে? তোমরা শহরের লোকদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছ। এ তো একটা ষড়যন্ত্র! আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। ১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটব, তারপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।'

১২৫. তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। ১২৬. আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন আমাদের কাছে যখন এসেছে তখন আমরা তাতে বিশ্বাস করবই। তুমি এর জন্যে আমাদের ওপর শুধুশুধু দোষারোপ করছ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং মুসলমান হিসাবে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।'

॥ ১৫ ॥

১২৭. ফেরাউন-সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'আপনি কি মুসা ও তার দলবলকে রাজ্যে অনাসৃষ্টি করতে দেবেন, না আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবেন?' সে বলল, 'তাদের চেয়ে আমাদের জোর অনেক বেশি, আমরা ওদের ছেলেদেরকে মেরে ফেলব আর ওদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখব।'

১২৮. মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো আর ধৈর্য ধরো, দুনিয়া তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন, আর সাবধানিদের জন্যই তো রয়েছে শুভ পরিণাম।'

১২৯. তারা বলল, 'আমাদের কাছে তোমার আসার আগেও, আবার আসার পরেও, আমরা কেবল নির্যাতিত হচ্ছি।' সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন ও দেশে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তিনি লক্ষ করবেন তোমরা কী কর।'

॥ ১৬ ॥

১৩০. আমি তো ফেরাউন-সমর্থকদেরকে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দিয়ে আঘাত করেছি যাতে তারা বুঝতে পারে। ১৩১. যখন তাদের কোনো ভালো হ'ত তারা বলত এ তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো খারাপ হ'ত তখন তারা তা মুসা ও তার সঙ্গীদের ওপর চাপাত। শোনো, তাদের ভালোমন্দ আল্লাহ্‌রই হাতে, কিন্তু তাদের অনেকেরই তা জানা নেই। ১৩২. তারা বলল, 'আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে-কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে হাজির কর না কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।'

AMARBOI.COM

১৩৩. তারপর আমি তাদেরকে বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাং ও রক্ত দিয়ে কষ্ট দিই। এগুলো পরিষ্কার নিদর্শন, কিন্তু তাদের হামবড়া ভাব রয়ে গেল। আর তারা তো ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪. আর যখন তাদের ওপর শাস্তি আসত তখন তারা বলত, 'হে মুসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। তোমার সঙ্গে তার যে-কথা আছে সেভাবে যদি তুমি আমাদের শাস্তি দূর কর, আমরা তো তোমার ওপর বিশ্বাস করবই, আর বনি-ইসরাইলদেরকেও তোমার সাথে যেতে দেব।'

১৩৫. যখনই তাদের ওপর সেই শাস্তি, যা নির্ধারিত ছিল নির্দিষ্টকালের জন্য, দূর করা হ'ত, তখনই তারা তাদের কথার বরখেলাপ করত।
১৩৬. সেজন্য আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি, আর তাদেরকে অতল সাগরে ডুবিয়েছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে আর তারা এ-ব্যাপারে ছিল অমনোযোগী।

১৩৭. আর যে-সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হ'ত তাদেরকে আমি আমার আশীর্বাদপুষ্ট রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উত্তরাধিকারী করি। আর যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল, বনি-ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হল। আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি শিল্পকর্ম ও প্রাসাদসমূহ আমি ধ্বংস করে দিলাম।

১৩৮. আর বনি-ইসরাইলদেরকে আমি সাগর পার করিয়ে দিই। তারপর তারা এক জাতির সংস্পর্শে এল যারা মূর্তি পূজা করত। তারা বলল, 'হে মুসা! ওদের দেবতাদের মতো আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও।' সে বলল, 'তোমরা তো এক আহাম্মকের জাত।
১৩৯. এসব কাজ যা লোকে করছে তা তো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তাও ভিত্তিহীন।'

১৪০. সে আরও বলল, 'কী! আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য উপাস্য খুঁজে বেড়াব যখন তিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বিশ্বজগতের ওপর?
১৪১. আর ফেরাউনের যে-লোকেরা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত তাদের হাত থেকে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি। তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত আর এর মধ্যে ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের এক কঠিন পরীক্ষা।'

॥ ১৭ ॥

১৪২. আর আমি মুসাকে (প্রথমে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্রির এবং (পরে) তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তা পূর্ণ করি আরও দশ রাত্রি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রি পুরো হয়। আর মুসা তার ভাই হারুনকে বলল, '(এই চল্লিশ দিন) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভালো ব্যবহার করবে আর যারা ফ্যাশাদ করে তাদের অনুসরণ করবে না।'

AMARBOI.COM

১৪৩. আর মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে হাজির হল ও তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি।'

তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকো, যদি তা নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।'

যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন সেই পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলল, 'প্রশংসা তোমার, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম, আর আমিই প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।'

১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মুসা! আমি তোমাকে বাণী দিয়ে ও তোমার সাথে কথা ব'লে মানুষের মধ্যে তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো ও ধন্য হও। ১৪৫. আর আমি তোমার জন্য ফলকে লিখে দিলাম প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ ও প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। সুতরাং এগুলো শক্ত করে ধরো আর এদের মধ্যে যা ভালো তা তোমার সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব।'

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ ব'লে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই সেই পথ তারা অনুসরণ করবে। এ এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে ও এ-সম্বন্ধে ওরা অমনোযোগী।

১৪৭. তাদের কর্ম নিষ্ফল হবে যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করে সেইমতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না?

॥ ১৮ ॥

১৪৮. আর মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটা গোবৎসের মূর্তি গড়ল, যার মধ্য থেকে গোরুর শব্দ বের হ'ত। তারা কি দেখে নি যে ওটা তাদের সাথে কথা বলে না, আর কোনো পথও দেখায় না? তারা ওটার অর্চনা শুরু করল এবং তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

১৪৯. তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদেরকে দয়া না করেন বা ক্ষমা না করেন তবে তো আমাদের সর্বনাশ!'

১৫০. আর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে রাগে ও দুঃখে বলল, 'আমার অবর্তমানে তোমরা আমার হয়ে কত খারাপ কাজই-না করেছ! তোমাদের

প্রতিপালকের আদেশকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য কেন তাড়াহুড়ো করলে?' আর
তারপর সে ফলকগুলো নামিয়ে রাখল। আর সে তার ভাইয়ের চুল ধ'রে নিজের
দিকে টানতে লাগল। হারুন বলল, 'হে আমার সহোদর ভাই! লোকেরা তো দুর্বল
মনে ক'রে আমাকে প্রায় খুন ক'রে ফেলেছিল আর কি! তুমি আমার সাথে এমন
কোরো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়। আর আমাকে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত
কোরো না।'

১৫১. মুসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে
ক্ষমা করো। তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে আশ্রয় দাও আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ
দয়ালু।'

॥ ১৯ ॥

১৫২. নিশ্চয় যারা গোবৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল, পার্থিব জীবনে
তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের গজব ও জিল্লতি আসবে। আর যারা মিথ্যা
রটনা করে তাদেরকে আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৫৩. যারা অসৎ কাজ
করে তারা পরে তওবা করলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক তো তাদেরকে
তারপর ক্ষমা ও দয়া করবেন।

১৫৪. মুসার রাগ যখন কমল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের
প্রতিপালককে ভয় ক'রে চলে তাদের জন্য ওতে লেখা ছিল পথের নির্দেশ ও
করুণা।

১৫৫. মুসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত
স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল। তারপর ভূমিকম্প যখন তাদেরকে
আঘাত হানল তখন মুসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইচ্ছা করলে এর আগেই
তুমি এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ
তারা যা করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এ তো তোমার
পরীক্ষা যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর আর যাকে ইচ্ছা সৎপথে
পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা
করো ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। ১৫৬.
আর আমাদের জন্য লিখে দাও (নিশ্চিত করো) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ।
আমরা তোমার কাছে ফিরে আসব।' তিনি বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে
থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই আমি
তাদের জন্য তা লিখে দিই যারা সংযম পালন করে, জাকাত দেয় ও আমার
নিদর্শনগুলোয় বিশ্বাস করে—

১৫৭. 'যারা বার্তাবাহক নিরক্ষর রসুলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাদের
জন্য তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা আছে, যে তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয় ও
খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও
অপবিত্র বস্তু হারাম করে আর যে তাদের ওপরের ভার ও বন্ধন থেকে তাদেরকে

AMARBOI.COM

মুক্তি দেয়।' সুতরাং যারা তার ওপর বিশ্বাস রাখে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে আর যে-আলো তার সাথে নেমে এসেছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলতা লাভ করবে।

॥ ২০ ॥

১৫৮. বলো, 'হে মানবসমাজ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসুল। আকাশ ও পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব যাঁর তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওপর ও তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসুলের ওপর বিশ্বাস করো। যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে তাকে অনুসরণ করো, যাতে তোমরা পথ পাও।'

১৫৯. মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল মানুষ আছে যারা অন্যদেরকে সত্যের পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে। ১৬০. আর তাদেরকে আমি বারো গোত্রে বিভক্ত করেছিলাম। মুসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইল তখন তার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে বাড়ি মারো'। তারপর যখন সেখান থেকে বারোটি ঝরনা বের হল, প্রত্যেক গোত্র নিজের নিজের পানির জায়গা চিনে নিল। আর আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার ক'রে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম মান্না ও সালওয়া। আর (বলেছিলাম), 'তোমাদেরকে যে-জীবিকা দিয়েছি তার থেকে ভালো ভালো জিনিস খাও।' তারা আমার ওপর কোনো জুলুম করে নি, বরং তারা নিজেদেরই ওপর জুলুম করেছিল।

১৬১. আর তাদেরকে যখন বলা হল, 'এই জনপদে বাস করতে থাকো, যা ইচ্ছা খাও আর বলো, 'ক্ষমা চাই' আর তোমরা এর দরজা পার হও মাথা নত ক'রে; আমি তো তোমাদের পাপ ক্ষমা এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করে দেব।' ১৬২. তখন তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল সেজন্য আমি আকাশ থেকে তাদের ওপর শাস্তি পাঠালাম।

॥ ২১ ॥

১৬৩. তাদেরকে সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো, তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত। শনিবার-পালনের দিনে তাদের কাছে পানির ওপরে মাছ ভেসে আসত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না সেদিন ওরা তাদের কাছে আসত না। যারা সত্য ত্যাগ করেছিল তাদেরকে আমি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলাম।

১৬৪. আর যখন তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন, কেন তোমরা তাদেরকে (অনর্থক) উপদেশ দিচ্ছ?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, আর হয়তো তারা তাঁকে ভয় পেলেও পেতে পারে।'

AMARBOI.COM

১৬৫. তাদেরকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখনও যারা খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। আর যারা সীমালঙ্ঘন ক'রে সত্যত্যাগ করেছিল তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। ১৬৬. তারা যখন নিষিদ্ধ কাজে বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও'।

১৬৭. আর স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের চেয়ে শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর। আর তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও।

১৬৮. পৃথিবীতে আমি তাদের (বনি-ইসরাইলকে)-কে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছি বিভিন্ন সমাজে, তাদের কিছু ছিল সৎকর্মপরায়ণ আবার কিছু অন্যরকম। আর ভালো ও মন্দ দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে
আসে। ১৬৯. তারপর একের পর এক (অযোগ্য) উত্তরপুরুষেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। এই তুচ্ছ পৃথিবীর জিনিস গ্রহণ ক'রে তারা বলত, 'আমাদের (এসবের জন্য) মাফ ক'রে দেওয়া হবে।' কিন্তু আবার ঐ ধরনের জিনিস তাদের কাছে এলে তা তারা গ্রহণ ক'রে নিত। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের থেকে নেওয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া
(অন্যকিছু) বলবে না? ১৭০. আর ওতে যা আছে তা তারা ভালো করেই পড়েছে। যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো। তোমরা কি এ বোঝ না? আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকে ও যথারীতি নামাজ পড়ে আমি তো তাদের মতো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমের ফল নষ্ট করি না।

১৭১. আর তাদের ওপরে যে-পাহাড় ছিল শামিয়ানার মতো তাকে ঝাঁকিয়ে দিলাম। তারা ভাবল ওটা তাদের ওপরে এসে পড়বে। (আমি তখন তাদেরকে বললাম) 'আমি যা দিলাম তা শক্ত ক'রে ধরো, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার তার জন্যে ওতে যা আছে তা স্মরণ করো।'

॥ ২২ ॥

১৭২. স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের কটিদেশ থেকে তাদের সন্তানসন্ততিদেরকে বার করলেন আর তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এ এজন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ-বিষয়ে
জানতাম না।' ১৭৩. বা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো আমাদের পূর্বে শিরক করত, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?'

১৭৪. আর এভাবে নিদর্শনগুলো আমি বয়ান করি যাতে তারা ফিরে আসে।
১৭৫. তাদেরকে তুমি সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলি

দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে, (আর কেমন ক'রে) শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আর আমি ইচ্ছা করলে এর মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে পারতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হল ও তার কামনা-বাসনার অনুসরণ করল। তার অবস্থা কুকুরের মতো, ওকে তুমি কষ্ট দিলে সে জিহ্বা বার ক'রে হাঁপাতে থাকে, আর তুমি কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বার ক'রে হাঁপায়। যে-সম্প্রদায় আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও তেমনি। সুতরাং তুমি এই কাহিনী বর্ণনা করো যাতে তারা চিন্তা করে।

১৭৭. যে-সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে তাদের অবস্থা কী খারাপ! ১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়, আর যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯. আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না—এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও ভ্রষ্ট। এরাই অবহেলাকারী।

১৮০. আর সুন্দর নামগুলো আল্লাহ্রই। তোমরা তাঁকে সেইসব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। ১৮১. আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা সঠিক পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে।

॥ ২৩ ॥

১৮২. যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারে না। ১৮৩. আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল বড়ই নিপুণ।

১৮৪. তারা কি ভেবে দেখে না, তাদের সঙ্গীটি পাগল নয়; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। ১৮৫. তারা কি লক্ষ করে না আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের, আর তিনি আর যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর এর প্রতিও যে, তাদের সময় শেষ হয়ে আসছে? এর পর কোন্ কথায় তারা বিশ্বাস করবে? ১৮৬. আল্লাহ্ যাদেরক পথ দেখান না তাদেরকে কেউ পথ দেখাবার নেই, আর তিনি তাদেরকে বেয়াড়া পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে দেন।

১৮৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'সেই সময় (কিয়ামত) কখন আসবে?' বলো, 'এ-সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন।' সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর। তুমি এ-বিষয়ে ভালোভাবে জান এই ভেবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, 'এ-সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক জানেন।' কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না।

AMARBOI.COM

১৮৮. বলো, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের ওপরও আমার
কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমার
অনেক ভালো হ'ত আর মন্দ কোনোকিছু আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।'

॥ ২৪ ॥

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সাথে
সংগত হয় তখন সে লঘু গর্ভ ধারণ করে ও এ নিয়ে সে সময় পার করে। গর্ভ যখন
গুরুভার হয় তখন তারা দুজনে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে,
'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে আমরা কৃতজ্ঞ হই।'

১৯০। তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দেন, তারা তাদেরকে যা
দেওয়া হয় সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র শরিক করে। কিন্তু তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ্
তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। ১৯১. তারা কি এমন কাউকে শরিক করে যারা কিছুই
সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট? ১৯২. ওরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে
না, আর নিজেদেরকেও না।

১৯৩. তোমরা তাদেরকে সৎপথে ডাকলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে
না, তোমরা ওদেরকে ডাক বা না-ই ডাক তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। ১৯৪.
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের মতোই দাস।
তোমরা যাদেরকে ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তারা তোমাদের ডাকে
সাড়া দিক।

১৯৫. তাদের কি চলার জন্য পা আছে? তাদের কি ধরার জন্য হাত আছে?
তাদের কি দেখার জন্য চোখ আছে? বা তাদের কি শোনার জন্য কান আছে?
বলো, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশী করেছ তাদেরকে ডাকো ও আমার
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, আর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। ১৯৬. আমার অভিভাবক
তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের
অভিভাবকত্ব ক'রে থাকেন।

১৯৭. আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাকে ডাক তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য
করতে পারে না, আর তাদের নিজেদেরকেও না।' ১৯৮. তুমি যদি তাদেরকে
সৎপথে ডাক তবে তারা শুনবে না। আর তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার
দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না।

১৯৯. তুমি ক্ষমার অভ্যাস করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর মূর্খদেরকে
উপেক্ষা করো। ২০০. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে
আল্লাহ্‌র শরণ নেবে, নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

২০১. নিশ্চয়ই যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন যারা সাবধান তারা সচেতন
হয় ও তাদের চোখ খুলে যায়। ২০২. আর তাদের ভাই-বেরাদররা (অবিশ্বাসীরা)
তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট করে ও এ-বিষয়ে তারা কোনো কসুর করে না।

www.amarboi.com

২০৩. আর তুমি যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত উপস্থিত কর না, তারা বলে, 'তুমি নিজেই একটা-কিছু উদ্ভাবন কর না কেন।' বলো, 'আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমি যে-বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাই আমি তো শুধু তা-ই অনুসরণ করি। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ এক নিদর্শন, পথনির্দেশ ও দয়া।'

২০৪. আর যখন কোরান পড়া হয় তখন তোমরা মন দিয়ে তা শুনবে ও চুপ ক'রে থাকবে যাতে তোমাদের ওপর দয়া করা হয়। ২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনেমনে, বিনয়ে ও ভয়ে, অনুচ্চ স্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন থাকবে না। ২০৬. যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো অহংকারে তাঁর উপাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না এবং তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁরই কাছে সিজদা করে। [সিজদা]

AMARBOI.COM

৮ সুরা আনফাল

রুকু : ১০ আয়াত : ৭৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. লোকে তোমাকে *আনফাল* (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রসুলের। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করো। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।'

২. বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার সময় কাঁপে ও যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আর তারা তো তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।
৩. যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে,
৪. তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

৫. যেমনটা তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ের জন্য তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এ পছন্দ করে নি।
৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।

৭. আর স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসুক, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন সত্যকে তাঁর বাণী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে আর অবিশ্বাসীদেরকে নির্মূল করতে।
৮. এ এজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও পাপীরা এ পছন্দ করে না।

৯. স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন (ও বলেছিলেন), 'আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে।'
১০. আর আল্লাহ্ এ করেন কেবল সুখবর দেওয়ার জন্য, আর এ-উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের মন ভরসা পায়; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ২ ॥

১১. স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন ও আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি ঝরান তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের কাছ থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, তোমরাদের বুক শক্ত করার জন্য আর তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।

১২. স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওপর প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে সাহস দাও।' যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে ও সারা অঙ্গে আঘাত করো।

১৩. এজন্য যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে, আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তাদের শাস্তিদানে কঠোর। ১৪. তাই এর স্বাদ নাও, আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

১৫. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন পালিয়ে যাবে না। ১৬. সেদিন কৌশলের জন্য বা নিজের দলে জায়গা নেওয়ার জন্য কেউ পালিয়ে গেলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে ও তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর সে কত খারাপ জায়গা!

১৭. তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নি, আল্লাহ্ তাদেরকে মেরেছিলেন, আর তুমি যখন (কাঁকর) ছুড়েছিলে তখন তুমি ছোড় নি আল্লাহ্ই তা ছুড়েছিলেন; আর তা ছিল বিশ্বাসীদেরকে ভালো পুরস্কার দেওয়ার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন সব দেখেন। ১৮. এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

১৯. (হে কুরাইশরা!) তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা আবার যুদ্ধ কর তবে আমিও আবার শাস্তি দেব আর তোমাদের দল সংখ্যায় বড় হলেও তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, আর আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২০. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। তোমরা যখন তাঁর কথা শুনছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। ২১. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, 'শুনলাম তো'; আসলে তারা শোনে না।

২২. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূকরা যারা কিছুই বোঝে না। ২৩. আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন; কিন্তু তিনি তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিত।

২৪. হে বিশ্বাসিগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তখন আল্লাহ্ ও রসুলের ডাকে সাড়া দেবে, আর জেনে রাখো যে, মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে আল্লাহ্ অবস্থান করেন ও তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ২৫. তোমরা এমন ফিৎনাকে ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী কেবল তাদেরকেই কষ্ট দেবে না। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

২৬. স্মরণ করো, তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল ব'লে পরিগণিত হতে ও তোমরা আশঙ্কা করতে যে (অন্য) লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ ক'রে পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজ সাহায্যে তোমাদের শক্তিশালী করেন ও তোমাদেরকে ভালো ভালো জিনিস দেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

২৭. হে বিশ্বাসিগণ! জেনেশুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। আর তোমাদের পরস্পরের কাছে গচ্ছিত দ্রব্যের ব্যাপারেও নয়। ২৮. আর জেনে রাখো, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা; আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে বড় পুরস্কার।

॥ ৪ ॥

২৯. হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের ফুরকান (ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি) দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই মঙ্গলময়।

৩০. স্মরণ করো, অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দি, হত্যা বা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ।

৩১. আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি, এ তো শুধু সেকালের উপকথা।' ৩২. আরও স্মরণ করো, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! এ যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর ফেলো বা আমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও।'

৩৩. আর আল্লাহ্ তো এমনি নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। ৩৪. আর তাদের এমন কীই-বা বলার আছে যার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, যখন তারা লোকদেরকে মসজিদ-উল-হারাম থেকে নিবৃত্ত করে, যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানিরাই তার তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তাদের অনেকেই এ জানে না। ৩৫. আর কা'বাগৃহের কাছে শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

৩৬. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র পথে লোককে বাধা দেওয়ার জন্য তারা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত হবে, আর যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। ৩৭. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ দুর্জনকে সুজন থেকে আলাদা করবেন, আর দুর্জনদের একে অপরের ওপর রাখবেন। তারপর সকলকে জড়ো ক'রে জাহান্নামে ফেলে দেবেন। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৩৮. যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলো, 'যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।'

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হয় ও আল্লাহ্র ধর্ম সামগ্রিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভালো করেই দেখেন। ৪০. আর যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনি কত ভালো অভিভাবক, আর কত ভালো সাহায্যকারী!

AMARBOI.COM

দশম পারা

৪১. আরও জেনে রাখো যে, তোমাদের *গনিমা* (যুদ্ধে যা লাভ করা হয় তার এক-পঞ্চমাংশ)-য় আল্লাহ্‌র, রসুলের, রসুলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্‌য় ও তার ওপর যা ফুরকানের দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) আমি আমার দাসের ওপর অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন দুই দল পরস্পরের মোকাবিলা করছিল। আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪২. যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার কাছে এ-প্রান্তে, আর তারা ছিল দূরে ও-প্রান্তে, আর উটবাহিনী ছিল তোমাদের থেকে নিচে, আর (তখন) যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে (যুদ্ধ সম্পর্কে) কোনো অঙ্গীকার করতে (তবে) সে-অঙ্গীকার তোমরা তো খেলাপ করতে। কিন্তু আসলে যা ঘটার ছিল আল্লাহ্ তা ঘটালেন দুই দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে (একত্র ক'রে), যাতে ক'রে যার ধ্বংস হওয়ার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যার জীবিত থাকার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

৪৩. স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় অল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে তারা সংখ্যায় বেশি তবে তোমরা সাহস হারাতে ও যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন; আর অন্তরে যা আছে সে-সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন।

৪৪. আসলে যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের চোখে স্বল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। আর সব ব্যাপারই তো ফিরে যায় আল্লাহ্‌র কাছে।

॥ ৬ ॥

৪৫. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোনো দলের মোকাবিলা করবে তখন অবিচলিত থাকবে ও আল্লাহ্‌কে বেশি ক'রে মনে করবে, যাতে তোমরা সফল হও।
৪৬. আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে ও তোমাদের মনের জোর চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ্ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।

৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা গর্বভরে ও লোক-দেখানোর জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয় এবং (লোককে) আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা ঘিরে রয়েছেন।

৪৮. স্মরণ করো, শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল ও বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে না, সাহায্য করার জন্য আমিই তোমাদের কাছে থাকব।' তারপর দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল তখন সে স'রে পড়ল ও বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক

AMARBOI.COM

রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,
আর আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।'

॥ ৭ ॥

৪৯. স্মরণ করো, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, 'এদের ধর্ম
এদেরকে প্রতারিত করেছে।' আর কেউ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো
শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

৫০. তুমি দেখতে পেলে দেখতে ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের মুখে ও পিঠে
আঘাত ক'রে তাদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে আর বলছে, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ
করো।'

৫১. এ তাদের কর্মফল, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর জুলুম করেন না।

৫২. ফেরাউনের স্বজনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো এরা আল্লাহ্‌র
নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই আল্লাহ্ এদের পাপের জন্য এদেরকে শাস্তি
দেন। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

৫৩. এ এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে
তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে-ধনসম্পদ দান করেছেন তা তিনি
পরিবর্তন করবেন; আর আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

৫৪. ফেরাউনের স্বজনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো এরা এদের
প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে। তাদের পাপের জন্য আমি
তাদেরকে ধ্বংস করেছি; আর ফেরাউনের স্বজনদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি; আর তারা
সকলেই ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

৫৫. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা অবিশ্বাস করে ও বিশ্বাস
আনে না। ৫৬. ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার
তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, আর তারা সাবধান হয় না। ৫৭. যুদ্ধে তোমরা যদি
তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে ওদের পেছনে যারা আছে তাদের থেকে
ওদেরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এমনভাবে ধ্বংস করো যাতে ওরা শিক্ষা পেয়ে যায়।

৫৮. যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা ক'রে তবে তুমিও
একইভাবে ছুড়ে ফেলে দাও তাদের অঙ্গীকারকে। আল্লাহ্ তো
বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

॥ ৮ ॥

৫৯. আর অবিশ্বাসীরা যেন কখনও মনে না করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।
(বিশ্বাসীদেরকে) তারা পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। ৬০. আর তোমরা তাদেরকে
মোকাবিলার জন্য সাধ্যমতো শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে। এ দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত
করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে আর অন্যদেরকেও যাদের কথা আল্লাহ্

AMARBOI.COM

জানেন কিন্তু তোমরা জান না। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে
তার পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে না।
৬১. আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে
ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সব দেখেন, সব জানেন। ৬২. আর
যদি তারা তোমাকে ঠকাতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট—তিনি
তোমাকে তাঁর সাহায্যে ও বিশ্বাসীদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। ৬৩. আর তিনি
তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয়
সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতির সঞ্চার করতে পারতে না, কিন্তু
আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতিসঞ্চার করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।
৬৪. হে নবি! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

॥ ৯ ॥

৬৫. হে নবি! বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন
ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে আর যদি থাকে একশো
জন তবে এক হাজার অবিশ্বাসীর ওপর বিজয়ী হবে, কারণ ওরা এমন এক
সম্প্রদায় যারা অবোধ। ৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার হালকা করবেন। তিনি
তো জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশো জন
ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক
হাজার জন থাকলে আল্লাহ্‌র আদেশে তারা দুহাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্
ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।
৬৭. দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবির
পক্ষে সমীচীন নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ্ চান পরলোকের
কল্যাণ। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। ৬৮. আল্লাহ্‌র পূর্ববিধান না থাকলে
তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি পতিত হ'ত।
৬৯. যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম ভেবে উপভোগ করো।
আর ভয় করো আল্লাহ্‌কে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

॥ ১০ ॥

৭০. হে নবি! তোমাদের হাতে ধৃত যুদ্ধবন্দিদেরকে বলো, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের
হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার
চেয়ে ভালো কিছু তিনি তোমাদেরকে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'
৭১. তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চায়, (তুমি জান) তারা তো
পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাদের
ওপর শক্তিশালী করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

৭২. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র
পথে সংগ্রাম করেছে ও যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর
পরস্পরের বন্ধু। আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ধর্মের জন্য হিজরত করে নি,
হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই। আর ধর্ম
সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্য করা
তোমাদের কর্তব্য, অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে নয় যে-সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের চুক্তি
রয়েছে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই দেখেন।
৭৩. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা
(তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব) না কর তবে দেশে ফিৎনা ও
মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।
৭৪. যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে
এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও
সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। ৭৫. আর যারা পরে বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে
ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর
আল্লাহ্‌র বিধানে আত্মীয়রা একে অন্যের চেয়ে বেশি হকদার। আল্লাহ্ সব বিষয়ই
ভালো করে জানেন।

AMARBOI.COM

৯ সুরা তওবা

রুকু : ১৬ আয়াত : ১২৯

১. তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করেছিলে, আল্লাহ্ ও রসুলের পক্ষ থেকে সে-সকল অংশীবাদীর সাথে চুক্তি বাতিল করা হল। ২. তারপর তোমরা দেশে চার মাস কাল ঘোরাফেরা করো ও জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাহ্কে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে অপদস্থ করে থাকেন।

৩. মহান হজের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে মানুষের ওপর এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সাথে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই ও তাঁর রসুলের সঙ্গেও নেই। তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাহ্কে দুর্বল করতে পারবে না। আর অবিশ্বাসীদেরকে নিদারুণ শাস্তির সংবাদ দাও।

৪. তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা চুক্তিরক্ষায় কোনো ত্রুটি করে নি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন।

৫. তারপর নিষিদ্ধ মাস পার হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে বধ করবে। তাদেরকে বন্দি করবে, অবরোধ করবে ও তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

॥ ২ ॥

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছে অংশীবাদীদের চুক্তি কী ক'রে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদ-উল-হারামের কাছে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতদিন তারা তোমাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে তোমরাও তাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন।

৮. কেমন ক'রে থাকবে, যখন তারা তোমাদের ওপর সুবিধা করতে পারলে তোমাদের আত্মীয়তার বা অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেয় না? তাদের মুখ তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের প্রতি বিরূপ। আর তাদের অধিকাংশই তো সত্যত্যাগী।

৯. তারা আল্লাহ্র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে ও তাঁর পথে লোকদেরকে বাধা দেয়। তারা যা করে তা তো খারাপ! ১০. তারা কোনো বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখে না, তারাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।

১১. তারপর তারা (অংশীবাদীরা) যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বয়ান করি। ১২. আর তারা যদি চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। হয়তো তারা নিরস্ত হতে পারে।

১৩. তোমরা কি সে-সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে তাড়িয়ে দেবার সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, এ-ই আল্লাহ্র কাছে শোভনীয়।

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দেবেন, ওদেরকে অপদস্থ করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন, ১৫. আর তাদের মনের দুঃখ দূর করবেন। আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবেন, এ না জেনে যে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নি? তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

১৭. অংশীবাদীরা যখন নিজেদের অবিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরাই সাক্ষ্য দেয় তখন তাদের আল্লাহ্র মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ না করাই উচিত। এরাই তারা যাদের সব কাজকর্ম পণ্ড। আর এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বাস করবে। ১৮. তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয়, এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না; ওদেরই সৎপথ পাওয়ার আশা আছে।

১৯. যারা হাজিদের পানি সরবরাহ করে ও মসজিদ-উল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে ওদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০. আল্লাহ্র কাছে তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা আর তারাই তো সফলকাম যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে ও ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে। ২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও নিজ সন্তোষের এবং জান্নাতের খবর দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ। ২২. সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্র কাছেই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

২৩. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা সত্য প্রত্যাখ্যানকে শ্রেয়জ্ঞান করে তবে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অভিভাবক করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

২৪. বলো, 'তোমাদের পিতাপুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নীপরিজন, অর্জিত ধনসম্পদ ও ব্যাবসাবাণিজ্য, যার অচল হওয়ার ভয় তোমরা কর, এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্‌র আদেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ্ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'

॥ ৪ ॥

২৫. আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। আর হুনাইনের যুদ্ধের
দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা
তোমাদের কোনো কাজে আসে নি, আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের
জন্য ছোট হয়ে গিয়েছিল ও তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। ২৬.
তারপর আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদেরকে প্রশান্তি দেন ও এমন
এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি। আর
অবিশ্বাসীদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। এ-ই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। ২৭. এর পরও
যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

২৮. হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; তাই এ-বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাব দূর করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

২৯. যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে না ও পরকালেও না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে-পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার ক'রে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।

॥ ৫ ॥

৩০. আর ইহুদিরা বলে, 'ওজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র'। আর খ্রিষ্টানেরা বলে, 'মসিহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।' এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা কেমন ক'রে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়!

৩১. তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর মরিয়মপুত্র মসিহ্‌কেও। কিন্তু ওদেরকে এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র!

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নেভাতে চায়। অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্‌ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্যকিছু চান না। ৩৩. অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন।

৩৪. হে বিশ্বাসিগণ! পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ ক'রে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করে। যারা সোনা ও রুপা জমা করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মারাত্মক শাস্তির খবর দাও। ৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে ও তা দিয়ে তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (সেদিন বলা হবে), 'এ-ই তো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। তাই তোমরা যা জমা করতে তার স্বাদ নাও।'

৩৬. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র কাছে মাসগণনায় মাস বারোটি, তার মধ্যে চারটি মাস (মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ) হারাম। এ-ই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না, আর তোমরা অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ ক'রে থাকে। আর জেনে রাখো যে আল্লাহ্‌ সাবধানিদের সঙ্গে আছেন।

৩৭. এই মাস অন্য মাসে পিছিয়ে দিলে তাতে কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে যারা অবিশ্বাস করে তারা ওকে কোনো বছর হালাল করবে, আবার কোনো বছর হারাম করবে যাতে তারা আল্লাহ্‌ যেগুলোকে হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

॥ ৬ ॥

৩৮. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কী হল যে যখন আল্লাহ্‌র পথে তোমাদেরকে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরের টানে গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই খুশি? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য।

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের জায়গায় বসাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তো সর্বশক্তিমান।

৪০. যদি তোমরা তাকে (রসুলকে) সাহায্য না কর, (তবে স্মরণ করো) আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দুজনের একজন*। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে

---

* অপরজন আবু বকর।

AMARBOI.COM

বলেছিল, 'মন-খারাপ কোরো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথেই আছেন।' তারপর
আল্লাহ্ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। আর এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে
তিনি তাকে শক্তিশালী করলেন যা তোমরা দেখ নি আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা
তুচ্ছ করলেন। আল্লাহ্র কথাই সবার ওপরে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান
তত্ত্বজ্ঞানী।

৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়ো যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে, (তা) হালকা হোক বা ভারী
হোক, আর তোমরা ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করো। এ-ই তোমাদের
জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা বুঝতে পার। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ
বেশি দীর্ঘ না হলে ওরা তো তোমাদের অনুসরণ করত। কিন্তু ওদের কাছে
যাত্রাপথ বড়ই দীর্ঘ মনে হল। ৪২. ওরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে
আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' ওরা নিজেদেরই ধ্বংস করে। আল্লাহ্
জানেন, ওরা মিথ্যা কথা বলে।

॥ ৭ ॥

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন! কারা সত্যবাদী তা তোমার কাছে স্পষ্ট না
হওয়া পর্যন্ত ও কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি
দিলে?

৪৪. যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা
সংগ্রামে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার কাছে করে না। আল্লাহ্ সাবধানিদের
সম্বন্ধে ভালোই জানেন। ৪৫. তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল ওরাই
যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো
নিজেদের সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪৬. ওরা বের হতে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত,
কিন্তু ওরা চ'লে যাবে এ আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না; তাই তিনি ওদেরকে বিরত
রাখেন আর ওদের বলা হয় 'যারা ব'সে আছে তাদের সাথে ব'সে থাকো।'

৪৭. ওরা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত ও
তোমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত।
তোমাদের মধ্যে ওদের কথায় কান দেওয়ার লোক আছে। যারা সীমালঙ্ঘন করে
আল্লাহ্ তাদেরকে ভালো করেই জানেন।

৪৮. পূর্বেও ওরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ও ওরা তোমার কর্ম পণ্ড
করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যতক্ষণ না ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য অবতীর্ণ
হল ও আল্লাহ্র আদেশ জারি হল।

৪৯. আর ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও
আর আমাকে বিশৃঙ্খলায় ফেলো না।' সাবধান! ওরাই বিশৃঙ্খলায় প'ড়ে আছে।
আর জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদের ঘিরে রাখবে।

AMARBOI.COM

৫০. তোমার মঙ্গল হলে তা ওদেরকে পীড়া দেয় আর তোমার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছিলাম', আর ওরা উৎফুল্ল মনে স'রে পড়ে।

৫১. বলো, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক।' আর আল্লাহ্র ওপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

৫২. বলো, 'তোমরা কি আমাদের দুটো কল্যাণ*-এর একটির জন্য প্রতীক্ষা করছ; আর আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ নিজে থেকে বা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদের বিপজ্জনক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আর আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'

৫৩. বলো, 'ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমাদের অর্থসাহায্য তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

৫৪. ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সঙ্গে
উপস্থিত হয় ও অনিচ্ছায় অর্থসাহায্য করে বলেই ওদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা
নিষেধ করা হয়েছে। ৫৫. সুতরাং ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন
মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ তো ঐ দিয়েই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।
ওরা অবিশ্বাসীই রয়ে যাবে (যখন) আত্মা ওদের দেহ ত্যাগ করবে। ৫৬. ওরা
আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে ওরা তোমাদেরই সাথে, কিন্তু ওরা তো তোমাদের
সাথে নয়। আসলে ওরা তো এক কাপুরুষ সম্প্রদায়। ৫৭. ওরা কোনো আশ্রয়,
কোনো গুহা বা কোনো ঢোকার জায়গা পেলেই সেখানে দৌড়ে পালাবে। ৫৮.
ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে,
তারপর তার কিছু দেওয়া হলে ওরা তুষ্ট হয় ও তার কিছু না দেওয়া হলে ওরা
অসন্তুষ্ট হয়।

৫৯. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা তুষ্ট হ'ত তা হলে ভালো হ'ত আর যদি বলত 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ অবশ্যই শীঘ্রই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন ও তাঁর রসুলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহ্রই ভক্ত।'

॥ ৮ ॥

৬০. সাদকা (জাকাত অর্থে) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সেই কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য; যাদের মনোরঞ্জন প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এ আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

---

* বিজয় বা শাহাদত

AMARBOI.COM

৬১. আর ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবিকে কষ্ট দেয় ও বলে, 'সে
যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে।' বলো, 'তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তার কান তা-ই
শোনে। সে আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করে, আর সে তাদের
জন্য আশীর্বাদ যারা তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস করে। আর যারা আল্লাহ্র রসুলকে
কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।'

৬২. ওরা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্র শপথ
করে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে সন্তুষ্ট করাই তাদের অবশ্যকর্তব্য, যদি তারা
বিশ্বাস করে। ৬৩. ওরা কি জানে না যে, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা
করে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে? এ-ই তো
চরম অপমান।

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে, এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের
কথা বলে দেবে! বলো, 'ঠাট্টা করো, তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ্ তা প্রকাশ ক'রে
দেবেন।'

৬৫. আর তুমি ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আমরা তো আলাপ-
আলোচনা ও ক্রীড়াকৌতুক করছিলাম।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন
ও তাঁর রসুলকে ঠাট্টা করছিলে?' ৬৬. তোমরা দোষ ঢাকার চেষ্টা কোরো না।
তোমরা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছ। তোমাদের মধ্যে কাউকে আমি ক্ষমা
করলেও অন্যদেরকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধ করেছে।

॥ ৯ ॥

৬৭. মুনাফিক নর ও নারী একে অন্যের মতো, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় ও
সৎকর্ম নিষেধ করে। ওরা খরচ করতে চায় না। ওরা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে,
ফলে তিনিও ওদেরকে ভুলে গিয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।

৬৮. আল্লাহ্ মুনাফিক নরনারী ও অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
জাহান্নামের আগুনের যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এ-ই ওদের জন্য হিসাব,
ওদের ওপরে রয়েছে আল্লাহ্র অভিশাপ, ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৬৯. তাদেরই মতো যারা তোমাদের পূর্বে এসেছিল, যারা শক্তিতে তোমাদের
চেয়ে প্রবল ছিল এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে তোমাদের চেয়ে প্রাচুর্যশালী
ছিল। তাই ওরা ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল
তোমরাও তা ভোগ করলে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল
তা-ই ভোগ করেছিল। ওরা যেমন অনর্থক আলাপ-আলোচনা করেছিল তোমরাও
তেমনি আলাপ-আলোচনা করেছ। ওরাই তো তারা যাদের কাজ ইহলোকে ব্যর্থ,
পরলোকে ব্যর্থ, আর ওরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০. ওদের পূর্বের নুহ্, আ'দ ও সামুদের সম্প্রদায়, ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং
মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি ওদের কাছে আসে নি? ওদের

AMARBOI.COM

কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ওদের রসুলরা এসেছিল। আল্লাহ্ তো তাদের ওপর জুলুম করেন নি এবং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।

৭১. বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কর্ম নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ দয়া করবেন আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

৭২. আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার নিচে নদী বইবে—সেখানে তারা থাকবে চিরকাল—প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে ভালো আর সে-ই তো মহাসাফল্য।

॥ ১০ ॥

৭৩. হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো ও ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম। আর কী সে মন্দ পরিণাম!

৭৪. ওরা আল্লাহ্র শপথ করে যে ওরা কিছু বলে নি, কিন্তু ওরা তো অবিশ্বাসের কথাই বলেছে ও ইসলামগ্রহণের পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ওরা যা করতে চেয়েছিল তা ওরা পারে নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাঁর দাক্ষিণ্যে ওদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই ওরা দোষ দিচ্ছিল। ওরা তওবা করলে ওদের জন্য ভালো হবে; কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে ওদেরকে নিদারুণ শাস্তি দেবেন। পৃথিবীতে ওদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।

৭৫. ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দেব ও ভালো হব।'

৭৬. তারপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন তখন ওরা এ-বিষয়ে কৃপণতা করল ও মুখ ফিরিয়ে স'রে পড়ল। ৭৭. শেষ পর্যন্ত ওদের অন্তরে কপটতা রইল আল্লাহ্র সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত; কারণ, ওরা আল্লাহ্র কাছে যে-অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল; আর ওরা ছিল মিথ্যাচারী।

৭৮. ওরা কি জানত না যে ওদের অন্তরের গোপন কথা ও ওদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন; আর যা অদৃশ্য তা তিনি ভালো করেই জানেন? ৭৯. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় আর যারা নিজের শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ ওদেরকে বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্য আছে নিদারুণ শাস্তি।

৮০. তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না-কর, একই কথা, তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। এ এজন্য যে, ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

AMARBOI.COM

॥ ১১ ॥

৮১. যারা (তাবুক অভিযানে) পেছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্‌র রসুলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে ব'সে থাকতেই আনন্দ পেল ও তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না। আর তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বলো, 'জাহান্নামের আগুনই সবচেয়ে গরম।' যদি তারা বুঝত! ৮২. তাই তারা হাসবে কম ও তাদের কৃতকর্মের জন্য কাঁদবে বেশি।

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে ওদের কোনো দলের কাছে ফেরত আনেন, আর ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায় তখন তুমি বলবে, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না; আর তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না; তোমরা তো প্রথমবার ব'সে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাই যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে ব'সে থাকো।'

৮৪. ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর ওপর (জানাজার) নামাজ পড়বে না এবং ওর কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছিল, আর সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। ৮৫, সুতরাং ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ তো ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৮৬. 'আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করো ও রসুলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো', এই মর্মে যখন কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন ওদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় আর বলে, 'তুমি আমাদেরকে রেহাই দাও, যারা ব'সে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব।'

৮৭. ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করে, ওদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে ওরা বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু রসুল আর যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ, আর ওরাই সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ্ ওদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত যার নিচে বইবে নদী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য।

॥ ১২ ॥

৯০. মরুবাসী আরবদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত উপস্থিত ক'রে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এল, আর যারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা ব'সে রইল। ওদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মারাত্মক শাস্তি হবে। ৯১. যারা দুর্বল, যারা পীড়িত আর যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই যখন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অনুরক্ত। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের

AMARBOI.COM

বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯২. ওদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো কারণ নেই যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য তো আমি কোনো বাহন দিতে পারছি না।' ওরা কোনো অর্থব্যয় করতে না পেরে দুঃখে অশ্রুভেজা চোখে ফিরে গেল।

৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যহতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল, আল্লাহ্ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, তাই তো তারা জানতে পারে না।

AMARBOI.COM

একাদশ পারা

৯৪. তোমরা ওদের কাছে ফিরে এলে ওরা তোমাদের কাছে অজুহাত উপস্থিত করবে। বলো, 'অজুহাত পেশ কোরো না, আমরা তোমাদেরকে কখনও বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্‌ তোমাদের সংবাদ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফেরানো হবে। আর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

৯৫. তোমরা ওদের কাছে ফিরে এলে যাতে তোমরা ওদেরকে উপেক্ষা কর সেজন্যে ওরা আল্লাহ্‌র শপথ করবে। তাই তোমরা ওদেরকে উপেক্ষা করবে, ওরা তো ঘৃণার পাত্র। আর কৃতকর্মের ফল হিসেবে ওদের বাসস্থান তো জাহান্নাম।

৯৬. ওরা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা ওদের ওপর খুশি হও; তোমরা ওদের ওপর খুশি হলেও আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের ওপর খুশি হবেন না।

৯৭. অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরবরা বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার (ন্যায়নীতির) সীমারেখা না শেখার যোগ্যতা এদের বেশি। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

৯৮. মরুবাসী আরবদের কেউ (আল্লাহ্‌র পথে) যা ব্যয় করে তাকে তারা বাধ্যতামূলক জরিমানা ভাবে ও প্রতীক্ষা করে তোমাদের ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের। ওদেরই ভাগ্যচক্র মন্দ হোক! আল্লাহ্‌ সব শোনেন, সব জানেন।

৯৯. মরুবাসী আরবদের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্বাদলাভের উপায় মনে করে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তা ওদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভের উপায়। আল্লাহ্‌ শীঘ্রই স্বীয় করুণায় ওদেরকে আশ্রয় দেবেন। আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

॥ ১৩ ॥

১০০. মুহাজির আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে এগিয়ে যায়, আর যারা তাদেরকে ভালোভাবে অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ্‌ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ তো মহাসাফল্য।

১০১. আরব মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ-কেউ এবং মদিনাবাসীদের কেউ-কেউ মুনাফিক। ওরা কপটতায় পাকা। তুমি ওদেরকে জান না। আমি ওদেরকে জানি। আমি ওদেরকে দুবার শাস্তি দেব এবং পরে ওদেরকে মহাশাস্তির দিকে ফেরানো হবে।

১০২. আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক ভালো কাজের সাথে আর-এক খারাপ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্‌ হয়তো ওদেরকে

ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ১০৩. তুমি ওদের ধনসম্পদ
থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এ দিয়ে তুমি ওদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।
তুমি ওদেরকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদ তো ওদের মনের জন্য
স্বস্তিকর। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

১০৪. ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন? আর
তিনি সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ্ তো ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু।

১০৫. আর বলো, 'তোমরা কাজ করো। আল্লাহ্ তো তোমাদের কাজকর্ম লক্ষ
করবেন, আর তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীরাও। আর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা
তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফেরানো হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে
দেবেন তোমরা যা করতে।' ১০৬. আর অন্য একদল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল,
আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দেবেন না ক্ষমা করবেন, তাঁর এই আদেশের প্রতীক্ষায়।
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১০৭. (মুনাফিকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্যপ্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাসীদের
মধ্যে বিভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল তার (আবু আমিরের)
জন্য যে পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তারা হলফ ক'রে
বলবে, 'আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।' আল্লাহ্ সাক্ষী, নিশ্চয় ওরা
মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি নামাজের জন্য এর মধ্যে কখনও দাঁড়াবে না। যে-
মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মকর্মের জন্য স্থাপিত হয়েছে ওখানেই
নামাজের জন্য তোমার দাঁড়ানো উচিত। ওখানে পবিত্র হতে চায় এমন লোক তুমি
পাবে, আর যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ ওদেরকে পছন্দ করেন।

১০৯. যে-ব্যক্তি তার ঘরের ভিত *তাকওয়া* (আল্লাহ্র প্রতি ভয়) ও আল্লাহ্র
সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করে সে-ই ভালো, না সেই ব্যক্তি ভালো যে তার ঘরের ভিত
স্থাপন করে এক খাদের পড়ন্ত ধসের ধারে, ফলে যা ওকে নিয়ে জাহান্নামের
আগুনে গিয়ে পড়ে? আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।
১১০. ওদের ঘর যা ওরা তৈরি করেছে তা ওদের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে,
যে-পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ১৪ ॥

১১১. আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের
মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, মারে বা মরে।
তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে তিনি যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তিনি
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চেয়ে আর কে ভালো?
তোমরা যে-সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ করো আর সে-ই মহাসাফল্য।

১১২. যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহ্র প্রশংসা করে, রোজা রাখে,
রুকু ও সিজদা করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহ্র
সীমারেখা মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও।

AmarBoi.com

১১৩. আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয় যখন এ সুস্পষ্ট যে ওরা জাহান্নামে বাস করবে। ১১৪. ইব্রাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতির জন্য, তারপর যখন এ তার কাছে স্পষ্ট হল যে সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্রাহিম তার সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। ইব্রাহিম তো ছিল কোমলহৃদয় ও ধৈর্যশীল।

১১৫. আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদেরকে যে-বিষয়ে সাবধান হতে হবে তা ওদের কাছে পরিষ্কার ক'রে বলা হয়। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই ভালো করেই জানেন।

১১৬. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র। তিনি জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীরও নেই।

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবির ওপর, আর মুহাজির ও আনসারদের ওপর, যারা সংকটের সময় তার (মুহাম্মদের) সাথে গিয়েছিল, এমনকি যখন এক দলের মনের বিকার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।

১১৮. আর তিনি অপর তিনজন (কা'আব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রুবাই)—কেও ক্ষমা করলেন যাদের পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা ছোট হয়ে আসছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ্ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

॥ ১৫ ॥

১১৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ১২০. আল্লাহ্‌র রসুলের সহগামী না হয়ে পেছনে রয়ে যাওয়া আর তার (মুহাম্মদ) জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদিনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরব মরুবাসীদের জন্য সংগত নয়। কারণ, তারা তো আল্লাহ্‌র পথে তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে বা ক্ষুধায় এমন কোনো কষ্ট পায় না, বা অবিশ্বাসীদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ নেয় না, বা শত্রুদের কাছ থেকে এমন কোনো আঘাত পায় না, যা তাদের সৎকর্ম হিসেবে লেখা হয় না। আল্লাহ্ তো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট হতে দেন না।

১২১. আর (আল্লাহ্‌র পথে) তারা এমন কিছু, কম বা বেশি, ব্যয় করে না, বা এমন কোনো প্রান্তর অতিক্রম করে না যা তাদের পক্ষে লেখা না হয়, যাতে ক'রে তারা যা করে তার চেয়ে ভালো পুরস্কার আল্লাহ্ তাদেরকে দিতে পারেন।

১২২. আর বিশ্বাসীদের সকলের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বাইরে যাক, (অন্য অংশ) ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চা করুক আর তাদের সম্প্রদায়ের যারা ফিরে আসবে তারা যাতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করুক।

॥ ১৬ ॥

১২৩. হে বিশ্বাসিগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আর তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সাবধানিদের সঙ্গে আছেন।

১২৪. আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ-কেউ বলে, 'এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বাড়াল?' যারা বিশ্বাসী এ তাদেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে ও তারা আনন্দিত হয়।

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এ তাদের পাপের সাথে আরও পাপ
যোগ করে, আর অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটায়। ১২৬. তারা কি দেখে না
যে, তারা প্রত্যেক বছর দুএকবার বিপর্যস্ত হয়? এর পরেও তারা অনুশোচনা করে
না, উপদেশও নেয় না। ১২৭. আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা এ
ওর দিকে তাকায় এবং (ইশারা করে) 'তোমাদেরকে কি কেউ লক্ষ করছে?'—
তারপর তারা স'রে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের হৃদয়কে সত্য থেকে বিমুখ করেছেন,
কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের কোনো বোধশক্তি নেই।

১২৮. তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে এক রসুল এসেছে।
তোমাদের দুর্ভোগ তার কাছে দুঃসহ। সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে, বিশ্বাসীদের
জন্য তার অনুকম্পা ও দয়া। ১২৯. তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি
বলো, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি
তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

১০ সুরা ইউনুস

রুকু : ১১ আয়াত : ১০৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। ২. মানুষের জন্য এ এক আশ্চর্য বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করবে ও বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেবে : তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের জন্য বড় মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো স্পষ্ট এক জাদুকর।'

৩. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর উপাসনা করো। তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না?

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটাবেন যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যবান তাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কর্মফল দেওয়ার জন্য। আর তারা অবিশ্বাস করত ব'লে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও নিদারুণ শাস্তি।

৫. তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসরগণনা ও কালনির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ্ নিরর্থক এসব সৃষ্টি করেন নি। এসব নিদর্শন তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বয়ান করেন।

৬. দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৭. যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না ও পার্থিব জীবনেই তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না, ৮. তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের আগুনেই বাস (করতে হবে)।

৯. যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথনির্দেশ করবেন জান্নাতুন নাঈম (সুখকর উদ্যান)-এ যার পাদদেশে নদী বইবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র।'

১০. আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম (শান্তি)' আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে 'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র।'

॥ ২ ॥

১১. আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইতেন যেভাবে তারা নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। তাই যারা

AMARBOI.COM

আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাদের আমি অবাধ্যতার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিই।

১২. আর মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি তার দুঃখদৈন্য দূর করি সে তার আগের পথ ধরে, তাকে যে-দুঃখদৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য যেন সে আমাকে ডাকেই নি। যারা অপচয় করে তাদের কর্ম তাদের কাছে এভাবে আকর্ষণীয় মনে হয়।

১৩. তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রসুল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. তারপর, তোমরা কী কর তা দেখার জন্য, আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি।

১৫. যখন আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা বলে, 'এ ছাড়া অন্য এক কোরান আনো বা একে বদলে দাও।' বলো, 'নিজে থেকে এ পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমার ভয় হয় মহাদিনের শাস্তির।'

১৬. বলো, 'আল্লাহ্‌র তেমন ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাদের কাছে এ পড়তাম না, আর তিনি তোমাদেরকে এ-বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

১৭. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানায় বা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? অপরাধীরা তো সফল হয় না।

১৮. ওরা আল্লাহ্ ছাড়া যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে, 'এগুলো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র, মহান।' আর তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

১৯. মানুষ ছিল এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে তারা যে-বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত।

২০. ওরা বলে, 'তার কাছে তার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'

॥ ৩ ॥

২১. আর আমি মানুষকে তাদের দুঃখদৈন্য স্পর্শ করার পর অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তখনই আমার নিদর্শনকে উপহাস করে। বলো, 'উপহাসের শাস্তিদানে

AMARBOI.COM

আল্লাহ্ আরও তৎপর।' তোমরা যে-উপহাস কর তা আমার ফেরেশতারা লিখে রাখে।

২২. তিনি তোমাদেরকে জলেস্থলে যাতায়াত করান; আর তোমরা যখন নৌকায় ওঠ, আর (নৌকাগুলো) আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে খুশিতে চলতে থাকে, তারপর যখন তাদের ওপর ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায় এবং সব দিক থেকে ঢেউ আসতে থাকে এবং তাদের মনে হয় তারা তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন তারা, তাঁর আনুগত্যে, বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্কে ডাকে, 'তুমি এর থেকে আমাদেরকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামিল হব।'

২৩. তারপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপন্মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হয়। হে মানুষ! তোমাদের দৌরাত্ম্য তো তোমাদের নিজেদের ওপরই। পার্থিব জীবনের সুখভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি ও যা দিয়ে মাটির গাছপালা ঘন হয়ে ওঠে, যার থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার পায়। তারপর যখন জমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়ন জুড়ায় আর ওর মালিকরা মনে করে এ তাদের আয়ত্তে তখন দিনে বা রাত্রিতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে; আর আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন এর আগে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি পরিষ্কার করে বয়ান করি।

২৫. আল্লাহ্ দারুসসালাম (শান্তির আবাস)-এর দিকে ডাক দেন আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ২৬. যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল ও আরও কিছু। কালিমা ও হীনতা ওদের মুখকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। ২৭. আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ ওদেরকে রক্ষা করার থাকবে না। ওদের মুখ যেন অন্ধকার রাতের আস্তরণে ঢাকা। ওরা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল।

২৮. আর যেদিন আমি ওদের সকলকে একত্র করে অংশীবাদীদেরকে বলব, 'তোমরা ও তোমরা যাদের শরিক করেছিলে তারা নিজের নিজের জায়গায় থাকো।' আমি ওদের একজনকে আর-একজনের কাছ থেকে পৃথক করে দেব। আর ওরা যাদেরকে শরিক করেছিল তারা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। ২৯. আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তোমরা যে আমাদের উপাসনা করতে এ-বিষয়ে আমরা তো খেয়াল করি নি।'

৩০. সেদিন তাদের প্রত্যেককে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানানো হবে ও তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে; আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদের কাছ থেকে স'রে যাবে।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

৩১. বলো, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনের উপকরণ সরবরাহ
করেন, বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত থেকে জীবিত বের করেন
আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলো, 'তবুও কি
তোমরা সাবধান হবে না?'

৩২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর
বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ?

৩৩. এভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এ-বাণী 'তারা
বিশ্বাস করবে না', সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

৩৪. বলো, 'তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে
সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনে পরে তার পুনরাবর্তন ঘটাতে পারে?' বলো, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে
অস্তিত্বে আনেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন ক'রে
বিভ্রান্ত হচ্ছ সত্য থেকে?'

৩৫. বলো, 'তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে
সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বলো, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথনির্দেশ করেন।' যিনি
সত্যের হদিস দেন তিনি অনুসরণের হকদার, না সে যে কোনো পথ না দেখালে
কোনো পথ পায় না? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কীভাবে বিচার করে থাক?

৩৬. ওদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্যের পরিবর্তে অনুমান
কোনো কাজে আসে না। ওরা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে-বিষয়ে ভালো ক'রেই
জানেন।

৩৭. এই কোরান এমন নয় যে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কেউ রচনা করতে পারে,
বরং এ এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থন, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই
যে, এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কিতাবের পূর্ণ মীমাংসা। ৩৮. তারা কি বলে,
'সে (মুহাম্মদ) এ রচনা করেছে?' বলো, 'তবে তোমরা এর মতো এক সুরা আনো,
আর যদি তোমরা সত্য কথা বল তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাকো।'

৩৯. না, ওরা যে-বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না তারা তা অস্বীকার
করে, আর এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয় নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও
মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। সুতরাং দেখো, সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কী
হয়েছিল। ৪০. ওদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে, আর কেউ এতে বিশ্বাস করে
না। আর তোমার প্রতিপালক ফ্যাশাদ সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানেন।

॥ ৫ ॥

৪১. আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলো, 'আমার কাজের
দায়িত্ব আমার, আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে-
বিষয়ে তোমরা দায়ী নও, আর তোমরা যা কর আমিও সে-বিষয়ে দায়ী নই।'

AMARBOI.COM

৪২. ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তারা কিছু না বুঝলেও তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে? ৪৩. ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও?

৪৪. আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, আসলে মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম ক'রে থাকে।

৪৫. আর যেদিন তিনি ওদের একত্র করবেন সেদিন (ওদের মনে হবে) যে, তারা দিনের এক মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, ওরা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্র সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা তো সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না। ৪৬. আমি ওদেরকে যে-ভয় দেখিয়েছি তার কিছু তোমাকে দেখিয়েই দিই, বা তোমার মৃত্যুই ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরতে হবে, আর ওরা যা করে আল্লাহ্ তো তার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসুল, আর যখন ওদের রসুল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা হয়েছে, আর ওদের ওপর জুলুম করা হয় নি।

৪৮. আর ওরা বলে, 'যদি তোমরা সত্য বল (তবে বলো) কবে এই (ভীতিপ্রদর্শনের) প্রতিশ্রুতি ফলবে?' ৪৯. বলো, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।'

৫০. বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের ওপর রাত্রিতে বা দিনে এসে পড়ে তবু কি পাপীরা তা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চাইবে?' ৫১. তোমরা কি ঘটার পর এ বিশ্বাস করবে? এখন তোমরা তো এ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চেয়েছিলে। ৫২. পরে সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তির স্বাদ নাও। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।'

৫৩. আর ওরা তোমার কাছে জানতে চায়, 'এ কি সত্য?' বলো, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এ অবশ্যই সত্য, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।'

॥ ৬ ॥

৫৪. আর যদি পৃথিবীর সবকিছুই সীমালঙ্ঘনকারীদের হ'ত তা হলে নিশ্চয় তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে দিত। আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা তাদের মনস্তাপ গোপন করবে; আর তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা ক'রে দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

৫৫. মনে রেখো আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। সাবধান! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

AMARBOI.COM

৫৭. হে মানবসমাজ! তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে (ব্যাধি) আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে পথনির্দেশ ও দয়া। ৫৮. বলো, 'এ আল্লাহ্‌র দয়ায় ও তাঁর অনুগ্রহে, সুতরাং এর জন্য ওরা আনন্দ করুক। ওরা যা জমা করে তার চেয়ে এ শ্রেয়।'

৫৯. বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করছ?'

৬০. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? আল্লাহ্ তো মানুষকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

॥ ৭ ॥

৬১. আর তুমি যে-কোনো কাজেই ব্যস্ত থাক-না, আর কোরান থেকে সে-সম্পর্কে তুমি যা-কিছুই আবৃত্তি কর-না, আর তোমরা যে-কোনো কাজই কর-না, আমি তার সাক্ষী যখন তোমরা তার মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট থাক। আকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়, আর এর চেয়ে ছোট বা বড় কিছুই নেই যা স্পষ্ট কিতাবে নেই।

৬২. জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিতও হবে না। ৬৩. যারা বিশ্বাস করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে, ৬৪. তাদের জন্য সুখবর পার্থিব জীবনে ও পরকালে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই মহাসাফল্য।

৬৫. ওদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সম্মান তো আল্লাহ্‌র। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। ৬৬. জেনে রাখো! যারা আকাশে আছে ও যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ ছাড়া (তাঁর) শরিকদের যারা ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত্রি ও দেখবার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন। যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে।

৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ্‌র পুত্র আছে।' তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত! আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। এ-বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে-বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই? ৬৯. বলো, 'যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফলকাম হবে না।' ৭০. পৃথিবীতে ওদের জন্য আছে কিছু সুখসম্ভোগ। পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদের আমি কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

৭১. ওদেরকে নুহের কাহিনী শোনাও। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করি। তোমরা যাদেরকে শরিক করেছ তার সাথে তোমাদের কর্তব্য ঠিক করে নাও, পরে যেন কর্তব্যের ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কাজ শেষ ক'রে ফেলো আর আমাকে অবসর দিয়ো না। ৭২. তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদের কাছে আমি কোনো পারিশ্রমিক চাই নি; আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্‌র কাছে। আমাকে তো একজন আত্মসমর্পণকারী হতে আদেশ করা হয়েছে।'

৭৩. তারপর ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে; তাকে ও তার সঙ্গে যারা জাহাজে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি ও তাদেরকে প্রতিনিধি করি এবং যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দি।' সুতরাং দেখো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

৭৪. তারপর আমি তাদের সম্প্রদায়ের কাছে রসুলদেরকে পাঠিয়েছিলাম; তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পূর্বে যা ওরা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার ওপর তারা বিশ্বাস করল না। এইভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দিই।

৭৫. পরে আমার নিদর্শন নিয়ে মুসা ও হারুনকে আমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা ছিল এক অহংকারী ও অপরাধী সম্প্রদায়। ৭৬. তারপর যখন ওদের কাছে সত্য এল তখন ওরা বলল, 'এ তো পরিষ্কার জাদু'।

৭৭. মুসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে এসেছে তখন সে-সম্পর্কে তোমরা কেন এমন বলছ? এ কি জাদু? জাদুকররা তো সফল হয় না।'

৭৮. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে-মতে পেয়েছি তুমি কি তার থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে আমাদের কাছে এসেছ? এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয়, সেজন্য? তোমাদের দুজনকে আমরা বিশ্বাস করি না।'

৭৯. ফেরাউন বলল, 'তোমরা আমার কাছে ঝানু জাদুকরদেরকে নিয়ে এসো।'

৮০. তারপর যখন জাদুকররা এল তখন মুসা ওদেরকে বলল, 'তোমাদের যা ছোড়ার আছে ছুড়ে ফেলো।'

৮১. যখন তারা ছুড়ল তখন মুসা বলল, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু, আল্লাহ্ তাকে অসার প্রতিপন্ন করবেন। আল্লাহ্ তো ফ্যাশাদ-সৃষ্টিকারীদেরকে সার্থক করেন না। ৮২. আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অপরাধীরা তা অপছন্দ করলেও।'

॥ ৯ ॥

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের একদল ছাড়া আর কেউ তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল না। নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ৮৪. মুসা বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করো।'

৮৫. তারপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র কোরো না। ৮৬. আর তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করো।'

৮৭. আমি মুসা ও তার ভাইকে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বাড়ি বানাও, আর তোমাদের বাড়িগুলোকে কিবলা করো, নামাজ পড়ো ও বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।'

৮৮. মুসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে যে-শানশওকত ও ধনদৌলত দান করেছ তা দিয়ে, হে আমাদের প্রতিপালক, ওরা তোমার পথ থেকে (মানুষকে) বিপথে চালিত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের ধনসম্পদ নষ্ট করে দাও, ওদের হৃদয়ে মোহর করে দাও; ওরা তো কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।'

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গ্রহণ করা হল; সুতরাং তোমরা শক্ত হও, আর যারা জানে না তোমরা কখনও তাদের পথ অনুসরণ করবে না।'

৯০. আমি বনি-ইসরাইলকে সাগর পার করালাম। আর ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী শত্রুতা ক'রে ও ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন ক'রে তাদের পিছে ধাওয়া করল। অবশেষে পানিতে যখন সে ডুবে যাচ্ছে তখন সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনি-ইসরাইল যাঁর ওপর বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর তাঁর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের একজন।'

৯১. আল্লাহ্ বললেন, 'এখন! এর আগে তুমি তো আমান্য করেছ আর তুমি ছিলে এক ফ্যাশাদ-সৃষ্টিকারী! ৯২. আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে খেয়াল করে না।'

॥ ১০ ॥

৯৩. আমি বনি-ইসরাইলকে উৎকৃষ্ট বাসভূমিতে বসবাস করালাম, আর ওদেরকে উত্তম জীবনের উপকরণ দান করলাম। তারপর ওদের কাছে জ্ঞান এলে ওরা

AMARBOI.COM

বিভেদ সৃষ্টি করল। ওরা যে-বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিনে তার বিচার করে দেবেন।

৯৪. আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি সন্দেহ হয় তবে তোমার আগের কিতাব যারা পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে। তুমি কখনও সন্দিহানদের শামিল হয়ো না। ৯৫. আর যারা আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; হলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। ৯৬. নিশ্চয় তারা বিশ্বাস করবে না যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, ৯৭. এমনকি ওদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও, যতক্ষণ না তারা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

৯৮. ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো জনপদবাসী কেন এমন ছিল না যারা বিশ্বাস করতে পারত ও তাদের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হতে পারত? তারা যখন বিশ্বাস করল তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম ও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম।

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তা হলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? ১০০. আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করবেন।

১০১. বলো, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার দিকে লক্ষ করো।' যে-সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না তাদের জন্য নিদর্শন বা সতর্কীকরণ কী উপকারে আসবে? ১০২. তাদের পূর্বে যা ঘটেছে সেরকম ঘটনার জন্য তারা প্রতীক্ষা করে। বলো, 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'

১০৩. অবশেষে আমি আমার রসুলদেরকে উদ্ধার করব। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করি। বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব।

॥ ১১ ॥

১০৪. বলো, 'হে মানবসমাজ! তোমরা যদি আমার ধর্মকে সন্দেহ কর, তবে (জেনে রাখো) তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না, বরং আমি উপাসনা করি আল্লাহ্র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বাসীদের শামিল হওয়ার জন্য।'

১০৫. আর তিনি বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হও ও কখনোই অংশীবাদীদের শামিল হয়ো না। ১০৬. আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও না, এ করলে তখন তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হবে। ১০৭. আর আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমার ভালো চান তবে

তা কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

১০৮. বলো, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে। সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে। আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।'

১০৯. তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র হুকুম আসে। আর আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভালো বিচারক।

AMARBOI.COM

১১ সুরা হুদ

রুকু : ১০   আয়াত : ১২৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-রা*। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ তাঁর কাছ থেকে এ-কিতাব (এসেছে)। এর আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ক'রে পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, ২. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, তাঁর পক্ষ হতে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহক।

৩. আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্টকালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন আর যারা বেশি কর্মনিষ্ঠ তাদের প্রত্যেককে তিনি বেশি দেবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিনের শাস্তির। ৪. আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫. সাবধান! ওরা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের অন্তরকে ঢেকে রাখে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে রাখে (অর্থাৎ ওদের অভিসন্ধি গোপন করে) তখন ওরা কী গোপন করে ও কী প্রকাশ করে তা কি তিনি জানেন না? অন্তরে কী আছে তিনি তো ভালো করেই জানেন।

AMARBOI.COM

দ্বাদশ পারা

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে জানেন, সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।

৭. যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন—তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষা করার জন্য। 'মৃত্যুর পর তোমাদের আবার ওঠানো হবে'—তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো স্পষ্ট অলীক কল্পনা।'

৮. আমি নির্দিষ্টকালের জন্য যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে ওরা বলে, 'কে এতে বাধা দিচ্ছে?' সাবধান! যেদিন ওদের কাছে এ আসবে সেদিন তা ওদের কাছ থেকে ফিরে যাবে না, আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাতামাশা করে তা ওদেরকেই ঘিরে রাখবে।

॥ ২ ॥

৯. যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহের আস্বাদন করাই ও পরে তার থেকে তাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। ১০. দুঃখদৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে বলে, 'আমার বিপদ কেটে গিয়েছে', আর সে উল্লাসে ফেটে পড়ে ও অহংকার করে। ১১. কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও সৎকর্ম করে তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২. ওরা যখন বলে, 'তার কাছে ধনভাণ্ডার পাঠানো হয় না কেন, বা তার সাথে ফেরেশতারা আসে না কেন?' তখন তুমি যেন তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন না কর এবং এর জন্য তোমরা হৃদয় যেন দমে না যায়। তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক। ১৩. তারা কি বলে, 'সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে'? বলো, 'তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমরা এ-ধরনের দশটি সুরা আনো আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে আনো।'

১৪. যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখো এ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা মুসলমান হবে না (আত্মসমর্পণ করবে না)?

১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি, আর পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ১৬. ওদের জন্য পরকালে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই। আর তারা যা করে তা পণ্ড হবে। আর ওরা যা কাজকর্ম করে থাকে তা তো অর্থহীন।

১৭. (ওরা কি তাদের সমান) যারা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত, আর যা তাঁর এক সাক্ষী তা আবৃত্তি করে, যার পূর্বে এসেছে মুসার

AMARBOI.COM

কিতাব, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? ওরা এতে (কোরানে) বিশ্বাস করে। অন্যান্য
দলের যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য অগ্নিই প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং এ-বিষয়ে
তুমি সন্দিহান হয়ো না। নিশ্চয় এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে
(সমাগত), কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

১৮. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী
কে? ওদের প্রতিপালকের সামনে ওদেরকে হাজির করা হবে আর সাক্ষীরা
বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল।' সাবধান!
সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, ১৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়
ও তার মধ্যে দোষত্রুটি খোঁজে তারাই পরলোককে অস্বীকার করে। ২০. ওরা
পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না আর আল্লাহ্ ছাড়া ওদের অপর
কোনো অভিভাবক নেই। ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে চাইত না
এবং ওরা দেখতও না। ২১. ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করে, আর যা ওরা বানায় তা
ওদের কাছ থেকে স'রে যায়। ২২. নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত
হবে।

২৩. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি
বিনয়াবনত তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২৪.
দুটো দলের উপমা অন্ধ ও বধিরের, আর যারা দেখতেও পায় ও শুনতেও পায়।
তুলনায় দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

॥ ৩ ॥

২৫. আর আমি তো নুহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল),
'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী ২৬. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য
কারও উপাসনা না কর, আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি এক দারুণ দিনের
শাস্তির।'

২৭. তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলল, 'আমরা
তোমাকে তো আমাদের মতোই মানুষ দেখছি। আমরা তো দেখছি, যারা আমাদের
মধ্যে ছোটলোক তারাই না বুঝে তোমাকে অনুসরণ করছে। আর আমরা তো
আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বরং আমরা তোমাদের
মিথ্যাবাদী মনে করি।'

২৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি
আমার প্রতিপালকের পাঠানো স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি ও তিনি যদি
আমাকে নিজে অনুগ্রহ ক'রে থাকেন, অথচ এ-বিষয়ে তোমরা জেনেও জানতে না
চাও, তবে আমি কি এ-ব্যাপারে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা এ
পছন্দ করছ না? ২৯. হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে
ধনসম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি বিশ্বাসীদেরকে

AMARBOI.COM

তাড়িয়ে দিতে পারি না। তাদের প্রতিপালকের সাথে তো তাদের দেখা হবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। ৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দিই তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

৩১. 'আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমি জানি না, আর আমি এ বলি না যে আমি ফেরেশতা। তোমাদের চোখে যারা ছোট তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদের কখনোই মঙ্গল করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। (তোমাদের কথা শুনলে) আমি তো সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

৩২. তারা বলল, 'হে নুহ্! তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ, তুমি আমাদের সাথে বড় বেশি তর্ক করেছ; সুতরাং তুমি সত্য কথা বললে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।'

৩৩. সে বলল, 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। ৩৪. আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কাজে আসবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, আর তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব।'

৩৫. তারা কি বলে যে, সে (মুহম্মদ) এটি বানিয়েছে? বলো, 'আমি যদি এ বানিয়ে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।'

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

৩৬. নুহের ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছিল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। ৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাও, আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না। তারা তো ডুববেই।'

৩৮. সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছ দিয়ে যেত তারা তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা কর তবে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব যেমন তোমরা ঠাট্টা করছ। ৩৯. আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি আসবে, আর স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।'

৪০. অবশেষে আমার আদেশ এলে পৃথিবী প্লাবিত হল। আমি বললাম, 'এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাদের বিরুদ্ধে আগেই স্থির হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল।

৪১. সে বলল, 'এতে ওঠো, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার
প্রতিপালক তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন।'
৪২. পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাঝে এ তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল। নুহ্ তার
পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে ওঠো
আর অবিশ্বাসীদের সাথে থেকো না।'
৪৩. সে (পুত্র) বলল, 'আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে
প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।' সে (নুহ্) বলল, 'আজ আল্লাহ্‌র বিধান থেকে রক্ষা
করার কেউ নেই, (রক্ষা পাবে) সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' এরপর ঢেউ
ওদেরকে আলাদা ক'রে দিল আর যারা ডুবে গেল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল।
৪৪. এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও! আর হে
আকাশ! থামো।' এরপর বন্যা প্রশমিত হল ও কাজ শেষ হল। নৌকা জুদি
পাহাড়ের ওপর থামল; আর বলা হল 'ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের
পরিণাম।'
৪৫. নুহ্ তার প্রতিপালককে সম্বোধন ক'রে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক!
আমার পুত্র আমার পরিবারের একজন আর তোমার প্রতিশ্রুতি তো সত্য; আর
তুমি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'
৪৬. তিনি বললেন, 'হে নুহ্! সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। সে
অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে আমাকে
অনুরোধ কোরো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের শামিল না
হও।'
৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে-
বিষয়ে যাতে তোমাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি
যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হব।'
৪৮. বলা হল, 'হে নুহ্! তুমি নামো আমার দেওয়া শান্তি নিয়ে ও তোমার
ওপর আর যেসব সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের ওপর কল্যাণ নিয়ে। অপর
সম্প্রদায়দেরকে জীবন উপভোগ করতে দেব; পরে আমার তরফ থেকে নিদারুণ
শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।' ৪৯. (হে মুহাম্মদ!) এসব অদৃশ্যলোকের সংবাদ
আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়েছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না, আর
তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধরো, শেষ ভালো সাবধানিদেরই।'

॥ ৫ ॥

৫০. আর আ'দ জাতির কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া অন্য কোনো
উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা বানাও। ৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি
এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান আছে তাঁরই
কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না?'

SMARBOI.COM

৫২. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি দেবেন। তিনি তোমাদের আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।'

৫৩. ওরা বলল, 'হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আন নি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব না আর আমরা তোমাদের ওপর বিশ্বাস করি না। ৫৪. আমরা তো বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভভাবে আচ্ছন্ন করেছে?' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী হও যে, তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক কর, আমার তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ৫৫. তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ছাড়া, তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো আর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। ৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর; এমন কোনো জীবজন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। ৫৭. তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি যা নিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি আমি তো তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমার প্রতিপালক তোমাদের থেকে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক তো সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।'

৫৮. আর যখন আমার নির্দেশ এল তখন হুদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহে ক্ষমা করলাম ও তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করলাম। ৫৯. এই আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল। আর তাঁর রসুলদের অমান্য করেছিল, আর ওরা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। ৬০. এ-পৃথিবীতে ওদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল, আর ওরা কিয়ামতের দিনেও (অভিশপ্ত হবে)। জেনে রাখো, আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখো ধ্বংসই ছিল হুদের সম্প্রদায় আ'দের পরিণাম।

॥ ৬ ॥

৬১. সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার মধ্যেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁরই দিকে ফিরে এসো। আমার প্রতিপালক তো কাছেই (আছেন), ডাকলে তিনি সাড়া দেন।'

৬২. তারা বলল, 'হে সালেহ্! এ-পর্যন্ত তোমার ওপর আমরা বড় আশা করেছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে? তুমি যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ তার সম্বন্ধে আমাদের সংশয় রয়েছে।'

৬৩. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি
আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রমাণ পেয়ে থাকি ও তিনি যদি নিজে আমাকে
অনুগ্রহ ক'রে থাকেন, তারপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি
থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তাই তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়াচ্ছ।

৬৪. 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র মাদি উট তোমাদের জন্য এক নিদর্শন।
একে আল্লাহ্‌র জমিতে চ'রে খেতে দাও। একে কোনো কষ্ট দিয়ো না। কষ্ট দিলে
শীঘ্রই তোমাদের ওপর শাস্তি নেমে আসবে।'

৬৫. কিন্তু ওরা সেটাকে মেরে ফেলল। তারপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের
ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ ক'রে নাও। এ একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হওয়ার
নয়।'

৬৬. আর যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি সালেহ্ ও তার সঙ্গে যারা
বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে সেদিনের অপমান থেকে রক্ষা করলাম।
তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী। ৬৭. তারপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল
এক মহাগর্জন তাদেরকে আঘাত করল, ফলে ওরা নিজের ঘরে উপুড় হয়ে শেষ
হয়ে গেল, ৬৮. যেন তারা কখনও সেখানে বাস করে নি। দেখো! সামুদ সম্প্রদায়
তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। দেখো! সামুদ সম্প্রদায় (কেমনভাবে)
ধ্বংস হল!

॥ ৭ ॥

৬৯. আমার প্রেরিত ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহিমের কাছে এল। তারা
বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক ভুনা বাছুর নিয়ে এল।
৭০. সে যখন দেখল তারা (ফেরেশতারা) তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন
তাদেরকে সন্দেহ করল ও তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভয় হল। তারা বলল, 'ভয়
কোরো না, আমাদেরকে লুতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

৭১. তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের
ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। ৭২. সে বলল, 'কী আশ্চর্য!
আমি সন্তানের জননী হব, যখন আমি বৃদ্ধা ও এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এ তো এক
অদ্ভুত ব্যাপার!'

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কাজে অবাক হচ্ছ? হে নবির পরিবার! তোমাদের
ওপর রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।

৭৪. তারপর যখন ইব্রাহিমের ভয় দূর হল ও তার কাছে সুসংবাদ এল তখন
সে লুতের সম্প্রদায় সম্পর্কে (আমার পাঠানো ফেরেশতাদের সঙ্গে) তর্ক করতে
লাগল। ৭৫. ইব্রাহিম তো ছিল ধৈর্যশীল, কোমলহৃদয়, আল্লাহ্-অভিমুখী।

৭৬. (আমি বললাম), 'হে ইব্রাহিম! এ থেকে বিরত হও। তোমার
প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। নিশ্চয় ওদের ওপর এক অনিবার্য শাস্তি
আসবে।'

AMARBOI.COM

৭৭. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লুতের কাছে এল তখন তাদেরকে আসতে দেখে সে মন-খারাপ করল ও বড় অসহায় বোধ করল। আর বলল, 'এ কঠিন দিন!'

৭৮. তার সম্প্রদায় তার কাছে পাগলের মতো ছুটে এল, আর আগে থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার অতিথিদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করে আমাকে ছোট কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?'

৭৯. তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয় জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কী চাই তা তুমি ভালোভাবেই জান।'

৮০. সে বলল, 'তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকত বা যদি আমি কোনো শক্তিশালী দলের আশ্রয় নিতে পারতাম!'

৮১. তারা বলল, 'হে লুত! আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনোই তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো-এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড়ো ও তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন ফিরে চেয়ো না; কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না, ওদের যা ঘটবে তারও তা-ই ঘটবে। সকালবেলা ওদের জন্য সময় ঠিক করা হল। সকাল হতে কতই-বা দেরি!'

৮২. তারপর যখন আমার আদেশ এল তখন আমি শহরগুলোকে উলটিয়ে দিলাম ও তাদের ওপর একটানা কঙ্কর বর্ষণ করলাম, ৮৩. তোমার প্রতিপালকের কাছে যা ছিল চিহ্নিত। এ (শহরগুলো) সীমালঙ্ঘনকারীদের কাছ থেকে দূরে নয়।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

৮৪. মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা মাপে ও ওজনে কম কোরো না। আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দেখেছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

৮৫. 'হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। লোককে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। ৮৬. যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌র অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা ভালো। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।'

৮৭, ওরা বলল, 'হে শোয়াইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করত আমরা তাকে ছেড়ে দেব, আর ধনসম্পদ সম্পর্কে আমরা যা খুশি করতে পারব না? তুমি তো এক ধৈর্যধারী সদাচারী।'

৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে ভালো জীবিকা দিয়ে থাকেন তবে কী ক'রে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকব? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমতো সংস্কার করতে চাই। আমার কাজ তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে, আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরিয়েছি।

৮৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতের অমিল যেন কিছুতেই তোমাদের এমন ব্যবহার না করায় যাতে তোমাদের ওপর তেমন (শাস্তি) পড়বে, যা পড়েছিল নুহের সম্প্রদায়ের ওপর, আর হুদের সম্প্রদায়ের ওপর বা সালেহ্‌র সম্প্রদায়ের ওপর, আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। ৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

৯১. ওরা বলল, 'শোয়াইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না, আর আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতাম। আমাদের চেয়ে তো তুমি শক্তিশালী নও।'

৯২. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তো তা ঘিরে রয়েছেন।

৯৩. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর আসবে অপমানকর শাস্তি, আর কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

৯৪. যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। তারপর, যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে এক মহাগর্জন আঘাত করল; তাই ওরা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল, ৯৫. যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করে নি। জেনে রাখো, ধ্বংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ-সম্প্রদায়।

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

৯৬. আমি মুসাকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, ৯৭. ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু ওরা ফেরাউনের কাজকর্মের অনুসরণ করত। আর ফেরাউনের কাজকর্ম তো ঠিক ছিল না। ৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের পুরোভাগে থাকবে আর ওদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে।

যেখানে তারা প্রবেশ করবে সে কী জঘন্য জায়গা! ৯৯. তাদেরকে অনুসরণ করবে এক অভিশাপ। আর কিয়ামতের দিনে কী খারাপ পুরস্কারই-না তারা পাবে!

১০০. এ জনপদগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বয়ান করলাম, ওদের মধ্যে কিছু এখনও বর্তমানে আছে আর কিছু নির্মূল হয়ে গেছে। ১০১. আমি ওদের ওপর জুলুম করি নি; বরং ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছিল। যখন তোমাদের প্রতিপালকের বিধান এল তখন ওদের উপাস্যরা, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ওরা উপাসনা করত, তারা তাদের কোনো কাজে লাগল না। ধ্বংস ছাড়া ওদের কোনো উন্নতি হল না।

১০২. এমনই তোমার প্রতিপালকের মার! তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে। মারাত্মক কঠিন তাঁর মার!

১০৩. যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে নিশ্চয় তার জন্য এর মধ্যে (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে) নির্দশন রয়েছে। এই সেই দিন যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে—এই সেই দিন যখন সকলকে উপস্থিত করা হবে। ১০৪. আর আমি তা নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখব। ১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথাবার্তা বলতে পারবে না। ওদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য ও কেউ ভাগ্যবান।

১০৬. তারপর যারা হতভাগ্য তারা আগুনে থাকবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। ১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে যদিনা তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

১০৮. যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, যদিনা তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

১০৯. সুতরাং ওরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্বন্ধে তুমি সংশয়যুক্ত হয়ো না। পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত ওরা তাদের উপাসনা করে। আর আমি অবশ্যই ওদেরকে ওদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব, কিছুমাত্র কম করব না।

॥ ১০ ॥

১১০. আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা এ (কিতাব) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১. আর নিশ্চয় যখন সময় আসবে তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন, তারা যা করে তার খবর রয়েছে তাঁর কাছে। ১১২ সুতরাং তুমি ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করে, তোমরা শক্ত থাকো যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আর সীমালঙ্ঘন কোরো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় তা তিনি দেখেন।

AMARBOI.COM

১১৩. যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের দিকে তুমি ঝুঁকে পোড়ো না; পড়লে, আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে, আর এ-অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, তখন তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

১১৪. তুমি নামাজ কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথম অংশে। সৎকর্ম তো অসৎকর্মকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। ১১৫. তুমি ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

১১৬. তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাদেরকে ত্রাণ করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্পকতক ছাড়া শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এমন লোক কি ছিল না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত? সীমালঙ্ঘনকারীরা তারই অনুসরণ করেছিল যাতে ওরা সুখ-সুবিধা পেত, আর ওরা ছিল অপরাধী। ১১৭. অন্যায়ভাবে কোনো জনপদকে তোমার প্রতিপালক ধ্বংস করেন না, যদি তার অধিবাসীরা নিজেদেরকে সংশোধন ক'রে নেয়।

১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে; ১১৯. তবে তোমার প্রতিপালক যাদেরকে দয়া করেন তারা নয়, আর তিনি ওদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই'—তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।

১২০. আমি তোমার কাছে রসুলদের সকল কাহিনী বর্ণনা করেছি, এ দিয়ে আমি তোমার হৃদয় মজবুত করেছি। এ থেকে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। ১২১. আর যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলো, 'তোমাদের জায়গায় তোমরা কাজ করো, আর আমরাও আমাদের কাজ করি। ১২২ আর তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।'

১২৩. আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই। আর তাঁর কাছে সবকিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তোমরা তাঁরই উপাসনা করো ও তাঁর ওপর নির্ভর করো; তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক খবর রাখেন না তা নয়।

১২ সুরা ইউসুফ

রুকু ; ১২ আয়াত : ১১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-রা*। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ২. কোরান আমি তো আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৩. প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমার কাছে এ-কোরান প্রেরণ ক'রে আমি তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বর্ণনা করেছি, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অসতর্কদের অন্তর্ভুক্ত।

৪. স্মরণ করো ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আমি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি, ওরা আমাকে সিজদা করছে।'

৫. সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বোলো না, বললে তোমার বিরুদ্ধে ওরা ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।'

৬. এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন ও তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার ওপর ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের ওপর তিনি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের ওপর এর আগে তা পূর্ণ করেছিলেন। তোমার প্রতিপালক তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ২ ॥

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে নিশ্চয় জিজ্ঞাসুদের জন্য নির্দশন রয়েছে।
৮. স্মরণ করো, ওরা বলেছিল, 'আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী। আমাদের পিতা তো ভুল করছেন। ৯. ইউসুফকে হত্যা করো, নয় তাকে কোনো স্থানে নির্বাসনে পাঠাও, তা হলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের ওপর পড়বে এবং তারপর তোমরা (তার কাছে) ভালো লোক হবে।'

১০. ওদের মধ্যে একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা কোরো না। আর তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোনো গভীর কূপে ফেলে দাও। পথযাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

১১. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আমরা তার ভালো চাইলেও তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছ না কেন? ১২. তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তো তাকে দেখে রাখব।'

১৩. সে বলল, 'তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার কষ্ট হবে, আর আমার ভয় হয় তোমরা তার ওপর নজর না দিলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।'

AMARBOI.COM

১৪. ওরা বলল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে আমাদের ক্ষতি হওয়া উচিত।'

১৫. তারপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে ঠিক করল ওরা তাকে কূপে ফেলে দেবে তখন আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি (একদিন) ওদের এ-কাজের কথা অবশ্যই ওদের বলে দেবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না।'

১৬. ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পিতার কাছে এল। ১৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যি বলছি।'

১৮. ওরা তার জামায় ঝুটা রক্ত (লাগিয়ে) এনেছিল। সে বলল, 'না, তোমরা তো এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, তা পুরো ধৈর্য ধরাই আমার পক্ষে ভালো। তোমরা যা বলছ সে-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমরা ভরসা।'

১৯. আর (তারপর) এক যাত্রীদল এল। ওদের যে পানি আনত তাকে পাঠানো হল; সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, 'কী খুশির খবর! এ যে এক ছেলে!' তারপর ওরা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে লুকিয়ে রাখল। ওরা যা করছিল সে-বিষয়ে আল্লাহ্ ভালো করেই জানতেন। ২০. আর ওরা তাকে কম দামে, মাত্র কয়েক দিরহামে বিক্রি করে দিল। এ-ব্যাপারে ওদের লোভ ছিল না।

॥ ৩ ॥

২১. মিশরের যে-লোক ওকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, 'একে ভালোভাবে রাখো, হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা ওকে ছেলে হিসেবেও নিতে পারি।' আর এভাবে আমি ইউসুফকে ঘটনার (বা স্বপ্নের) ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সকল কাজেই আল্লাহ্র অপ্রতিহত ক্ষমতা, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। ২২. সে (ইউসুফ) যখন পুরো সাবালক হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।

২৩. সে যে-মহিলার বাড়িতে ছিল সে তার চরিত্র নষ্ট করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগল ও সকল দরজা বন্ধ করে বলল, 'এসো।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্র স্মরণ নিচ্ছি, আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানের সাথে থাকতে দিয়েছেন। যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা অবশ্য সফলকাম হয় না।'

২৪. সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদিনা সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য আমি এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল অবশ্যই আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের একজন।

২৫. ওরা দুজনে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল। আর স্ত্রীলোকটি পেছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তারা দরজার কাছে দেখতে পেল।

AMARBOI.COM

স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য তাকে কারাগারে পাঠানো বা অন্য কোনো দারুণ শাস্তি ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে?'

২৬. ইউসুফ বলল, 'সে-ই আমার কাছ থেকে কুকর্ম কামনা করেছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, 'যদি ওর জামার সামনের দিক ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে, ইউসুফ মিথ্যা বলেছে; ২৭. কিন্তু ওর জামা যদি পিছন দিকে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা বলেছে, ইউসুফ সত্য কথা বলছে।'

২৮. গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বলল, 'এ তোমাদের নারীদের ছলনা! তোমাদের ছলনা তো কঠিন। হে ইউসুফ! ২৯. তুমি এ-বিষয়ে কিছু মনে কোরো না। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী।'

॥ ৪ ॥

৩০. শহরের মহিলারা বলল, 'আজিজের স্ত্রী তার জওয়ান চাকরটাকে খারাপ করার জন্য ফুসলাচ্ছে, প্রেমে পাগল হয়ে গেছে, আমরা তো দেখছি সে বড় ভুল করছে।'

৩১. সে (আজিজের স্ত্রী) যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন সে ওদেরকে নিমন্ত্রণ করল এক ভোজসভায়। ওদের প্রত্যেককে সে একটি করে ছুরি দিল (খাবার কাটার জন্য) আর ইউসুফকে বলল, 'ওদের সামনে এসো।'

তারপর ওরা যখন তাকে দেখল তখন তার শ্রেয়তায় অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, 'আল্লাহ্ মহান! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহান ফেরেশতা!'

৩২. সে বলল, 'ইনিই তিনি যার জন্য তোমরা আমার নিন্দা করছ! আমি তাকে খারাপ করার জন্য ফুসলাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে তো নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা বলি সে যদি তা না করে তবে সে কারাগারে যাবেই এবং তাকে অপমান করা হবে।'

৩৩. ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার অনেক প্রিয়। আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং জাহেল ব'নে যাব।'

৩৪. তারপর তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন ও তাকে ওদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন। ৩৫. লক্ষণ দেখে ওদের মনে হল যে, তাকে কিছু সময়ের জন্য কারাগারে পাঠাতেই হবে।

॥ ৫ ॥

৩৬. তার সঙ্গে দুজন যুবকও কারাগারে গেল। ওদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙুর নিংড়ে রস বার করছি।' আর অন্যজন বলল, 'আমি আমার

AMARBOI.COM

মাথায় রুটি বইছি আর পাখি তার থেকে খাচ্ছে, আমাদেরকে তুমি এর অর্থ বুঝিয়ে দাও, আমরা তোমাকে তো সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।'

৩৭. ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদের স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দেব। আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার থেকেই বলব। যে-সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও পরলোক অবিশ্বাস করে আমি তো তাদের ধর্মসমাজ বর্জন করেছি। ৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সমাজ অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করা আমাদের কাজ নয়। এ আমাদের এবং সব মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অনেক মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৯. 'হে কারাগারের সঙ্গীরা! একাধিক প্রতিপালক ভালো, না এক শক্তিশালী আল্লাহ্! ৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা উপাসনা করছ কতকগুলো নামের যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা বানিয়েছ, যাদের জন্য কোনো প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে, এ-ই সরল ধর্ম কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

৪১. 'হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে। আর অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে; তারপর তার মাথা থেকে পাখি আহার করবে। যে-বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।'

৪২. ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ইউসুফের মনে হল তাকে সে বলল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বোলো।' কিন্তু শয়তান ওকে ওর প্রভুর কাছে তার কথা বলার কথা ভুলিয়ে দিল। তাই ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারেই রয়ে গেল।

AMARBOI.COM

॥ ৬ ॥

৪৩. রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি শুঁটকো গাই সাতটা মোটাসোটা গাইকে খেয়ে ফেলছে, আর দেখলাম সাতটি সবুজ শিষ ও বাকি সাতটি শুকনো। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্নের সম্বন্ধে বিধান দাও।'

৪৪. ওরা বলল, 'এ অর্থহীন স্বপ্ন এবং অর্থহীন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।' ৪৫. দুই বন্দির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল তার দীর্ঘকাল পরে ইউসুফের কথা স্মরণ হল। সে বলল, 'আমি এর অর্থ তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। তোমরা আমাকে যেতে দাও।'

৪৬. (সে বলল) 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি শুঁটকো গাই সাতটি মোটাসোটা গাইকে খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ ও অপর সাতটি শুকনো শিষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করো, যাতে আমি রাজা ও সভাসদদের কাছে ফিরে গেলে লোকে জানতে পারে।'

৪৭. ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একটানা চাষ করবে, তারপর তোমরা
যে-শস্য সংগ্রহ করবে ওর মধ্যে যা তোমরা খাবে তা ছাড়া সব শিষসমেত রেখে
দেবে। ৪৮. আর তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এই সাত বছর তোমরা যা
জমিয়ে রেখেছ লোকে তা খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা বাঁচিয়ে
রাখবে। ৪৯. আর তারপর আসবে এক বছর, সে-বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি
হবে আর সে-বছর মানুষ (ভালোই) আঙুর পিষবে (ভোগ-উপভোগ করবে)।

॥ ৭ ॥

৫০. রাজা বলল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' যখন দূত তার
কাছে এল তখন সে বলল, 'তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও ও তাকে জিজ্ঞাসা
করো, যে-মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী। আমার প্রতিপালক
তো তাদের ছলনা ভালো করেই জানেন।'

৫১. রাজা মহিলাদেরকে বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে খারাপ করার জন্য
ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল?' তারা বলল, 'আল্লাহ্
মহান! আমরা ওর মধ্যে কোনো দোষ দেখি নি।' আজিজের স্ত্রী বলল, 'এখন সত্য
বের হল। তাকে খারাপ করার জন্য আমি ফুসলেছিলাম। সে তো সত্য কথা
বলেছে।'

৫২. সে (ইউসুফ) বলল, 'আমি এ বললাম যাতে সে জানতে পারে যে তার
অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, আর আল্লাহ্ তো
বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

AMARBOI.COM

ত্রয়োদশ পারা

৫৩. 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন তো মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে
নয় যার ওপর আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।'

৫৪. রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওকে আমার
বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব।' তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন সে
বলল, 'আজ তুমি আমাদের কাছে সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র।'

৫৫. ইউসুফ বলল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত
রক্ষক, আর অভিজ্ঞও।'

৫৬. এভাবে আমি ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সেদেশে সে
যথেচ্ছ বসবাস করত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আমি
সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।
৫৭. যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি তাদের
জন্য পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

॥ ৮ ॥

৫৮. ইউসুফের ভায়েরা এল। তারা তার সামনে উপস্থিত হলে সে ওদের চিনতে
পারল, কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারল না।
৫৯. আর সে যখন ওদের রসদের
ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের সৎভাইকে
নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে আমি পুরো মাপ দিই? আর আমি অতিথির
সেবা ভালোই করি?
৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস
তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো রসদ থাকবে না, আর তোমরাও আমার
কাছে আসবে না।'

৬১. ওরা বলল, 'ওর বিষয়ে আমরা পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব, আর
আমরা এ নিশ্চয়ই করব।'

৬২. ইউসুফ তার চাকরদেরকে বলল, 'ওরা যে-জিনিসের দাম দিয়েছে তা
ওদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও যাতে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফেরার পর ওরা
বুঝতে পারে যে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা হলে ওরা আবার আসতে পারে।'

৬৩. তারপর ওরা যখন ওদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বলল, 'হে
আমাদের পিতা, আমাদের জন্য রসদ বন্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে
আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা তার
দেখাশোনা করব।'

৬৪. সে বলল, 'আমি ওর ব্যাপারে তোমাদেরকে তেমনই বিশ্বাস করব যেমন
ওর ভাইয়ের ব্যাপারে এর পূর্বে আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম।
রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও দয়ালুদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ দয়াল।'

AMARBOI.COM

৬৫. যখন ওরা ওদের মালপত্র খুলল তখন ওরা দেখতে পেল ওদের পণ্যমূল্য ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী আশা করতে পারি? এ আমাদের দেওয়া জিনিসের দাম, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের লোকদেরকে খাবারদাবার এনে দেব ও আমরা আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব। আর আমরা আরও এক উটবোঝাই মাল আনব, যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।'

৬৬. পিতা বলল, 'আমি ওকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ কর যে, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে পড়লে অন্য কথা।' তারপর যখন ওরা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল, 'আমরা যে-বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তা বিচার করবেন।'

৬৭. সে বলল, 'হে বাছারা! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর যারা অপরের ওপর নির্ভর করে তাদের উচিত আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করা।'

৬৮. আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে তাদেরকে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে এল না। কেবল ইয়াকুবের অন্তরে যে-অভিপ্রায় ছিল তা সে পূর্ণ করল, আর সে তো ছিল জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক মানুষই এ জানে না।

॥ ৯ ॥

৬৯. ওরা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হল তখন ইউসুফ তার আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখল ও বলল, 'আমিই তোমার আপন ভাই, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দুঃখ কোরো না।'

৭০. তারপর সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখে দিল। তখন এক নকিব চিৎকার করে বলল, 'যাত্রীরা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।'

৭১. ওরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ?' ৭২. তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দেবে সে এক-উট মাল পাবে, আর আমি তার জামিন।'

৭৩. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এদেশে খারাপ কাজ করতে আসি নি, আর আমরা চোরও নই।'

৭৪. তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যা বল তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি হবে?' ৭৫. ওরা বলল, 'যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব। এভাবে আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।'

৭৬. তারপর ইউসুফ তার আপন ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বার করা হল। এভাবে আমি ইউসুফকে শিখিয়েছিলাম। আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার আপন ভাইকে সে দাস করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় বড় করি। প্রত্যেক জ্ঞানী লোকের ওপর আছে আরও বড় জ্ঞানী লোক।

৭৭. ওরা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে, তার আপন ভাইও তো পূর্বে চুরি করেছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল ও ওদের কাছে প্রকাশ করল না। সে মনেমনে বলল, 'তোমাদের অবস্থা তো এর চেয়েও খারাপ আর তোমরা যা বলছ সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।'

৭৮. ওরা বলল, 'হে আজিজ, এর পিতা বড়ই বৃদ্ধ। সুতরাং এর জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রাখুন, আমরা তো আপনাকে একজন মহানুভব লোক হিসেবে দেখে আসছি।'

৭৯. সে বলল, 'যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় নিচ্ছি। এমন করলে আমরা তো জুলুম করব।'

॥ ১০ ॥

৮০. যখন ওরা তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন ওরা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, 'তোমরা কি জান না যে তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে? সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ছাড়ব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। আর তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বলো, 'হে আমাদের
পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে আর আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ
দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। ৮২. যে-শহরে আমরা
ছিলাম তার বাসিন্দাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আর যে-যাত্রীদলের সাথে আমরা
এসেছি তাদেরকেও (জিজ্ঞাসা করুন)। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।'

৮৩. (ইয়াকুব) বলল, 'না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ তাই পূর্ণ ধৈর্য ধরাই আমার পক্ষে ভালো। হয়তো আল্লাহ্ ওদের সকলকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।'

৮৪. সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও বলল, 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' সে শোকে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর সে অসহ্য মানসিক কষ্টে ছিল।

৮৫. ওরা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ। তুমি তো ইউসুফের কথা ভুলবে না যতক্ষণ না তুমি মৃতপ্রায় হবে বা মরে যাবে।'

৮৬. সে বলল, 'আমার অসহ্য বেদনা ও দুঃখ আমি আল্লাহ্র কাছে নিবেদন
করছি। আর আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না। ৮৭.
বাছারা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ করো। আল্লাহ্র আশীর্বাদ

AmarBoi.com

সম্পর্কে তোমরা নিরাশা হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ সম্পর্কে কেউ নিরাশ হয় না।'

৮৮. যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হল তখন বলল, 'হে আজিজ! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপদে পড়েছি, আর আমরা অল্প মাল এনেছি। আপনি আমাদের রসদ দেন পুরো মাত্রায়, আর আমাদের কিছু দানও করেন। আল্লাহ্ তো দাতাদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন।'

৮৯. সে বলল, 'তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের ওপর কেমন ব্যবহার করেছিলে যখন তোমাদের জ্ঞান ছিল না?'

৯০. ওরা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলল, 'আমিই ইউসুফ আর এ আমার ভাই, আল্লাহ্ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। যে-লোক সাবধানি ও ধৈর্যশীল সে-ই সৎকর্মপরায়ণ। আর আল্লাহ্ তো সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।'

৯১. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।'

৯২. সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আর তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াল। ৯৩. তোমরা আমার এ-জামাটি নিয়ে যাও, আর এটা আমার পিতার মুখের উপর রেখো। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।'

॥ ১১ ॥

৯৪. তারপর এই কাফেলা যখন বেরিয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে আমি বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।'

৯৫. যারা উপস্থিত ছিল তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার আগের ভুলেই আছেন।'

৯৬. তারপর যখন (ইউসুফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা এল ও তার মুখের ওপর জামাটি রাখল তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না?'

৯৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমরা অবশ্যই দোষী।

৯৮. সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

৯৯. তারপর ওরা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন সে তার পিতামাতাকে কোলাকুলি করে বলল, 'আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে ঢোকেন।'

AMARBOI.COM

১০০. আর ইউসুফ তার পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসাল আর ওরা সকলে তার
জন্য নমিত হয়ে সিজদা করল (আল্লাহ্‌র কাছে)। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এই
আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন।
আর তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন ও শয়তান আমার আর আমার
ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরুভূমি থেকে এখানে এনে দিয়ে
আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা সূক্ষ্মভাবে
করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

১০১. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ ও স্বপ্নের
ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে
আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও ও আমাকে
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।'

১০২. (হে মুহাম্মদ!) এ-কাহিনী অদৃশ্যলোকের খবর যা আমি তোমাকে
প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়েছি। তুমি তো উপস্থিত ছিলে না যখন ওরা
(ইউসুফের ভাইয়েরা) একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ১০৩. তুমি যতই চাও-
না কেন বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করার নয়, ১০৪. অথচ তুমি তাদের কাছে
কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না। এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই
নয়।

॥ ১২ ॥

১০৫. আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এসব দেখে, কিন্তু তারা
এসবের প্রতি উদাসীন। ১০৬. তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে না তাঁর
শরিক না ক'রে। ১০৭. তবে কি আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে বা তাদের অজান্তে
কিয়ামতের হঠাৎ উপস্থিতি থেকে তারা নিরাপদ?

১০৮. বলো, 'এ-ই আমার পথ। আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আমি ডাকি, আমি
ও আমার অনুসারীরা সজ্ঞানে বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ মহিমময়, আর যারা আল্লাহ্‌র
শরিক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

১০৯. তোমার পূর্বেও আমি জনপদবাসীদের মধ্যে কেবল পুরুষদের
প্রত্যাদেশসহ পাঠিয়েছিলাম। অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে সফর করে না ও দেখে না
তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণতি হয়েছিল? যারা সাবধানি তাদের জন্য পরলোকই
শ্রেয়, তোমরা কি বোঝ না?

১১০. অবশেষে যখন রসুলরা নিরাশ হল আর লোকে ভাবল যে রসুলদের
মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। এভাবে
আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য আমার শাস্তি রদ করা
যায় না।

১১১. ওদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এ তো
বানানো কাহিনী নয়, বরং যা এর পূর্বে আছে তারই সমর্থন—বিশ্বাসীদের জন্য
প্রত্যেক জিনিসের এ এক বিশদ ব্যাখ্যা, পথের দিশা ও দয়া।

AMARBOI.COM

১৩ সুরা রা'দ

রুকু : ৬ আয়াত : ৪৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম-রা*। এগুলো কিতাবের আয়াত। তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।

২. আল্লাহ্‌ই বিনাস্তম্ভে উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন, তোমরা যা (এখন) দেখছ। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বয়ান করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পার।

৩. তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক ফল দুই-দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন
রয়েছে। ৪. মাটির পরস্পর অংশ সংলগ্ন। এর মধ্যে আছে আঙুরের বাগান, শস্যের ক্ষেত, বহুশিরবিশিষ্ট বা একশিরবিশিষ্ট খেজুরের গাছ; ওদেরকে একই পানি দেওয়া হয়, আর ফল হিসাবে কোনো কোনো ফলকে আমি অপর ফলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

৫. যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তো তাদের একথা: 'মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন পাব?' তারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, ওদের গলায় থাকবে শিকল। ওরা আগুনে বাস করবে ও সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল।

৬. মঙ্গলের পরিবর্তে ওরা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর।

৭. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, '(মুহাম্মদের) প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তো পথপ্রদর্শক আছে।

॥ ২ ॥

৮. আল্লাহ্ জানেন যা প্রত্যেক নারী (তার গর্ভে) ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা-কিছু পরিবর্তন ঘটে, এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

AMARBOI.COM

৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. (তাঁর
নিকট উভয়ই) সমান তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে বা যে তা প্রকাশ
করে, যে রাত্রিতে আত্মগোপন করে এবং যে দিনে (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে।

১১. মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা
আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্ অবশ্যই কোনো সম্প্রদায়ের
অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন
করে। কোনো সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ
করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবকও নেই।

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং
তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। ১৩. বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেশতারা সভয়ে তাঁর
মহিমাকীর্তন করে। আর তিনি বজ্রপাত করেন ও যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত
করেন। তবু তারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করে! আর তিনি তো মহাশক্তিশালী।

১৪. আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানই বাস্তব। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে ওরা
তাদেরকে কোনো সাড়া দেয় না। তাদের উপমা সেই ব্যক্তির মতো যে তার মুখে
পানি পৌঁছে দেওয়ার আশায় এমন পানির দিকে তার হাত দুটো বাড়ায় যা তার
মুখে পৌঁছবার নয়। অবিশ্বাসীদের আহ্বান তো নিষ্ফল।

১৫. ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সেসব ও
তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে সিজদা করে। [সিজদা]

১৬. বলো, 'কে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বলো, 'আল্লাহ।' বলো,
'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে গ্রহণ করবে যারা নিজেদের উপকার
বা ক্ষতি করতে পারে না?' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান, বা অন্ধকার ও
আলো কি এক?' তবে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরিক করেছে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির
মতো এমন কী সৃষ্টি করেছে যাতে ক'রে তাদের কাছে মনে হয়েছে (উভয়) সৃষ্টিই
সমান! বলো, 'আল্লাহ্ সব জিনিসের স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

১৭. তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নদীনালাগুলো পাত্র অনুসারে তা
বয়ে নিয়ে যায়। আর যে-ফেনা ওপরে ভেসে ওঠে স্রোত তা টেনে নিয়ে যায়।
যখন অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য আগুনে তাতানো হয় তখন এমন
আবর্জনা ওপরে উঠে আসে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে
থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা
জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন।

১৮. তাদের জন্য ভালো যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়। যারা
তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত
ও তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত ওরা তা মুক্তিপণ হিসাবে দিতে
রাজি হ'ত। ওদের কড়া হিসাব নেওয়া হবে আর জাহান্নামে হবে ওদের বাস, আর
বাসস্থান হিসেবে তা কত খারাপ!

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

১৯. তোমরা প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে যে সত্য বলে জানে সে আর যে (জেনেও) অন্ধ সে কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

২০. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, ২১. আর আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তার অক্ষুণ্ন রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও ভয় করে কঠোর হিসাবকে, ২২. আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম, ২৩. স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে আর তাদের পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে ২৪. ও বলবে, 'তোমরা কষ্ট করেছিলে বলে তোমাদের ওপর শান্তি। এই পরিণাম কত ভালো।'

২৫. যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ ও তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট বাসস্থান।

২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত, যদিও ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী!

॥ ৪ ॥

২৭. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। ২৮. আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদের যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। ২৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।'

৩০. এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির কাছে যার আগে বহু জাতি গত হয়ে গেছে, যাতে তুমি তাদের কাছে আবৃত্তি করতে পার যা আমি তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি; তবু তারা করুণাময়কে অস্বীকার করে। বলো, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি ও তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।'

৩১. যদি কোনো কোরান দিয়ে পাহাড়কে চলমান করা বা মৃতের সাথে কথা বলা যেত (তবু ওরা এতে বিশ্বাস করত না)। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র

AMARBOI.COM

নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় জন্মে নি যে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন? যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, বা বিপর্যয় তাদের আশপাশে পড়তেই থাকবে যে-পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আসে। আল্লাহ্ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

॥ ৫ ॥

৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছিল। আর যারা অবিশ্বাস করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। তখন কীরূপ ভয়ানক হয়েছিল আমার শাস্তি।

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে যিনি তা লক্ষ করেন (তিনি তাদের সমান যাদের ওরা শরিক করে)? অথচ ওরা আল্লাহ্র বহু শরিক করেছে। বলো, 'ওদের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, এ শুধু অসার কথা?' না, ওদের ছলনা ওদের কাছে সুন্দর মনে হয় আর ওরা সৎপথ থেকে দূরে সরে যায়। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। ৩৪. ওদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি, আর পরলোকের শাস্তি তো কঠিন। আর আল্লাহ্র শাস্তি থেকে ওদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই।

৩৫. সাবধানিদেরকে যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা হল ওর নিচে নদী বইবে, আর ওর ফল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এ যারা সাবধানি তাদের কর্মফল, আর অবিশ্বাসীদের কর্মফল তো আগুন।

৩৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়। কিন্তু কোনো কোনো দল ওর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্র উপাসনা করতে ও তাঁর কোনো শরিক না করতে। আমি তাঁরই দিকে সকলকে আহ্বান করি ও তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।'

৩৭. এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরও তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

॥ ৬ ॥

৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রসুল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে। ৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন ও যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে কিতাবের মূল।

AMARBOI.COM

৪০. ওদেরকে যে-প্রতিশ্রুতির কথা বলি তার যদি কিছু আমি তোমাকে দেখাই বা (তার আগে) তোমার মৃত্যু ঘটাই, তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা, আর হিসাবনিকাশ তো আমার কাজ।

৪১. ওরা কি দেখে না কেমন করে আমি দেশটাকে চারদিক হতে কমিয়ে দিচ্ছি? আল্লাহ্ হুকুম করেন, তাঁর হুকুমকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না, আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪২. ওদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সব চক্রান্তই আল্লাহ্র অধীন। প্রত্যেকে কী অর্জন করে তা তিনি জানেন। আর কাদের শেষ ভালো তা অবিশ্বাসীরা শীঘ্রই জানবে।

৪৩. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'তুমি তো প্রেরিত পুরুষ নও।' বলো, 'আল্লাহ্ ও যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।'

AMARBOI.COM

১৪ সুরা ইব্রাহিম

রুকু : ৭ আয়াত : ৫২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. *আলিফ-লাম-রা!* এই কিতাব, আমি এ তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের ক'রে আনতে পার, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তাঁর পথে, ২. যিনি শক্তিমান প্রশংসার্হ। আল্লাহ্— আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্ত কিছুই তাঁর।

৩. যারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় ও আল্লাহ্র পথকে বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো বড় বিপথে রয়েছে।

৪. আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী ক'রে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

৫. আমি মুসাকে আমার নিদর্শনগুলো দিয়ে পাঠিয়েছিলাম (ও বলেছিলাম) 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোয় আনো আর ওদেরকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দাও।' পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে।

৬. মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউন-সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন—যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর তোমাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এ তো ছিল তোমার প্রতিপালকের দিক থেকে এক মহাপরীক্ষা।'

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

৭. স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরও দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।'

৮. মুসা বলেছিল, 'তোমরা এ পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবু আল্লাহ্ থাকবেন অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। ৯. তোমাদের আগে যারা এসেছিল তাদের খবর কি তোমাদের কাছে আসে নি—নুহের সম্প্রদায়, আ'দ ও সামুদদের, আর তাদের পরে যারা এসেছে তাদের? ওদের বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ওদের কাছে ওদের রসুল এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, ওরা তাদের কথা বলতে বাধা দিত ও বলত, 'তোমাদের সাথে যা পাঠানো হয়েছে তা আমরা অবিশ্বাস করি। যার দিকে তোমরা আমাদের আহ্বান করছ সে-ব্যাপারে আমাদের ঘোর সন্দেহ রয়েছে।'

১০. ওদের রসুলরা বলেছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে?—যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! যিনি তাঁর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপমোচন করার জন্য, আর এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবার জন্য।' ওরা বলত, 'তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত তোমরা তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করো।'

১১. ওদের রসুলরা ওদেরকে বলত, 'সত্যই, আমরা তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীদের আল্লাহ্রই ওপর নির্ভর করা উচিত। ১২. আমরা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে-কষ্ট দিচ্ছ আমরা তা তো ধৈর্যের সাথে সহ্য করব। আর যারা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করতে চায় তারা নির্ভর করুক।'

॥ ৩ ॥

১৩. অবিশ্বাসীরা ওদের রসুলদেরকে বলেছিল, 'আমরা আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের সমাজেই ফিরে আসতে হবে।' তারপর রসুলদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন, 'সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করব।'

১৪. ওদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব। যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও আমার শাস্তির ভয় করে—এ তাদের জন্য। ১৫. ওরা জয়ী হতে চেয়েছিল; কিন্তু প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী পরাভূত হয়েছিল।

১৬. ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে আর সেখানে প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, ১৭. যা সে বড় কষ্টে গিলবে, আর তা গেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না ও সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ছাইভস্ম যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এ-ই ঘোর বিভ্রান্তি।

১৯. তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। ২০. আর এ আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়।

২১. সকলে আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হবেই। তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' ওরা বলবে,

AMARBOI.COM

'আল্লাহ্ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা রাগই করি বা সহ্যই করি, একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই।'

॥ ৪ ॥

২২. যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। তাই তোমরা আমাকে দোষ দিয়ো না, তোমরা নিজেদেরকে দোষ দাও। আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারব না; আর তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্‌র শরিক করেছিলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তো আছে নিদারুণ শাস্তি।'

২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

২৪. তুমি কি লক্ষ কর না আল্লাহ্ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? ভালো কথার উপমা ভালো গাছ যার শেকড় শক্ত ও ডালপালা ওপরে ছড়ানো, ২৫. যা প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের আজ্ঞায় ফল দেয়। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে। ২৬. অসার কথার তুলনা অসার গাছ যার শেকড় মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

২৭. যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যারা সীমালঙ্ঘনকারী আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

॥ ৫ ॥

২৮. তুমি কি ওদেরকে লক্ষ কর না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বদলে অস্বীকার করে ও ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসক্ষেত্রে. ২৯. জাহান্নামে, যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে? কত নিকৃষ্ট এই বাসস্থান! ৩০. আর ওরা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ বানায়। বলো, 'ভোগ করে নাও। অবশেষে আগুনই হবে তোমাদের ফেরার জায়গা।'

৩১. আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলো নামাজ কায়েম করতে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করবে সেদিনের আগেই যেদিন কেনাবেচা ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

amarboi.com

৩২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ
হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন
করেন, তিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তা তাঁর আদেশে সমুদ্রে
বিচরণ করে, আর যিনি নদীকেও তোমাদের অধীন করেছেন।

৩৩. তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা প্রতিনিয়ত একই
নিয়মের অনুবর্তী। আর তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিনকে।

৩৪. আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা
আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ
তো অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী।

॥ ৬ ॥

৩৫. স্মরণ করো, ইব্রাহিম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ-শহর নিরাপদ
করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাপূজা থেকে দূরে রাখো।

৩৬. 'হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে;
সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত হবে. কিন্তু কেউ আমার
অবাধ্য হলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৭. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে তোমার
পবিত্র গৃহের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের
প্রতিপালক! যেন ওরা নামাজ কায়েম করে। এখন তুমি কিছু লোকের মন ওদের
অনুরাগী ক'রে দাও, আর ফলফলাদি দিয়ে ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, যাতে
ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও
যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন থাকে
না। ৩৯. প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও
ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শুনে থাকেন।

৪০. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে নামাজ
কয়েমকারী করো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করো।

৪১. 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার
পিতামাতাকে ও বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা কোরো।'

॥ ৭ ॥

৪২. তুমি কখনও মনে কোরো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা যা করে সে-বিষয়ে
আল্লাহ্ সচেতন নন। তবে তিনি ওদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন
তাদের চক্ষু স্থির হবে। ৪৩. তারা গলা বাড়িয়ে ও মাথা সোজা ক'রে ছুটোছুটি
করবে; নিজেদের দিকে ওদের দৃষ্টি থাকবে না আর ওদের হৃদয় খালি হয়ে যাবে।
৪৪. যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিনের সম্বন্ধে তুমি মানুষকে সতর্ক করো।

তখন সীমালঙ্ঘনকারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব ও রসুলদের অনুসরণ করব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ ক'রে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পরজীবন নেই?
৪৫. যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল ও তাদের ওপর আমি কী করেছিলাম তাও তোমাদের ভালো ক'রেই জানা ছিল। আর তোমাদের কাছে আমি ওদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।

৪৬. ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে ওদের চক্রান্ত অজানা নেই, যদিও ওদের ষড়যন্ত্র এমন যে, পর্বতও যেন ট'লে যায়।
৪৭. তুমি কখনও মনে কোরো না, আল্লাহ্ তাঁর রসুলদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

৪৮. যেদিন এ-পৃথিবী পরিবর্তিত হবে অন্য পৃথিবীতে, আর আকাশও, তারা উপস্থিত হবে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে,
৪৯. সেদিন তুমি পাপীদের হাত-পা শেকলবাঁধা অবস্থায় দেখবে।
৫০. ওদের জামা হবে আলকাতরার আর আগুন ওদের মুখমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে।
৫১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৫২. এ মানুষের জন্য এক বার্তা যার দ্বারা ওরা সতর্ক হয় ও জানতে পারে যে তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।

AMARBOI.COM

১৫ সুরা হিজর

রুকু : ৬ আয়াত : ৯৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-রা*। এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরানের আয়াত।

চতুর্দশ পারা

২. কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে (আত্মসমর্পণ করলে) ভালো হ'ত। ৩. ওরা যা করে করুক, খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক। পরিণামে ওরা বুঝবে।

৪. আমি কোনো জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। ৫. কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে পারে না, দেরিও করতে পারে না।

৬. তারা বলে, 'ওহে, যার ওপর এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ হয়েছে, ৭. তুমি তো পাগল! তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের নিয়ে আসছ না কেন?'

৮. আমি ফেরেশতাদেরকে শুধু সত্যের জন্য পাঠিয়ে থাকি। তারা হাজির হলে ওরা ফুরসত পাবে না। ৯. নিশ্চয় আমি এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করব। ১০. তোমার পূর্বে অতীতের বহু সম্প্রদায়ের কাছে আমি রসুল পাঠিয়েছিলাম। ১১. তাদের কাছে এমন কোনো রসুল আসে নি যাকে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ না করত।

১২. এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে (বিদ্রূপপ্রবণতা) সঞ্চার করি। ১৩. এরা এতে বিশ্বাস করবে না। আর অতীতে তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের আচরণ এমনই ছিল। ১৪. যদি আমি ওদের জন্য আকাশের এক দরজা খুলে দিই ও ওরা দিনের বেলা ওতে ওঠে, ১৫. তবুও ওরা বলবে, 'হায় আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট, নয় আমাদের সম্প্রদায় জাদুগ্রস্ত।'

॥ ২ ॥

১৬. আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি ও পর্যবেক্ষকদের জন্য তা করেছি সুশোভিত। ১৭. প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা ক'রে থাকি।

১৮. আর কেউ চুরি ক'রে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে এক প্রদীপশিখা তার পিছু ধাওয়া করে।

১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, আর ওর মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি; আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। ২০. আর আমি ওর

AMARBOI.COM

মধ্যে জীবনের উপকরণের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের জন্য আর তাদের জন্যও
যাদেরকে তোমরা জীবনের উপকরণ দাও না। ২১. প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার
আমার কাছে আছে আর আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ্ ক'রে থাকি।

২২. আমি (পরাগ ও বারি) বহনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি; তারপর আকাশ
থেকে বারিবর্ষণ করি ও তা তোমাদেরকে পান করতে দিই, তার ভাণ্ডার তোমাদের
কাছে নেই। ২৩. আমিই জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই আর আমিই চূড়ান্ত
মালিকানার অধিকারী।

২৪. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি জানি, আর তোমাদের
পরে যারা আসবে তাদেরকেও আমি জানি। ২৫. তোমার প্রতিপালকই ওদের
একত্র করবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

॥ ৩ ॥

২৬. আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি; ২৭.
আর এর আগে খুব গরম বাতাসের ভাপ থেকে জিন সৃষ্টি করেছি। ২৮. যখন
তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে
মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি, ২৯. যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে
আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।'

৩০. তখন (আদমকে) ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল, ৩১. ইবলিস
ছাড়া, সে সিজদা করতে অস্বীকার করল।

৩২. আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইবলিস! তোমার কী হল যে তুমি সিজদাকারীদের
সাথে যোগ দিলে না?' ৩৩. সে বলল, 'তুমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো মাটি থেকে যে-
মানুষ সৃষ্টি করেছ আমি তাকে সিজদা করব না।'

৩৪. আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি তো অভিশপ্ত।
৩৫. আর কর্মফল-দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিশাপ রইল।'

৩৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে
অবকাশ দাও।'

৩৭. আল্লাহ্ বললেন, 'তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল ৩৮. অবধারিত সময়
উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।'

৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার যে-সর্বনাশ করলে তার
দোহাই! আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে (পাপকে) আকর্ষণীয় করব আর আমি
সকলের সর্বনাশ করব ৪০. তোমার নির্বাচিত দাস ছাড়া।'

৪১. আল্লাহ্ বললেন, 'এ-ই আমার কাছে পৌঁছানোর সরল পথ। ৪২. বিভ্রান্ত
হয়ে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার দাসদের ওপর তোমার
কোনো প্রভাব খাটবে না। ৪৩. তোমার অনুসারীদের সকলেরই স্থান হবে
জাহান্নামে; ৪৪. তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল
আছে।'

॥ ৪ ॥

৪৫. সাবধানিরা থাকবে ঝরনাভরা জান্নাতে। ৪৬. (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা
শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ওখানে প্রবেশ করো।'

৪৭. আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব। তারা ভায়ের মতো মুখোমুখি
হয়ে আসনে বসবে। ৪৮. সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না ও সেখান
থেকে তাদেরকে বের ক'রে দেওয়া হবে না। ৪৯. আমার দাসদেরকে ব'লে দাও
যে, আমি ক্ষমা করি, আমি দয়া করি। ৫০. আর আমার শাস্তি তো বড় কষ্টকর
শাস্তি!

৫১. আর ওদেরকে বলো ইব্রাহিমের অতিথিদের কথা ৫২. যখন ওরা তার
কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন সে বলেছিল, 'তোমাদেরকে আমাদের
ভয় হচ্ছে।'

৫৩. ওরা বলল, 'ভয় কোরো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুখবর
দিচ্ছি।' ৫৪. সে বলল, 'আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এ-
সুখবর দিচ্ছ? তোমরা কী ব্যাপারে সুখবর দিচ্ছ?' ৫৫. ওরা বলল, 'আমরা সত্য
খবর দিচ্ছি, তাই তুমি হতাশ হয়ো না।'

৫৬. সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ
থেকে হতাশ হয়?'

৫৭. সে বলল, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কী কাজ আছে?'

৫৮. ওরা বলল, 'আমাদের এক পাপী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে,
৫৯. লুতের পরিবারবর্গ ছাড়া, ওদের সকলকে আমরা রক্ষা করব, ৬০. কিন্তু
লুতের স্ত্রীকে নয়। আমরা জেনেছি যে যারা পেছনে থেকে যাবে সে তাদের সাথেই
থাকবে।'

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৬১. ফেরেশতারা যখন লুত-পরিবারের কাছে এল, ৬২. তখন লুত বলল, 'তোমরা
তো অপরিচিত লোক।'

৬৩. তারা বলল, 'না, ওরা (যে শাস্তিকে) সন্দেহ করত আমরা তোমার কাছে
তা-ই নিয়ে এসেছি, ৬৪. আমরা তোমার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি আর
আমরা তো সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং তুমি রাত থাকতেই তোমার পরিবারদের নিয়ে
বেরিয়ে পড়ো আর তুমি তাদের পেছনে থাকবে আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন
পেছন ফিরে না চায়। তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে সেখানে চ'লে
যাও।'

৬৬. আমি লুতকে প্রত্যাদেশ দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, সকাল হতে-না-হতেই
ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। ৬৭. শহরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল।
৬৮. লুত বলল. 'এরা আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা আমাকে অপমান কোরো
না। ৬৯. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমাকে ছোট কোরো না।'

৭০. ওরা বলল, 'আমরা কি সারা দুনিয়ার লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে
নিষেধ করি নি?' ৭১. লুত বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে

আমার এই কন্যারা রয়েছে।' ৭২. তোমার জীবনের শপথ! ওরা মাতলামি ক'রে
জ্ঞান হারিয়েছে। ৭৩. তারপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এক গুরুগুরু আওয়াজ
তাদেরকে ঘিরে ফেলল। ৭৪. আর আমি শহরগুলোকে উলটিয়ে দিলাম ও ওদের
ওপর কঙ্কর বর্ষণ করলাম।

৭৫. এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য। ৭৬. যে-পথে
লোক চলাচল করে তার পার্শ্বে ওদের ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান। ৭৭. এর মধ্যে
তো বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৭৮. (লুতের সম্প্রদায়ের মতো) আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) তো ছিল
সীমালঙ্ঘনকারী। ৭৯. সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েরই
ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।

॥ ৬ ॥

৮০. হিজরবাসীরাও (হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী সামুদ-সম্প্রদায়) রসুলদের
প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ৮১. আমি ওদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম
কিন্তু ওরা তা উপেক্ষা করেছিল। ৮২. ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে ঘর বানাত।
৮৩. তারপর এক সকালে এক বিকট শব্দ ওদেরকে আঘাত করল। ৮৪. সুতরাং
ওরা যা করেছিল তা ওদের কোনো কাজে আসে নি।

৮৫. আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে কোনোকিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি
নি। আর কিয়ামত আসবেই, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যে ওদেরকে উপেক্ষা
করো। ৮৬. তোমার প্রতিপালক তো মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।

৮৭. আমি অবশ্যই তোমাকে (সুরা ফাতিহার) সাত আয়াত দিয়েছি যা
বারবার আবৃত্তি করা হয়, এবং দিয়েছি মহা কোরান।

৮৮. আমি ওদের (অবিশ্বাসীদের) কতককে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ
দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও চোখ দিয়ো না। আর (ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার
জন্য) তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও।

৮৯. বলো, 'আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।' ৯০. এইভাবে আমি অবতীর্ণ
করেছিলাম (উপদেশবাণী) বিভক্তকারীদের ওপর, ৯১. যারা কোরানকে খণ্ডিত
করে। ৯২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব
৯৩. সে-বিষয়ে ওরা যা করে।

৯৪. অতএব তোমাকে যে-বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার
করো আর অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করো। ৯৫. যারা বিদ্রূপ করে তাদের
বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। ৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ
করে তারা শীঘ্রই তার পরিণাম জানতে পারবে। ৯৭. আমি তো জানি ওরা যা বলে
তাতে তোমার মন ছোট হয়ে যায়। ৯৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা ক'রে
তাঁর মহিমাকীর্তন করো আর সিজদাকারীদের শামিল হও। ৯৯. তোমার কাছে
নিশ্চিত বিশ্বাস (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো।

AMARBOI.COM

১৬ সুরা নাহ্‌ল

রুকু : ১৬ আয়াত : ১২৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার ঊর্ধ্বে।

২. 'আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকেই ভয় করো'—এই মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশতা পাঠান।

৩. তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার ঊর্ধ্বে। ৪. তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো, সে প্রকাশ্যে তর্ক করে! ৫. তিনি আনআম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এর মধ্যে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে আর তার থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। ৬. আর তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস ও সকালে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওদের সৌন্দর্য উপভোগ কর। ৭. আর ওরা তোমাদের ভার বহন ক'রে নিয়ে যায় দূরদেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। ৮. তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর ও গর্দভ। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না।

৯. সরলপথের নির্দেশ দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব; কিন্তু পথের মধ্যে কিছু বাঁকা পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১০. তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় আর তার থেকে গাছপালা জন্মায় যাতে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। ১১. তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য জন্মান; জন্মান জয়তুন, খেজুরগাছ, আঙুর আর সবরকম ফল। এর মধ্যে তো চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১২. আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ১৩. আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন নানারকম জিনিস যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ
আহার করতে পার ও তার থেকে আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা
নিজেদেরকে অলংকৃত কর। আর তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান
চলাচল করে। আর এ এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ্ সন্ধান করতে পার ও
তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৫. আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন
করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক না ঢ'লে পড়ে আর তিনি
স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে
পার।

১৬. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথনির্ণায়ক চিহ্ন। আর ওরা নক্ষত্রের
সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। ১৭. তা হলে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার
মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

১৮. তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ্ গণনা ক'রে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে
না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন।

২০. ওরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না,
তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। ২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব। আর পুনরুত্থান কবে হবে
সে-বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই।

॥ ৩ ॥

২২. এক উপাস্য, তিনিই তোমাদের উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে
না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ আর তারা অহংকারী। ২৩. এতে সন্দেহ নেই যে,
আল্লাহ্ জানেন যা ওরা গোপন করে আর যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে
ভালোবাসেন না।

২৪. ওদেরকে যখন বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ
করেছিলেন?' তখন ওরা বলে, 'সেকালের উপকথা।'

২৫. তাই শেষবিচারের দিনে ওদের পাপের ভার ওরা পুরো বইবে; আর
তাদেরও পাপের ভার যাদেরকে ওরা তাদের অজ্ঞতার জন্য বিভ্রান্ত করেছিল।
দেখো, ওরা যা বইবে তা কত খারাপ!

॥ ৪ ॥

২৬. ওদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ্ ওদের ষড়যন্ত্রের কাঠামোর
ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন (আর সেই) কাঠামোর ছাদ ওদের ওপর ধ'সে
পড়েছিল। আর ওদের ওপর এমন দিক থেকে শাস্তি এল যা ছিল ওদের
ধারণাতীত।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি ওদেরকে অপদস্থ করবেন ও বলবেন,
'কোথায় তোমাদের সেসব শরিক যাদেরকে নিয়ে তোমরা তর্কাতর্কি করতে?'

AMARBOI.COM

যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ অবিশ্বাসীদের অপমান ও
অমঙ্গল', ২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতারা তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে
থাকা অবস্থায়। তারপর ওরা আত্মসমর্পণ ক'রে বলবে, 'আমরা তো কোনো খারাপ
কাজ করি নি।' হ্যাঁ, তোমরা যা করেছিলে তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। ২৯.
সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় ঢোকো সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। দেখো
অহংকারীদের আবাসস্থল কত খারাপ!

৩০. আর যারা সাবধানি ছিল তাদেরকে বলা হবে, 'তেমাাদের প্রতিপালক কী
অবতীর্ণ করেছিলেন?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ।' যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য
এ-পৃথিবীতে রয়েছে কল্যাণ ও পরলোকের বাস আরও উত্তম , আর সাবধানিদের
বাসের জায়গা কী ভালো! ৩১. যাতে তারা প্রবেশ করবে তা স্থায়ী জান্নাত, তার
নিচে নদী বইবে, তারা যা-কিছু চাইবে সেখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে।
এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানিদেরকে ৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায়
ফেরেশতারা ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। (তাদেরকে) ফেরেশতারা বলবে,
'তোমাদের ওপর শান্তি! তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ
করো।'

৩৩. ওরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের কাছে ফেরেশতা আসার বা তোমার
প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের আগে যারা এসেছিল তারাও এ-ই করত।
আল্লাহ্ ওদের ওপর কোনো জুলুম করেন নি, কিন্তু ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম
করত। ৩৪. তাই ওদের ওপর ওদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি পড়েছিল। আর যা নিয়ে
ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা-ই ওদেরকে ঘিরে ফেলেছিল।

॥ ৫ ॥

৩৫. অংশীবাদীরা বলবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা
তাঁকে ছাড়া অপর কিছুর উপাসনা করতাম না আর তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা
কোনো নিষিদ্ধ কাজ করতাম না।' ওদের পূর্ববর্তীরা এমনই করত। রসুলদের
কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা। ৩৬. আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও মন্দকে
পরিহার করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রসুল
পাঠিয়েছি। তারপর ওদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন ও ওদের
কতকের জন্য পথভ্রষ্টতাই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো
যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।

৩৭. তুমি ওদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত
করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না ও ওদেরকে কেউই সাহায্য
করবে না। ৩৮. ওরা জোর ক'রে আল্লাহ্‌র শপথ ক'রে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয়
আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।' না, তাঁর পক্ষ হতে এ সত্য প্রতিশ্রুতি;
কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না। ৩৯. যে-যে বিষয়ে ওদের মতানৈক্য ছিল

AMARBOI.COM

তা স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য আর যাতে অবিশ্বাসীরা জানতে পারে ওরা মিথ্যাবাদী. (তার জন্য তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন)।

৪০. আমি কোনোকিছু চাইলে সে-বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও', তখন তা হয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

৪১. যারা তাদের ওপর অত্যাচার হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম আবাস দেব, আর পরলোকে তাদের পুরুস্কারও বেশি। যদি ওরা এ বোঝার চেষ্টা করত! ৪২. (দেশত্যাগীরা) আল্লাহ্‌র পথে ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।

৪৩. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে (কিতাবিদেরকে) জিজ্ঞাসা করো। ৪৪. (আমি পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নিদর্শন ও জুবুর (গ্রন্থসমূহ)। আর আমি তোমার ওপর উপদেশ-বাণী অবতীর্ণ করেছি মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা তাদেরকে পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জন্য যাতে ওরা চিন্তাভাবনা করে।

৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ্ ওদেরকে মাটির নিচে বিলীন করবেন না? বা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত? ৪৬. বা চলাফেরার সময়ে তিনি ওদেরকে পাকড়াও করবেন না? ওরা তো এ ব্যর্থ করতে পারবে না। ৪৭. বা ওদেরকে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।

৪৮. ওরা কি লক্ষ করে না আল্লাহ্ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকের ছায়া ডানে বা বামে পড়ে, তারা বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহ্‌কে সিজদা করে? ৪৯. যা-কিছু আকাশে আছে আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে, পৃথিবীতে যেসব জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফেরেশতারাও। ওরা অহংকার করে না। ৫০. ওরা ভয় করে ওদের ওপরকার প্রতিপালককে, আর ওরা তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। [সিজদা]।

॥ ৭ ॥

৫১. আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা দুটো উপাস্য গ্রহণ কোরো না, আমি তো একমাত্র উপাস্য। সুতরাং আমাকেই ভয় করো।'

৫২. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই, আর সকল সময়ের জন্য কর্তব্য তাঁরই প্রতি। তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে ভয় করবে?

৫৩. তোমরা যেসব অনুগ্রহ ভোগ কর সে তো আল্লাহ্‌রই কাছ থেকে। আবার, দুঃখদৈন্য যখন তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই নম্র হয়ে ডাক। ৫৪. আবার, আল্লাহ্ যখন তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের

এক দল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে, ৫৫. ওদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। তাই ভোগ করে নাও, শীঘ্রই জানতে পারবে।

৫৬. আমি ওদেরকে জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা বানাও সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৫৭. ওরা আল্লাহ্‌র ওপর কন্যাসন্তান আরোপ করে, তিনি তো পবিত্র মহিমময়। আর ওরা নিজেদের জন্য তা-ই ঠিক করে যা ওরা চায়। ৫৮. ওদের কাউকেও যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন ওদের মুখ কালো হয়ে যায় ও মন ছোট হয়ে যায়। ৫৯. আর যে-খবর সে পায় তার লজ্জায় সে নিজের সম্প্রদায় থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। (ভাবে) অপমান সহ্য ক'রে সে ওকে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? আহ্! কী খারাপ ওদের সিদ্ধান্ত!

৬০. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের উপমা নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্‌র উপমা মহান, আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ৮ ॥

৬১. আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি বা তাড়াহুড়ো করতে পারে না। ৬২. তারা যা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবি করে যে, মঙ্গল তাদের জন্য। তাদের জন্য তো আছে আগুন, আর সবার আগে তাদেরকে সেখানে ফেলা হবে।

৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসুল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, তাই শয়তান আজ ওদের অভিভাবক। আর ওদের জন্য আছে নিদারুণ শাস্তি।

৬৪. যারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ আমি তো তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন ও তা দিয়ে তিনি জমিকে তার মৃত্যুর পর আবার প্রাণ দেন। অবশ্যই এর মধ্যে যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিদর্শন আছে।

॥ ৯ ॥

৬৬. অবশ্যই আনআমের মধ্যে তোমাদের শেখার রয়েছে। তাদের পেটের আঁতের ও রক্তের মধ্য থেকে পরিষ্কার দুধ বের ক'রে আমি তোমাদেরকে পান করাই, যা

AMARBOI.COM

যারা পান করে তাদের জন্য নির্দোষ ও সুস্বাদু। ৬৭. আর খেজুরগাছ ও আঙুর
থেকে তোমরা মদ ও ভালো খাবার পেয়ে থাক। এর মধ্যে তো বোধশক্তিসম্পন্ন
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন,
'পাহাড়ে, গাছে আর মানুষ যে-ঘর বানায় সেখানে ঘর বাঁধো। ৬৯. এরপর
প্রত্যেক ফল থেকে কিছু-কিছু খাও। তারপর তোমার প্রতিপালক (তোমার জন্য)
যে-পদ্ধতি সহজ করেছেন তা অনুসরণ করো।' এর পেট থেকে বের হয় নানারকম
পানীয়। এতে মানুষের জন্য রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। এর মধ্যে থেকে
বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৭০. আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু
ঘটাবেন আর কেউ-কেউ বয়সের শেষে গিয়ে পৌঁছবে, সবকিছু জানার পরও
তাদের আর কোনো জ্ঞান থাকবে না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

॥ ১০॥

৭১. আল্লাহ্ জীবনের উপকরণে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের ডান হাতের তাঁবের দাসদাসীদেরকে
নিজেদের জীবনের উপকরণ (থেকে) এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ-বিষয়ে
তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

৭২. আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও
তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন আর
তোমাদেরকে জীবনের ভালো উপকরণ দিয়েছেন। তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস
করবে ও ওরা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭৩. আর ওরা কি উপাসনা করবে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের যাদের আকাশ বা
পৃথিবী থেকে কোনো জীবনের উপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই! আর ওরা
তো কিছুই করতে সক্ষম নয়। ৭৪. তাই, তোমরা আল্লাহ্র কোনো সদৃশ স্থির
কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জান না।

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন (একদিকে) অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের
যার কোনোকিছুর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আর (অপরদিকে) এমন একজন
যাকে তিনি নিজে থেকে ভালো জীবনের উপকরণ দিয়েছেন, যার থেকে সে
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। ওরা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।
অথচ ওদের অধিকাংশই এ জানে না।

৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির : একজন মূক—কোনোকিছুরই
শক্তি রাখে না, আর সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ, তাকে যেখানেই পাঠানো হোক-না
কেন সে ভালো কিছু করে আসতে পারে না, সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে
ন্যায়ের নির্দেশ দেয় ও যে আছে সরল পথে?

AMARBOI.COM

॥ ১১ ॥

৭৭. আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই, আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের মতো, বা তার চেয়েও নিকটতর। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। ৭৯. তারা কি লক্ষ করে না পাখি আকাশের শূন্যে সহজেই ঘুরে বেড়ায়? আল্লাহ্‌ই ওদেরকে স্থির রাখেন। এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

৮০. বাস করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঘর দিয়েছেন ও পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের জন্য হালকা যখন তোমরা ভ্রমণ কর ও যখন তোমরা যাত্রাবিরতি কর। আর তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের সুবিধার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন সাময়িক ব্যবহারের গৃহসামগ্রীর।

৮১. *আর আল্লাহ্ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তিনি তোমাদের জন্য* ছায়ার ব্যবস্থা করেন ও তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

৮২. তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।

৮৩. ওরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো ওরা অস্বীকার করে আর ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

AMARBOI.COM

॥ ১২ ॥

৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন করে সাক্ষী ওঠাব সেদিন অবিশ্বাসীদেরকে কৈফিয়ত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ও ওদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। ৮৫. যখন সীমালঙ্ঘনকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না ও তাদেরকে কোনো বিরাম দেওয়া হবে না।

৮৬. অংশীবাদীগণ যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরিক করেছিল যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরিক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম।' এর উত্তরে (যাদেরকে শরিক করা হয়েছিল) তারা বলবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে। ৮৮. আমি অবিশ্বাসীদের ও আল্লাহ্‌র

পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব, কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

৮৯. সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক-একজন সাক্ষী ওঠাব ও এদের বিষয়ে আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে আনব। মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসেবে তোমার ওপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম।

॥ ১৩ ॥

৯০. আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯১. তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ করো। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভঙ্গ কোরো না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন।

৯২. অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার ক'রে সেই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতো মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার কাটা সুতো নষ্ট ক'রে দেয়। আল্লাহ্ তো এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে-বিষয়ে মতভেদ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা তো পরিষ্কার করে প্রকাশ করে দেবেন।

৯৩. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।

৯৪. পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কোরো না। করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে। আর আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে শাস্তির স্বাদ নিতে হবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৯৫. তোমরা আল্লাহ্‌র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। ৯৬. তোমাদের কাছে যা আছে তা থাকবে না, আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা থাকবে। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তো তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবেন।

৯৭. বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দান করব।

৯৮. যখন তুমি কোরান আবৃত্তি করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র শরণ নেবে। ৯৯. যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই। ১০০. ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই ওপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে ও যারা (আল্লাহ্‌র) শরিক করে।

॥ ১৪ ॥

১০১. আমি যখন এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা বানাও।' আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনি ভালো জানেন, কিন্তু ওদের অনেকেই (তা) জানে না।

১০২. বলো, 'তোমরা প্রতিপালকের কাছ থেকে পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) সত্যসহ এ নিয়ে এসেছে বিশ্বাসীদেরকে শক্ত করার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুখবররূপে।' ১০৩. আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মুহাম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' ওরা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো অ-আরবি, কিন্তু এ তো পরিষ্কার আরবি ভাষা।

১০৪. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদেরকে পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে নিদারুণ শাস্তি। ১০৫. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল মিথ্যা বানায়, আর তারাই মিথ্যাবাদী। ১০৬. কেউ তার বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে ও অবিশ্বাসের জন্য তার হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়বে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, (অবশ্য) তার জন্য নয় যাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, তার চিত্ত তো বিশ্বাসে অটল। ১০৭. এ এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর এজন্য আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।

১০৮. ওরাই তো তারা আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর ক'রে দিয়েছেন, আর ওরাই তো অমনোযোগী। ১০৯. ওরা তো পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরই জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে ও ধৈর্য ধারণ করে, এরপর তোমার প্রতিপালক তো (তাদেরকে) ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

॥ ১৫ ॥

১১১. স্মরণ করো সেদিনকে যেদিন নিজের সপক্ষে প্রত্যেকে যুক্তি উপস্থিত করবে আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে ও তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।

১১২. আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত,
যেখানে সব দিক থেকে প্রচুর জীবনের উপকরণ আসত। তারপর ওরা আল্লাহ্‌র
অনুগ্রহ অস্বীকার করল। তাই তারা যা করত তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধা ও
ভয়ের লেবাস পরালেন (স্বাদ গ্রহণ করালেন)। ১১৩. তাদের কাছে তো তাদেরই
মধ্য থেকে এক রসুল এসেছিল, কিন্তু তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল।
তাই সীমালঙ্ঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল।

১১৪. আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা
তোমরা খাও। আর তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্‌রই উপাসনা কর তবে তাঁর
অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১১৫. আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকরমাংস আর যা জবাই করার সময়
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য হারাম
(অবৈধ) করেছেন। কিন্তু কেউ অবাধ্য না হয়ে বা সীমালঙ্ঘন না ক'রে নিরুপায়
হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১১৬. আর তোমরা (সেই) মিথ্যা বোলো
না যা তোমাদের জিহ্বা বানায়, 'এ হালাল আর ওটা হারাম।' যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে
মিথ্যা বানায় তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. ওদের সুখসম্ভোগ সামান্য আর ওদের
জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।

১১৮. তোমার কাছে পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, ইহুদিদের জন্য আমি তো কেবল
তা-ই নিষিদ্ধ করেছিলাম, আর আমি ওদের ওপর কোনো জুলুম করি নি, কিন্তু
ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করত।

১১৯. যারা অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজ করে, তার পরে অনুশোচনা করলে ও
নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তো তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।

॥ ১৬ ॥

১২০. নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহ্‌র অনুগত,
একনিষ্ঠ আর সে অংশীবাদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১২১. আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের
জন্য সে ছিল কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। ১১২.
আমি তাকে পৃথিবীতে ভালো দিয়েছিলাম ও পরকালেও সে তো সৎকর্মপরায়ণদের
অন্যতম (হবে)। ১২৩. এখন আমি তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি
একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজ অনুসরণ করো। ইব্রাহিম অংশীবাদীদের মধ্যে ছিল না।

১২৪. শনিবার-পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল
যারা এ-সম্বন্ধে মতভেদ করত। যে-বিষয়ে ওরা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক
তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে ওদের বিচার-মীমাংসা ক'রে দেবেন।

AMARBOI.COM

১২৫. তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন।

১২৬. যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয় ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে। অবশ্য ধৈর্য ধরাই ধৈর্যশীলদের জন্য ভালো। ১২৭. ধৈর্য ধরো, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। ওদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না আর ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মন-খারাপ কোরো না। ১২৮. কারণ, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে ও যারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

AMARBOI.COM

১৭ সুরা বনি-ইসরাইল

রুকু : ১২   আয়াত : ১১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়, যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আশীর্বাদপূত। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।

২. আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও বনি-ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) 'তোমরা আমাকে ছাড়া আর-কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কোরো না। ৩. নুহের সাথে যাদেরকে আমি (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম তোমরা তো তাদেরই বংশধর। সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।'

৪. আমি কিতাবে বনি-ইসরাইলদেরকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয় পৃথিবীতে তোমরা দুই-দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর তোমরা বড় অহংকারী হবে।' ৫. তারপর এই দুইয়ের প্রথম প্রতিশ্রুতকাল যখন উপস্থিত হল তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তিমান দাসদেরকে পাঠিয়েছিলাম। ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি ভালোভাবেই পালন করা হয়েছিল।

৬. তারপর আমি আবার তোমাদেরকে তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম আর জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। ৭. তোমরা ভালো কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য ভালো করবে, আর মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। তারপর পরবর্তী প্রতিশ্রুতকাল উপস্থিত হলে তোমাদের মুখে কালিমালেপনের জন্য (আমি আমার অন্য দাসদের পাঠালাম) যেন তোমাদের উপাসনালয়ে প্রথমবার তারা যেমনভাবে ঢুকেছিল সেভাবে ঢোকে এবং তারা যা দখল করে তারা যেন তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

৮. সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। জাহান্নামকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার করেছি।

৯. এই কোরান সরলতম পথনির্দেশ করে ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দেয় যে, তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে। ১০. আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

॥ ২ ॥

১১. মানুষ যেভাবে ভালো চায় সেভাবেই মন্দ চায়; আর মানুষের বড় তাড়াহুড়ো।

১২. আমি রাত্রিকে ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। আমি রাত্রিকে করেছি আলোকহীন ও দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার। আর আমি সবকিছু পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা করেছি।

১৩. প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি ও কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি (হিসাবের) কিতাব বার ক'রে দেব যা সে খোলা পাবে। ১৪. আমি বলব, 'তুমি তোমার কিতাব পড়ো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবনিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

১৫. যারা সৎপথ অবলম্বন করে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে ও যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য, আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না। আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।

১৬. আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি; কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে, তখন তার ওপর শাস্তি ন্যায়সংগত হয়ে যায় ও আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি।

১৭. নুহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপকর্মের খবর রাখা ও দেখাশোনার জন্য যথেষ্ট!

১৮. কেউ পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা তাড়াতাড়ি দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহান্নাম আমি নির্ধারণ করব যেখানে সে নিন্দিত ও নিক্ষিপ্ত হয়ে পুড়তে থাকবে।

১৯. যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে, আর তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ২০. তোমাদের প্রতিপালক তাঁর দাক্ষিণ্যে এদেরকে (যারা পরকাল কামনা করে) এবং ওদেরকে (যারা পার্থিব সুখ কামনা করে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দাক্ষিণ্য বারিত নয়। ২১. লক্ষ করো, আমি কীভাবে তাদের কাউকে অন্য কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর পরকাল তো মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠত্বেও শ্রেষ্ঠতর।

২২. আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো উপাস্য স্থির কোরো না, করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

॥ ৩ ॥

২৩. তাঁকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে ও মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন। তোমার জীবদ্দশায় ওদের একজন বা দুইজনই বার্ধক্যে পৌঁছলেও তাদের ব্যাপারে 'উহ্-আহ্' বোলো না, আর ওদেরকে অবজ্ঞা কোরো না, ওদের সাথে সম্মান করে নম্রভাবে কথা বলবে।

AMARBOI.COM

২৪. তুমি অনুকম্পার সঙ্গে বিনয়ের ডানা নামাবে, আর বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! ওঁদের ওপর দয়া করো যেভাবে ছেলেবেলায় ওঁরা আমাকে লালনপালন করেছিলেন।'

২৫. তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের প্রতিপালক তা ভালো করেই জানেন। যদি তোমার সৎকর্মপরায়ণ হও, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন তাদেরকে যারা প্রায়শই আল্লাহ্র দিকে মুখ ফেরায়।

২৬. আত্মীয়স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও, আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। ২৭. যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানদের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২৮. আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহলাভের আশায় তোমাকে যদি তাদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে নম্রভাবে কথা বোলো।
২৯. (কৃপণের মতো) তোমার হাত যেন গলায় বাঁধা না থাকে, বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিন্দা হবে, তুমি সব খুইয়ে ফেলবে।

৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান, তিনি তাঁর দাসদের ভালোভাবে জানেন ও দেখেন।

॥ ৪ ॥

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

৩২. জিনার (অবৈধ যৌনসংগমের) কাছে যেয়ো না; এ অশ্লীল ও মন্দ পথ।

৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। তাকে তো সাহায্য করা হবে।

৩৪. পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৫. মাপ দেওয়ার সময় পুরো মাপ দেবে, আর ঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এ-ই ভালো আর এর পরিণামও ভালো।

৩৬. যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, মন—প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৭. তুমি মাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না। তুমি মাটিও ফাটাতে পারবে না ও পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না। ৩৮. এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালক ঘৃণা করেন।

৩৯. তোমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে-হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্র সাথে কোনো উপাস্য গ্রহণ কোরো না।

AMARBOI.COM

করলে তুমি নিন্দিত হবে ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪০. তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান ঠিক করেছেন আর তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয় ভয়ানক কথা বলছ!

॥ ৫ ॥

৪১. এই কোরানে আমি বারবার প্রকাশ করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

৪২. বলো, 'ওদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজত। ৪৩. তিনি পবিত্র ও মহিমময়। আর ওরা যা বলে তিনি তার অনেক ওপরে।'

৪৪. সাত আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যকার সবকিছু তাঁরই পবিত্র মহিমাকীর্তন করে, আর এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে না। অবশ্য ওদের পবিত্র মহিমাকীর্তন তোমরা বুঝতে পারবে না। তিনি সহ্য করেন, ক্ষমাও করেন।

৪৫. তুমি যখন কোরান পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে আমি এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই। ৪৬. আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা তা বুঝতে না পারে, আর আমি ওদেরকে বধির করেছি। 'তোমার প্রতিপালক এক'—এ যখন তুমি কোরান থেকে আবৃত্তি কর তখন ওরা স'রে পড়ে। ৪৭. যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কেন কান পেতে শোনে তা আমি ভালোভাবেই জানি, আর আমি এও জানি গোপন পরামর্শ করার সময় সীমালঙ্ঘনকারীরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।' ৪৮ দেখো, ওরা তোমার জন্য কী উপমা বের করেছে। ওরা তো পথভ্রষ্ট, আর ওরা তো পথ পাবে না।

৪৯. ওরা বলে, 'আমরা হাড় হয়ে গেলে এবং ভেঙেচুরে গেলেও কি নতুন সৃষ্টি হিসেবে আবার ওঠানো হবে?'

৫০. বলো, 'তোমরা পাথর বা লোহা হও, ৫১. বা এমন কিছু হও যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন, তবু তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে।' তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে আবার ওঠাবে?' বলো, 'তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' তারপর ওরা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'তা কবে ঘটবে?' বলো, 'হয়তো শীঘ্রই হবে।'

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন এবং তোমরা প্রশংসাভরে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে ও তোমরা মনে করবে, 'তোমরা অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলে।'

AMARBOI.COM

॥ ৬ ॥

৫৩. তুমি আমার দাসদেরকে যা ভালো তা বলতে বলো, শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালো করেই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে দয়া করেন ও ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। আমি তোমাকে ওদের অভিভাবক করে পাঠাই নি।

৫৫. যারা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন। অমি তো নবিদের কাউকে-কাউকে কারও ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর দিয়েছি।

৫৬. বলো, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাকো, ডাকলে দেখবে তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করার বা তা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।' ৫৭. ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় খোঁজে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয়াবহ।

৫৮. এমন কোনো জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কিতাবে লেখা আছে।

৫৯. পূর্ববর্তীরা নিদর্শন অস্বীকার করায় আমি নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে সামুদের কাছে এক মাদি উট পাঠিয়েছিলাম। তারপর তারা ওর ওপর জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। ৬০. স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। আমি যে-দৃশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

AMARBOI.COM

॥ ৭ ॥

৬১. স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো' তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে বলেছিল, 'আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি কাদা থেকে সৃষ্টি করেছ?'

৬২. সে বলেছিল, 'তুমি কি একে দেখেছ যাকে আমার ওপর তুমি মর্যাদা দিলে? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট ক'রে ফেলব।'

৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, জাহান্নামই তোমার প্রতিদান, আর প্রতিদান তাদের যারা তোমাকে অনুসরণ করবে। ৬৪. তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে ওদের মধ্যে যাকে পার সত্য থেকে সরিয়ে নাও, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ওদেরকে আক্রমণ করো, আর ওদের ধনসম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে শরিক হও, আর

প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও।' ৬৫. শয়তান ওদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেয় সে তো ছলনা মাত্র। আমার দাসদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

৬৬. তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যার ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। তিনি তো তোমাদেরকে বড় দয়া করেন। ৬৭. সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা কেবল আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদের ডাক তারা তোমাদের মন থেকে স'রে যায়। তারপর তিনি যখন ডাঙায় এনে তোমাদের উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না বা তোমাদের ওপর কঙ্কর-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমার জন্য কেউ ওকালতি করবে না। ৬৯. বা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে তিনি তোমাদেরকে আর-একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না ও তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না, আর তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন না? তখন এ-বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

৭০. আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি এবং ওদেরকে জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়েছি। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপরে ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

৭১. স্মরণ করো সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতাসহ আহ্বান করব। যাদের ডান হাতে তাদের (হিসাবের) কিতাব দেওয়া হবে, তারা তাদের (হিসাবের) কিতাব পাঠ করবে ও তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৭২. যে ইহলোকে অন্ধ সে পরলোকেও অন্ধ এবং আরও বেশি পথভ্রষ্ট।

৭৩. আমি তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তার থেকে তোমার বিচ্যুতি ঘটানোর জন্য ওরা চেষ্টা করবে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা কথা বানাও, তা হলে, ওরা অবশ্যই বন্ধু হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করবে। ৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। ৭৫. তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই আমি তোমাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম, তখন আমার বিপক্ষে তোমাকে কেউ সাহায্য করত না।

৭৬. ওরা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, সেখান থেকে তোমাকে বের ক'রে দেওয়ার জন্য। তা হলে তোমার পরে ওরাও সেখানে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারত না।

৭৭. আমার রসুলদের মধ্যে তোমার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের বেলায়ও এমনি নিয়ম ছিল। আর আমার নিয়মের তুমি কোনো পরিবর্তন পাবে না।

॥ ৯ ॥

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করবে
আর কোরান পড়বে ফজরে। দেখো, ফজরের পড়া লক্ষ করা হয়। ৭৯. আর
রাতের কিছু অংশে *তাহাজ্জুদ* নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য।
আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন।

৮০. বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে
সেখানে সৎভাবে নিয়ে যাও আর যেখান থেকেই বের কর তুমি আমাকে সৎভাবে
বের করো, আর তোমার কাছ থেকে আমাকে এমন কর্তৃত্ব দাও যা আমার সাহায্যে
আসে।'

৮১. বলো, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা অন্তর্ধান করেছে। মিথ্যাকে অন্তর্ধান
করতেই হবে।'

৮২. আমি কোরান অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশম ও দয়া, কিন্তু
তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৮৩. মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে
স'রে যায়, আর অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। ৮৪. বলো,
'প্রত্যেকেই নিজ স্বভাব অনুযায়ী কাজ ক'রে থাকে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকই
ভালো জানেন কে পথের হদিস পেয়েছে।'

॥ ১০ ॥

৮৫. তোমাকে ওরা রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, 'রুহ্ আমার প্রতিপালকের
আজ্ঞাধীন।' এ-বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ৮৬. ইচ্ছা
করলে আমি তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ করেছি তা প্রত্যাহার করতে পারতাম, তা
হলে এ-বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না। ৮৭. এ
প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিশ্চয় তোমার ওপর তাঁর বড়
অনুগ্রহ রয়েছে।

৮৮. বলো, 'যদি এ-কোরানের মতো কোরান আনার জন্য মানুষ ও জিন
একযোগে পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর মতো আনতে পারবে না।'

৮৯. আমি মানুষের জন্য এ-কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অমান্য না ক'রে ক্ষান্ত হয় না।

৯০. আর ওরা বলে, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি মাটি
ফাটিয়ে একটি ঝরনা ফোটাবে, ৯১. বা তোমার খেজুরের বা আঙুরের বাগান হবে
যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা বইবে, ৯২. বা তুমি যেমন বল, আকাশকে
টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলবে আমাদের ওপর, বা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে
নিয়ে আসবে আমাদের সামনে, ৯৩. বা তোমার জন্য একটা সোনার বাড়ি হবে, বা
তুমি আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনও

AMARBOI.COM

বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদের পড়ার জন্য তুমি আমাদের ওপর এক কিতাব অবতীর্ণ করবে।' বলো, 'আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা! আমি এক সুসংবাদদাতা রসুল ছাড়া আর কী?'

॥ ১১ ॥

৯৪. 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রসুল করে পাঠিয়েছেন?' ওদের এই কথাই লোকদেরকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যখন ওদের কাছে আসে পথের নির্দেশ।

৯৫. বলো, 'ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশতাকেই ওদের কাছে রসুল ক'রে পাঠাতাম।' ৯৬. বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করে জানেন ও দেখেন।'

৯৭. আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত। আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের অভিভাবক হিসেবে তুমি কখনোই তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পাবে না। কিয়ামতের দিন আমি ওদেরকে সমবেত করব মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়—অন্ধ, বোবা ও বধির। ওদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখন তার তেজ ক'মে আসবে আমি তখন ওদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। ৯৮. এ ওদের প্রতিফল, কারণ, ওরা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব?'

৯৯. ওরা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। তবু সীমালঙ্ঘনকারীরা অস্বীকার ক'রেই যাচ্ছে।

১০০. বলো, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা 'খরচ হয়ে যাবে', এই আশঙ্কায় তা ধ'রে রাখতে। মানুষ তো বড়ই কৃপণ।'

AMARBOI.COM

॥ ১২ ॥

১০১. তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করো, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'মুসা, আমি তো মনে করি তুমি জাদুগ্রস্ত!'

১০২. মুসা বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এসব পরিষ্কার নিদর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে পাঠিয়েছেন। ফেরাউন, আমি দেখছি, তুমি তো ধ্বংস হয়ে যাবে।'

১০৩. তারপর ফেরাউন দেশ থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার সংকল্প নিল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। ১০৪. এরপর আমি বনি-ইসরাইলকে বললাম, 'তোমার এদেশে বসবাস করো, আর যখন

কিয়ামতের কথা ফলবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র ক'রে উপস্থিত করব।'

১০৫. আমি সত্যসহ তা অবতীর্ণ করেছি, আর তা সত্য নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। ১০৬. আমি খণ্ড খণ্ড ভাবে কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার, আর আমি এ অবতীর্ণ করেছি যেমন করে অবতীর্ণ করানো হয়।

১০৭. বলো, 'তোমরা এতে বিশ্বাস কর বা না-কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এ পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, ১০৮. ও বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো পবিত্র মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে।' ১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে, আর এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' [সিজদা]

১১০. বলো, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে-নামেই ডাক তাঁর সব নামই তো সুন্দর।' নামাজের স্বর উচ্চ কোরো না বা বেশি ক্ষীণও কোরো না আর এ-দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।

১১১. বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো শরিক নেই, আর তিনি এমন দুর্দশায় পড়েন না যার জন্য তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং শ্রদ্ধার সাথে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।'

AMARBOI.COM

১৮ সুরা কাহাফ্

রুকু : ১২   আয়াত : ১১০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এ-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও এর মধ্যে তিনি কোনো অসংগতি রাখেন নি। ২. তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর বিশ্বাসিগণ যারা সৎকাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য বড় ভালো পুরস্কার রয়েছে, ৩. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৪. আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, ৫. এ-বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ও তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। উদ্ভট কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে। ৬. তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে তুমি হয়তো দুঃখে নিজেকে শেষ ক'রে ফেলবে।

৭. পৃথিবীর ওপর যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো। ৮. তার ওপর যা-কিছু আছে তাকে আমি বিরানভূমিতে পরিণত করব।

৯. তুমি কি মনে কর না যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে আশ্চর্য বিষয়? ১০. যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো ও আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।' ১১. তারপর আমি ওদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। ১২. পরে আমি ওদেরকে জাগালাম এই জানবার জন্য যে, দুদলের মধ্যে কোনটি ওদের অবস্থানকাল ঠিক নির্ণয় করতে পারে।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১৩. আমি তোমার কাছে ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বয়ান করছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক। ওরা ওদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আর আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ১৪. আর আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় ক'রে দিলাম, ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকব না; যদি করি, তবে তা খুব খারাপ হবে। ১৫. আমাদের এই জাতভাইয়েরা তাঁর পরিবর্তে বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এসব উপাস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় সে ছাড়া বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? ১৬. তোমরা যখন ওদের থেকে ও আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে আলাদা হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।'

১৭. তোমরা দেখলে দেখতে তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে। সূর্য ওঠার সময় তাদের গুহার ডানে হেলে আছে আর ডোবার সময় তাদের বাম পাশ দিয়ে পার হচ্ছে। এ-সমস্ত আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী বা অভিভাবক পাবে না।

॥ ৩ ॥

১৮. তুমি মনে করতে ওরা জেগে ছিল, কিন্তু ওরা ঘুমিয়ে ছিল। আমি ওদেরকে ডানে ও বামে পাশ ফেরাতম। আর ওদের কুকুরের সামনের দুই পা ছড়িয়ে ছিল গুহার দ্বারদেশে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালাতে আর ভয়ে ঘাবড়ে যেতে।

১৯. আর এভাবেই আমি ওদেরকে ওঠালাম যাতে ওরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে। ওদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল ধরে আছ?' কেউ-কেউ বলল, 'একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।' কেউ-কেউ বলল, 'তোমরা কতকাল আছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ-টাকা দিয়ে শহরে পাঠাও, সে যেন ভালো খাবার দেখে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন বুদ্ধি ক'রে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' ২০. ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথর মেরে খুন করবে বা তোমাদেরকে ওদের ধর্মে ফেরাবে, আর তা হলে তোমরা কখনোই সফল হবে না।

২১. আর এভাবেই আমি (মানুষকে) ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ও কিয়ামতের কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্যবিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ করো।' ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভালো জানেন। তাদের কর্তব্যবিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো অবশ্যই ওদের ওপর মসজিদ গড়ব।'

২২. অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কেউ-কেউ বলবে, 'ওরা ছিল তিনজন, ওদের কুকুর নিয়ে চারজন।' আর কেউ-কেউ বলবে, 'ওরা ছিল পাঁচজন, ওদের কুকুর নিয়ে ছ'জন।' আবার কেউ-কেউ বলে, 'ওরা ছিল সাতজন, ওদের কুকুর নিয়ে আটজন।' বলো, 'আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভালো জানেন। ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে।' মামুলি আলোচনা ছাড়া তুমি ওদের বিষয়ে তর্ক কোরো না আর ওদের কাউকে ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরো না।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

২৩. কখনোই তুমি কোনো ব্যাপারে বোলো না, 'আমি ওটা আগামী কাল করব',
২৪.'ইনশাআল্লাহ্' না ব'লে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ
কোরো ও বোলো 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর কাহিনীর চেয়েও
নিকটতর সত্যের পথের নির্দেশ দেবেন।'

২৫. ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো নয় বছর। ২৬. তুমি বলো, 'তারা
কতকাল ছিল তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের
জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন ও শোনেন। তিনি ছাড়া ওদের কোনো
অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেই নিজের কর্তৃত্বের শরিক করেন না।'

২৭. তুমি তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে-কিতাব পাঠিয়েছেন তার
থেকে আবৃত্তি করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনোই তাঁকে
ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না। ২৮. তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকাল-
সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টিলাভের আশায়, আর তাদের ওপর
থেকে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক'রে। আর যার
হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, যে তার
খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি
অনুসরণ কোরো না।

২৯. বলো, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে; যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস
করুক আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।' আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আগুন
তৈরি ক'রে রেখেছি, যার বেড় ওদেরকে ঘিরে থাকবে। ওরা পান করতে চাইলে
ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয় যা ওদের মুখ পুড়িয়ে দেবে। কী
ভীষণ সে-পানীয়! আর কী খারাপ সে-আশ্রয়!

৩০. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি; যে
সৎকর্ম করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। ৩১. ওদেরই জন্য আছে স্থায়ী
জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে ওদেরকে স্বর্ণকঙ্কণে অলংকৃত করা হবে,
ওরা পরবে মিহি রেশম ও পুরু মখমলের সবুজ পোশাক, আর বসবে সুসজ্জিত
আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান!

AMARBOI.com

॥ ৫ ॥

৩২. তুমি ওদের কাছে একটি উপমা বয়ান করো, দুই ব্যক্তির উপমা। ওদের
একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটো আঙুরের বাগান আর এ-দুটোকে আমি
খেজুরগাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম, আর দুয়ের মাঝে দিয়েছিলাম শস্যক্ষেত। ৩৩.
দুটো বাগানই ফল দিত ও তাতে কোনো কসুর করত না। আর দুইয়ের ফাঁকে
ফাঁকে আমি নদী বইয়ে দিয়েছিলাম। ৩৪. আর তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। তারপর
কথায়-কথায় সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধনসম্পদে আমি তোমার থেকে বড় ও
জনবলেও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।'

৩৫. এভাবে নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে সে তার বাগানে ঢুকল। সে বলল,
'আমি মনে করি না যে এ কখনও ধ্বংস হবে। ৩৬. আমি মনে করি না যে,

কিয়ামত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াই
হয় তবে আমি তো নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো জায়গা পাব।'

৩৭. তার সঙ্গী তার তর্কের উত্তরে তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার
করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তারপর শুক্র থেকে আর তারপর
পূর্ণ করেছেন মানুষের অবয়বে? ৩৮. আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও আমি কাউকে
আমার প্রতিপালকের শরিক করি না। ৩৯. তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে
তোমার চেয়ে কম দেখলে তখন তোমার বাগানে ঢুকে তুমি কেন বললে না,
'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই।'
৪০. হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে আরও ভালো কিছু
দেবেন ও তোমার বাগানে আকাশ থেকে আগুন ঝরাবেন, যার ফলে তা
গাছপালাশূন্য মাটি হয়ে যাবে, ৪১. বা ওর পানি মাটির নিচে হারিয়ে যাবে, আর
তুমি কখনও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

৪২. তার ফলগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আর সেখানে যা সে ব্যয় করেছিল তা
মাচাসমেত যখন প'ড়ে গেল তখন সে হাত মুচড়ে আক্ষেপ করতে লাগল। সে
বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরিক না করতাম!'
৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোনো লোক ছিল না এবং সে
নিজেও কোনো সুরাহা করতে পারল না। ৪৪. এক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের অধিকার
সেই আল্লাহ্র যিনি সত্য। পুরস্কারদানে ও পরিণাম-নির্ণয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ।

॥ ৬ ॥

৪৫. তুমি ওদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা উপস্থিত করো। এ পানির মতো যা
আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে যার দ্বারা মাটির গাছপালা ঘন হয়ে ওঠে, তারপর
তা শুকিয়ে এমন চুরচুর হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তো
সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪৬. ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পার্থিব জীবনের শোভা;
আর সৎকর্মের ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্য
শ্রেষ্ঠ ও বাসনাপূরণের জন্যও ভালো।

৪৭. যেদিন আমি পর্বতকে উপড়ে ফেলব আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটা
শূন্য ময়দান, আমি সেদিন সকলকে একত্র করব এবং কাউকেই অব্যাহতি দেব
না। ৪৮. আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারি বেঁধে হাজির করানো
হবে। আর (বলা হবে), 'তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই
তোমরা আমার সামনে হাজির হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে তোমাদের
জন্য প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আমি উপস্থিত করব না।'

৪৯. আর উপস্থিত করা হবে (হিসাবের) কিতাব, আর ওতে যা লেখা আছে
তার জন্য তুমি দোষীদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে। আর ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ
আমাদের! এ কেমন কিতাব! এ তো ছোটবড় কিছুই বাদ দেয় নি, বরং এ সবেরই
হিসাব রেখেছে।' ওরা ওদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে। তোমার প্রতিপালক
কারও ওপর জুলুম করেন না।

AMARBOI.COM

॥ ৭ ॥

৫০. আর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা করো',
তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন, সে
তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে
ওকে ও ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু!
সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কী খারাপ বিনিময়! ৫১. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে
তাদেরকে আমি ডাকি নি, এবং তাদের সৃষ্টি করতেও না। আর আমি তো
বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করি না।

৫২. আর যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে
তাদেরকে ডাকো, ওরা তখন তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া
দেবে না। আর ওদের মাঝখানে রেখে দেব এক ধ্বংসের গহ্বর। ৫৩. অপরাধীরা
আগুন দেখে বুঝবে যে ওদেরকে সেখানে ফেলা হবে এবং তার থেকে ওদের
কোনো পরিত্রাণ নেই।

॥ ৮ ॥

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী বিশদভাবে
বয়ান করেছি। মানুষ বেশির ভাগ ব্যাপারেই তর্ক করে। ৫৫. যখন ওদের কাছে
পথের নির্দেশ আসে, তখন কখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা হবে বা কখন শাস্তি
এসে পড়বে এই প্রতীক্ষাই ওদেরকে বিশ্বাস করতে ও ওদের প্রতিপালকের কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধা দেয়। ৫৬. আমি রসুলদেরকে পাঠিয়েছিলাম কেবল
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা তর্ক করে সত্যকে
ব্যর্থ করার জন্য। আর আমার নিদর্শন ও যা দিয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়
সেসবকে তারা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ভাবে।

৫৭. তার প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি মুখ
ফিরিয়ে নেয় ও তার কৃতকর্মগুলো ভুলে যায় তবে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী
আর কে! আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা এ (কোরান)
বুঝতে না পারে, আর ওদেরকে বধির করেছি। তুমি ওদের সৎপথে ডাকলেও ওরা
কখনও সৎপথে আসবে না।

৫৮. আর তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ওদের কৃতকর্মের জন্য
তিনি ওদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে
আনতেন; কিন্তু ওদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যার থেকে ওদের পরিত্রাণ
নেই।

৫৯. সেইসব জনপদের অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা
সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি ঠিক করেছিলাম এক নির্দিষ্ট
ক্ষণ।

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

৬০. আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন মুসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যে না পৌঁছে আমি থামব না—আমি বছরের পর বছর চলতে থাকব।'

৬১. ওরা যখন দুইয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছুল তখন ওরা ভুলে গেল (সেই) মাছের কথা যে সুড়ঙ্গের মতো পথ ক'রে সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেল। ৬২. ওরা যখন আরও দূরে গেল তখন মুসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের সকলের খাবার আনো। আমাদের এ-যাত্রায় আমরা তো কাহিল হয়ে পড়েছি।'

৬৩. সে বলল, 'তুমি কি লক্ষ করেছিলে, আমি যখন এক পাথরের ওপর বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটা আশ্চর্যরকমভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ক'রে নিল।'

৬৪. মুসা বলল, 'আমরা তো এ-জায়গারই খোঁজ করছিলাম।' তারপর তারা নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধ'রে ফিরে চলল। ৬৫. তারপর ওদের দেখা হল আমার অন্যতম দাসের সঙ্গে যাকে আমি আমার অনেক অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও যাকে আমি নিজ থেকে জ্ঞানদান করেছিলাম। ৬৬. মুসা তাকে বলল, 'সত্য পথের যে-জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয়েছে তার থেকে আমাকে শিক্ষা দেবে, এই শর্তে কি আমি তোমাকে অনুসরণ করব?'

৬৭. সে বলল, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না। ৬৮. যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে তুমি কেমন করে ধৈর্য ধরবে?'

৬৯. মুসা বলল, 'আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্য ধরতে দেখবে আর তোমার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।'

৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করই তবে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যতক্ষণ না আমি সেই সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

AMARBOI.COM

॥ ১০ ॥

৭১. তারপর ওরা চলতে লাগল, যখন ওরা নৌকায় উঠল তখন সে তাতে ফুটো করে দিল। মুসা বলল, 'তুমি কি সওয়ারিদেরকে ডোবানোর জন্য ওর মধ্যে ফুটো করলে? এ তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলে।'

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলি নি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারবে না?'

৭৩. মুসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য তুমি আমার অপরাধ ধরবে না, আর আমার ওপর আর বেশি কঠোর হবে না।'

৭৪. তারপর ওরা চলতে লাগল। চলতে চলতে ওদের সাথে এক ছেলের দেখা হল। সে ওকে খুন করল।' তখন মুসা বলল, 'তুমি এক নিষ্পাপ লোককে খুন করলে যে কাউকে খুন করে নি। তুমি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলে।'

ষোড়শ পারা

৭৫. সে বলল, 'আমি কি বলি নি তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না?'

৭৬. মুসা বলল, 'এর পর যদি আমি তোমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে তুমি আর আমাকে সাথে রাখবে না। আমার ওজর-আপত্তি শেষ হয়েছে।'

৭৭. তারপর ওরা চলতে লাগল। যখন ওরা এক জনপদের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছুল তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে রাজি হল না। তারপর সেখানে ওরা একটা পড়ন্ত দেওয়াল দেখতে পেল, কিন্তু মুসার সঙ্গী ওটাকে শক্ত করে দিল। মুসা বলল, 'তুমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতে।'

৭৮. মুসার সঙ্গী বলল, 'এখানেই তোমার ও আমার সম্পর্কছেদ হল। যে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য রাখতে পার নি আমি তার অর্থ বলে দিচ্ছি। ৭৯. নৌকার ব্যাপার—সেটা ছিল কয়েকজন গরিব লোকের, ওরা সাগরে তাদের জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করে নৌকাটায় ত্রুটি ঢুকিয়ে দিলাম, কারণ ওদের সামনে ছিল এক রাজা যে জোর করে সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। ৮০. আর ছেলেটির বাবা-মা ছিল বিশ্বাসী। আমার আশঙ্কা হয়েছিল তার অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস তাদেরকে বিব্রত করবে। ৮১. তারপর আমি চাইলাম যেন তার পরিবর্তে ওদের প্রতিপালক ওদেরকে এক সন্তান দেন যে পবিত্রতায় হবে আরও বড় ও ভক্তি ভালোবাসায় হবে আরও অন্তরঙ্গ। ৮২. আর এ-দেওয়ালটি ছিল শহরের দুই এতিমের। তার নিচে ছিল গুপ্তধন। আর ওদের পিতা ছিল এক সৎকর্মপরায়ণ লোক। সেজন্য তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, ওরা যেন সাবালক হয় ও তারপর ওরা ওদের ধন উদ্ধার করে। আমি নিজ থেকে কিছু করি নি। তুমি যে-বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পার নি এটাই তার ব্যাখ্যা।'

AMARBOI.COM

॥ ১১ ॥

৮৩. ওরা তোমাকে জুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'আমি তোমাদের কাছে তার কথা বয়ান করব।' ৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম ও প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পথনির্দেশ করেছিলাম। ৮৫. সে এক পথ অবলম্বন করল। ৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছাল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে জুলকারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার বা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।'

৮৭. সে বলল, 'যে-কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব, তারপর তাকে প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে ও তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

৮৮. তবে যে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান হিসেবে আছে কল্যাণ ও তার সাথে ব্যবহার করার সময় আমি সহজভাবে কথা বলব।'

৮৯. আবার সে এক পথ ধরল। ৯০. চলতে চলতে যখন অরুণাচলে পৌছল তখন সে দেখল তা (সূর্য) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উঠছে যাদের জন্য সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমি কোনো আড়াল সৃষ্টি করি নি। ৯১ প্রকৃত ঘটনা এই, তার বিবরণ আমি ভালো ক'রে জানি।

৯২. আবার সে এক পথ ধরল। ৯৩. চলতে চলতে সে যখন পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝখানে পৌছুল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। ৯৪. ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে কর এই শর্তে দেব যে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গ'ড়ে দেবে?'

৯৫. সে বলল. 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই ভালো। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও ওদের মাঝখানে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। ৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার তাল নিয়ে আসো।' তারপর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার ঢিপি দুটো পাহাড়ের সমান হল তখন বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো।' যখন তা আগুনের মতো গরম হল তখন সে বলল, 'তোমরা গলানো তামা নিয়ে আসো, আমি তা ওর ওপর ঢেলে দেব।'

৯৭. এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তা পার হতে পারল না বা ভেদ করতেও পারল না। ৯৮. সে (জুলকারনাইন) বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন, আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

৯৯. সেদিন আমি ওদেরকে দলেদলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব, আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। তারপর আমি ওদের সকলকেই একত্র করব। ১০০. আর সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব অবিশ্বাসীদের কাছে, ১০১. যাদের চক্ষু আমার নিদর্শনের প্রতি ছিল অন্ধ, আর যাদের শোনারও ক্ষমতা ছিল না।

AMARBOI.COM

॥ ১২ ॥

১০২. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? আমি অবিশ্বাসীদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নাম তৈরি রেখেছি।

১০৩. বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে তাদের খবর দেব যারা কর্মে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত? ১০৪. ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে তারা সৎকর্ম করছে। ১০৫. ওরাই তারা যারা অস্বীকার করে ওদের

প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো ও তাঁর সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের বিষয়।' ওদের কর্ম তো নিষ্ফল। কিয়ামতের দিন ওদেরকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না। ১০৬. জাহান্নামই ওদের প্রতিফল, যেহেতু ওরা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নিদর্শনগুলো ও রসুলদের হাসিঠাট্টার ব্যাপার হিসেবে নিয়েছে।

১০৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, ১০৮. যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও এর পরিবর্তে তারা অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না।

১০৯. বলো, 'আমার প্রতিপালকের কথা (লেখার জন্য) যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এর সাহায্যার্থে এর মতো (আর-একটি সমুদ্র) আনলেও।'

১১০. বলো, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে আল্লাহ্ই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।'

AMARBOI.COM

১৯ সুরা মরিয়ম

রুকু : ৬ আয়াত : ৯৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সা'দ। ২. এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস জাকারিয়ার ওপর, ৩. যখন সে তার প্রতিপালককে নিভৃতে ডেকেছিল। ৪. সে বলেছিল, 'আমার হাড় নরম হয়ে গেছে, বুড়ো বয়সে আমার মাথার চুল সাদা চকচক করছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হই নি। ৫. আমি চলে যাওয়ার পর আমার ভয় স্বগোত্রদের নিয়ে। আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাই তুমি তোমার কাছ থেকে আমার উত্তরাধিকারী দাও, ৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে ও উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের। ৭. আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে (তোমার) সন্তোষজনক করো।'

৮. তিনি বললেন, 'হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া; এর আগে এ-নামে কারও নামকরণ করি নি।' ৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছেছি।'

১০. তিনি বললেন, 'এমনই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এ আমার জন্য সহজসাধ্য। আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

জাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটা নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে তুমি সুস্থ অবস্থায় কারও সাথে তিন দিন কথা বলবে না।'

১১. তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল ও ইঙ্গিতে তাকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমাকীর্তন করতে বলল।

১২. আমি বললাম, 'হে ইয়াহ্ইয়া! এ-কিতাব শক্ত করে ধরো।' আমি তাকে শৈশবে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা, ১৩. আর আমার কাছ থেকে দাক্ষিণ্য ও পবিত্রতা। সে ছিল সাবধানি, ১৪. পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত বা অবাধ্য ছিল না। ১৫. তার ওপর ছিল শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, আর (শান্তি) থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় আবার ওঠানো হবে।'

॥ ২ ॥

১৬. বর্ণনা করো এ-কিতাবে উল্লিখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিভৃতে পূর্বদিকে এক জায়গায় আশ্রয় নিল ১৭. এবং ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পরদা করল তখন আমি তার কাছে আমার রুহ্ (জিবরাইল)-কে পাঠালাম। সে তার কাছে পুরো মানুষের বেশে

আত্মপ্রকাশ করল। ১৮. মরিয়ম বলল, 'আমি তোমার থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে (কাছে এসো না)।'

১৯. সে বলল, 'তোমার প্রতিপালক তো আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।' ২০. মরিয়ম বলল, 'কেমন ক'রে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই।' ২১. সে বলল, 'এভাবেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এ আমার জন্য সহজ আর আমি তাকে সৃষ্টি করব মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসেবে। এ তো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।'

২২. তারপর (মরিয়ম) গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তাকে নিয়ে দূরে চলে গেল এক জায়গায়। ২৩. প্রসববেদনা তাকে এক খেজুরগাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়! এর আগে যদি আমার মরণ হ'ত, আর (আমাকে) কেউ মনে না রাখত।'

২৪. তারপর ফেরেশতা (গাছের) নিচ থেকে ডেকে বলল, 'তুমি দুঃখ কোরো না, তোমার পায়ের কাছে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। ২৫. আর তুমি তোমার দিকে খেজুরগাছের ডাল ঝাঁকাও, তোমাকে (তা) পাকা তাজা খেজুর দেবে। ২৬. সুতরাং খাও, পান করো ও চোখ জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, 'আমি করুণাময়ের উদ্দেশে রোজা-পালনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।'

২৭. তারপর সে তাকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে হাজির হল। ওরা বলল, 'মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ! ২৮. ও হারুনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না, আর তোমার মা-ও তো ব্যভিচারিণী ছিল না!'

২৯. তারপর সে (মরিয়ম) তার (ঈসার) দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?'

৩০. সে বলল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও আমাকে নবি করেছেন। ৩১. যেখানেই আমি থাকি-না কেন, তিনি আমাকে আশিসভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও জাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। ৩২. আর তিনি আমাকে উদ্ধত বা হতভাগ্য করেন নি। ৩৩. আমার ওপর শান্তি ছিল যেদিন আমি জন্মলাভ করেছিলাম ও (শান্তি) থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমার পুনরুত্থান হবে।'

৩৪. এ-ই মরিয়মপুত্র ঈসা, যে-বিষয়ে ওরা বিতর্ক করে।

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়। তিনি তো পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। ৩৬. (ঈসা বলেছিল) 'আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর উপাসনা করো। এ-ই সরল পথ।'

AMARBOI.COM

৩৭. তারপর বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে (ঈসার বিষয়ে) মতানৈক্য সৃষ্টি করল। তাই মহাদিনে অবিশ্বাসীদের হবে দুর্ভোগ। ৩৮. ওরা যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন ওরা স্পষ্ট শুনতে ও দেখতে পাবে। কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ৩৯. ওদেরকে পরিতাপের দিন সম্বন্ধে সতর্ক করে দাও, যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন ওরা অবুঝ আর ওরা বিশ্বাস করবে না। ৪০. পৃথিবী ও যারা সেখানে বাস করে আমি তাদের উত্তরাধিকারী আর তাদেরকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

॥ ৩ ॥

৪১. বর্ণনা করো এ-কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহিমের কথা, সে ছিল সত্যবাদী ও নবি। ৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না ও তোমার কোনো কাজে আসে না, তুমি তার উপাসনা কর কেন? ৪৩. হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসে নি, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। ৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা কোরো না। শয়তান তো করুণাময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে! ৪৫. হে আমার পিতা! আমার ভয় হয়, তোমাকে করুণাময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে ও তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বে।'

৪৬. সে বলল, 'হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেবদেবীকে ঘৃণা কর? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে (হত্যা করব)। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।' ৪৭. ইব্রাহিম বলল, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার ওপর বড় অনুগ্রহশীল। ৪৮. আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে আলাদা হলাম। আমি আমার প্রতিপালককে ডাকব। আশা করি, আমার প্রতিপালককে ডেকে আমি ব্যর্থ হব না।'

৪৯. তারপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের উপাসনা করত সেসব থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম, আর প্রত্যেককে নবি করলাম। ৫০. আর তাদেরকে আমি অনুগ্রহ করলাম, আর তাদেরকেক দিলাম সত্যিকারের মহান খ্যাতি।

॥ ৪ ॥

৫১. এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার কথা বর্ণনা করো; সে ছিল শুদ্ধচিত্ত, আর সে ছিল রসুল, নবি। ৫২. তাকে আমি তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং গূঢ়তত্ত্ব জানাবার জন্য আমি তাকে কাছে এনেছিলাম। ৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে তার ভাই হারুনকে দিলাম নবিরূপে।

AMARBOI.COM

৫৪. এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো, সে প্রতিশ্রুতি পালন করত, আর সে ছিল রসুল, নবি। ৫৫. সে তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, আর সে ছিল তার প্রতিপালকের প্রিয়পাত্র।

৫৬. এই কিতাবে উল্লিখিত ইদরিসের কথা বর্ণনা করো; সে ছিল সত্যবাদী, নবি। ৫৭. আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। ৫৮. নবিদের মধ্যে আল্লাহ্ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা : আদমের বংশধর ও যাদেরকে আমি নুহের সাথে নৌকায় চড়িয়েছিলাম তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর—যাদেরকে আমি পথের হদিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অশ্রুবিসর্জন করত। [সিজদা]

৫৯. তারপর তাদের পরে যারা এল তারা অপদার্থ। তারা নামাজ নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্ট—তার (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে, ৬০. কিন্তু তারা ছাড়া যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।

৬১. এ স্থায়ী জান্নাত—অদৃশ্য বিষয়—যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় তো আসবেই। ৬২. সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোনো নিরর্থক কথা শুনবে না আর সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনের উপকরণ। ৬৩. এ-ই জান্নাত, আমার দাসদের মধ্যে যারা সাবধানি তাদের উত্তরাধিকার।

৬৪. (জিবরাইল বলল) : 'আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে আর যা দুইয়ের মাঝে আছে তা তাঁরই। আর তোমার প্রতিপালক কখনও ভুল করেন না।'

৬৫. তিনি আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই উপাসনা করো ও তাঁর উপাসনায় ধৈর্য ধরো। তুমি কি তাঁর সমগুণবিশিষ্ট কাউকে জান?

॥ ৫ ॥

৬৬. মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমাকে কি জীবিত অবস্থায় আবার ওঠানো হবে?' ৬৭. মানুষের কি মনে নেই যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?

৬৮. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তো ওদেরকে ও শয়তানদেরকে একসাথে জড়ো করব ও পরে নতজানু করিয়ে আমি ওদেরকে জাহান্নামের চারদিকে উপস্থিত করব। ৬৯. তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে আল্লাহ্র সবচেয়ে অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই। ৭০. আর, আমি তো ওদের মধ্যে যারা (জাহান্নামে) প্রবেশের বেশি যোগ্য তাদের বিষয় ভালোই জানি।

www.amarboi.com

৭১. আর তোমাদের সকলকেই এ অতিক্রম করতে হবে। এ তোমার প্রতি-
পালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। ৭২. পরে আমি সাবধানিদের উদ্ধার করব এবং
সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

৭৩. ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত বয়ান করা হলে অবিশ্বাসীরা
বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'দুদলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেয় আর সমাজ হিসেবে
কোনটা উত্তম?' ৭৪. ওদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা
ওদের চেয়ে সম্পদে ও আপাতদৃষ্টিতে ভালো ছিল।

৭৫. বলো, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন,
যতক্ষণ না তারা তা প্রত্যক্ষ করবে যে-বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, সে
শাস্তি হোক বা কিয়ামতই হোক। তারপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট
ও শক্তিতে কে সবচেয়ে দুর্বল।'

৭৬. যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদেরকে পথনির্দেশে উন্নতি দান করেন;
আর সৎকর্মের ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কারপ্রাপ্তির দিক থেকে
শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

৭৭. তুমি কি লক্ষ করেছ ওকে, যে আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করে ও
বলে, 'আমাকে তো ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবেই।' ৭৮. সে কি অদৃশ্য
সম্বন্ধে জানে বা করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে? ৭৯. এ সত্য নয়।
তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব ও তাদের শাস্তি বাড়াতে থাকব। ৮০. সে যা
বলে তা আমার অধিকারে থাকবে আর সে আমার কাছে আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।
৮১. তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করে এ ভেবে যে ওরা তাদের সহায়
হবে। ৮২. না, এ ধারণা অবাস্তব, ওরা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে ও
তাদেরই বিরোধিতা করবে।

॥ ৬ ॥

৮৩. তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের কাছে মন্দ কাজে তাদের
বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি? ৮৪. সুতরাং তুমি তাদের
ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোরো না। আমি ওদের নির্ধারিত কাল গণনা করছি ৮৫.
যেদিন সাবধানিদেরকে করুণাময়ের কাছে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমি সমবেত
করব ৮৬. আর অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের
দিকে। ৮৭. যে করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি বা অনুমতি পেয়েছে সে ছাড়া
অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।

৮৮. তারা বলে, 'করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' ৮৯. তোমরা তো এক
আজব কথা বানিয়েছ। ৯০. (এর জন্য) হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী
বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ৯১. এজন্য যে, তারা করুণাময়ের
ওপর সন্তান আরোপ করে। ৯২. অথচ করুণাময়ের জন্য এ শোভন নয় যে তার
সন্তান হবে।

AMARBOI.COM

৯৩. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে করুণাময়ের কাছে তাঁর দাসরূপে উপস্থিত হবে না। ৯৪. তাঁর জ্ঞান তাদেরকে ঘিরে রেখেছে ও তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন। ৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে সকলকে একাই আসতে হবে। ৯৬. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে করুণাময় তাদের জন্য ভালোবাসা দান করবেন।

৯৭. আমি তো তোমার ভাষায় এ (কোরান) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানিদেরকে সুসংবাদ দিতে পার ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। ৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত মানুষকে ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও বা তাদের ক্ষীণ শব্দও কি তুমি শুনতে পাও?

AMARBOI.COM

২০ সুরা তাহা

রুকু : ৮ আয়াত : ১৩৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তা-হা। ২. তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার ওপর কোরান অবতীর্ণ
করি নি। ৩. এ কেবল তাদের উপদেশের জন্য যারা ভয় করে, ৪. যিনি সমুচ্চ
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এ অবতীর্ণ। ৫. করুণাময়
আরশে সমাসীন রয়েছেন। ৬. আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং
ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। ৭. তোমাকে উঁচু গলায় বলতে হবে না, আল্লাহ্
জানেন যা গুপ্ত ও যা অব্যক্ত। ৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।
সব সুন্দর নাম তাঁরই।

৯. মুসার বৃত্তান্ত কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? ১০. সে যখন আগুন দেখল
তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি,
সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে আগুন আনতে পারব বা আগুন থেকে
কোনো দিশা পাব।'

১১. তারপর যখন সে আগুনের কাছে এল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, 'হে
মুসা! ১২. নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি তোমার জুতো খুলে
ফেলো, কারণ তুমি এখন পবিত্র তোয়া উপত্যকায় রয়েছ। ১৩. আর আমি
তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা তুমি মন দিয়ে
শোনো। ১৪. আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। অতএব তুমি
আমার উপাসনা করো ও আমাকে স্মরণ ক'রে নামাজ কায়েম করো। ১৫. সময়
(কিয়ামত) ঠিকই আসবে, আমি এর কথা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই
নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে। ১৬. সুতরাং যে-ব্যক্তি (সেই) সময়ে
বিশ্বাস করে না, বরং নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে সেই (বিশ্বাস)
থেকে ফিরিয়ে না দেয়, দিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৭. হে মুসা! তোমার ডান
হাতে ওটা কী?' ১৮. সে বলল, 'এটা আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দি, আর এ
দিয়ে ভেড়ার পাতা পাড়ি, আর এ ছাড়া এর আরও অনেক কাজ আছে।'

১৯. আল্লাহ্ বললেন, 'হে মুসা, তুমি এটা ছোড়ো তো!' ২০. তারপর সে ওটা
ছুড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। ২১. তিনি বললেন,
'তুমি এটাকে ধরো, ভয় কোরো না, আমি এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।
২২. আর তোমার হাত বগলে রাখো, তা পরিষ্কার সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে আর-
এক নিদর্শনরূপে। ২৩. এইভাবে আমি তোমাকে আমার মহানিদর্শনগুলো কিছু
দেখাব। ২৪. তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

২৫. মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত ক’রে দাও ২৬. আর আমার কাজ সহজ ক’রে দাও। ২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর ক’রে দাও ২৮. যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। ২৯. আমার আত্মীয়দের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী দাও ৩০. আমার ভাই হারুনকে, ৩১. তাকে দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করো। ৩২. আর সে যেন আমার কাজের শরিক হয়, ৩৩. যাতে ক’রে আমরা বেশি ক’রে তোমার পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতে পারি, ৩৪. আর তোমাকে স্মরণ করতে পারি বেশি ক’রে। ৩৫. তুমি তো আমাদের এ সবই দেখ।’

৩৬. তিনি বললেন, ‘হে মুসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল। ৩৭. আর আমি তো তোমার ওপর আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম, ৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের মনে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম ৩৯. এইভাবে : ‘তুমি তাকে (শিশু মুসাকে) সিন্দুকের মধ্যে রেখে নীল সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও যাতে সমুদ্র ওকে তীরে ঠেলে নিয়ে যায়—ওকে আমার শত্রু ও ওর শত্রুর কাছে নিয়ে যায়।’ ৪০. আর আমি নিজ অনুগ্রহে তোমাকে প্রিয়দর্শন করেছিলাম যে, এই অবস্থায় তুমি আমার চোখের সামনে লালিতপালিত হবে। যখন তোমার বোন এসে বলল, ‘আমি কি তোমাদেরকে ব’লে দেব কে একে লালনপালন করবে?’ তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম যেন তোমার মায়ের চোখ জুড়ায় আর তুমিও কোনো দুঃখ না পাও। আর (এরপর) তুমি একটি লোককে খুন করেছিলে; তারপর আমি তোমাকে মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি দিই। আমি তো তোমাকে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছি। তারপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বাস করেছিলে! হে মুসা! এরপর তুমি এসেছ নির্ধারিত সময়ে। ৪১. আর আমি তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরি করেছি। ৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, আর আমাকে স্মরণ করতে আলস্য কোরো না; ৪৩. তোমরা দুজনে ফেরাউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন ক’রে চলেছে। ৪৪. তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো-বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে, বা ভয়ও পেতে পারে।’

৪৫. তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদের যাওয়ামাত্রই আমাদেরকে শাস্তি দেবে বা অন্যায় ব্যবহার ক’রে সীমালঙ্ঘন করবে।’

৪৬. তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় কোরো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। আমি সবই শুনি, সবই দেখি। ৪৭. অতএব তোমরা তার কাছে যাও ও বলো, ‘আমরা দুজন তোমার প্রতিপালকের রসুল, সুতরাং আমাদের সাথে বনি-ইসরাইলদের যেতে দাও, আর তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তো তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন এনেছি, আর যারা সৎপথ অনুসরণ করবে তাদের জন্য শান্তি। ৪৮. নিশ্চয় আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে।

যে-ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করবে বা মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য তো রয়েছে শাস্তি।'

৪৯. ফেরাউন বলল, 'হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?' ৫০. মুসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।'

৫১. ফেরাউন বলল, 'তা হলে আগের আমলের লোকের কী হাল হবে?' ৫২. মুসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না বা তিনি ভুলেও যান না, ৫৩. যিনি তোমাদের জন্য প্রসারিত করেছেন পৃথিবীকে আর ওতে তোমাদের জন্য ক'রে দিয়েছেন চলার পথ। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামান আর তা দিয়ে জোড়া জোড়া উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন, যার একটার সাথে আর-একটার মিল নেই। ৫৪. তোমরা খাও, আর তোমাদের পশুদের চরাও; নিশ্চয় এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।'

॥ ৩ ॥

৫৫. আমি (মাটি) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, ওর মাঝে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব, আবার ওর মধ্য হতে তোমাদেরকে বের করব। ৫৬. আমি অবশ্যই ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অস্বীকার করেছে। ৫৭. সে বলল, 'হে মুসা! তুমি কি জাদুবলে আমাদেরকে দেশ থেকে বের ক'রে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছ? ৫৮. বেশ, তোমার জাদুর মতোই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মোকাবিলার জন্য স্থানকাল ঠিক করো, আমরা কেউ তার খেলাফ করতে পারব না, আর তুমিও করবে না।' ৫৯. মুসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন, আর সেদিন লোকজন জমায়েত হবে বেলা এক প্রহরের সময়।'

৬০. তারপর ফেরাউন চ'লে গেল, পরে সে তার জাদুকরদের একত্র ক'রে হাজির হল। ৬১. মুসা ওদেরকে বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ কোরো না। করলে, তিনি তোমাদের সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা বানায় সে ব্যর্থ হয়।'

৬২. ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ও গোপনে পরামর্শ করল। ৬৩. ওরা বলল, 'এরা দুজন নিশ্চয় জাদুকর, তারা জাদুবলে তোমাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে চায়। এবং তোমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে একেবারে নস্যাৎ করতে চায়। ৬৪. অতএব তোমাদের জাদুর তোড়জোড় ঠিকঠাক করো, তারপর সারি বেঁধে দাঁড়াও। আর আজ যে জিতবে সে-ই হবে সফলকাম।'

৬৫. ওরা বলল, 'হে মুসা! প্রথমে তুমি ছুড়বে, না আমরা ছুড়ব?' ৬৬. মুসা বলল, 'বরং তোমরাই ছোড়ো।' ওদের জাদুর ফলে মনে হল ওদের দড়াদড়ি ও লাঠিসোটাগুলো যেন ছুটোছুটি করছে। ৬৭. তখন মুসার মনেও একটু ভয় করতে লাগল। ৬৮. আমি বললাম, 'ভয় কোরো না, তুমিই (হবে) প্রবল। ৬৯. তোমার

AMARBOI.COM

ডান হাতে যা আছে তা ছোড়ো, ওরা যা করেছে তা এ গিলে ফেলবে, ওরা যা
করছে তা কেবল জাদুকরের খেলা। জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।'
৭০. তারপর জাদুকররা সিজদা করল ও বলল, 'আমরা হারুন ও মুসার
প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' ৭১. ফেরাউন বলল, 'কী? আমি
তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস করলে? নিশ্চয় এ
তোমাদের নেতা যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের
হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটবই আর খেজুরগাছের ওপরে তোমাদেরকে শূলে
চড়াব; আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কত কঠিন
আর কতক্ষণ স্থায়ী।'
৭২. (জাদুকররা) বলল, 'আমাদের কাছে যে স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ এসেছে তার
ওপরে, আর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপরে তোমাকে আমরা প্রাধান্য
দেব না। সুতরাং তুমি যা হুকুম করতে চাও করো। তুমি তো হুকুম চালাতে পার
এই পার্থিব জীবনটুকুর ওপর। ৭৩. আমরা আমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস
স্থাপন করেছি। আমাদের অপরাধ, আর তোমার জবরদস্তির জন্য আমরা যে-জাদু
করেছি, তা যেন তিনি ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তো মঙ্গলময় ও চিরস্থায়ী।'
৭৪. যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো
জাহান্নাম আছে, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।
৭৫. আর যারা তাঁর কাছে বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম ক'রে উপস্থিত হবে তাদের
জন্য আছে উঁচু মর্যাদা, ৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা
থাকবে চিরকাল; আর এ-পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র।

॥ ৪ ॥

৭৭. আমি অবশ্যই মুসার ওপর এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম, 'আমার
দাসদেরকে নিয়ে এই রাতেই বের হয়ে পড়ো, আর ওদের জন্য সাগরের মাঝখানে
কোনো শুকনো পথ অবলম্বন করো। ভয় পেয়ো না যে, কেউ পিছন থেকে এসে
তোমাকে ধ'রে ফেলবে, ঘাবড়ে যেয়ো না।'
৭৮. তারপর ফেরাউন তার লোকলশকর নিয়ে তাদেরকে তাড়া করল, কিন্তু
সমুদ্র ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল। ৭৯. আর ফেরাউন তো তার
সম্প্রদায়কে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল, ঠিক পথ দেখায় নি।
৮০. হে বনি-ইসরাইল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার
করেছিলাম ও তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।
আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম। ৮১. আর (বলেছিলাম)
তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিলাম তার থেকে ভালো ভালো জিনিস খাও।
আর এ-বিষয়ে সীমালঙ্ঘন কোরো না; করলে, তোমাদের ওপর নিশ্চয় গজব
পড়বে, আর যার ওপর আমার গজব অবধারিত হয় সে তো হালাক হয়ে যাবে।
৮২. আমি অবশ্যই তার জন্য ক্ষমাশীল যে অনুতাপ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম

AMARBOI.COM

করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। ৮৩. কিন্তু হে মুসা! নিজের সম্প্রদায়কে পেছনে
ফেলে তুমি তাড়াহুড়ো ক'রে কেন আগেই হাজির হলে?'
৮৪. সে বলল, 'ওরা ঐ তো আমার পেছনে আসছে, আর হে আমার
প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম তুমি সন্তুষ্ট হবে ব'লে।' ৮৫.
তিনি বললেন, 'তোমার চ'লে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষা
করেছি, আর সামেরি তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছে।'
৮৬. তারপর রাগে ও দুঃখে মুসা ফিরে গেল তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে
বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম
প্রতিশ্রুতি দেন নি? তবে প্রতিশ্রুতির কাল কি বিলম্বিত হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ
তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক, আর সেজন্যই কি আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ
করলে?'
৮৭. ওরা বলল, 'আমরা তোমাকে দেওয়া অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় খেলাফ করি নি,
তবে আমাদের ওপর লোকের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর
আমরা তা (আগুনে) ছুড়ে ফেলে দিই, ঐভাবে সামেরিও ফেলে দেয়। ৮৮. তারপর
সে ওদের জন্য একটা গোবৎস গড়ল, যা গোরুর মতো শব্দ করতে থাকে। ওরা
বলল, 'এ তোমাদের উপাস্য আর মুসারও উপাস্য, কিন্তু মুসা ভুলে গেছে।'
৮৯. তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না, আর
তাদের কোনো খারাপ বা ভালো করার ক্ষমতাও রাখে না?

॥ ৫ ॥

৯০. হারুন ওদেরকে পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দিয়ে তো
তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করা হচ্ছে। তোমাদের প্রতিপালক করুণাময়, সুতরাং
তোমরা আমাকে অনুসরণ করো ও আমার আদেশ মেনে চলো।' ৯১. ওরা
বলেছিল, 'আমাদের কাছে মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা-অর্চনা থেকে
কিছুতেই বিরত হব না।'
৯২. মুসা বলল, 'তুমি যখন দেখলে ওরা ভুল পথে যাচ্ছে তখন কিসে
তোমাকে নিবৃত্ত করল, ৯৩. আমাকে অনুসরণ করতে? তবে কি আমার হুকুম তুমি
মান নি?' ৯৪. হারুন বলল, 'হে আমার আপন ভাই! আমার দাড়ি ও চুল ধ'রে
টেনো না; আমি এই আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে 'তুমি বনি-ইসরাইলের
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ আর তুমি আমার কথার মর্যাদা দাও নি।'
৯৫. মুসা বলল, 'হে সামেরি! তোমার ব্যাপার কী?' ৯৬. সে বলল, 'আমি যা
দেখেছিলাম তা ওরা দেখে নি। তারপর আমি রসুলের (জিবরাইলের) পায়ের চিহ্ন
থেকে এক মুঠো (ধুলো) নিয়েছিলাম ও তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, আর আমার
আত্মা আমাকে প্ররোচিত করেছিল এইভাবে।'
৯৭. মুসা বলল, 'দূর হয়ে যাও! আর তোমার জন্য এ সাব্যস্ত হল যে তুমি
সারাজীবন সকলকে ব'লে বেড়াবে, 'আমাকে স্পর্শ কোরো না', আর তুমি এর

AMARBOI.COM

খেলাফ করবে না—এই তোমার ওপর নির্দেশ। আর তুমি তোমার উপাস্যকে দেখে যাও যার পূজায় তুমি ব্যস্ত ছিলে, আমরা ওকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব, তারপর সাগরে ছড়িয়ে দেব ওর (ছাই)।'

৯৮. একমাত্র আল্লাহ্ই তো তোমাদের উপাস্য, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, সকল বিষয়ই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। ৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ তোমাকে আমি এভাবে বয়ান করি। আর আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে উপদেশ (কোরান) দান করেছি। ১০০. এ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিনে (মহাপাপের) ভার বইবে। ১০১. ওর মধ্যে ওরা চিরকাল থাকবে। আর কিয়ামতের দিন এ-বোঝা ওদের জন্য হবে কত মন্দ!

১০২. যেদিন সিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে (ভয়ে) নীল-চক্ষুবিশিষ্ট করে সমবেত করব। ১০৩. ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে 'তোমরা (পৃথিবীতে) মাত্র দশ দিন বাস করেছিলে।' ১০৪. ওরা কী বলবে আমি তা ভালো জানি। ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন বাস করেছিলে।'

॥ ৬ ॥

১০৫. ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'আমার প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে উৎপাটন ক'রে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।' ১০৬. তারপর তিনি জমিনকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন, যেখানে ১০৭. তুমি উঁচুনিচু দেখবে না।

১০৮. সেদিন ওরা সমনকারীকে অনুসরণ করবে, এদিক-ওদিক করা চলবে না। করুণাময়ের সম্মুখে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। পদশব্দ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। ১০৯. করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। ১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনি জানেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে তারা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। ১১১. চিরঞ্জীব অনাদির কাছে সকলেই মুখ নিচু করে থাকবে। আর যে অত্যাচারের ভার বহন করবে সে হতাশ হয়ে পড়বে। ১১২. আর যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে তার কোনো অত্যাচার বা ক্ষতির ভয় থাকবে না।

১১৩. এভাবে আমি আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি আর ওর মধ্যে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা ভয় করে বা স্মরণ করে। ১১৪. ওপরে আল্লাহ্ মালিক সত্য। তোমার ওপর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরান পড়তে তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।'

১১৫. আমি অবশ্যই এর আগে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তার মধ্যে দৃঢ়সংকল্প পাই নি।

AMARBOI.COM

॥ ৭ ॥

১১৬. আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা করো।' ইবলিস
ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করে বসল।

১১৭. আমি বললাম, 'হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে
যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের ক'রে না দেয়, দিলে তোমরা
দুঃখকষ্ট পাবে। ১১৮. তোমার জন্য এ-ই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত বা উলঙ্গ
বোধ করবে না, ১১৯. এবং পিপাসা বা রোদের তাপ তোমাকে কষ্ট দেবে না
সেখানে।'

১২০. তারপর শয়তান তাকে ফুসমন্তর দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি
তোমাকে অমরতা ও অক্ষয়রাজ্যের গাছের কথা ব'লে দেব?' ১২১. তারপর যখন
তারা ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল আর তারা
বাগানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। আদম তাঁর
প্রতিপালকের অবাধ্য হল, তাই সে হল পথভ্রষ্ট।

১২২. এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি
ক্ষমাপরবশ হলেন আর তাকে পথের নির্দেশ দিলেন। ১২৩. তিনি বললেন,
'তোমরা একে অপরের শত্রু হিসেবে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে
আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পক্ষ অনুসরণ
করবে সে বিপদগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না, ১২৪. আর যে আমার স্মরণে
বিমুখ হবে তার জীবনের ভোগসম্ভার সংকুচিত হবে আর আমি তাকে কিয়ামতের
দিন অন্ধ অবস্থায় ওঠাব।'

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ করে ওঠালে,
আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান?' ১২৬. তিনি বলবেন, 'তুমি এমনই ছিলে। আমার
নিদর্শনগুলো তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে, আর
এভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হল।' ১২৭. আর এভাবেই আমি তাকে
প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করে না।
পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই আরও কঠিন, আরও স্থায়ী।

১২৮. আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে
এরা ঘোরাফেরা ক'রে থাকে। তা কি তাদেরকে সৎপথ দেখাল না? অবশ্যই এর
মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

॥ ৮ ॥

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ও কাল নির্ধারিত না থাকলে
শাস্তি তো এসেই যেত। ১৩০. সুতরাং ওরা যা বলে সে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরো
আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো,
আর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রে ও দিনে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

AMARBOI.COM

১৩১. আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে-কাউকে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ কোরো না। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরণ আরও ভালো ও আরও স্থায়ী।

১৩২. তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও সে-ব্যাপারে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আমিই তোমাকে জীবনের উপকরণ দিই। আর সাবধানিদের পরিণাম তো শুভ।

১৩৩. ওরা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের জন্য কোনো নিদর্শন আনে না কেন?' আগের কিতাবগুলোতে কি ওদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয় নি?

১৩৪. যদি তার (আসার) আগে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমি ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে একজন রসুল পাঠালে না কেন? পাঠালে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।'

১৩৫. বলো, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। তারপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে আছে ও কারা সৎপথ অবলম্বন করছে।'

AMARBOI.COM

২১ সুরা আম্বিয়া

রুকু : ৭ আয়াত : ১১২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. মানুষের হিসাবনিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২. যখনই ওদের কাছে ওদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে ওরা তো হাসিঠাট্টা করতে করতে শোনে, ৩. তাদের মন সাড়া দেয় না। সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখেশুনে জাদুর খপ্পরে পড়বে?'

৪. (রসুল) বলল, 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক জানেন, আর তিনি তো সবই জানেন।'

৫. ওরা বলল, 'অলীক স্বপ্ন! না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নিদর্শন আনুক যেমন নিদর্শন দিয়ে পূর্বসূরিদের পাঠানো হয়েছিল।' ৬. এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে?

৭. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ দিয়ে মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে জিজ্ঞাসা করো। ৮. আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নি যে তাদের খাবার খেতে হ'ত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। ৯. তারপর আমি তাদেরকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি ওদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। ১০. আমি তোমাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

॥ ২ ॥

১১. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করেছিল, এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। ১২. তারপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই ওরা জনপদ থেকে পালাতে লাগল। ১৩. (ওদেরকে বলা হয়েছিল), 'পালিয়ো না, বরং ফিরে এসো তোমাদের আরাম-আয়েশের কাছে ও তোমাদের বাসগৃহে, যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।'

১৪. ওরা বলেছিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।' ১৫. আমি ওদের কাটা শস্য ও নেভানো আগুনের মতো না করা পর্যন্ত ওদের এ-আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নি।

AMARBOI.COM

১৬. আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের মাঝে কোনোকিছুই আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। ১৭. আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই তা করতাম; আমি তা করি নি। ১৮. বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি; আমি মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিই, আর তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা বলছ তার জন্য!

১৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না ও ক্লান্তিও বোধ করে না। ২০. তারা দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে; তারা শৈথিল্য করে না।

২১. ওরা মাটি থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে? ২২. যদি আল্লাহ্ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে অন্যান্য উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। ২৩. তিনি যা করেন সে-বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। ২৪. ওরা কি তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলো, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য এ-ই উপদেশ। আর এ-ই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু ওদের অধিকাংশই আসল সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৫. 'আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাই আমারই উপাসনা করো'—এই প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি তোমার পূর্বে কোনো রসুল পাঠাই নি।

২৬. ওরা বলে, 'করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন!' তিনি তো পবিত্র, মহান; বরং (যাদের আল্লাহ্র সন্তান বলা হয়) তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। ২৭. তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না। তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। ২৮. তাদের সামনে-পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনি জানেন। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য যাদের ওপর তিনি সন্তুষ্ট ও যারা তাঁর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।

২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, 'তিনি ছাড়াও আমি একজন উপাস্য, তাকে আমি প্রতিদান দেব জাহান্নামে। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।'

॥ ৩ ॥

৩০. অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল? তারপর আমি উভয়কে পৃথক ক'রে দিলাম এবং প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? ৩১. আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী ওদেরকে নিয়ে এদিকে বা ওদিকে ঢ'লে না যায়, আর আমি ওর মধ্যে প্রশস্ত পথ ক'রে দিয়েছি যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। ৩২. আর আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ, তবু ওরা তার

AMARBOI.COM

নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

৩৪. আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করি নি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে?

৩৫. প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৬. অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে, 'এ কি সে যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে?' ওরাই তো করুণাময়ের কোনো উল্লেখ করলে বিরোধিতা করে।
৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বোলো না।

৩৮. আর ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্য বল তবে বলো এ-প্রতিশ্রুতি কখন সত্য হবে?' ৩৯. হায়, যদি অবিশ্বাসীরা সে-সময়ের কথা জানত, যখন ওরা ওদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ঠেকাতে পারবে না আর ওদের সাহায্যও করা হবে না! ৪০. না, ওদের ওপর হঠাৎ ক'রে তা আসবে ও ওদেরকে হতবুদ্ধি ক'রে দেবে। আর ওরা তা রুখতে পারবে না। আর ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৪১. তোমার পূর্বেও বহু রসুলকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছিল। শেষে তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তা বিদ্রূপকারীদেরকেই ঘিরে ফেলেছিল।

॥ ৪ ॥

৪২. বলো, 'রাত্রিতে বা দিনে রহমান (করুণাময়) থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?' তবুও ওরা ওদের প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৩. তবে কি আমি ছাড়া ওদের এমন দেবদেবী রয়েছে যারা ওদের রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদেরকে কেউই সাহায্যও করবে না। ৪৪. বরং আমি ওদেরকে ও ওদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম এবং ওদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। ওরা কি দেখছে না যে আমি ওদের পৃথিবীকে চারদিক থেকে ছোট ক'রে আনছি? তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে?

৪৫. বলো, 'আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দিয়েই তোমাদেরকে সতর্ক করি।' কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তারা সতর্কবাণী শোনে না। ৪৬. তোমার প্রতিপালকের শাস্তির লেশমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা ব'লে উঠবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী!'

৪৭. আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও ওপর কোনো অবিচার করা হবে না, আর যদি তিলপরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবু তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণ করতে আমিই যথেষ্ট।

AMARBOI.COM

৪৮. আমি অবশ্যই মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান (ন্যায় ও অন্যায়ের
মীমাংসা), আলো ও উপদেশ, সাবধানিদের জন্য, ৪৯. যারা না দেখেও তোমাদের
প্রতিপালককে ভয় করে ও কিয়ামত সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত! ৫০. এ কল্যাণময়
উপদেশ, আমিই এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি। তবু তোমরা একে অস্বীকার কর?

॥ ৫ ॥

৫১. আমি তো এর পূর্বে ইব্রাহিমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম ও আমি
তার সম্বন্ধে ভালো করেই জনতাম। ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে
বলল, 'এই যে মূর্তিগুলো যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলো কী?'

৫৩. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।'

৫৪. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষরাও ছিল (বিভ্রান্তিতে)।'

৫৫. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য এনেছ, না তুমি ঠাট্টা করছ?'

৫৬. সে বলল, 'না, তোমাদের প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক,
তিনি তো ওদের সৃষ্টি করেছেন আর এ-বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। ৫৭. আল্লাহ্‌র
শপথ! তোমরা চ'লে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা
নেব।'

৫৮. তারপর সে ওদের প্রধান মূর্তি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিকে ভেঙেচুরে দিল, যাতে ওরা তার শরণাপন্ন হয়।

৫৯. ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাদের কে এমন করল? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।'

৬০. কেউ-কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, (সবাই) তাকে ইব্রাহিম ব'লে ডাকে।'

৬১. ওরা বলল, 'তাকে লোকজনের সামনে উপস্থিত করো, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।'

৬২. ওরা বলল, 'হে ইব্রাহিম! তুমিই কি আমাদের দেবতাদের এমন অবস্থা করেছ?'

৬৩. সে বলল, 'এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো-না, যদি এরা কথা বলতে পারে।'

৬৪. তখন ওরা মনেমনে চিন্তা ক'রে দেখল ও একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী!'

৬৫. তারপর ওদের মাথা হেঁট হয়ে গেল ও ওরা বলল, 'তুমি তো ভালোই জান যে এরা কথা বলে না।'

৬৬. ইব্রাহিম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে

AMARBOI.COM

না? ৬৭. ধিক তোমাদেরকে আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর
তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

৬৮. ওরা বলল, 'তবে ওকে (ইব্রাহিমকে) পুড়িয়ে ফেলো, সাহায্য করো
তোমাদের দেবতাদেরকে, যদি (একান্তই) কিছু করতে চাও।'

৬৯. আমি বললাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে
যাও।' ৭০. ওরা ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি
ওদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করলাম।

৭১. আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে সে-দেশে গেলাম, যেখানে
আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। ৭২. আর আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম
ইসহাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব, আর প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ
করেছিলাম। ৭৩. আর তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে
মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করত। তাদেরকে আদেশ করেছিলাম সৎকাজ করতে,
নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত প্রদান করতে। তারা আমারই উপাসানা করত।

৭৪. আর আমি লুতকে হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাকে এক জনপদ
থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। ওরা ছিল এক
খারাপ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। ৭৫. আর আমি ওকে অনুগ্রহ করেছিলাম। সে ছিল
সৎকর্মপরায়ণদের একজন।

॥ ৬ ॥

৭৬. স্মরণ করো নুহ্‌কে; পূর্বে সে যখন ডেকেছিল তখন আমি তার ডাকে সাড়া
দিয়েছিলাম আর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।
৭৭. আর আমি তাকে সে-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার
নির্দেশগুলো অস্বীকার করেছিল, ওরা ছিল এক খারাপ সম্প্রদায়। এজন্যই ওদের
সকলকেই আমি ডুবিয়েছিলাম।

৭৮. আর স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল
এক শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে যেখানে রাত্রে এক লোকের ভেড়া ঢুকে পড়েছিল। আমি
তাদের বিচার দেখছিলাম। ৭৯. আর আমি সুলায়মানকে এ-বিষয়ের মীমাংসা
জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।
আমি পাহাড় ও পাখিদের জন্য নিয়ম ক'রে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সাথে
আমার পবিত্র মহিমাকীর্তন করে। আমিই ছিলাম এইসবের কর্তা। ৮০. আমি
তাকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে শিখিয়েছিলাম, যা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা
করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

৮১. আর দুরন্ত বাতাসকে সুলায়মানের বশ করেছিলাম; তা তার আদেশ
অনুসারে সে-দেশের দিকে বইত যার জন্য আমি মঙ্গল রেখেছিলাম। প্রত্যেক
ব্যাপারই আমি ভালো করে জানি।

AMARBOI.COM

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরির কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের ওপর নজর রাখতাম।

৮৩. আর স্মরণ করো আইউবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, 'আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়াল।' ৮৪. আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার দুঃখকষ্ট দূর করেছিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। (এ) আমার আশীর্বাদ। যারা উপাসনা করে তাদের জন্য এক উপদেশ।

৮৫. আর স্মরণ করো ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। ৮৬. আর তাদেরকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

৮৭. আর স্মরণ করো জুন-নুন (মৎস্যাধিকারী ইউনুস)-এর কথা যখন সে রাগ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল আর মনে করেছিল আমি তাকে বিপদে ফেলব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।' ৮৮. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার ক'রে থাকি।

৮৯. আর স্মরণ করো জাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান ক'রে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।' ৯০. তারপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া ও তার জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধ্যাত্বমুক্ত করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ভরসা ও ভয়ের সাথে ডাকত আর আমার কাছে তারা ছিল বিনীত।

৯১. আর স্মরণ করো সেই নারীকে (মরিয়মকে) যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। তারপর তার মধ্যে আমি আমার রুহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করেছিলাম।

৯২. তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক, তাই আমার উপাসনা করো। ৯৩. কিন্তু (তারা) নিজেদের কাজকর্মে একে অপরের বিরুদ্ধে বিভক্ত। প্রত্যেককেই আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

॥ ৭ ॥

৯৪. সুতরাং কেউ সৎকর্ম করলে ও বিশ্বাস করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না, আর আমি তো তা লিখে রাখি।

৯৫. যে-জনগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করছি তার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তারা আর ফিরে আসবে না, ৯৬. যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রত্যেক পাহাড় থেকে ছুটে আসবে। ৯৭. সত্য

AMARBOI.COM

প্রতিশ্রুতি আসন্ন হলে দেখবে অবিশ্বাসীদের চোখ ভয়ে কেমন স্থির হয়ে যাবে। ওরা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ-বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। না, আমরা তো সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।'

৯৮. তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই সেখানে প্রবেশ করবে। ৯৯. যদি ওরা উপাস্যই হ'ত তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। ওরা সকলে সেখানেই চিরকাল থাকবে। ১০০. সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে আর সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না। ১০১. যাদের জন্য আমি পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত করেছি তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে। ১০২. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না। আর তাদের মন যা চায় তারা তা চিরকাল ভোগ করবে। ১০৩. সেখানে (জান্নাতে) মহাভয় তাদেরকে বিষাদগ্রস্ত করবে না; আর ফেরেশতারা তাদেরকে এই বলে অভ্যর্থনা করবে, 'এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।'

১০৪. সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই।

১০৫. জবুর কিতাবে উপদেশ উল্লেখের পর আমি লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে। ১০৬. এতে সে-সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে।

১০৭. আমি তোমাকে বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে পাঠিয়েছি। ১০৮. বলো, 'আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং তোমরা কি মুসলমান হবে (আত্মসমর্পণ করবে)?'

১০৯. যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তুমি বলো, 'আমি তোমাদের সকলের কাছে এমনিভাবে ঘোষণা করেছি, যদিও আমি জানি না, তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসন্ন না দূরে। ১১০. তিনি তো জানেন তোমরা মুখে যা বল ও যা লুকিয়ে রাখ। ১১১. আমি জানি না, হয়তো এ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা, আর জীবনের উপভোগ তো কিছুকালের জন্য।'

১১২. (রসুল) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ভাবে বিচার ক'রে দাও। আমাদের প্রতিপালক তো করুণাময়। তোমরা যেকথা বলছ, তার জন্য তাঁরই সাহায্য নিতে হবে।'

AMARBOI.COM

২২ সুরা হজ

রুকু : ১০ আয়াত : ৭৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। ২. সেদিন দেখতে পাবে প্রত্যেক মা যে দুধ দেয় তার দুধের ছেলেকে ভুলে যাবে ও প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখাবে মাতালের মতো, যদিও তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তো কঠিন।

৩. মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। ৪. শয়তান সম্বন্ধে এ-নিয়ম ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে ও তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

৫.হে মানবজাতি! পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর আংশিক আকারপ্রাপ্ত ও আংশিক আকারহীন চর্বিতপ্রতিম মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে আমার শক্তি প্রকাশ করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা আমি এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণযৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটবে আবার কেউ-কেউ বয়সের শেষপ্রান্তে পৌঁছবে, সবকিছু জানার পরও তার কোনো জ্ঞান থাকবে না।

৬. তুমি মাটিকে দেখ নিষ্প্রাণ, তারপর আমি সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানান সুন্দর জিনিস। এ-ই তো প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবনদান করেন, আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৭. কিয়ামত ঘটবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে আল্লাহ্ তাদেরকে আবার ওঠাবেন। ৮. তবু মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশ ছাড়া, আলোকময় কিতাব ছাড়া আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কূটতর্ক করে। ৯. (অন্যদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য সে দম্ভভরে বিতণ্ডা করে। তার জন্য এই দুনিয়ায় আছে লাঞ্ছনা। কিয়ামতের দিনে আমি তাকে পুড়িয়ে শাস্তির স্বাদ নেওয়াব। ১০. সেদিন তাকে বলা হবে 'এ তো তোমার কৃতকর্মের ফল; কারণ, আল্লাহ্ দাসদের ওপর জুলুম করেন না।'

॥ ২ ॥

১১. মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ দ্বিধার সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায়

AMARBOI.COM

ফিরে যায়। সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-ই তো স্পষ্ট ক্ষতি। ১২.
ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এ-ই চরম বিভ্রান্তি! ১৩. ওরা এমন কিছুকে
ডাকে যা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করে। কত খারাপ এ-অভিভাবক, আর কত খারাপ এ-সহচর! ১৪. যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

১৫. যে-কেউ মনে করে আল্লাহ্ তাকে (রসুলকে) ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবেন না, সে ঘরের ছাদে রশি ঝুলিয়ে নিজকে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করুক। তারপর সে দেখুক তার কৌশল তার আক্রোশের কারণ দূর করে কি না।

১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে এ অবতীর্ণ করেছি। আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

১৭. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিষ্টান, মাজুস (অগ্নিউপাসক) ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

১৮. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, আর মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। [সিজদা]

১৯. (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) দুটি দল তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা অবিশ্বাস করে ওদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ২০. যাতে ওদের চামড়া আর ওদের
পেটে যা আছে তা গলে যায়। ২১. আর ওদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।

২২. যখনই ওরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বেরুতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (ওদেরকে বলা হবে) 'দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।'

॥ ৩ ॥

২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তাদেরকে সোনা ও মুক্তার কঙ্কণ দিয়ে অলংকৃত করা হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ২৪. তাদেরকে
সৎবাক্যের অনুসারী করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত হয়েছিল।

২৫. যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আর যে মসজিদ-উল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, আর যে সীমালঙ্ঘন ক'রে মসজিদ-উল-হারামে পাপকাজ করতে ইচ্ছা করে তাকেও।

॥ ৪ ॥

২৬. আর স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কা'বাঘরের জায়গা ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম, (তখন) আমি বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরিক দাঁড় করিয়ো না ও আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে ও যারা নামাজে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।

২৭. আর মানুষের কাছে হজ ঘোষণা ক'রে দাও। ওরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও ধাবমান উঠের পিঠে চ'ড়ে, আসবে দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম ক'রে, ২৮. যাতে ওরা ওদের মঙ্গল লাভ করে, আর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ওরা আল্লাহ্‌র নাম নেয় আনআম (গবাদিপশু) জবাই করার সময়, যা জীবনের উপকরণ হিসেবে তাদেরকে তিনি দিয়েছেন। তোমরা তার থেকে খাও ও অভাবী ফকিরদেরও খাওয়াও।

২৯. তারপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কা'বা) তাওয়াফ করে। ৩০. এ-ই (হজ)। আর কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য ভালো। তোমাদের কাছে উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনআম (গবাদিপশু) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা প্রতিমারূপ অপবিত্রতাকে বর্জন করো ও দূরে থাকো মিথ্যা কথা থেকে, ৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর কোনো শরিক না ক'রে। আর যে-কেউ আল্লাহ্‌র শরিক করে তার অবস্থা এমন যেন সে আকাশ থেকে পড়ল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, বা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূর জায়গায় ফেলে দিল।

৩২. এ-ই তাঁর বিধান। আর কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে সম্মান করলে সে তো তা (করে) হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠা থেকে। ৩৩. এসব (কোরবানির) পশুর মধ্যে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য নানা উপকার রয়েছে; তারপর ওদের (কোরবানির) জায়গা হবে প্রাচীন ঘরের (কা'বার) কাছে।

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৩৪. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য (কোরবানির) নিয়ম ক'রে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনের উপকরণ হিসেবে যেসব গবাদিপশু দিয়েছি সেগুলো জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো ও সুসংবাদ দাও বিনীতদের, ৩৫. যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে।

৩৬. আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন করেছি। তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ওদেরকে

জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে প'ড়ে যায়
তখন তোমরা তা থেকে খাও আর খাওয়াও যে চায় না তাকে, আর যে চায়
তাকেও। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছি যাতে তোমরা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে ওদের মাংস বা রক্ত পৌঁছায় না, বরং
পৌঁছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন ক'রে
দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, এজন্য যে তিনি তোমাদের
পথপ্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তুমি সৎকর্মপরায়ণদের খবর দাও।

৩৮. আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক
অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না।

॥ ৬ ॥

৩৯. যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের প্রতি
অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। ৪০.
তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে শুধু এজন্য যে তারা বলে,
'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে আর-এক
দল দিয়ে বাধা না দিতেন তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (খ্রিষ্টানদের) মঠ ও গির্জা,
ধ্বংস হয়ে যেত (ইহুদিদের) ভজনালয়, আর মসজিদ—যেখানে আল্লাহ্‌র নাম
বেশি করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (ধর্মকে)
সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৪১. আমি এদেরকে
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করলে এরা যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, জাকাত দেবে ও
সৎকর্মের নির্দেশ দেবে, এবং অসৎকর্ম নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম
আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত।

৪২. আর লোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে ওদের পূর্বে নুহ্, আ'দ
ও সামুদের সম্প্রদায়, ৪৩. ইব্রাহিম ও লুতের সম্প্রদায়, ৪৪. এবং মাদিয়ানবাসীরা
মিথ্যাবাদী বলেছিল নবিদেরকে এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মুসাকেও। আমি
অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। কী
ভয়ানক ছিল আমার শাস্তি!

৪৫. সীমালঙ্ঘনের জন্য আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। এসব জনপদ আজ
নিছাদ ধ্বংসস্তূপ! কত কূপ পরিত্যক্ত আর সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত আজ। ৪৬.
তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে বা চোখ দিয়ে
দেখতে পারে? চোখ তো অন্ধ নয়, বরং বুকের মাঝের হৃদয়ই অন্ধ।

৪৭. তারা (তোমাকে) শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও আল্লাহ্
কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের
গণনার হাজার বছরের সমান। ৪৮. আর আমি আবকাশ দিয়েছিলাম কত
জনপদকে যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল; তারপর ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম।
আর প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমারই কাছে।

amarboi.com

॥ ৭ ॥

৪৯. বলো, 'হে মানবসমাজ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। ৫০. সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। ৫১. আর যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে তারাই জাহান্নামে বাস করবে।'

৫২. আমি তোমার পূর্বে যেসব নবি ও রসুল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে বাইরে থেকে কিছু ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ্ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতগুলোকে সুসংবদ্ধ করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। ৫৩. এ এজন্য যে, শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন তাদেরকে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এবং যারা পাষাণহৃদয়। সীমালঙ্ঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে। ৫৪. আর এ এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য; তারা যেন ওতে বিশ্বাস করে আর তাদের অন্তর যেন ওর অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

৫৫. অবিশ্বাসীরা ওতে (সরল পথে) সন্দেহ করা থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের কাছে হঠাৎ করে কিয়ামত এসে পড়বে বা এসে পড়বে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি। ৫৬. সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহ্‌রই। তিনি ওদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা সুখকর বাগানে থাকবে। ৫৭. আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াত অস্বীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে অপমানকর শাস্তি।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

৫৮. যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে ও পরে নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর আল্লাহ্ই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। ৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন জায়গায় প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ্ তো তত্ত্বজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

৬০. কথা এ-ই। আর তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল সেইভাবে কেউ প্রতিশোধ নিলে ও আবার তার ওপর অন্যায় করা হলে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তো পাপমোচন করেন, ক্ষমা করেন। ৬১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিণত করেন, আর আল্লাহ্ সব শোনেন, দেখেন। ৬২. এ এজন্যও যে, আল্লাহ্ই সত্য। আর তাঁর পরিবর্তে ওরা যাকে ডাকে তা অসত্য; আর আল্লাহ্—তিনিই তো সমুচ্চ মহান।

৬৩. তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? আল্লাহ্ তো সূক্ষ্মদর্শী, সব খবর রাখেন।

৬৪. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। আর আল্লাহ্, তিনি তো
অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

॥ ৯ ॥

৬৫. তুমি কি লক্ষ কর না যে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সেসবকে ও তাঁর নির্দেশে
সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলোকে আল্লাহ্ তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন? আর
তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর প'ড়ে
না যায়? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।
৬৬. আর তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। তারপর তিনিই
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ
তো অতি অকৃতজ্ঞ।
৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারণ ক'রে দিয়েছি যা
ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ-ব্যাপারে বিতর্ক না করে।
তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই
আছ। ৬৮. ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলো, 'তোমরা যা কর সে-
সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। ৬৯. তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ
আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেবেন।'
৭০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা
জানেন? এ সবই লেখা আছে এক কিতাবে। এ আল্লাহ্‌র কাছে সহজ। ৭১. আর
ওরা উপাসনা করে এমন কিছুর যার (সমর্থনে) তিনি কোনো দলিল পাঠান নি,
আর যার সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে কেউ সাহায্য
করবে না।
৭২. আর ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে তুমি
অবিশ্বাসীদের মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। কেউ ওদের কাছে আমার আয়াত
আবৃত্তি করলে ওরা তার ওপর মারমুখো হয়ে ওঠে। বলো, 'তবে কি আমি
তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব? এ তো আগুন, এ-বিষয়ে
আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। আর বসবাসের জন্য এ কতই-না
খারাপ জায়গা!'

॥ ১০ ॥

৭৩. হে মানবসমাজ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মন দিয়ে শোনো। তোমরা
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে
পারবে না, যদি এর জন্যে তারা সকলে মিলে জোটও বাঁধে। আর মাছি যদি
তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় সে-ও তারা ওর কাছ থেকে উদ্ধার করতে
পারবে না। যে চায় ও যার কাছে চাওয়া হয় (উভয়ই) কত দুর্বল! ৭৪. ওরা

AMARBOI.COM

আল্লাহ্‌কে সত্যিকারের পরিমাপ করতে পারে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

৭৫. আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। ৭৬. মানুষের সামনে ও পিছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন, আর সবকিছুই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে।

৭৭. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো ও তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো, এবং সৎকর্ম করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৭৮. আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেন নি। এ-ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। তিনি (আল্লাহ্) পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম', আর এ-কিতাবেও করেছেন, যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও ও আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, এক মহানুভব অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

AMARBOI.COM

অষ্টাদশ পারা

২৩ সুরা মুমিনুন

রুকু : ৬ আয়াত : ১১৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা, ২. যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্র, ৩.
যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, ৪. যারা জাকাতদানে সক্রিয় ৫. এবং
যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে। ৬. তবে নিজেদের পত্নী বা ডান হাতের
তাঁবের দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. অবশ্য কেউ
এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘন করবে। ৮. আর যারা
আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৯. আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, ১০.
তারাই হবে অধিকারী, ১১. অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল
থাকবে।

১২. আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। ১৩. তারপর
তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে রাখি, ১৪. পরে আমি শুক্রকে করি
জমাট রক্ত, তারপর জমাট রক্তকে করি এক চর্বিতপ্রতিম মাংসপিণ্ড, আর চর্বিত-
প্রতিম মাংসপিণ্ডকে করি অস্থিপঞ্জর। তারপর অস্থিপঞ্জরকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিই,
শেষে তাকে আর-এক রূপ দিই। নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! ১৫. এরপর
তোমাদের মৃত্যু হবে, ১৬. তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের আবার ওঠানো
হবে।

১৭. আমিই তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাত আকাশ, আর আমি সৃষ্টির
ব্যাপারে বেখেয়াল নই। ১৮. আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারিবর্ষণ
করি, তারপর আমি তা মাটিতে ধ'রে রাখি; এবং আমি তা সরিয়ে নিতেও পারি।
১৯. তারপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি;
তার মধ্যে তোমাদের জন্য থাকে প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।
২০. আর সৃষ্টি করি এক গাছ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর থেকে মানুষের জন্য
তেল ও তরকারি হয়।

২১. আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আনআমে (গবাদিপশুতে) শিক্ষার বিষয়
রয়েছে। ওদের পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই ও তার মধ্যে
তোমাদের জন্য বেশ উপকারিতা রয়েছে, আর তোমরা তাদেরকে খেতেও পার।
২২. আর তার (উটের) ওপরে ও জাহাজে তোমাদেরকে বহন করা হয়।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

২৩. আমি তো নুহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না!'

২৪. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা লোকদেরকে বলল, 'এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চাচ্ছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এমন ঘটেছে আমরা তো তা শুনি নি। ২৫. এ তো এক পাগল, সুতরাং এর ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করো।'

২৬. নুহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।'

২৭. তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে। ২৮. যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জাহাজে উঠবে তখন বোলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।' ২৯. তুমি আরও বোলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর, এ-ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' ৩০. এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো ওদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

৩১. তারপর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম; ৩২. আর ওদেরই একজনকে আমি ওদের কাছে রসুল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

॥ ৩ ॥

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অবিশ্বাস করেছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; তোমরা যা খাও সে তো তা-ই খায় আর তোমরা যা পান কর সে-ও তা-ই পান করে। ৩৪. যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তো তোমাদের ক্ষতি হবে। ৩৫. সে কি তোমাদেরকে এ-প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড় হয়ে গেলে তোমাদেরকে আবার

AMARBOI.COM

ওঠানো হবে? ৩৬. তোমাদেরকে যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কখনও ঘটবে না, কখনও না! ৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই, আর আমাদেরকে আর ওঠানো হবে না। ৩৮. সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানিয়েছে, আর আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।'

৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো; কারণ, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' ৪০. আল্লাহ্ বললেন, 'শীঘ্রই ওরা আফসোস করবে।'

৪১. তারপর সত্যিসত্যিই এক মহাগর্জন ওদেরকে আঘাত করল, আর আমি ওদেরকে ক'রে দিলাম তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার মতো। ফলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। ৪২. তারপর, তাদের পরে, আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। ৪৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে পারে না, দেরিও করতে পারে না। ৪৪. তারপর আমি একের পর এক রসুল পাঠিয়েছি। যখনই কোনো জাতির কাছে রসুল এসেছে তখনই ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারপর আমি ওদের একের পর একে ধ্বংস করলাম। আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক!

৪৫. তারপর আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমি মুসা ও তার ভাই হারুনকে পাঠালাম, ৪৬. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, কিন্তু ওরা ছিল অহংকারী, ওরা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। ৪৭. ওরা বলল, 'আমাদেরই মতো যারা, এমন দুজনের ওপর আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব? আর বিশেষ করে যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?'

৪৮. তারপর ওরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল এবং ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। ৪৯. আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে ওরা সৎপথ পায়। ৫০. আর আমি মরিয়মপুত্র ও তার জননীকে এক নিদর্শন করেছিলাম; আর তাদেরকে এক উঁচু আরামের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিলাম যেখানে ঝরনা বইত।

॥ ৪ ॥

৫১. (আমি বলেছিলাম,) 'হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো ও সৎ কাজ করো; তোমরা যা কর তা আমার ভালো করেই জানা। ৫২. আর তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তাই তোমরা আমাকে ভয় করো।'

৫৩. কিন্তু তারা (মানুষ) নিজেদের ব্যাপারকে (ধর্মকে) বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। ৫৪. তাই ওদেরকে কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

৫৫. ওরা কি মনে করে যে আমি ওদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিই ব'লে ওদের জন্য ৫৬. ভালো সবকিছু তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে আসব? না, ওরা বোঝে না। ৫৭. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, ৫৮. যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস করে, ৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের শরিক করে না,

AMARBOI.COM

৬০. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এ-বিশ্বাসে তাদের যা দান করার কম্পিত হৃদয়ে তা দান করে, ৬১. তারাই ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়।

৬২. আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করি না, আর আমার কাছে এক কিতাব আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়। আর ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ৬৩. না, এ-বিষয়ে ওদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া আরও (মন্দ) কাজ আছে যা ওরা ক'রে থাকে।

৬৪. আমি যখন ওদের মধ্যে সম্পদশালীদেরকে শাস্তি দিয়ে আঘাত করি তখনই ওরা চিৎকার করে ওঠে। ৬৫. (তাদেরকে বলা হবে), 'আজ চিৎকার কোরো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। ৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হ'ত, কিন্তু তোমরা স'রে পড়তে, ৬৭. দেমাক ক'রে এ-বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে-করতে।'

৬৮. তবে কি ওরা এ-বাণী বোঝার চেষ্টা করে না? নাকি ওদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নি? ৬৯. না, ওরা কি ওদের রসুলকে চেনে না ব'লে তাকে অস্বীকার করে? ৭০. না, ওরা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বরং সে ওদের কাছে সত্য এনেছে আর ওদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। ৭১. সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হ'ত তবে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। অপরদিকে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে উপদেশ থেকে।

৭২. নাকি তুমি ওদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

৭৩. তুমি অবশ্যই ওদেরকে সরল পথে ডেকেছ। ৭৪. নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা সরল পথ থেকে স'রে গেছে। ৭৫. আমি ওদেরকে দয়া করলেও আর ওদের দুঃখদৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। ৭৬. আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়ে আঘাত করলাম কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছে নত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না। ৭৭. যখন আমি ওদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিই তখনই ওরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে।

॥ ৫ ॥

৭৮. তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক। ৭৯. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ৮০. তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান, তাঁরই বিধানে রাত্রি ও দিনের আবর্তন ঘটে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

৮১. তবু ওরা ওদের পূর্ববর্তীদের মতো বলে, ৮২. 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও হাড় হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে?

৮৩. আমাদেরকে তো এ-ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে, যেমন অতীতে আমাদের
পূর্বপুরুষদেরকেও। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আরকিছু নয়।'

৮৪. বলো, 'যদি তোমরা জান তবে বলো, এই পৃথিবী আর এতে যারা আছে
তারা কার?'

৮৫. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বলো, 'তবে কেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে
না?'

৮৬. বলো, 'কে সপ্তাকাশ ও আরশের মালিক?'

৮৭. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলো, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

৮৮. বলো, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বলো, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার
হাতে—যিনি রক্ষা করেন ও যাঁর ওপর আর রক্ষক নেই?'

৮৯. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বলো, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?'
৯০. বরং, আমি তো ওদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু ওরা তো মিথ্যা কথা
বলে।

৯১. আল্লাহ্ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। আর তাঁর সঙ্গে কোনো উপাস্য
নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত ও
একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে তার থেকে আল্লাহ্
পবিত্র, মহান। ৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। ওরা যাকে শরিক করে
তিনি তো তার উর্ধ্বে।

॥ ৬ ॥

৯৩. বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা
যদি তুমি আমাকে দেখাতে চাও, ৯৪. তবে আমাকে, হে আমার প্রতিপালক,
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের শামিল কোরো না।'

৯৫. আমি তো তোমাকে তা নিশ্চয় দেখাতে পারি যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে
দেওয়া হয়েছে। ৯৬. যা ভালো তা দিয়ে তুমি মন্দ কথার জবাব দাও, ওরা যা বলে
সে-সম্বন্ধে আমি ভালো করেই জানি।

৯৭. বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার
আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

৯৮. বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওদের উপস্থিতি থেকে তোমার
আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

৯৯. যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার
প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, ১০০. যাতে আমি ভালো
কাজ করতে পারি যা আমি আগে করি নি।' না, এ হবার নয়। এ তো ওর এক
কথার কথা। ওদের সামনে এক পরদা থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত। ১০১.
আর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন
থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজখবর নেবে না। ১০২. আর যাদের পাল্লা ভারী
হবে তারাই হবে সফল।

AMARBOI.COM

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছিল আর ওরা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। ১০৪. আগুনে ওদের মুখ পুড়বে ও তা হবে বীভৎস। ১০৫. তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় নি? তোমরা তো সেসব অস্বীকার করেছিলে। ১০৬. ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল ও আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। ১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! এ-আগুন থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, তারপর আমরা যদি আবার অবিশ্বাস করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করব।'

১০৮. তিনি বলবেন, 'তোমরা অপদস্থ হয়ে এখানেই থাকো। আমার সাথে কথা বোলো না। ১০৯. আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমার প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াল।' ১১০. কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসিঠাট্টা করতে এত বিভোর ছিলে যে তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে। ১১১. তাদের ধৈর্যের জন্য আমি আজ তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কার দিলাম যে, তারাই হল সফল।"

১১২. তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কয় বছর ছিলে?' ১১৩. ওরা বলবে, 'আমরা তো ছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ, যারা গণনা করে আপনি নাহয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।'

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প সময়ই ছিলে, যদি তোমরা জানতে। ১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?'

১১৬. মহিমান্বিত আল্লাহ্, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। ১১৭. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যার কাছে এ-বিষয়ে কোনো সনদ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে আছে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফল হবে না।

১১৮. বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

AMARBOI.COM

২৪ সুরা নুর

রুকু : ৯ আয়াত : ৬৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. এ এক সুরা আমি অবতীর্ণ করেছি ও এর মধ্যে দিয়েছি অবশ্যপালনীয় বিধান।
এর মধ্যে আমি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা সতর্ক হও।
২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, ওদের প্রত্যেককে একশো দোররা মারবে।
আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করতে ওদের প্রতি দয়ামায়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত
না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌য় ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল
যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা অংশীবাদিনীকেই বিয়ে করবে এবং
ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী বা অংশীবাদীই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য
এদেরকে বিয়ে করা অবৈধ।
৪. যারা সাধ্বী রমণীর ওপর অপবাদ আরোপ করে ও সপক্ষে চারজন সাক্ষী
উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিবার কষাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য
গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। ৫. তবে যদি এরপর ওরা তওবা করে ও
নিজেদের সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া
তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র
নামে চারবার শপথ ক'রে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্য বলছে, ৭. আর পঞ্চমবার
বলবে, সে যদি মিথ্যা বলে তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসবে। ৮.
তবে স্ত্রীর শাস্তি রদ করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ ক'রে সাক্ষ্য
দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যা বলছে, ৯. আর পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্য বললে
তার নিজের ওপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে।
১০. তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে আর আল্লাহ্ তওবা
গ্রহণ না করলে এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞানী না হলে (তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না)।

॥ ২ ॥

১১. যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এই
অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না, বরং এ তো
তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের
ফল আর ওদের মধ্যে যে এ-ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে
কঠিন শাস্তি।
১২. একথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে
ভালো ধারণা করে নি আর বলে নি, 'এ তো নির্জলা অপবাদ!' ১৩. তারা কেন এ-

AMARBOI.COM

ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি? যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি তখন তারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী। ১৪. ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যা নিয়ে মেতেছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। ১৫. যখন তোমরা মুখেমুখে এ প্রচার করেছিলে ও এমন বিষয়ে কথা বলেছিলে যে-সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা একে তুচ্ছ ভেবেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর ব্যাপার। ১৬. আর যখন তোমরা এসব শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ-বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্‌ই পবিত্র, মহান।' এ তো এক গুরুতর অপবাদ!

১৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও আর এরূপ কাজ করবে না।' ১৮. আল্লাহ্ তো তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

১৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে রয়েছে কঠিন শাস্তি; আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। ২০. তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়াপরবশ না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না।

।৩।

২১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ২৪. যেদিন (তাদের বিরুদ্ধে) তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে, ২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন আর তারা জানবে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। ২৬. অসতী নারী অসৎ পুরুষের জন্য, অসৎ পুরুষ অসতী নারীর জন্য। সতী নারী সৎ পুরুষের জন্য আর সৎ পুরুষ সতী নারীর জন্য। এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে এরা তার থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

২৭. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কারও বাড়িতে বাসিন্দাদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সাবধান হও।
২৮. যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে না পাও, তা হলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, আর তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

২৯. যে-বাড়িতে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের কোনো প্রয়োজন থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।
৩০. বিশ্বাসী পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে আর তাদের যৌনঅঙ্গকে হেফাজত করে। এ-ই তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। ওরা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।
৩১. বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌনঅঙ্গকে হেফাজত করে। যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (বা অলংকার) প্রদর্শন না করে, তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তারা যেন নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মেয়েছেলে, তাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী, যৌনকামনারিক্ত পুরুষ আর সেইসব ছেলে যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় নি তাদের ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য (বা অলংকার) প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলে না চলে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে সম্পাদন করো; আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে। আর তোমাদের ডান হাতের তাঁবের দাসদাসীর মধ্যে কেউ (তার মুক্তির জন্য) লিখে নিতে চাইলে, তাদেরকে লিখে দাও, যদি তাদেরকে ভালো জান। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ওদেরকে দান করো। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের টাকাপয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কোরো না। তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের ওপর সেই জবরদস্তির জন্য আল্লাহ্ তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

৩৪. আর আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করেছি) ও সাবধানিদের জন্য উপদেশ দান করেছি।

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৩৫. আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা : এক কুলুঙ্গির
মধ্যে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা কাচের মধ্যে, কাচ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, এটা জ্বলে
পবিত্র জয়তুন গাছের তেলে যা পূর্বদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয়; সে-তেল
আগুনের স্পর্শ ছাড়াই যেন উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ্
যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা
দিয়ে থাকেন, আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

৩৬. আল্লাহ্ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন
সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ৩৭. সেসব লোক,
যাদেরকে ব্যাবসাবাণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে, নামাজ পড়তে ও
জাকাত দিতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনের যেদিন তাদের অন্তর ও
দৃষ্টি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে।

৩৮. (তারা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে) যাতে তারা যে-সৎকাজ করে তার
জন্য আল্লাহ্ ভালো পুরস্কার দেন ও নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশি দেন।
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯. যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত
যাকে পানি মনে ক'রে থাকে; সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং
সেখানে সে পাবে আল্লাহ্‌কে। তারপর তিনি তার প্রতিফল হিসাব মতোই দেবেন।
আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৪০. অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল
অন্ধকার, ঢেউয়ের পর ঢেউ যাকে উথালপাথাল করে, যার ওপরে ঘনঘটা, এক
অন্ধকারের ওপর আর-এক অন্ধকার, কেউ হাত বার করলে তা সে মোটেই দেখতে
পায় না। আল্লাহ্ যাকে আলো না দেন তার জন্য কোনো আলো নেই।

॥ ৬ ॥

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা ও উড়ন্ত পাখিরা
আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমাকীর্তন করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা ও মহিমা-ঘোষণার
পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে সে-বিষয়ে আল্লাহ্ ভালো ক'রেই জানেন। ৪২.
আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে
হবে। ৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর
তাদেরকে একত্র করেন ও পরে পুঞ্জীভূত করেন; তুমি দেখতে পাও, তারপর তার
থেকে বৃষ্টি নামে। আকাশের শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা, আর এ
দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এ
অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। ৪৪.
আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা
রয়েছে।

AMARBOI.COM

৪৫. আল্লাহ্ পানি হতে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে ও কিছু চার পায়ে। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪৬. আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭. ওরা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রসুলে বিশ্বাস করি ও মান্য করি।' কিন্তু তারপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আসলে ওরা বিশ্বাস করে না। ৪৮. ওদের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দেবার জন্য ওদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করলে, ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. রায় ওদের পক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসুলের কাছে ছুটে আসে। ৫০. ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সন্দেহ করে? নাকি ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের ওপর জুলুম করবেন? ওরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।

॥ ৭ ॥

৫১. যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা তো শুধু একথাই বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম।' ওরাই সফলকাম। ৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। ৫৩. ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্কে শপথ ক'রে বলে যে, 'তুমি ওদেরকে আদেশ করলে ওরা জিহাদের জন্য বার হবেই।'

AMARBOI.COM

৫৪. বলো, 'শপথ করতে হবে না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে-বিষয়ে ভালো করেই জানেন।' ৫৫. বলো, 'আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী। আর তোমরা তার অনুগত হলে সৎপথ পাবে। রসুলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া।'

৫৬. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আর তিনি তো তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, মজবুত করবেন ও তাদের আশঙ্কার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো শরিক করবে না। তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই হবে সত্যত্যাগী।

৫৭. তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও ও রসুলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে প্রবল ভেবো না। আগুনই ওদের আশ্রয়স্থল। কী খারাপ এ পরিণাম!

॥ ৮ ॥

৫৮. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি নেয় : ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বিশ্রামের জন্য কাপড়চোপড় আলগা কর তখন, আর এশার নামাজের পর। এ-তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ-তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে তো অপরের নিকট যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

৫৯. আর তোমাদের সন্তানসন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি চায়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ান করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। ৬০. বৃদ্ধা নারীরা যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য না দেখিয়ে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য ভালো। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

৬১. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্ণের জন্য ও তোমাদের নিজেদের জন্য— তোমাদের সন্তানদের ঘরে বা তোমাদের পিতাদের, মায়েদের, ভাইদের, বোনদের, চাচাদের, ফুপুদের, মামাদের, খালাদের ঘরে, বা সেসব ঘরে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে, বা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে খাওয়া দূষণীয় নয়। তোমরা একত্রে খাও বা আলাদা আলাদা খাও তাতে তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই, তবে তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদেরকে সালাম করবে, এ আল্লাহ্র কাছে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

৬২. তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে, আর রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে একত্র হলে, তাঁর অনুমতি ছাড়া স'রে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ ও রসুলে বিশ্বাসী। সুতরাং তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে, তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিয়ো ও তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৩. তোমরা একে অপরকে যেভাবে আহ্বান কর রসুলের আহ্বানকে তেমন ভেবো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপিচুপি স'রে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সাবধান হোক, না হলে ফিৎনা বা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।

৬৪. জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৫ সুরা ফুরকান

রুকু : ৬ আয়াত : ৭৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের ওপর *ফুরকান* (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।

২. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। সেই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। ৩. তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য হিসেবে অন্যকে গ্রহণ করবে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট; যারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না; যারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপর কোনো ক্ষমতাও রাখে না?

৪. অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা তো সীমালঙ্ঘন করে ও মিথ্যা বলে। ৫. ওরা বলে, 'এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।' ৬. বলো, 'এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব রহস্য জানেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৭. ওরা বলে, 'এ কেমন রসুল যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে কেন ফেরেশতা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে থাকবে ও ভয় দেখাবে, ৮. বা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, বা তার একটা বাগানও নেই কেন যেখান থেকে সে তার খাবার যোগাড় করতে পারবে?' সীমালঙ্ঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ!' ৯. দেখো, কীরকম যুক্তি ওরা তোমার সামনে পেশ করছে! ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা কোনো পথ পাবে না।

॥ ২ ॥

১০. কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এর চেয়ে অনেক ভালো জিনিস দিতে পারেন, একাধিক বাগবাগিচা, যার নিচে নদীনালা প্রবাহিত; এবং দিতে পারেন এক বিরাট প্রাসাদ।'

১১. কিন্তু ওরা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। ওদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। ১২. দূর থেকে আগুন যখন ওদেরকে দেখবে তখন ওরা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে; ১৩. আর যখন ওদেরকে হাত-পা শিকল-পরা অবস্থায় কোনো ঘিঞ্জি জায়গায় ফেলা হবে তখন ওরা সেখানে (নিজেদের) ধ্বংস

AMARBOI.COM

কামনা করবে। ১৪. (ওদেরকে বলা হবে) 'আজ তোমরা কেবল একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কোরো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো।'

১৫. ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, 'এই-ই ভালো, না স্থায়ী জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানিদেরকে?' সে-ই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। ১৬. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে ও থাকবে চিরকাল। এই প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব তোমার প্রতিপালকেরই।'

১৭. আর যেদিন তিনি একত্র করবেন অংশীবাদীদেরকে আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ওরা যাদের উপাসনা করত তাদেরকে, সেদিন তিনি ওদের উপাস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরাই কি আমার এ-দাসদেরকে ভুলিয়েছিলে, না ওরা নিজেরাই পথ ভুলেছিল?'

১৮. ওরা বলবে, 'তুমি তো পবিত্র ও মহান! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। তুমিই তো এদের ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলে। অবশেষে ওরা তোমাকে ভুলে গিয়েছিল ও এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।'

১৯. আল্লাহ্ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, 'তোমরা যা বলছ ওরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই তোমরা শাস্তি ঠেকাতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করেছে আমি তাকে মহাশাস্তির স্বাদ নেওয়াব।'

২০. তোমার পূর্বে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই তো খাওয়াদাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (হে মানুষ!) আমি তো তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে? তোমার প্রতিপালক তো সবই দেখেন।

AMARBOI.COM

ঊনবিংশ পারা

॥ ৩ ॥

২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন, বা আমরা প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?' ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে, আর ওরা দারুণভাবে সীমালঙ্ঘন করছে। ২২. যেদিন ওরা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দোষী ব্যক্তিদের জন্য কোনো সুখবর থাকবে না এবং ওরা বলবে, "বাঁচাও! বাঁচাও!"

২৩. আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, তারপর সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেব।

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের ঠিকানা হবে উৎকৃষ্ট ও বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

২৫. সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসমেত ফেটে পড়বে ও ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে, ২৬. সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে করুণাময়ের। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিনটি হবে কঠিন।

২৭. সীমালঙ্ঘনকারী সেদিন নিজের হাত দুটো কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসুলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! ২৮. হায়! আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুক-অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! ২৯. আমার কাছে উপদেশ (কোরান) পৌঁছানোর পর সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল!' শয়তান তো মানুষকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে যায়।

৩০. আর রসুল বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ-কোরানকে পরিত্যাজ্য মনে করে।' ৩১. (আল্লাহ্ বললেন,) 'এভাবেই আমি দুষ্কৃতকারীদেরকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছিলাম। পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

৩২. অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কোরান তার কাছে একসাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন?' এ আমি তোমার কাছে এভাবে অবতীর্ণ করেছি, আর আবৃত্তি করেছি থেমে থেমে, যাতে তোমার হৃদয় মজবুত হয়। ৩৩. ওরা তোমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে এলে আমি তোমাকে তার সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি।

৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় এক করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের জায়গা হবে খুব খারাপ, আর তারাই তো পথভ্রষ্ট।

॥ ৪ ॥

৩৫. আমি অবশ্য মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম আর তার ভাই হারুনকে করেছিলাম তার মন্ত্রী। ৩৬. তারপর বলেছিলাম, 'তোমরা সে-সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' তারপর আমি সেই সম্প্রদায়কে (বনি-ইসরাইলকে) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। ৩৭. আর নুহের

AMARBOI.COM

সম্প্রদায় যখন রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ও ওদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আমি নিদারুণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩৮. আমি আ'দ, সামুদ, রসবানী, ও ওদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। ৩৯. আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দিয়ে সতর্ক করেছিলাম, আর ওদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছি। ৪০. অবিশ্বাসীরা তো সে-জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার ওপর শাস্তি নেমেছিল, তবু কি ওরা তা দেখে না? নাকি ওরা পুনরুত্থানের ভয় করে না?

৪১. ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে উপহাস করে, 'এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ্ রসুল করে পাঠিয়েছেন! সে আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদিনা তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য দৃঢ় হ'ত।' ৪২. যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন বুঝবে কে সবচেয়ে পথভ্রষ্ট। ৪৩. তুমি কি দেখ না তাকে যে তার নিজের কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তুমি কি তার জন্য ওকালতি করবে? ৪৪. তুমি কি মনে কর ওদের বেশির ভাগ শোনে বা বোঝে? ওরা তো পশুর মতো, বরং তাদের চেয়েও পথভ্রষ্ট।

॥ ৫ ॥

৪৫. তুমি কি দেখ না কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। তারপর তিনি সূর্যকে নিয়োগ করেছেন এর পথপ্রদর্শক হিসেবে। ৪৬. তারপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন। ৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন, বিশ্রামের জন্য তোমাদেরকে দিয়েছেন নিদ্রা ও কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন।

৪৮. তিনিই নিজ অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান ও আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। ৪৯. এ দিয়ে মৃত জমিকে জীবিত এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য। ৫০. আর আমি এ ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওরা স্মরণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। ৫২. অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের অনুসরণ কোরো না এবং কোরানের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

৫৩. তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, যার একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, বুক জ্বালা করে। দুয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক ব্যবধান, এক অনতিক্রম্য বাধা।

৫৪. আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো সর্বশক্তিমান।

AMARBOI.COM

৫৫. ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা ওদের উপকার
করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অবিশ্বাসীরা তো নিজেদের
প্রতিপালকের বিরোধী।

৫৬. আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই
পাঠিয়েছি। ৫৭. বলো, 'আমি এর জন্যে তেমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান
চাই না; কেবল এ-ই চাই যেন প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় তার প্রতিপালকের পথ
অবলম্বন করে।'

৫৮. তুমি তাঁর ওপর নির্ভর করো যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মৃত্যুহীন; আর তুমি
তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্বন্ধে ভালো করেই
জানেন।

৫৯. তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি
করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি করুণাময়, তাঁর সম্বন্ধে যে জানে
তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। ৬০. যখন ওদেরকে বলা হয়, 'করুণাময়কে সিজদা
করো' তখন ওরা বলে, 'করুণাময় আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করতে
বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?' এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।
[সিজদা]

॥ ৬ ॥

৬১. কত মহান তিনি যিনি আকাশে বুরুজ (রাশিচক্র) সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে
স্থাপন করেছেন এক প্রদীপ্ত সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। ৬২. আর যারা স্মরণ করতে
চায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তাদের জন্য রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন
পরস্পরের অনুগামীরূপে।

৬৩. আর তারাই করুণাময়ের (রহমান-এর) দাস যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে
চলাফেরা করে আর যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে,
'শান্তি।'

৬৪. আর তারা তাদের প্রতিপালকের জন্য সিজদায় ও কিয়ামে (দাঁড়িয়ে)
রাত কাটায়। ৬৫. আর তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য
জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ করো। জাহান্নামের শাস্তি মানে তো নিশ্চিত ধ্বংস! ৬৬.
আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না খারাপ!'

৬৭. আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তার অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও
করে না, বরং তারা এ-দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। ৬৮. আর তারা
আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে যথার্থ কারণ ছাড়া
হত্যা করা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না, আর ব্যভিচার করে না। যারা
এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ৬৯. কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বাড়ানো
হবে আর সেখানে তারা হীন অবস্থায় চিরকাল থাকবে। ৭০. অবশ্য তারা নয় যারা
তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ পুণ্যের দ্বারা তাদের পাপক্ষয়
করে দেবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

৭১. যে-ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। ৭২. যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও অসার কাজকর্মের সম্মুখীন হলে নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তা এড়িয়ে চলে, ৭৩. যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না, ৭৪. যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরা যেন আমাদের নয়ন জুড়ায়, আর আমাদেরকে সাবধানিদের আদর্শ করো।' ৭৫. প্রতিদানে তাদের জান্নাত দেওয়া হবে, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। সেখানে অভিবাদন ও সালামসহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে তা কত ভালো!

৭৭. বলো, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা ধর্মকে অস্বীকার করেছ; সুতরাং সত্বর যা অনিবার্য তা-ই আসবে।'

AMARBOI.COM

২৬ সুরা শোআরা

রুকু : ১১ আয়াত : ২২৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *তা-সিন-মিম*! ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, ৩. ওরা বিশ্বাস করে না ব'লে তুমি হয়তো মনের দুঃখে নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে। ৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে ওদের কাছে এক নিদর্শন পাঠাতে পারি, যার কাছে ওরা লুটিয়ে পড়বে। ৫. যখনই ওদের কাছে করুণাময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৬. ওরা তো অবিশ্বাস করেছে। সুতরাং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তার যথার্থতা সম্পর্কে শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।

৭. ওরা কি পৃথিবীর দিকে নজর দেয় না? আমি সেখানে ভালো ভালো উদ্ভিদ জন্মাই। ৮. নিশ্চয় তার মধ্যে আছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করে না। ৯. আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ২ ॥

১০. আর যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের কাছে যাও, ১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তাদের কি ভয় নেই?'

১২. তখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, ১৩. আর আমার মন দ'মে যাবে, আমার জিহ্বা হবে জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং তুমি হারুনের কাছেও প্রত্যাদেশ পাঠাও। ১৪. আমার বিরুদ্ধে তো ওদের একটা অপরাধের অভিযোগ আছে, আমি আশঙ্কা করি ওরা আমাকে খুন করতে পারে।'

১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'না, তারা তা কিছুতেই পারবে না! অতএব তোমরা দুজনেই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও। আমি তো তোমাদের সাথেই থাকব আর তোমাদের কথাও শুনব। ১৬. তোমরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে বলো, 'আমরা রাব্বুল আলামিন (বিশ্বজগতের প্রতিপালক)-এর রসুল। ১৭. সুতরাং আমাদের সাথে বনি-ইসরাইলদেরকে যেতে দাও।'

১৮. ফেরাউন বলল, 'যখন তুমি ছোট ছিলে আমি কি তোমাকে আমাদের মধ্যে (রেখে) লালনপালন করি নি? তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি? ১৯. আর তোমার সেই কাজটা যা তুমি করেছিলে! তুমি তো অকৃতজ্ঞ।'

২০. মুসা বলল, 'যখন আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম তখন আমি ঐ কাজটা করেছিলাম। ২১. তারপর যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন

AMARBOI.COM

আর আমাকে রসুলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ২২. এই তো তোমার সেই অনুগ্রহ যে, বনি-ইসরাইলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ।'

২৩. ফেরাউন বলল, 'রাব্বুল আ'লামিন (বিশ্বজগতের প্রতিপালক)? সে আবার কী?'

২৪. মুসা বলল, 'তিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাস করতে পার।'

২৫. ফেরাউন তার পার্শ্বচরদেরকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা শুনছ তো?'

২৬. মুসা বলল, "তিনি তোমাদের প্রতিপালক, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।'

২৭. ফেরাউন বলল, 'তোমাদের কাছে এই যে রসুল পাঠানো হয়েছে, এ তো এক বদ্ধ পাগল।'

২৮. মুসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং দুয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা তা বুঝতে!'

২৯. ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে আটকে রাখব।'

৩০. মুসা বলল, 'আমি তোমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আনলেও?'

৩১. ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা হাজির করো।'

৩২. তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ে ফেলল আর সাথে সাথে তা হল এক সাক্ষাৎ অজগর সাপ! ৩৩. আর নিজের হাত বের করল, আর দেখো, দর্শকদের চোখে তা মনে হল নির্মল শুভ্র!

॥ ৩ ॥

৩৪. ফেরাউন তার পার্শ্বস্থ প্রধানদেরকে বলল, 'এ তো এক জবরদস্ত জাদুকর! ৩৫. তার জাদুবলে এ তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়! এখন তোমরা কী করবে বলো?'

৩৬. তারা বলল, 'ওকে ও ওর ভাইকে এখনকার মতো ছেড়ে দিন আর শহরে-শহরে যোগানদারকে পাঠিয়ে দিন, ৩৭. প্রত্যেকটি অভিজ্ঞ জাদুকরকে যেন আপনার কাছে হাজির করে।'

৩৮. এইভাবে এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে জড়ো করা হল, ৩৯. আর জনসাধারণকে বলা হল, 'তোমরাও জড়ো হও, ৪০. জাদুকররা জিতলে যেন আমরা ওদেরকে সমর্থন করতে পারি।'

৪১. জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, 'আমরা যদি জিতি, আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'

৪২. ফেরাউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তোমরা আমার খুব কাছের লোক হবে।'

৪৩. মুসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের যা ছোড়বার ছোড়ো।' ৪৪. তারপর ওরা ওদের দড়িদড়া লাঠিসোটা ছুড়ল ও বলল, 'ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরা নিশ্চয় বিজয়ী হব।'

AMARBOI.COM

৪৫. তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ল, আর অমনি তা ওদের ঝুটো সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। ৪৬. তখন জাদুকররা সব সিজদা করল, ৪৭. আর বলল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ওপর, ৪৮. যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

৪৯. ফেরাউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস আনলে? নিশ্চয় এ তোমাদের নেতা, এ-ই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শ্রীঘ্রই তোমরা এর ফল পাবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটব আর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।'

৫০. ওরা বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। ৫১. আমরা আশা করি, আমাদের প্রভু আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করবেন—সেদিক থেকে আমরা হয়তো বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী হব।'

॥ ৪ ॥

৫২. আমি মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার দাসদেরকে নিয়ে রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পিছু নেওয়া হচ্ছে।'

৫৩. তারপর ফেরাউন শহরে-শহরে লোক জোগাড় করতে পাঠাল ৫৪. এই বলে যে, 'বনি-ইসরাইল তো একটা খুদে দল, ৫৫. অথচ এরা আমাদেরকে উত্যক্ত করে আসছে, ৫৬. আমরা তো (সংখ্যায়) অনেক বেশি, আর যথেষ্ট হুঁশিয়ার।'

৫৭. তারপর তাদেরকে (ফেরাউন-সম্প্রদায়কে) আমি উচ্ছেদ করলাম বাগান, ঝরনা ৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সম্মানের স্থান থেকে। ৫৯. এ-ই হয়েছিল। আর আমি বনি-ইসরাইলকে সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম। ৬০. ওরা সূর্যোদয়ের সময় তাদের পিছু নিল। ৬১. তারপর যখন দুদল পরস্পরকে দেখতে পেল তখন তাদের সঙ্গীরা বলে উঠল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'

৬২. মুসা বলল, 'কিছুতেই না, আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, তিনিই আমাদেরকে পথ দেখাবেন।'

৬৩. তারপর মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।' তখন তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। ৬৪. আর আমি সেখানে একটি দলকে পৌঁছে দিলাম ৬৫. এবং মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করলাম। ৬৬. তারপর অপর দলটিকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। ৬৭. নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই বিশ্বাস করে না। ৬৮. তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

॥ ৫ ॥

৬৯. ওদের কাছে ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। ৭০. সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?'

AMARBOI.COM

৭১. ওরা বলল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি, আর আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের
পূজা করে যাব।'

৭২. সে বলল, 'তোমরা ডাকলে ওরা কি শোনে, ৭৩. বা ওরা কি তোমাদের
উপকার বা অপকার করতে পারে?'

৭৪. ওরা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনই করতে
দেখেছি।'

৭৫. সে বলল, 'তোমরা কি যার পূজা করছ তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? ৭৬.
তোমরা আর তোমাদের পূর্বের পিতৃপুরুষেরা যার পূজা করত ৭৭. বিশ্বজগতের
প্রতিপালক ছাড়া তারা সকলেই আমার শত্রু। ৭৮. তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন
আর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। ৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য ও পানীয়
দান করেন। ৮০. আর রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন, ৮১.
আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন। ৮২. আর
আমি আশা করি, তিনি কিয়ামতের দিন আমার দোষগুলো মাফ ক'রে দেবেন।
৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দাও ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত
করো। ৮৪. পরে যারা আসবে আমাকে তাদের মধ্যে যশস্বী করো, ৮৫. আর
আমাকে জান্নাতুল নঈম (সুখকর উদ্যান)-এর একজন উত্তরাধিকারী করো। ৮৬.
আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি তো পথভ্রষ্ট। ৮৭. আর আমাকে
পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অপদস্থ কোরো না।'

৮৮. যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না, ৮৯. সেদিন
উপকৃত হবে কেবল সে-ই যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত
হবে। ৯০. সাবধানিদের জন্য জান্নাত কাছে আনা হবে, ৯১. আর পথভ্রষ্টদের জন্য
খোলা হবে জাহান্নাম। ৯২. ওদেরকে বলা হবে ৯৩. 'তারা কোথায় তোমরা যাদের
উপাসনা করতে আল্লাহ্র পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে?
নাকি ওরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারবে?'

৯৪. তারপর ওদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে মুখ নিচু করে জাহান্নামে ঢোকানো
হবে, ৯৫. আর ইবলিসবাহিনীর সবাইকে। ৯৬. ওরা সেখানে তর্কে মেতে বলবে,
৯৭. 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো তখন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, ৯৮. যখন
আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। ৯৯.
আমাদেরকে দুষ্কৃতকারীরা বিভ্রান্ত করেছিল। ১০০. অবশেষে আমাদের কোনো
সুপারিশকারী নেই, ১০১. আর নেই কোনো সহৃদয় বন্ধুও। ১০২. হায়! যদি
আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটত তা হলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে
যেতাম।' ১০৩. এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস
করে না। ১০৪. তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ৬ ॥

১০৫. নুহের সম্প্রদায় রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১০৬. যখন ওদের
ভাই নুহ্ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১০৭. আমি তো
তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল; ১০৮. অতএব আল্লাহ্কে ভয় করো ও আমার

আনুগত্য করো। ১০৯. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না।
আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে। ১১০. সুতরাং
আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।'

১১১. ওরা বলল, 'আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করব যখন দেখছি
ছোটলোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?' ১১২. নুহ্ বলল, 'ওরা কী করত তা আমি
জানি না। ১১৩. ওদের হিসাব নেওয়া তো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি
তোমরা বুঝতে! ১১৪. বিশ্বাসীদেরকে তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। ১১৫.
আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

১১৬. ওরা বলল, 'হে নুহ্! তুমি যদি না থাম তবে তোমাকে আমরা পাথর
মেরে খতম করব।'

১১৭. নুহ্ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে
মিথ্যাবাদী বলছে। ১১৮. সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে পরিষ্কার ফয়সালা ক'রে
দাও, আর আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদেরকে রক্ষা করো।'
১১৯. তারপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম বোঝাই
নৌকায়। ১২০. তারপর বাকি সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। ১২১. এর মধ্যে রয়েছে
নিদর্শন, কিন্তু ওদের বেশির ভাগ বিশ্বাস করে নি। ১২২. আর তোমার
প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ৭ ॥

১২৩. আ'দ সম্প্রদায় রসুলদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১২৪. যখন
ওদের ভাই হুদ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১২৫. আমি
অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। ১২৬. অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও
আমার অনুগত্য করো। ১২৭. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান
চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে। ১২৮.
তোমরা তো অবশ্য প্রত্যেক উঁচু জায়গায় স্তম্ভ তৈরি করছ। ১২৯. তোমরা প্রাসাদ
তৈরি করছ এই মনে ক'রে যে, তোমরা চিরকাল থাকবে। ১৩০. আর যখন
তোমরা আঘাত কর তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে থাক। ১৩১. তোমরা আল্লাহ্‌কে
ভয় করো ও আমার অনুগত হও। ১৩২. ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদেরকে
সেসব দিয়েছেন, যা তোমরা জান। ১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন *আনআম*
(গবাদিপশু), সন্তানসন্ততি, ১৩৪. বাগান আর ঝরনা। ১৩৫. আমি তো তোমাদের
জন্য মহাদিনের শাস্তি আশঙ্কা করি।'

১৩৬. ওরা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও, দু-ই আমাদের কাছে
সমান। ১৩৭. এ আমাদের পূর্বপুরুষদেরই রীতিনীতি মাত্র, ১৩৮. আমরা শাস্তি
পাব না।'

১৩৯. তারপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, আর আমি ওদেরকে ধ্বংস
করলাম। এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অনেকেই বিশ্বাস করে না।
১৪০. আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

AMARBOI.COM

॥ ৮ ॥

১৪১. সামুদ-সম্প্রদায় রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১৪২. যখন ওদের ভাই সালেহ্ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। ১৪৪. অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। ১৪৫. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে। ১৪৬. তোমাদেরকে কি পার্থিব ভোগসম্পদের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে, ১৪৭. যেখানে রয়েছে বাগান, ঝরনা, ১৪৮. ফসলের ক্ষেত এবং খেজুরের এমন গাছ যার কাঁদিগুলো (ফলভারে) ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে? ১৪৯. তোমরা তো দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে ঘর বানিয়েছ। ১৫০. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো; ১৫১. আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মেনো না; ১৫২. এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না।'

১৫৩. ওরা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্ত। ১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে কোনো একটা নিদর্শন দেখাও।'

১৫৫. সালেহ্ বলল, 'এই যে মাদি উট, এর ও তোমাদের পানি পান করার জন্য এক-এক দিনে এক-এক পালা ঠিক করা হয়েছে। ১৫৬. আর একে কোনো কষ্ট দিয়ো না; তা হলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের ওপর পড়বে।'

১৫৭. কিন্তু ওরা তাকে মেরে ফেলল, পরে ওরা অনুতপ্ত হল। ১৫৮. তারপর শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করে ফেলল। এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৫৯. তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ৯ ॥

১৬০. লুতের সম্প্রদায় রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১৬১. যখন ওদের ভাই লুত ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। ১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। ১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আছে। ১৬৫. সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই কেবল পুরুষের সঙ্গে উপগত হও, ১৬৬. আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে-স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা পরিহার কর। না, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

১৬৭. ওরা বলল, 'হে লুত! তুমি যদি না থাম, তবে তোমাকে আমরা বের করে দেব।'

১৬৮. লুত বলল, 'আমি তো তোমাদের এ-কাজকে ঘৃণা করি। ১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে ওরা যা করে তার থেকে বাঁচাও।'

AMARBOI.COM

১৭০. তারপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম, ১৭১. এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে তাদের সাথে পেছনে রয়ে গেল। ১৭২. তারপর আমি অন্য সবাইকে ধ্বংস করলাম। ১৭৩. আমি তাদের ওপর শাস্তি হিসেবে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম। যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য এ-বৃষ্টি ছিল কত খারাপ! ১৭৪. এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৭৫. তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ১০ ॥

১৭৬. আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়, যারা অরণ্যবাসী বলে পরিচিত ছিল) রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল, ১৭৭. যখন শোয়াইব ওদের বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৭৮. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। ১৭৯. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। ১৮০. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আছে। ১৮১. তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দেবে; যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের মতো হয়ো না। ১৮২. এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে; ১৮৩. লোককে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। ১৮৪. আর ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছিল তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।'

১৮৫. ওরা বলল, 'তুমি তো একজন জাদুগ্রস্ত! ১৮৬. তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি এক মিথ্যাবাদী। ১৮৭. তুমি যদি সত্য কথা বল, তবে একখণ্ড আকাশ আমাদের ওপর ফেলে দাও।'

১৮৮. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তোমরা যা কর।'

১৮৯. তারপর ওরা তাকে অবিশ্বাস করল, ফলে ওদের ওপর নেমে এল এক মেঘলা দিনের শাস্তি। সে ছিল এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি। ১৯০. এর মধ্যে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৯১. আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

॥ ১১ ॥

১৯২. নিঃসন্দেহে এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ১৯৩. রুহ্-উল-আমিন (জিবরাইল) এ অবতীর্ণ করেছে ১৯৪. তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। ১৯৫. এ (অবতীর্ণ করা হয়েছে) পরিষ্কার আরবি ভাষায়। ১৯৬. নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তীদের জুবুরে (কিতাবগুলোয়)। ১৯৭. এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয় যা বনি-ইসরাইলি পণ্ডিতরা জানত? ১৯৮. যদি এ কোনো 'আজমি (অনারব)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হ'ত, ১৯৯. আর সে ওদের কাছে তা আবৃত্তি করত তবে ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। ২০০. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস জন্মিয়েছি।

২০১. ওরা এতে বিশ্বাস করবে না যে-পর্যন্ত না ওরা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ২০২. তা ওদের কাছে হঠাৎ এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। ২০৩. তখন ওরা বলবে, 'আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে না?'

২০৪. ওরা কি তবে আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি আনতে চায়? ২০৫. আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখো তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগবিলাস করতে দিই, ২০৬. আর তারপর ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা ওদের কাছে এসে পড়ে, ২০৭. তখন ভোগবিলাসের উপকরণ ওদের কোন কাজে আসবে?

২০৮. আমি সতর্ককারী না পাঠিয়ে কোনো জনপদ ধ্বংস করি না। ২০৯. এ উপদেশবাণী। আমি তো অন্যায় করতে পারি না।

২১০. শয়তানরা এ অবতীর্ণ করে নি। ২১১. এ ওদের কাজ নয়, আর এর ক্ষমতাও ওদের নেই। ২১২. ওরা যাতে শুনতে না পায় তার জন্য ওদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২১৩. অতএব তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহ্র শরিক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে। ২১৪. তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক ক'রে দাও। ২১৫. আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেইসব বিশ্বাসীর প্রতি সদয় হও। ২১৬. ওরা যদি তোমার অবাধ্য হয় তুমি বলবে, 'তোমরা যা কর আমি তার জন্য দায়ী নই।'

২১৭. তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের ওপর ভরসা করো, ২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (একা) দাঁড়াও (নামাজে) ২১৯. বা ওঠবস করো তাদের সঙ্গে যারা সিজদা করে। ২২০. তিনি তো সবই শোনেন, সবাই জানেন।

২২১. তোমাকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা আসে? ২২২. ওরা তো আসে প্রত্যেকটি ঘোর-মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। ২২৩. ওরা কানকথা শোনে আর ওদের বেশির ভাগই মিথ্যাবাদী।

২২৪. আর যারা বিভ্রান্ত তারা কবিদের অনুসরণ করে। ২২৫. তুমি কি দেখ না ওরা সকল উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে) ঘুরে বেড়ায়, ২২৬. আর যা বলে তা করে না?

২২৭. (তারা বিভ্রান্ত নয়) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, বারবার আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং জুলুম হলে তার প্রতিশোধ নেয়। আর যারা জুলুম করে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের যাবার জায়গা কোথায়।

WWW.AMARBOI.COM

২৭ সুরা নম্‌ল

রুকু : ৭   আয়াত : ৯৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *তা-সিন*। এগুলো কোরানের আয়াত, সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ২. পথনির্দেশ ও সুসংবাদ বিশেষ বিশ্বাসীদের জন্য ৩. যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও পরকালে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

৪. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, তাই ওরা বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। ৫. এদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি ও এরাই পরকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬. তোমাকে তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোরান দেওয়া হয়েছে।

৭. মুসা যখন তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, 'আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব, বা তোমাদের জন্য একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

৮. তারপর যখন সে আগুনের কাছে এল তখন তাকে উদ্দেশ করে বলা হল, 'যারা আগুনের আলোর জায়গায় ও তার চারপাশে আছে তারাই ধন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ পবিত্র ও মহিমান্বিত। ৯. হে মুসা! আমিই তো আল্লাহ্‌, প্রবলপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। তুমি তোমার লাঠি ছোড়ো।'

১০. তারপর যখন সে ওকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখল তখন পেছন দিকে না তাকিয়ে সে (মুসা) উলটো দিকে ছুটতে লাগল। (বলা হল) 'হে মুসা! তুমি ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রসুলদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। ১১. তবে যারা সীমালঙ্ঘন করার পর, মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাদের প্রতি আমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২. আর তোমার হাত বগলে রাখো, তা শুভ্র ও নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য নয়টি নিদর্শনের একটি। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়!'

১৩. তারপর যখন ওদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনগুলো এল ওরা বলল, 'এ তো স্পষ্টই জাদু!' ১৪. ওদের অন্তর সেগুলোকে স্বীকার করলেও, অন্যায় অহংকারে ওরা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল।

॥ ২ ॥

১৫. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম আর তারা বলেছিল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

AMARBOI.COM

১৬. সুলায়মান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী ও সে বলেছিল, 'হে মানুষ! আমাকে পাখিদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হয়েছে, এ তো স্পষ্ট অনুগ্রহ।'

১৭. সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও পাখিদেরকে সমবেত করা হল এবং ওদের বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হল। ১৮. যখন ওরা পিঁপড়েদের উপত্যাকায় পৌঁছুল তখন এক পিঁপড়ে বলল, 'পিঁপড়েরা! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢোকো, না হলে, সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পায়ের তলায় পিষে ফেলবে আর তারা সেটা টেরও পাবে না।'

১৯. (সুলায়মান) ওর কথায় মুচকি হাসল ও বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার ওপর ও আমার পিতামাতার ওপর তুমি যে-অনুগ্রহ করেছ তার জন্য, আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর, আর তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শামিল করো।'

২০. (সুলায়মান) পাখির দলকে ভালো করে দেখল ও বলল, 'হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি উধাও হয়েছে? ২১. সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি তো ওকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা মেরে ফেলব।'

২২. সে (হুদহুদ) দেরি না করে এসে পড়ল ও বলল, 'আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই, আর সাবা থেকে সঠিক খবর নিয়ে এসেছি। ২৩. আমি এক নারীকে দেখলাম সে জাতির ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে ও তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। ২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকর্ম শোভন করেছে ও ওদের সৎপথ থেকে দূরে রেখেছে যেন ওরা সৎপথ না পায়, ২৫. এবং যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর, সেই আল্লাহ্‌কে যেন ওরা সিজদা না করে। ২৬. আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই মহা আরশের অধিপতি।' [সিজদা]

২৭. (সুলায়মান) বলল, 'আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ না মিথ্যা বলছ? ২৮. তুমি আমার এ-চিঠি নিয়ে যাও। এ তাদের কাছে দিয়ে এসো। তারপর তাদের কাছ থেকে স'রে পড়ো ও দেখো তারা কী উত্তর দেয়।'

২৯. (সাবার রানি বিলকিস) বলল, 'পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। ৩০. এ সুলায়মানের কাছ থেকে। আর তা এই : 'পরম করুণাময়, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ৩১. অহংকার ক'রে আমাকে অমান্য কোরো না, আনুগত্য স্বীকার ক'রে আমার কাছে উপস্থিত হও।'

॥ ৩ ॥

৩২. (বিলকিস) বলল, 'পারিষদবর্গ! আমার এ-সমস্যায় তোমাদের পরামর্শ দাও, আমি যা করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।' ৩৩. ওরা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার, কী নির্দেশ দেবেন তা আপনিই দেখুন।'

৩৪. (বিলকিস) বলল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয় ও সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে; এরাও তা-ই করবে। ৩৫. আমি তাঁর কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতেরা কী উত্তর আনে।'

৩৬. দূত সুলায়মানের কাছে এলে সুলায়মান বলল, 'তোমরা কি আমাকে ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়েছেন আমাকে, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। ৩৭. তোমরা ওদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব যা রুখবার শক্তি ওদের নেই। আমি ওদেরকে সেখান থেকে অপমান ক'রে বের করে দেব ও ওদেরকে দলিত করব।' ৩৮. (সুলায়মান আরও) বলল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?'

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেব। এ ব্যাপারে আমি এমন শক্তি রাখি। আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।' ৪০. কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, 'আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দেব।' (সুলায়মান) যখন তা সামনে রাখা দেখল তখন বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের জন্য করে, আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালকের অভাব নেই, তিনি মহানুভব।'

৪১. সুলায়মান বলল, 'তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে ঠিক ধরতে পারে, নাকি ভুল করে।' ৪২. (বিলকিস) যখন পৌঁছল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এরকম?' সে বলল, 'এ তো এরকমই। আমরা আগেই সবকিছু জেনেছি ও আত্মসমর্পণও করেছি।'

৪৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই তাকে সত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল, সে (বিলকিস) ছিল অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের একজন। ৪৪. তাকে বলা হল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ করো।' যখন সে ওটার দিকে তাকাল তখন তার মনে হল এ এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুলল। সুলায়মান বলল, 'এ তো স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদ।' (বিলকিস) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক!

AMARBOI.COM

আমি তো নিজের ওপর জুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের
প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করছি।'

॥ ৪ ॥

৪৫. আমি তো সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম, এ-
আদেশ দিয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো', কিন্তু ওরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে
তর্কে মেতে উঠল।

৪৬. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল
এগিয়ে আনছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছ না যাতে তোমরা অনুগ্রহ
পেতে পার?'

৪৭. ওরা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা
অমঙ্গলের কারণ মনে করি।' সালেহ্ বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র
এখতিয়ারে। তোমরা তো এমন এক সম্প্রদায় যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

৪৮. আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করত,
কোনো ভালো কাজ করত না। ৪৯. ওরা বলল, 'চলো, আমরা আল্লাহ্‌র নামে
শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিতে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা
করব। তারপর তার দাবিদারকে জোর দিয়ে বলব, তার পরিবার-পরিজনকে মেরে
ফেলতে আমরা (কাউকে) দেখি নি। আমরা তো সত্য কথা বলছি।'

৫০. ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল ও আমিও পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু ওরা
বুঝতে পারে নি। ৫১. অতএব দেখো ওদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কী হয়েছিল! আমি
অবশ্যই ওদেরকে ও ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

৫২. এই তো সেই ঘরবাড়িগুলো তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য যা জনশূন্য
অবস্থায় প'ড়ে আছে। এর মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।
৫৩. আর যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি ছিল আমি তাদের উদ্ধার করেছি।

৫৪. লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা জেনেশুনে কেন অশ্লীল
কাজ করছ? ৫৫. তোমরা কি যৌনতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাবে?
তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়!'

৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লুত-পরিবারকে তোমাদের শহর থেকে
বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।'
৫৭. তারপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার
করলাম। যারা পেছনে রয়ে গেল তাদের মধ্যে রইল তার স্ত্রী। ৫৮. আমি তাদের
ওপর শাস্তি হিসেবে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম; যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের
জন্য এই বৃষ্টি কী মারাত্মক ছিল!

॥ ৫ ॥

৫৯. বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই! আর শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর।' শ্রেষ্ঠ
কে? আল্লাহ্, না যাদেরকে ওরা শরিক করে তারা?

AmarBoi.com

বিংশতিতম পারা

৬০. না তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বারিবর্ষণ করেন, তারপর তা-ই দিয়ে সৃষ্টি করেন মনোরম উদ্যান যার গাছপালা গজাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই? আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য থেকে স'রে যায়।

৬১. না তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন, সেখানে মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা, আর স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত এবং দুই সাগরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ব্যবধান। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তবুও ওদের অনেকেই তা জানে না। ৬২. বা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, বিপদ-আপদ দূর করেন, আর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৬৩. না তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথপ্রদর্শন করেন আর যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুখবরের বাতাস পাঠান। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে শরিক করে, আল্লাহ্ তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

৬৪. না তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, আর যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনের উপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বলো, 'তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।'

৬৫. বলো, 'আল্লাহ্ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আর ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে ওরা তা জানে না।' ৬৬. না, ওদের কানে পরকাল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পৌঁছে না। না, এ-ব্যাপারে ওদের সন্দেহ রয়েছে; কারণ ওরা তো দেখতে পায় না।

॥ ৬ ॥

৬৭. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে?' ৬৮. আমাদেরকে তো এ-ব্যাপারে ভয় দেখানো হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এমন ভয় দেখানো হয়েছিল। এ তো সেকেলে উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

৬৯. বলো, 'পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল।' ৭০. ওদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মন-খারাপ কোরো না।

AMARBOI.COM

৭১. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যকথা বল তবে বলো, এ-শাস্তি কবে আসবে।' ৭২. বলো, 'তোমরা যে-বিষয়ে তাড়াতাড়ি করছ তা হয়তো তার কিছু আগেই তোমাদের ওপর এসে পড়বে।'

৭৩. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। ৭৪. তারা তাদের অন্তরে যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক জানেন। ৭৫. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই। ৭৬. যেসব বিষয়ে বনি-ইসরাইল মতভেদ করে তার বেশির ভাগ ব্যাপারে তো এই কোরান তাদের কাছে বয়ান করে। ৭৭. আর বিশ্বাসীদের জন্য এ তো পথনির্দেশ ও দয়া। ৭৮. তোমার প্রতিপালক তো তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। ৭৯. অতএব আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৮০. তুমি তো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে, তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৮১. তুমি অন্ধদেরকে ওদের ভুল পথ থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে; কারণ, তারা তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের কাছে আসবে তখন আমি মাটির ভেতর থেকে এক জীব বের করব যা মানুষের সাথে কথা বলবে। ওরা তো আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করত না।

॥ ৭ ॥

৮৩. (স্মরণ করো) সেদিনের কথা, যেদিন আমি এক-একটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে সমবেত করব যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করত। অতঃপর ওদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হবে। ৮৪. যখন ওরা এগিয়ে আসবে তখন আল্লাহ্ ওদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ-বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল না? না, তোমরা অন্যকিছু করছিলে?'

৮৫. সীমালঙ্ঘনের জন্য ওদের ওপর এসে পড়বে (এক শাস্তি) যার ফলে ওরা কথা বলতে পারবে না। ৮৬. ওরা কি বোঝে না যে আমি ওদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছি রাত্রি এবং দিনকে করেছি আলোয় উজ্জ্বল? এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৮৭. আর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকেই তার কাছে অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে।

৮৮. তুমি পাহাড়গুলো দেখে অবিচল মনে করছ, কিন্তু সেদিন ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মতো চলমান। এ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে সুষম করেছেন। তোমরা যা কর নিঃসন্দেহে তিনি তা ভালো করেই জানেন।

AMARBOI.COM

৮৯. যে-কেউ সৎকর্ম করবে সে আরও ভালো প্রতিফল পাবে আর সেদিন ওরা সকল শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে। ৯০. যে-কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে মুখ নিচে করিয়ে আগুনে ফেলা হবে আর বলা হবে 'তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল ভোগ করছ।'

৯১. (বলো), 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে এই নগরের প্রতিপালকের উপাসনা করার জন্য, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সবকিছু তো তাঁরই। আরও আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই। ৯২. আর আমি যেন কোরান আবৃত্তি করি। সুতরাং যে-ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তো তার ভালোর জন্যই তা করে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলো, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।'

৯৩. বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর তা তোমার প্রতিপালকের অজানা নয়।'

AMARBOI.COM

২৮ সুরা কাসাস

রুকু : ৯ আয়াত : ৮৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তা-সিন-মিম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. তোমার কাছে মুসা ও
ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বয়ান করছি সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস
করে।

৪. দেশে ফেরাউন ফেঁপে উঠেছিল অহংকারে; সে সেখানকার লোকদেরকে
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছিল। এক শ্রেণীকে নিপীড়ন করেছিল তাদের
ছেলেদেরকে হত্যা ক'রে ও মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখে। নিঃসন্দেহে সে ছিল বিপর্যয়
সৃষ্টিকারীদের একজন।

৫. সে-দেশে যারা নিপীড়িত হয়েছিল আমি চাইলাম তাদেরকে অনুগ্রহ
করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে সে-দেশের উত্তরাধিকারী করতে। ৬. আমি
চাইলাম তাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের
সৈন্যদলকে দেখিয়ে দিতে তারা সেই শ্রেণীর কাছ থেকে যা আশঙ্কা করত।

৭. সেইমতো আমি মুসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'ছেলেটিকে
বুকের দুধ দাও। তারপর যখন তার জন্য তোমার দুর্ভাবনা হবে তখন তাকে
সাগরে ফেলে দিতে ভয় পেয়ো না, দুঃখও কোরো না। আমি তাকে ঠিক তোমার
কাছে ফিরিয়ে দেব আর তাকে রসুলদের মধ্যে একজন করব।'

৮. তারপর ফেরাউনের লোকজন উঠিয়ে নিল মুসাকে, যে অবশেষে হবে
তাদের শত্রু আর দুঃখের কারণ। ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যদল ছিল
অপরাধী।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, 'সে তো আমার ও তোমার নয়ন জুড়াচ্ছে, একে
হত্যা কোরো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে কিংবা আমরা তাকে সন্তান
হিসেবে নিতে পারি।' ওরা আসলে কিছুই বুঝতে পারে নি।

১০. আর মুসার মায়ের বুক খালি হয়ে গেল। যাতে সে বিশ্বাস রাখতে পারে
তার জন্য আমি তার বুকে শক্তি দিলাম, তা না হলে, সে তো তার পরিচয় প্রকাশ
করেই ফেলত। ১১. সে মুসার বোনকে বলল, 'ওর পেছনে পেছনে যাও।' ওরা
যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য সে দূর থেকে লক্ষ করতে লাগল। ১২. আর আমি
আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যাতে মুসা বুকের দুধ না খায় যতক্ষণ না
(তার বোন এসে) বলে, 'তোমাদের কি এমন এক পরিবারের লোকদেরকে দেখাব
যারা একে লালনপালন করবে, একে বড় করবে তোমাদের হয়ে; আর এর ওপর
মায়া করবে?'

১৩. তারপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার নয়ন
জুড়ায়, সে যেন দুঃখ না করে, আর বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য;
কিন্তু বেশির ভাগ লোক তো এ বোঝে না।

॥ ২ ॥

১৪. যখন মুসা সাবালক ও প্রতিষ্ঠিত হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞানদান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।

১৫. এমন সময় সে শহরে প্রবেশ করল যখন তার বাসিন্দারা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে যে-দুটো লোককে মারামারি করতে দেখল—তাদের একজন তার দলের, আর একজন শত্রুপক্ষের। মুসার দলের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল। তারপর মুসা ওকে ঘুসি মারলে সে শেষ হয়ে গেল। তখন মুসা বলল, 'শয়তানের বুদ্ধিতে এ ঘটল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।'

১৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭. সে আরও বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ওপর যে-অনুগ্রহ করেছ তার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না।'

১৮. তারপর ভয়ে চারধারে দেখতে দেখতে সে-শহরে তার সকাল হয়ে গেল। (সে শুনতে পেল) আগের দিন যে-লোকটি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মুসা তাকে বলল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন ঝগড়াটে লোক।'

১৯. তারপর মুসা যখন তাদের দুজনের শত্রুকে মারতে উদ্যত হল তখন সে-লোকটি ব'লে উঠল, 'হে মুসা! গতকাল তুমি যেভাবে একটা লোককে খুন করেছ সেভাবে কি আমাকেও খুন করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছ, তুমি একজন সংশোধনকারী হতে চাও না?'

২০. শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে একটি লোক বলল, 'হে মুসা! (ফেরাউনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চ'লে যাও। আর আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

২১. ভীতচকিত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে গেল আর বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।'

॥ ৩ ॥

২২. যখন মুসা মাদইয়ানের দিকে (যাওয়ার) জন্য মুখ ফেরাল তখন সে বলল, 'আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে পথ দেখাবেন।'

২৩. যখন সে মাদইয়ানের পানির (জায়গায়) পৌঁছল, দেখল একদল লোক তাদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াচ্ছে আর তাদের পেছনে দুটি মেয়ে তাদের জানোয়ারদেরকে আগলাচ্ছে। মুসা বলল, 'তোমাদের ব্যাপার কী?' ওরা বলল, 'রাখালেরা তাদের জানোয়ারদেরকে না সরালে আমরা আমাদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াতে পারছি না। আমাদের আব্বার বেশ বয়স হয়েছে।'

AMARBOI.COM

২৪. মুসা তখন ওদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াল। তারপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় নিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে-অনুগ্রহই তুমি আমার প্রতি করবে আমি তা-ই চাই।'

২৫. তখন দুই মেয়ের মধ্যে একজন লজ্জায় জড়সড় পায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি যে আমাদের জানোয়ারদেকে পানি খাইয়েছ তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমার আব্বা তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।' তারপর মুসা তার কাছে গিয়ে সব ঘটনা বলার পর সে বলল, 'ভয় কোরো না, তুমি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে গেছ।'

২৬. মেয়েদের একজন বলল, 'আব্বা, তুমি একে কাজের লোক হিসেবে নাও—সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, তোমার কাজের লোক হিসেবে সে ভালোই হবে।'
২৭. ওদের আব্বা মুসাকে বলল, 'আমি আমার দুই মেয়ের মধ্যে একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি দশ বছর পুরো করতে চাও, তা-ও করতে পার। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি আমাকে একজন ভালো লোক হিসেবেই পাবে।'

২৮. মুসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ-দুই মেয়াদের যে-কোনো একটি আমি পুরো করলে আমার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার থাকবে না। আমরা যা বললাম, আল্লাহ্ তার সাক্ষী রইলেন।'

॥ ৪ ॥

২৯. মুসা যখন মেয়াদ শেষ ক'রে সপরিবারে যাত্রা শুরু করল তখন সে তুর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারের লোকদেরকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব, কিংবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

৩০. যখন মুসা আগুনের কাছে পৌঁছল তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র জায়গার এক গাছ থেকে তাকে ডেকে বলা হল, 'মুসা, আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' ৩১. আরও বলা হল, 'তুমি তোমার লাঠি ছুড়ে ফেলো।' তারপর যখন সেটা সাপের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল সে পেছনের দিকে না তাকিয়ে উলটো দিকে দৌড়াতে থাকল। তাকে বলা হল, 'মুসা, ফিরে এসো, ভয় কোরো না। তুমি তো নিরাপদে আছ। ৩২. তোমার হাত বগলে রাখো, সেটা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। (এবার) তোমার হাত দুটো বুকের ওপর চেপে ধ'রে ভয় দূর করো। এ-দুটি তোমার প্রতিপালকের দেওয়া প্রমাণ, ফেরাউন ও তার প্রধানদের জন্য। ওরা অবশ্যই সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

৩৩. মুসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ওদের একজনকে খুন করেছি, তাই আমার ভয় হয় ওরা আমাকে খুন করবে। ৩৪. আমার ভাই আমার চেয়ে ভালো কথা বলতে পারে, সুতরাং তাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য পাঠাও,

AMARBOI.COM

সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি অবশ্য আশঙ্কা করছি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।'

৩৫. তিনি বললেন, 'আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্ত করব আর তোমাদের দুজনকে প্রাধান্য দেব। ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনের বদৌলতে তোমরা ও তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা জয়ী হবে।'

৩৬. মুসা যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে গেল তখন ওরা বলল, 'এ তো অলীক জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের পূর্বপুরুষের সময়ে কখনও এমন ঘটেছে বলে শুনি নি।'

৩৭. মুসা বলল, 'আমার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে পথের নির্দেশ এনেছে আর কার পরিণাম ভালো হবে। যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা কখনোই সফল হয় না।'

৩৮. ফেরাউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না! হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও আর এক মস্ত উঁচু প্রাসাদ বানাও যাতে সেখান থেকে আমি মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। তবে, আমি তো মনে করি সে মিথ্যা বলছে।'

৩৯. ফেরাউন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল। আর ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। ৪০. সেজন্য আমি তাকে ও তার দলবলকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। দেখো, সীমালঙ্ঘনকারীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে! ৪১. ওদেরকে আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। (কিন্তু) ওরা লোককে জাহান্নামের দিকে ডাকত। কিয়ামতের দিন ওরা কোনো সাহায্য পাবে না। ৪২. এ-পৃথিবীতে ওদের আমি অভিশপ্ত করেছি এবং কিয়ামতের দিনে ওরা হবে ঘৃণিত।

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৪৩. নিশ্চয় আমি পূর্বের বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যাতে ওরা উপদেশ নেয়।

৪৪. মুসাকে যখন আমি বিধান দিই তখন তুমি তো পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, আর তুমি তার সাক্ষীও ছিলে না। ৪৫. আসলে মুসার পর বহু যুগ পার হয়ে গেছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মাঝে উপস্থিত ছিলে না (যখন) ওদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়েছিল। অথচ রসুলদেরকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম।

৪৬. মুসাকে যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের পাশে ছিলে না। আসলে এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তুমি সেই সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন

তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৭. রসুল না পাঠালে ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোনো বিপদ হলে ওরা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসুল পাঠালে না কেন? পাঠালে, আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম আর বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

৪৮. তারপর যখন আমার কাছ থেকে ওদের কাছে সত্য এল, ওরা বলতে লাগল, 'মুসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল তাকে (মুহাম্মদকে) সেরূপ দেওয়া হল না কেন?' কিন্তু মুসাকে আগে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি ওরা অস্বীকার করে নি? ওরা বলেছিল, 'দুই-ই জাদু, একটা অপরটার মতো।' আর ওরা বলেছিল, 'আমরা একটিকেও মানি না।'

৪৯. বলো, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক কিতাব আনো যা পথপ্রদর্শনে এ দুই-এর চেয়ে ভালো, আমি সেই কিতাব মেনে চলব।' ৫০. তারপর ওরা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে ওরা কেবল নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে-ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

॥ ৬ ॥

৫১. আর আমি তো ওদের কাছে বারবার আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে ওরা সে-উপদেশ গ্রহণ করে। ৫২. এর আগে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারাও এতে বিশ্বাস করে। ৫৩. যখন তাদের কাছে এ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত সত্য। আমরা অবশ্য পূর্বেও আত্মসমর্পণ ক'রেছিলাম।'

৫৪. ওদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল আর ওরা ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে, এবং আমি ওদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। ৫৫. ওরা যখন অসার কথা শোনে তখন তা এড়িয়ে চলে ও বলে, 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা। তোমাদেরকে সালাম। আমরা জাহেলদের (অজ্ঞদের) সঙ্গ চাই না।'

৫৬. কাউকে প্রিয় মনে করলেই তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না; তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন, আর তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসরণ করে।

৫৭. তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।' আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ পবিত্র স্থান দিই নি যেখানে আমার পক্ষ থেকে সবরকম ফলমূল জীবনের উপকরণ হিসেবে বরাদ্দ করা হয়? কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না।

৫৮. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদ নিয়ে মদমত্ত ছিল। এগুলোই তাদের বাসস্থান। ওদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর এখন আমিই তাদের মালিক।

৫৯. তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না, তার কেন্দ্রস্থলে তাঁর
আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রসুল প্রেরণ না ক'রে। আর, আমি কোনো জনপদকে
কখনও ধ্বংস করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করে।

৬০. তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও
শোভা। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা (আরও) ভালো ও স্থায়ী। তোমরা কি তা
বুঝবে না?

॥ ৭ ॥

৬১. যাকে আমি পুরস্কারের উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ
লোকের সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি, এবং যাকে পরে,
কিয়ামতের দিন, অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে? ৬২. আর সেদিন ওদেরকে
ডেকে বলা হবে 'তোমরা যাদেরকে (আমার) শরিক গণ্য করতে, তারা কোথায়?'

৬৩. যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের
প্রতিপালক! যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম, এরা তারা। এদেরকে আমরা
বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা (নিজেরাও) বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার কাছে
আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা এদের জন্য দায়ী নই। এরা তো কেবল
আমাদেরই পূজা করত না!'

৬৪. ওদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাদেরকে ডাকো।' তখন ওরা
তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। তখন তারা শাস্তি
প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত!

৬৫. আর সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বললেন, 'তোমরা রসুলদেরকে কী
জবাব দিয়েছিলে?' ৬৬. সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলার থাকবে না।
আর তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। ৬৭. তবে যে তওবা
করে ও সৎকাজ করে, সে সফলকাম হবে।

৬৮. তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন,
এতে ওদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান, আর ওরা যাকে (তাঁর)
শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে। ৬৯. ওদের অন্তর যা গোপন করে ও যা প্রকাশ
করে, তোমার প্রতিপালক তা জানেন।

৭০. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে
সকল প্রশংসা তাঁরই; হুকুম তাঁরই আর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা
হবে।

৭১. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রির অন্ধকারকে
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনো উপাস্য আছে যে
তোমাদেরকে দিনের আলো দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?' ৭২. বলো,
'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী

AMARBOI.COM

করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনো উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?'

৭৩. তিনি তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিন (সৃষ্টি) করেছেন, যাতে রাত্রিতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ও দিনে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, এবং (এসবের জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৭৪. সেদিন ওদের ডেকে বলা হবে, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায়?' ৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাব ও বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' তখন ওরা জানতে পারবে উপাস্য হওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌রই, আর ওরা যা বানিয়েছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।'

॥ ৮ ॥

৭৬. কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের ওপর জুলুম করেছিল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যার চাবিগুলো বহন করা একজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করো, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দেমাক কোরো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। ৭৭. আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। এবং ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয়। আর পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ ফ্যাশাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।'

৭৮. সে বলল, 'এ-সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের জোরে পেয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার চেয়েও শক্তিতে প্রবল ছিল, সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ? অপরাধীদেরকে ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

৭৯. কারুন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমকের সাথে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন চাইত তারা বলল, 'আহা! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে আমরা যদি তা পেতাম! সত্যিই তিনি বড় ভাগ্যবান!' ৮০. আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর ধৈর্যশীল ছাড়া কেউ এ পাবে না।'

৮১. তারপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে মাটির নিচে মিলিয়ে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না যারা আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত। আর সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারে নি। ৮২. আগের দিন যারা তার মতো হতে চেয়েছিল তারা তখন বলতে লাগল, 'দেখো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। যদি আল্লাহ্ আমাদের ওপর সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি মাটির নিচে মিলিয়ে দিতেন। দেখো, অবিশ্বাসীরা সফল হয় না।'

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

৮৩. এ পরকাল—যা আমি নির্ধারণ করি তাদেরই জন্য যারা এ-পৃথিবীতে উদ্ধত
হতে ও ফ্যাশাদ সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।
৮৪. যে-কেউ সৎকাজ করে সে তার কাজের চেয়ে বেশি ফল পাবে, আর যে মন্দ
কাজ করে সে তো কেবল তার কাজের অনুপাতে শাস্তি পাবে।

৮৫. যিনি তোমার জন্য কোরানকে বিধান করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে
স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলো, 'আমার প্রতিপালক ভালোই জানেন কে
সৎপথের নির্দেশ এনেছে আর কে পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে আছে।'

৮৬. তুমি তো আশা কর নি, তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হবে। এ তো
কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য
কোরো না। ৮৭. তোমার ওপর আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যেন ওরা
তোমাকে কিছুতেই তার থেকে বিমুখ না করে। তুমি ডাক দাও তোমার
প্রতিপালকের দিকে, আর কিছুতেই অংশীবাদীদের শামিল হয়ো না। ৮৮. তুমি
আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।
আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হবে। হুকুম তাঁরই, আর তাঁর কাছেই
তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

AMARBOI.COM

২৯ সুরা আনকাবুত

রুকু : ৭ আয়াত : ৬৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম।* ২. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বলে ব'লেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে অব্যাহতি দেওয়া হবে? ৩. এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ ক'রে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। ৪. যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে? তাদের ধারণা কত খারাপ!'

৫. যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৬. যে-কেউ জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বজগতের ওপর নির্ভরশীল নন।

৭. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয় তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদের কর্ম অনুযায়ী উত্তম পুরস্কার দেব।

৮. আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। তারপর তোমরা ভালোমন্দ যা-কিছু করেছ আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। ৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের শামিল করব।

১০. মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন ওরা কষ্ট পায় তখন ওরা মানুষের অত্যাচারকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মতো গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য এলে ওরা বলতে থাকে 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।' মানুষের অন্তঃকরণে যা আছে আল্লাহ্ কি তা ভালোই করেই জানেন না? ১১. আল্লাহ্ তো প্রকাশ ক'রে দেবেন কারা বিশ্বাসী আর কারা মুনাফিক।

১২. অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'আমাদের পথ ধরো, আমরা তোমাদের পাপের ভার বইব।' কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপের ভারের কিছুই বইবে না। ওরা তো মিথ্যা কথা বলে। ১৩. ওরা নিজেদের ও তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের ভার বইবে। আর ওরা যে-মিথ্যা বানায় সে-সম্পর্কে কিয়ামতের দিনে অবশ্যই ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

॥ ২ ॥

১৪. আমি তো নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর। তারপর প্লাবন ওদেরকে গ্রাস করে; কারণ ওরা ছিল

AMARBOI.COM

সীমালঙ্ঘনকারী। ১৫. তারপর আমি তাকে ও যারা জাহাজে উঠেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটা নিদর্শন।

১৬. স্মরণ করো ইব্রাহিমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো ও তাকে ভয় করো। ১৭. তোমাদের জন্য এ-ই শ্রেয়, তা যদি তোমরা জানতে। তোমরা তো আল্লাহ্‌র বদলে কেবল প্রতিমার পূজা করছ আর মিথ্যা বানাচ্ছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের পূজা কর তারা তোমাদেরকে জীবনের উপকরণ দিতে পারে না। তাই তোমরা জীবনের উপকরণ কামনা করো আল্লাহ্‌র কাছে ও তাঁরই উপাসনা করো, আর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। ১৮. তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জেনে রাখো, তোমাদের আগে যারা এসেছিল তারাও নবিদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।' সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার ক'রে দেওয়াই রসুলের কাজ।

১৯. ওরা কি লক্ষ করে না কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দেন, তারপর তা আবার সৃষ্টি করবেন? এ তো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। ২০. বলো, 'পৃথিবীতে সফর করে দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর আল্লাহ্ আবার তাকে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন ও যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

২২. তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না, মাটিতে বা আকাশে; আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

॥ ৩ ॥

২৩. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ২৪. 'একে হত্যা করো কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারো'—এ ছাড়া উত্তরে ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের অন্যকিছু বলার ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তো তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

২৫. ইব্রাহিম বলল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বরক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে আর অভিশাপ দেবে। তোমরা বাস করবে জাহান্নামে আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

২৬. লুত তাকে বিশ্বাস করল। ইব্রাহিম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।'

২৭. আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের মধ্যে প্রবর্তন করলাম নবুয়ত ও কিতাব। আর পৃথিবীতে তাকে আমি পুরস্কৃত করেছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের একজন হবে।

AMARBOI.COM

২৮. লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ করেনি। ২৯. তোমরা কি পুরুষের সঙ্গে উপগত হচ্ছ না? তোমরা রাহাজানি ও নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এটুকুই বলল যে, 'আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনো, যদি তুমি সত্য কথা বলে থাক।'

৩০. সে (ইব্রাহিম) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাশাদসৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।'

॥ ৪ ॥

৩১. যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা সুসংবাদসহ ইব্রাহিমের কাছে এল, তারা বলেছিল, 'আমরা এ-জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব, এরা তো সীমালঙ্ঘনকারী।'

৩২. ইব্রাহিম বলল, 'এ-শহরে তো লুতও রয়েছে।' ওরা বলল, 'এখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো তার স্ত্রীকে ছাড়া লুতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব। যারা পেছনে প'ড়ে থাকবে, তাদের মধ্যে তার স্ত্রী হবে একজন।'

৩৩. যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা লুতের কাছে এল, তাদেরকে আসতে দেখে সে মন-খারাপ করল ও বড় অসহায় বোধ করল। ওরা বলল, 'ভয় পেয়ো না, দুঃখ কোরো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া। সে তো তাদের একজন যারা পেছনে প'ড়ে থাকবে। ৩৪. আমরা এ-জনপদবাসীদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি নামাব কারণ এরা সত্যত্যাগী।' ৩৫. আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে এক স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

৩৬. আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, শেষ দিনকে ভয় করো ও পৃথিবীতে ফ্যাশাদ কোরো না।' ৩৭. কিন্তু ওরা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করল। তখন ওদের ওপর ভূমিকম্প হামলা করল, আর ওরা নিজেদের ঘরে উপুড় হওয়া অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

৩৮. আর আমি আ'দ ও সামুদকে (ধ্বংস করেছিলাম)। ওদের বাড়িঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদেরকে সৎপথে চলতে বাধা দিয়েছিল, যদিও ওরা বিচক্ষণ লোক ছিল।

৩৯. আর কারুন, ফেরাউন ও হামান! মুসা ওদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তবু তারা পৃথিবীতে অহংকার ক'রে বেড়াত; কিন্তু তারা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। ৪০. ওদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। ওদের কারও ওপর পাঠিয়েছিলাম কঙ্করঝঞ্ঝা, কাউকে আঘাত

AMARBOI.COM

করেছিল মহাগর্জন, কাউকে মাটির নিচে মিলিয়ে দিয়েছিলাম ও কাউকে মেরেছিলাম ডুবিয়ে। আল্লাহ্ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেন নি। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।

৪১. যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অথচ ঘরের মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্য যদি ওরা তা জানত। ৪২. ওরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যে-কাউকেই ডাকুক, আল্লাহ্ তা জানেন, আর তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

৪৩. মানুষের জন্য আমি এসব দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ বুঝতে পারে।

৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

AMARBOI.COM

একবিংশতিতম পারা

॥ ৫ ॥

৪৫. তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে তুমি আবৃত্তি করো ও নামাজ কায়েম
করো। অবশ্যই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণই
সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন।
৪৬. তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে,
তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, 'আমাদের
ওপর ও তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর
আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা
আত্মসমর্পণ করি।'
৪৭. আর এভাবেই আমি তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। আর
যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে, আর এদেরও
(আরবদেরও) কেউ-কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার
নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে।
৪৮. তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পড় নি বা নিজহাতে কোনো কিতাব
লেখ নি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে। ৪৯. না, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে
তাদের অন্তরে এ স্পষ্ট নিদর্শন। সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনকে
অস্বীকার করে না।
৫০. ওরা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে নিদর্শন পাঠানো
হয় না কেন?' বলো, 'নিদর্শন আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে, আর আমি তো এক স্পষ্ট
সতর্ককারী মাত্র।' ৫১. এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, যে-কিতাব তাদের কাছে
আবৃত্তি করা হয় আমিই তা পাঠিয়েছি তোমার কাছে? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী
সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

॥ ৬ ॥

৫২. বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশ ও
পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তিনি জানেন। আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা অসত্যে বিশ্বাস
করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে।'
৫৩. আর তারা তোমাকে শাস্তি এগিয়ে আনতে বলে। শাস্তির সময় নির্ধারিত
না থাকলে কবেই ওদের ওপর শাস্তি এসে পড়ত। শীঘ্রই তা এসে পড়বে তাদের
ওপর, তারা বুঝতেই পারবে না। ৫৪. ওরা তোমাকে শাস্তি এগিয়ে আনতে বলে।
জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে ফেলবেই। ৫৫. সেদিন শাস্তি ওদেরকে গ্রাস
করবে ওপর ও নিচ থেকে, আর আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ
নাও।'

AMARBOI.COM

৫৬. হে আমার বিশ্বাসী দাসেরা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা
আমারই উপাসনা করো। ৫৭. প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে, তারপর
আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য
সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার নিচে নদী বইবে; আর সেখানে তারা
থাকবে চিরকাল। কত ভালো পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য, ৫৯. যারা ধৈর্য ধরে ও
তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।

৬০. এমন বহু জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাবার জমা ক'রে রাখে না।
আল্লাহ্ই ওদের ও তোমাদের জীবনের উপকরণ দেন। আর তিনি সব শোনেন, সব
জানেন। ৬১. যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি
করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তা
হলে ওরা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে?

৬২. আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তাঁর জীবনের উপকরণ
বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই ভালো ক'রে জানেন।

৬৩. তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর 'মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আকাশ
থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে কে তাকে আবার প্রাণ দেয়?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।'
বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই।' কিন্তু ওদের অনেকেই এ বুঝতে পারে না।

॥ ৭ ॥

৬৪. এ-পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবনই তো
প্রকৃত জীবন। যদি অবশ্য ওরা তা জানত!

৬৫. ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন ওরা পবিত্র মনে একনিষ্ঠভাবে
আল্লাহ্কে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের ডাঙায় নামিয়ে বিপদমুক্ত করেন
তখন ওরা তাঁর সঙ্গে শরিক করে। ৬৬. এভাবে ওরা ওদের প্রতি আমার দান
অস্বীকার করে ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। শীঘ্রই (এর ফল) ওরা জানতে পারবে।

৬৭. ওরা কি দেখে না আমি হারাম (কা'বাশরিফের চারপাশের নির্দিষ্ট
স্থানকে) নিরাপদ করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে তাদের ওপর
হামলা করা হয়। তবে কি ওরা অসত্যে বিশ্বাস করবে ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার
করবে?

৬৮. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা তাঁর কাছ থেকে আগত সত্যকে
অস্বীকার করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আর অবিশ্বাসীদের
আশ্রয়স্থল তো জাহান্নাম।

৬৯. যারা আমার উদ্দেশে জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে
পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।

AMARBOI.COM

৩০ সুরা রুম

রুকু : ৬ আয়াত : ৬০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম।* ২. রোমানরা পরাজিত হয়েছে, ৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু ওরা ওদের এ-পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে, ৪. কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। সেদিন বিশ্বাসীরা উৎফুল্ল হবে, ৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৬. এ আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা বোঝে না। ৭. ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, পরকাল সম্বন্ধে অমনোযোগী। ৮. ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্‌ই আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অবিশ্বাস করে।

৯. ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে না ও দেখে না ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল ওদের চেয়ে প্রবল। তারা জমি চাষ করত ও ওদের চেয়ে বেশি আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রসুলরা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আসলে ওদের ওপর আল্লাহ্ জুলুম করেন নি; ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। ১০. অবশেষে যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন অবিশ্বাস করত ও তা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।

॥ ২ ॥

১১. আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন। তিনি আবার একে সৃষ্টি করবেন। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। ১২. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন পাপীরা হতাশ হয়ে পড়বে। ১৩. ওরা যাদের অংশীদার করেছে তারা ওদের হয়ে সুপারিশ করবে না আর ওরাও অস্বীকার করবে ওদের দেবদেবীদেরকে। ১৪. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১৫. যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। ১৬. আর যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭. সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। ১৮. আর মহিমা ঘোষণা করো বিকালে ও দুপুরে। আকাশ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই। ১৯. তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান ও মাটির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে ওঠানো হবে।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২০. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ। ২১. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরেকটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নিদর্শন, রাত্রিতে ও দিনে তোমাদের জন্য নিদ্রা ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অন্বেষণ। এতে অবশ্যই মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নিদর্শন, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে; আর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরান ও তা দিয়ে মাটিকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। এর মধ্যে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নিদর্শন, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবেন, তোমরা উঠে আসবে।

২৬. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর হুকুম মানে। ২৭. আর তিনিই সেই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর আবার একে সৃষ্টি করবেন। এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; আর তিনিই শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তোমাদেরকে আমি জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? আর তোমরা তোমাদের সমকক্ষদেরকে যেরূপ ভয় কর ওদেরকে কি সেরূপ ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের কাছে নিদর্শনাবলি বয়ান করি।

২৯. সীমালঙ্ঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ ক'রে থাকে। তাই আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎপথ দেখাবে? তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

৩০. তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৩১. বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও; তাঁকে ভয় করো; নামাজ কায়েম করো এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, ৩২. যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি

করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।

৩৩. মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে ওদের প্রতিপালককে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক করে, ৩৪. ওদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। ভোগ করে নাও তোমরা! শীঘ্রই (এর পরিণতি) জানতে পারবে। ৩৫. আমি কি ওদের কাছে এমন কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা ওদেরকে আমার শরিক করতে বলে?

৩৬. আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই ওরা তখন তাতে উৎফুল্ল হয়। আর ওদের কৃতকর্মের ফলে, দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। ৩৭. ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান বা কমান? এর মধ্যে তো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৩৮. অতএব আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত আর মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দেবে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এ ভালো, আর তারাই সফলকাম।

৩৯. মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা যা সুদে দিয়ে থাক তা আল্লাহ্‌র কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য জাকাত দিয়ে থাক, তাদেরই ধনসম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৪০. আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে জীবনের উপকরণ দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এবং পরে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোনো-একটাও করতে পারে? ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ্ তার থেকে পবিত্র, মহান।'

॥ ৫ ॥

৪১. মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে ও স্থলে ফ্যাশাদ ছড়িয়ে পড়ে, তাই ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।

৪২. বলো, 'তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। ওদের অধিকাংশই ছিল অংশীবাদী।'

৪৩. আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই অনিবার্য দিন আসার পূর্বে সত্যধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। সেদিন তারা (মানুষ) বিভক্ত হয়ে পড়বে। ৪৪. যে অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাসের জন্য সে-ই দায়ী। আর যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করে। ৪৫. কারণ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের ভালোবাসেন না।

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি নিদর্শন, তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যার

AMARBOI.COM

সাহায্যে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

৪৭. আমি তোমার পূর্বে অন্যান্য রসুলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন এনেছিল। তারপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। আর বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

৪৮. আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন, আর তুমি তার থেকে বৃষ্টি ঝরা দেখতে পাও। তাঁর দাসদের মধ্যে তিনি যাদের ওপর ইচ্ছা এ দান করেন, ওরা তখন খুশিতে উৎফুল্ল হয়। ৪৯. ওদের কাছে বৃষ্টি পাঠানোর পূর্বে ওরা তো নিরাশ থাকে। ৫০. আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি জমির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন; কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৫১. আর আমি যদি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলে ওরা দেখে যে (শস্য) হলদে হয়ে গেছে তবে তো ওরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৫২. তুমি তো মৃতকে কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৫৩. তুমি অন্ধদেরকে ওদের ভুল পথ থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে; কারণ, তারা তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।

॥ ৬ ॥

৫৪. আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি তোমাদেরকে শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও পক্বকেশ (বার্ধক্য)। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫৫. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন পাপীরা শপথ ক'রে বলবে যে তারা এক দণ্ডও অবস্থান করে নি। এভাবেই তাদের বিকার ঘটে। ৫৬. কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারা (ওদেরকে) বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না।' ৫৭. সেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কোনো কাজে আসবে না এবং আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

৫৮. আমি তো মানুষের জন্য এই কোরানে সবরকমের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি ওদের কাছে কোনো নিদর্শনও হাজির কর, তবু অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছ।' ৫৯. যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয় এভাবে মোহর ক'রে দেন। ৬০. অতএব, ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ়বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

AMARBOI.COM

৩১ সুরা লুকমান

রুকু : ৪ আয়াত : ৩৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ-লাম-মিম। ২. এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত, ৩. পথনির্দেশ ও
দয়া সৎকর্মপরায়ণদের জন্য, ৪. যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় ও পরলোকে দৃঢ়
বিশ্বাস করে ৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।
৬. মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ অজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত
করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় ও আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ
করে। ওদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। ৭. যখন ওদের কাছে আমার
আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওরা দেমাকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা এ শুনতে
পায় নি, যেন ওদের কান দুটো বধির। সুতরাং ওদের নিদারুণ শাস্তির সংবাদ
দাও।
৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখকর উদ্যান। ৯.
সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি শক্তিমান,
তত্ত্বজ্ঞানী।
১০. তিনি বিনা থামে আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। তিনি
পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন, যাতে এ তোমাদেরকে নিয়ে ঢ'লে না পড়ে। আর
তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানারকম জীবজন্তু। তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ
করেন। আর তাতে সবরকম সুন্দর জোড়া (জিনিস) উৎপাদন করেন। ১১. এ
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও। না,
সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে!

॥ ২ ॥

১২. আমিই লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম এই ব'লে, 'আল্লাহ্‌র প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজেরই জন্য তা
করে। আর কেউ অবিশ্বাস করলে, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।'
১৩. স্মরণ করো, লুকমান উপদেশের ছলে তার ছেলেকে বলেছিল, 'হে বৎস!
আল্লাহ্‌র কোনো শরিক কোরো না। আল্লাহ্‌র শরিক করা তো চরম সীমালঙ্ঘন।'
১৪. আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার সাথে (ভালো ব্যবহারের) নির্দেশ
দিয়েছি। কষ্টের পর কষ্ট ক'রে জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ
ছাড়াতে ছাড়াতে দুবছর লেগে যায়। তাই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার
ওপর কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তো প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)।
১৫. তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার শরিক করাতে পীড়াপীড়ি
করে, যে-বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে

AMARBOI.COM

পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করবে, আর যে আমার দিকে মুখ করেছে তার পথ অনুসরণ করো। তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আর তোমরা যা করতে সে-বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

১৬. 'বাছা! কোনোকিছু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় আর তা যদি পাথরের মধ্যে বা আকাশে বা মাটির নিচে থাকে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ তো সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ের খবর রাখেন।

১৭. 'বাছা! নামাজ কায়েম করবে, সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। এ-ই তো দৃঢ়সংকল্পজনের কাজ। ১৮. তুমি মানুষের সামনে গাল ফুলিয়ো না ও মাটিতে দেমাক ক'রে পা ফেলো না। কারণ আল্লাহ্ উদ্ধত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না। ১৯. তুমি সংযতভাবে পা ফেলো ও তোমার গলার আওয়াজ নিচু করো; গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শ্রুতিকটু।'

॥ ৩ ॥

২০. তোমরা কি দেখ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথের নির্দেশনা, আর না আছে কোনো দীপ্তিময় কিতাব।

২১. আর ওদেরকে যখন বলা হয় 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো', তারা বলে, 'না, না, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন দেখেছি আমরা তা-ই অনুসরণ করব।' যদি শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি?

২২. যে-কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে সে তো এক মজবুত হাতল ধরে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে।

২৩. কেউ অবিশ্বাস করলে তা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। আমারই কাছে ওরা ফিরবে। তারপর, ওরা যা করত আমি ওদেরকে (তা) জানাব। (ওদের) অন্তরে যা রয়েছে সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন। ২৪. আমি অল্পকালের জন্য ওদেরকে জীবনের উপকরণ ভোগ করতে দেব। তারপর আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

২৫. তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আল্লাহ্।' বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই!' কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

২৬. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। ২৭. পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র, এর সঙ্গে যদি সাত সমুদ্র যোগ দিয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র গুণাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।

২৯. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মের অধীন করেছেন। প্রত্যেকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আপন পথে আবর্তন করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা জানেন। ৩০. এসবই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই ধ্রুব সত্য। আর ওরা তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা অসত্য। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

॥ ৪ ॥

৩১. তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যাতে ক'রে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন? প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ৩২. যখন ঢেউ চাঁদোয়ার মতো তাদেরকে ঢেকে ফেলে, তারা আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে, (তাদের) ধর্মকে তাঁর জন্য বিশুদ্ধ করে; কিন্তু যখন তিনি তাদের কূলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন তাদের কেউ-কেউ মাঝপথ দিয়ে চলতে থাকে। আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ তো তাঁর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে না।

৩৩. হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেদিনের যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয়, আর ধোঁকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত না করে)।

৩৪. কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন আর তিনিই জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তাঁর জানা।

AMARBOI.COM

৩২ সুরা সিজদা

রুকু : ৩ আয়াত : ৩০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *আলিফ-লাম-মিম।* ২. বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ-কিতাব
অবতীর্ণ এতে কোনো সন্দেহ নেই, ৩. কিন্তু ওরা বলে, 'এ তো তার নিজের
বানানো।' না, এ-সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে, যাতে তুমি
এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো
সতর্ককারী আসে নি। হয়তো ওরা সৎপথে চলবে।

৪. আল্লাহ্ আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি
করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো
অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তারপর
একদিন সবকিছুই বিচারের জন্য ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে
তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।

৬. তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, ৭. যিনি
তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন, আর মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন
মাটি থেকে। ৮. তারপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে তিনি তার বংশধরদের
সৃষ্টি করেন। ৯. পরে তিনি ওকে সুঠাম করেন ও তার মধ্যে রুহ্ সঞ্চার করেন।
আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন চোখ, কান ও হৃদয়। (অথচ) তোমরা খুব কমই
(এর জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১০. ওরা বলে, 'আমরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন ক'রে
সৃষ্টি করা হবে?' ওরা তো ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। ১১.
বলো, 'মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ নেবে। শেষে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা
হবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে।'

॥ ২ ॥

১২. যদি তুমি দেখতে—অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নিচু
ক'রে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো দেখলাম ও শুনলাম; এখন
তুমি আমাদেরকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হব।'

১৩. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে
পারতাম। কিন্তু আমার একথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ
উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৪. ওদেরকে বলা হবে, তোমরা শাস্তির স্বাদ নাও, কারণ আজকের এ-
সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা যা করছ তার জন্য শাস্তি ভোগ
করতে থাকো।

AmarBoi.com

১৫. কেবল তারাই আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করে যাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তাদের প্রতিপালকের মহিমাকীর্তন করে এবং অহংকার করে না। [সিজদা]। ১৬. তারা শয্যাত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। ১৭. কেউ জানে না, তার জন্য তার কৃতকর্মের কী নয়নজুড়ানো পুরস্কার রাখা আছে।

১৮. বিশ্বাসীরা কি সত্যত্যাগীর মতোই? উভয়ে কখনও সমান হতে পারে না। ১৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের কাজের ফল হিসেবে তাদেরকে তাদের বাসস্থান জান্নাতে আপ্যায়ন করা হবে।

২০. আর যারা সত্য ত্যাগ করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদেরকে আবার তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, 'যে-আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তার স্বাদ নাও।' ২১. ভারী শাস্তির আগে ওদেরকে আমি হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। ২২. যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো স্মরণ করানোর পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

॥ ৩ ॥

২৩. আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার কিতাব পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কোরো না। আমি একে বনি-ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। ২৪. ওরা যেহেতু ধৈর্য ধরতে পারত, আমি তাই ওদের মধ্য থেকে সেই নেতাদের মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। আমার নিদর্শন সম্পর্কে ওদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। ২৫. ওদের নিজেদের মধ্যে যে-বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তার মীমাংসা করবেন। ২৬. আমি তো এদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে। এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে। তবু কি তারা শুনবে না?

২৭. ওরা কি লক্ষ করে না, আমি ঊষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত ক'রে তার সাহায্যে শস্য উদ্গত করি, যার থেকে ওদের আনআম (গবাদিপশু) ও ওরা আহার করে? ওরা কি তবুও লক্ষ করবে না?

২৮. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্য বল, তবে বলো এর মীমাংসা কবে হবে?' ২৯. বলো, 'মীমাংসার দিন অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।'

৩০. সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো আর প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষা করছে।

AMARBOI.COM

৩৩ সুরা আহ্‌জাব

রুকু : ৯ আয়াত : ৭৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে নবি! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এবং তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

২. তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো; আল্লাহ্ তো ভালো করেই জানেন তোমরা যা কর। ৩. তুমি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো; কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ্ কোনো মানুষের দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি। তোমাদের স্ত্রীরা যাদের সাথে তোমরা *জিহার* করেছ (মা বলে ডেকেছ), তাদেরকে তিনি তোমাদের মা করেন নি; আর পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি। এগুলো কেবল তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহ্‌ই বলেন, আর তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

৫. তোমরা ওদেরকে ডাকো ওদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ-ই ন্যায়সংগত। যদি তোমরা ওদের পিতার পরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মের ভাই বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো। এ-ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো ত্রুটি হবে না, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে করলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. নবি বিশ্বাসীদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও কাছের, আর তার স্ত্রীরা তাদের মায়ের মতো। আর আল্লাহ্‌র বিধানে বিশ্বাসী ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ তারা পরস্পরের অনেক বেশি নিকটতর। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাতে চাইলে তা করতে পার। এ-ই কিতাবে লেখা আছে।

৭. (মুহাম্মদ!) আমি নবিদের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নুহ্, ইব্রাহিম, মুসা ও মরিয়মপুত্র ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আমি তো তাদের কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, ৮. সত্যবাদীদের সততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। আর তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

॥ ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঘূর্ণিঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

AMARBOI.COM

১০. যখন ওরা ওপর-নিচ থেকে তোমাদের আক্রমণ করেছিল, তোমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত, আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে, ১১. তখন বিশ্বাসীরা এক পরীক্ষায় পড়েছিল ও ভয়ংকর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

১২. আর মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।' ১৩. আর ওদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিব (মদিনা)-বাসীরা! এখানে তোমাদের স্থান নেই, তোমরা ফিরে যাও।' আর একদল নবির কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত রয়েছে।' যদিও সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে, পালিয়ে যাওয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।

১৪. যদি শত্রুরা চারধার থেকে নগরে ঢুকে ওদের সাথে মিলিত হ'ত আর ওদেরকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দিত, ওরা তো বিদ্রোহ ক'রে বসত; ওরা এ-ব্যাপারে দেরি করত না। ১৫. অথচ ওরাই তো আগে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, ওরা পালিয়ে যাবে না। আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১৬. বলো, 'তোমরা যদি মৃত্যুর বা নিহত হওয়ার ভয়ে পালাও তা হলে তোমাদের কোনো লাভ নেই, আর তোমরা পালাতে পারলেও তোমাদের সামান্যই (জীবন) ভোগ করতে দেওয়া হবে।' ১৭. বলো, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের অমঙ্গল চান কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে, আর তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদের বঞ্চিত করবে?' ওরা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৮. আল্লাহ্ তো জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয়, আর তাদের ভাই-বেরাদরদেরকে বলে 'আমাদের সঙ্গে এসো', কিন্তু নিজেরা অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা যুদ্ধ করতে আসে না। ১৯. ওরা তোমাদেরকে হিংসা করে। যখন ওরা ভয় পায় তখন তুমি দেখবে, যার ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে তার মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওরা তোমাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন দেখবে (যুদ্ধের লুটের) মালের লোভে তোমাদের সাথে কথাবার্তায় ওদের জিহ্বার কী ধার! ওরা বিশ্বাস করে না, তাই আল্লাহ্ ওদের কাজকর্ম পণ্ড করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ্‌র জন্য এ তো সহজ।

২০. ওরা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায় নি। যদি আবার শত্রুবাহিনী এসে পড়ে তখন ওরা এমন ভাব করবে যে, (আরব) মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের খবরাখবর নিচ্ছে। ওরা তোমাদের সাথে থাকলেও কমই যুদ্ধ করত।

॥ ৩ ॥

২১. তোমাদেব মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে বেশি ক'রে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।

২২. বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তো এর কথাই বলেছিলেন। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন।' আর এতে তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেল।

২৩. বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের অঙ্গীকার পুরো করেছে, কেউ শহীদ হয়েছে ও কেউ প্রতীক্ষায় আছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করে নি।

২৪. কারণ, আল্লাহ্ তো সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৫. আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে তাদের রাগঝাল নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন, তাদের কোনো লাভ হল না। বিশ্বাসীদের জন্য যুদ্ধে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

২৬. কিতাবিদের মধ্যে যারা (ইহুদি বানু-কুরাইজারা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করলেন। তোমরা ওদের কিছুকে খতম করেছিলে ও কিছু বন্দি করেছিলে। ২৭. আর তিনি তোমাদেরকে ওদের জমিজায়গা, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন, আর উত্তরাধিকারী করলেন এমন এক দেশের যেখানে তোমরা এখনও পা দাও নি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ ৪ ॥

২৮. হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই আর তোমাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দিই। ২৯. আর তোমরা যদি আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও পরকাল চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'

৩০. হে নবিপত্নীগণ! যে-কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

AMARBOI.COM

দ্বাবিংশতিতম পারা

৩১. তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দুবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি।

৩২. হে নবিপত্নীগণ! তোমরা তো অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলবে না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে। ৩৩. আর তোমরা ঘরে থাকবে, জাহেলিয়া (প্রাগ্ইসলামি) যুগের মতো নিজেদেরকে দেখিয়ে বেড়িয়ো না। তোমরা নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দেবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে। আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে ও তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে চান। ৩৪. আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমতের কথা তোমাদের ঘরে যা পড়া হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ্ তো সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব খবর রাখেন।

॥ ৫ ॥

৩৫. আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌন অঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী—এদের জন্য তো আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।

৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

৩৭. স্মরণ করো, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহ্কে ভয় করো।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৩৮. আল্লাহ্ নবির জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবি অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এ-ই ছিল

AMARBOI.COM

আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত। ৩৯. ওরা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করত, ওরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করত না। হিসাবগ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রসুল ও শেষ নবি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

॥ ৬ ॥

৪১. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশি করে স্মরণ করবে, ৪২. ও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে। ৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোয় আনার জন্য, এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু।

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের অভিবাদন করা হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

৪৫. হে নবি! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে আর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, ৪৬. এবং তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। ৪৭. তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও, আল্লাহ্‌র কাছে মহা-অনুগ্রহ রয়েছে। ৪৮. আর তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের কথা শুনো না, ওদের নিপীড়ন উপেক্ষা করো ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার পর ওদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে, ওদের ইদ্দতপালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদেরকে কিছু দেবে ও সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় করবে।

৫০. হে নবি! আমি তোমার জন্য তোমাদের স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদেরকে তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনদেরকে যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবির কাছে নিবেদন করলে আর নবি তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫১. তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এজন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সব জানেন, সহ্য করেন।

AMARBOI.COM

৫২. (মুহাম্মদ!) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগ্রহণও বৈধ নয়, যদি ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধও করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ-বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ওপর কড়া নজর রাখেন।

॥ ৭ ॥

৫৩. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে, খাবার তৈরির জন্য অপেক্ষা না ক'রে, খাওয়ার জন্য তোমরা নবির বাড়ির ভিতরে ঢুকবে না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা যাবে ও খাওয়ার পর চলে আসবে। কথাবার্তায় তোমরা মেতে যেয়ো না; এমন (ব্যবহার) নবির বিরক্তি সৃষ্টি করে। সে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পরদার আড়াল থেকে চাইবে। এ-বিধান তোমাদের ও ওদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতর। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দেওয়া বা তার মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ্ করা সংগত হবে না। আল্লাহ্‌র কাছে এ গুরুতর অপরাধ। ৫৪. তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশই কর বা গোপন কর, আল্লাহ্ তো সবই জানেন।

৫৫. (নবির স্ত্রীদের জন্য) তাদের পিতা, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, পরিচারিকা ও তাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের ক্ষেত্রে এ (পরদা) না মানলে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ্ তো সবই দেখেন।

৫৬. আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারাও নবির জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবির জন্য দোয়া করো ও পূর্ণ শান্তি কামনা করো।

৫৭. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ বলে ও রসুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তো তাদেরকে ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন, আর তিনি তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ৫৮. বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী কোনো অপরাধ না করলেও, যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

॥ ৮ ॥

৫৯. হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদের বলো তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০. মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে, আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ-শহরে তারা অল্পসংখ্যকই থাকবে প্রতিবেশীরূপে, ৬১. অভিশপ্ত হয়ে।

ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই পাকড়াও ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ৬২. যারা পূর্বে গত হয়েছে তাদের জন্য এ-ই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। তুমি কখনও আল্লাহ্‌র বিধানে কোনো ব্যতিক্রম পাবে না।

৬৩. লোকে তোমাকে সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে।' তুমি এ কী করে জানবে! হয়তো সময় শীঘ্রই এসে যেতে পারে।

৬৪. আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন, ৬৫. যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। ৬৬. যেদিন আগুনে ওদের মুখ উলটে-পালটে পোড়ানো হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্ ও রসুলকে মানতাম!' ৬৭. তারা আরও বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। ৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও এবং ওদেরকে মহাঅভিশাপ দাও।'

॥ ৯ ॥

৬৯. হে বিশ্বাসিগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছিল তোমরা তাদের মতো হয়ো না, ওরা যা রটিয়েছিল তার থেকে আল্লাহ্ তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মর্যাদাবান। ৭০. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো, ৭১. তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন ও তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

৭২. নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এ-আমানত দিতে চেয়েছিলাম, ওরা ভয়ে তা বইতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বইল। মানুষ তো নিজের ওপর বড় জুলুম ক'রে থাকে, আর সে বড়ই অজ্ঞ।

৭৩. শেষে আল্লাহ্ মুনাফিক নরনারী ও অংশীবাদী নরনারীকে শাস্তি দেবেন, আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

৩৪ সুরা সাবা

রুকু : ৬ আয়াত : ৫৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবকিছুরই মালিক,
আর পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত।
২. তিনি জানেন মাটিতে যা প্রবেশ করে, আর তা থেকে যা বের হয়; আর যা
আকাশ থেকে নামে, আর যা-কিছু আকাশে ওঠে। তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।
৩. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না।' বলো, 'কেন হবে
না? তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতেই হবে, শপথ আমার প্রতিপালকের যিনি
অদৃশ্য সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন, আকাশ ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণ বা তার
চেয়ে ছোট বা বড় কিছুই যাঁর অগোচর নয়। স্পষ্ট কিতাবে এর প্রত্যেকটি লেখা
আছে। ৪. এ এজন্য যে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত
করবেন। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। ৫. আর যারা প্রবল
হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে
ভয়ংকর নির্মম শাস্তি।
৬. যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের কাছ
থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এ মানুষকে পরাক্রমশালী ও
প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ করে।
৭. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে
তোমাদেরকে বলে যে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও
তোমাদেরকে নতুন ক'রে আবার ওঠানো হবে? ৮. হয় সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা
বানায়, নয় সে পাগল।' না, যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ৯. ওরা কি ওদের সামনে আর পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী
আছে তা লক্ষ করে না? আমি ইচ্ছা করলে, পৃথিবী ওদেরকে নিয়ে ধসে পড়বে বা
আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ওদের ওপর ভেঙে পড়বে। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন
রয়েছে প্রত্যেক দাসের জন্য, যে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরায়।

॥ ২ ॥

১০. 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে
পাখিরা! তোমারাও', এ-আদেশ দান করে আমিই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ
করেছিলাম আর লোহাকে তার জন্য নমনীয় করেছিলাম। ১১. আর তাকে
বলেছিলাম, পুরো মাপের বর্ম তৈরি করো ও তার কড়াগুলো ঠিক ক'রে জোড়া
দাও, আর ভালো কাজ করো। তোমরা যা কর তা তো আমি ভালোভাবেই দেখি।

AMARBOI.COM

১২. আমি বাতাসকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম, যার সকালের বেড়ানো
ছিল একমাসের পথ, আর বিকালের বেড়ানোও ছিল একমাসের পথ। আমি তার
জন্য গলানো তামার এক ঝরনা বইয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কিছু জিন
তার সামনে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে
আমি জ্বলন্ত আগুনে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। ১৩. ওরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী
প্রাসাদ, ভাস্কর্য, পানির হৌজের মতো পাত্র ও চুল্লির জন্য বিরাট ডেগ তৈরি করত।
(আমি বলেছিলাম,) 'হে দাউদ-পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করতে
থাকো। আমার দাসদের মধ্যে অল্পই আছে যারা কৃতজ্ঞ।'

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুণপোকা, যা সুলায়মানের
লাঠি খাচ্ছিল, জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানাল। যখন সুলায়মান মাটিতে প'ড়ে
গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি ওরা অদৃশ্য বিষয় জানত তা হলে ওরা
এতকাল অপমানকর শাস্তিতে বাঁধা থাকত না।

১৫. সাবাবাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন—দুটি বাগান,
একটা ডানদিকে, আর একটা বামদিকে। ওদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া খাবার খাও ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো!
জায়গা হিসেবে এ তো ভালো আর তোমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল।'

১৬. পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। তাই আমি ওদের ওপর বাঁধভাঙা বন্যা
বইয়ে দিলাম, আর ওদের বাগান দুটোকে বদলে দিলাম এমন দুটো বাগানে
যেখানে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ আর কিছু কুলগাছ। ১৭. আমি
ওদেরকে এ-শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের অবিশ্বাসের জন্য। আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর
কাউকে শাস্তি দিই না।

১৮. ওদের আর যেসব জনপদকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে
বহু দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম, আর মাঝে মাঝে সফরে তাদের বিশ্রামের
জন্য, নির্দিষ্ট ব্যবধানে, বিশ্রামের জায়গা ঠিক করেছিলাম এবং ওদেরকে
বলেছিলাম, 'তোমরা এসব জনপদে দিনে ও রাত্রিতে নিরাপদে ভ্রমণ করতে পার।'

১৯. কিন্তু ওরা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের জন্য
বিশ্রামের জায়গা দূরে দূরে রাখো।' এভাবে ওরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।
তাই আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করে দিলাম ও ওদেরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে
দিলাম। প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

২০. ওদের সম্বন্ধে ইবলিসের অনুমান সত্য হল, তাই শুধু বিশ্বাসীদের একটি
দল ছাড়া, ওরা তাকে অনুসরণ করল, ২১. যাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য
ছিল না, তবে কারা পরকালে বিশ্বাসী ও কারা তাতে সন্দেহ করে তা প্রকাশ ক'রে
দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

॥ ৩ ॥

২২. বলো, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে, তোমরা
তাদেরকে ডাকো। ওরা আকাশ ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণও কিছুর মালিক নয়,

AMARBOI.COM

এবং এতে ওদের কোনো অংশও নেই, আর ওরা আল্লাহ্‌র কাজে সাহায্যও করে না।'

২৩. যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে কারও সুপারিশ ফল দেবে না। যখন ওদের অন্তর থেকে ভয় দূর হবে তখন ওরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী হুকুম করেছেন?' তার উত্তরে তারা বলবে, 'যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ মহান।'

২৪. বলো, 'আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে?' বলো, 'আল্লাহ্। হয় আমরা সৎপথে আছি আর তোমরা স্পষ্ট বিপথে আছ, নাহয় তোমরা সৎপথে আছ আর আমরা স্পষ্ট বিপথে আছি।'

২৫. বলো, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না, আর তোমরা যা কর সে-সম্পর্কে আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে না।'

২৬. বলো, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা ক'রে দেবেন; তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।'

২৭. বলো, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরিক ঠিক করেছ, তাদেরকে আমাকে দেখাও।' বরং তাঁর কোনো শরিক নেই, আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।'

২৮. (হে মুহাম্মদ!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ক'রে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা বোঝে না। ২৯. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই প্রতিশ্রুতি কখন পালন করা হবে?'

৩০. বলো, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত সময় যা তোমরা এক মুহূর্তও পিছিয়ে দিতে পারবে না, এগিয়েও আনতে পারবে না।'

॥ ৪ ॥

৩১. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা এ-কোরানে কখনও বিশ্বাস করব না, এর আগের কিতাবগুলোতেও নয়।' আর তুমি যদি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দেখতে, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যারা দুর্বল ছিল তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।'

৩২. যাদেরকে দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল উদ্ধতরা তাদেরকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের কাছে সৎপথের উপদেশ আসবার পর তা গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? না, তোমরাই তো অপরাধ করেছিলে।'

৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল তারা উদ্ধত প্রধানদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিনরাত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি ও তাঁর শরিক করি।' যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা মনের অনুতাপ মনেই রাখবে,

AMARBOI.COM

আর আমি অবিশ্বাসীদের গলায় শিকল পরাব। ওরা যা করত তারই প্রতিফল
ওদেরকে দেওয়া হবে।
৩৪. যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সেখানকার
বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অবিশ্বাস
করি।' ৩৫. আর ওরা আরও বলত, 'আমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বেশি,
সুতরাং আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না।'
৩৬. বলো, 'আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বর্ধিত
করেন বা সীমিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'

॥ ৫ ॥

৩৭. তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে
সাহায্য করবে না। কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আর
তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে। তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস
করবে। ৩৮. আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদেরকে
দেওয়া হবে শাস্তি।
৩৯. বলো, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার
জীবনের উপকরণ বর্ধিত বা সীমিত করেন। তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে তিনি
তার প্রতিদান দেবেন, তিনি তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।'
৪০. যেদিন তিনি ওদের সকলকে একত্র করবেন আর ফেরেশতাদেরকে
জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?' ৪১. ফেরেশতারা বলবে,
'তুমি পবিত্র, মহান, আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, ওদের সাথে নয়। ওরা তো
পুজো করত জিনের, আর ওদের অধিকাংশই ছিল জিনের ভক্ত।'
৪২. (আমি বলব), 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার বা অপকার
করবার ক্ষমতা নেই।' যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে বলব, 'তোমরা যে
আগুনের শাস্তি অস্বীকার করতে আজ তার স্বাদ নাও।'
৪৩. এদের কাছে যখন আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন এরা বলে,
'এ-লোকই তো তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত তার উপাসনায়
তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।' ওরা আরও বলে, 'এ তো বানানো মিথ্যা ছাড়া
আর কিছুই নয়।' আর অবিশ্বাসীদের কাছে যখন সত্য আসে তখন ওরা বলে, 'এ
তো এক স্পষ্ট জাদু!'
৪৪. আমি আগে এদেরকে কোনো কিতাব দিই নি যা এরা পড়তে পারে আর
তোমার পূর্বে এদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাই নি। ৪৫. এদের
পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা (মক্কার
অধিবাসীরা) তার দশ ভাগের এক ভাগও পায় নি, তবুও ওরা আমার রসুলদেরকে
মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই (ওদের ওপর) আমার শাস্তি বড় ভয়ংকর হয়েছিল।

॥ ৬ ॥

৪৬. বলো, 'আমি তোমাদেরকে শুধু একটি বিষয়ে উপদেশ দিই, তোমরা আল্লাহ্‌র
সামনে দুজন ক'রে বা একা একা দাঁড়াও, আর ভেবে দেখো, তোমাদের সঙ্গী তো
পাগল নয়। সে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য এক সতর্ককারী মাত্র।'
৪৭. বলো, 'আমি তোমাদের কাছে যে-পুরস্কার চাই সে তোমাদের জন্য।
আমার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছেই। আর তিনি সব বিষয়েরই সাক্ষী।'
৪৮. বলো, 'আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন (অসত্যের বিরুদ্ধে)।
তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।' ৪৯. বলো, 'সত্য এসেছে, আর অসত্য (নতুন) কিছু
সৃষ্টি করে না বা (পুরাতন) কিছু ফিরিয়েও আনে না।'
৫০. বলো, 'আমি যদি বিভ্রান্ত হই, তবে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। আর
যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার কাছে
প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। তিনি সব শোনেন, আর তিনি কাছেই আছেন।'
৫১. তুমি যদি ওদের দেখতে, যখন ওরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে, পালাবার
পথ পাবে না আর নিকটবর্তী স্থানেই ধরা পড়বে। ৫২. তখন ওরা বলবে, 'আমরা
এখন (সত্যে) বিশ্বাস করি।' কিন্তু এত দূর থেকে তারা কেমন ক'রে তা পারবে,
৫৩. যখন ওরা এর আগে তা অবিশ্বাস করেছিল ও দূর হতে অদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে
ছুড়ত (নানা বাক্যবাণ)। ৫৪. ওদের ও ওদের কামনা-বাসনার মধ্যে তেমনি
ব্যবধান রয়েছে যেমন ছিল ওদের পূর্ববর্তীদের বেলায়। ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর
সন্দেহের মধ্যে।

AMARBOI.COM

৩৫ সুরা ফাতির

রুকু : ৫ আয়াত : ৪৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই, যিনি বাণীবাহক করেছেন ফেরেশতাদেরকে, যারা দুই, তিন বা চার জোড়া পক্ষবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যা ইচ্ছা যোগ করেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে কেউ বাধা দিতে পারে না, আর তিনি অনুগ্রহ করতে না চাইলে কেউ অনুগ্রহ করতে পারে না। তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

৩. হে মানবসম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং কেমন ক'রে তোমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?

৪. এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তোমার পূর্ববর্তী রসুলদেরকেও তো এরা মিথ্যাবাদী বলেছিল। সবকিছু আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

৫. হে মানবসম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয়, আর ধোঁকাবাজ যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকা না দিতে পারে। ৬. শয়তান তোমাদের শত্রু; তাই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে এজন্য ডাকে যাতে ওরা জাহান্নামে যায়।

৭. যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

৮. কাউকে যদি তার মন্দ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় ও সে যদি তা উত্তম মনে করে, তবু সে কি তার সমান (যে ভালো কাজ করে)? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালনা করেন। তাই তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ ক'রে নিজেকে শেষ কোরো না। ওরা যা করে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তা জানেন।

৯. আল্লাহ্‌ই বায়ু প্রেরণ ক'রে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালন করেন। তারপর তিনি তা প্রাণহীন জমির দিকে পরিচালনা করেন, তারপর তিনি তা দিয়ে মাটিকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। পুনরুত্থান এভাবেই হবে। ১০. কেউ ক্ষমতা চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌রই। তিনি ভালো কথা ও ভালো কাজ গ্রহণ করেন। আর যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু
থেকে; তারপর তিনি তোমাদের জোড়া মিলিয়ে দেন। আল্লাহ্র অজান্তে কোনো
নারী গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসব করে না। কিতাবে যা (লেখা আছে) তার বাইরে
কারও আয়ু বৃদ্ধি পায় না বা কারও আয়ু থেকে কিছু কাটাও হয় না। এ আল্লাহ্র
জন্য সহজ।

১২. দুটো সাগর একরকম নয়—একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির
লবণাক্ত ও বিস্বাদ। দুটি থেকেই তোমরা মাছ খাও ও তোমাদের ব্যবহারের জন্য
রত্নাদি আহরণ কর। আর তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে যাতে
তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩. তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন ও দিনকে পরিণত করেন রাত্রিতে।
তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল
পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। আর
তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো অতি তুচ্ছ, কিছুরই অধিকারী
নয়। ১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর
শুনলেও সে-ডাকে সাড়া দেবে না। তোমরা যে তাদেরকে শরিক করেছ তা ওরা
কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ন্যায়
কেউই তোমাকে জানাতে পারে না।

॥ ৩ ॥

১৫. হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্, তিনি তো
অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। ১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে
পারেন ও নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। ১৭. এ আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়।

১৮. কেউ কারও ভার বইবে না; কারও পাপের বোঝা ভারী হলে সে যদি
অন্যকে তা বইতে ডাকে, তবু কেউ তা বইবে না, নিকটআত্মীয় হলেও না। তুমি
কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয়
করে ও নামাজ পড়ে। যে-কেউ নিজেকে পবিত্র করে, সে তা করে নিজেরই
ভালোর জন্য। প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্রই কাছে।

১৯. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, ২০. অন্ধকার ও আলো, ২১. ছায়া ও রৌদ্র,
২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শোনাতে পারেন। যারা
কবরে রয়েছে তাদেরকে তো তুমি শোনাতে পারবে না।

২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। ২৪. আমি তোমাকে সত্যসহ
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার
কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাই নি। ২৫. এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ
করে, তবে এদের পূর্বে যেসব রসুল স্পষ্ট নিদর্শন *জবুর* (অবতীর্ণ কিতাব) ও
দীপ্তিময় কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের প্রতিও তো তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল।
২৬. তারপর আমি অবিশ্বাসীদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। আর কিতাবে তারা
পরিত্যক্ত হয়েছিল।

॥ ৪ ॥

২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন আর তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল জন্মান? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো। ২৮. তেমনই রংবেরঙের মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে। আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, ক্ষমাশীল।

২৯. যারা আল্লাহ্‌র কিতাব আবৃত্তি করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে, তাদের ব্যাবসা ব্যর্থ হবে না ৩০. —এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩১. আমি তোমার ওপর যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সবকিছুই জানেন ও দেখেন।

৩২. তারপর আমি দাসদের মধ্যে তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী, আর কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশে ভালো কাজে এগিয়ে যায়। এ এক মহাঅনুগ্রহ। ৩৩. তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদেরকে স্বর্ণনির্মিত ও মুক্তাখচিত কঙ্কণ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ৩৪. আর তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের দুঃখদুর্দশা দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; ৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে আমাদেরকে কষ্ট বা ক্লান্তি স্পর্শ করে না।'

৩৬. আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, ওরা মরবে। আর ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও কমানো হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা চিৎকার ক'রে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে রেহাই দাও, আমরাও সৎকাজ করব; আগে যা করতাম তা আর করব না।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দিই নি যে, কেউ সতর্ক হতে চাইলে সে সতর্ক হতে পারত না? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।'

॥ ৫ ॥

৩৮. আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ জানেন। অন্তরে যা আছে সে-সম্পর্কেও তিনি ভালো ক'রেই জানেন। ৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে *খলিফা* (প্রতিনিধি) করেছেন। তাই কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে

AMARBOI.COM

নিজেই দায়ী হবে; অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে; আর ওদের অবিশ্বাস তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৪০. বলো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব অংশীদারের (দেবদেবীদের) কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি ক'রে থাকলে তা আমাকে দেখাও অথবা আকাশসৃষ্টিতে ওদের কোনো অংশ আছে কি? না আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যার ওপর তারা নির্ভর করে? সীমালঙ্ঘনকারীরা তো একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।' ৪১. আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী স্থির ক'রে রেখেছেন যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে কে ওদেরকে স্থির রাখবে? তিনি তো সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

৪২. তারা আল্লাহ্‌র নামে কড়া শপথ ক'রে বলত, তাদের কাছে যদি কোনো সতর্ককারী আসত তবে তারা অন্য সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি আনুগত্যের সঙ্গে সৎপথ অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এল তখন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই তাদের কাছে বড় হল। ৪৩. তারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখাত ও কূট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যারা ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্র তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। এদের পূর্ববর্তীদের বেলায় যা ঘটেছিল এরা কি তারই অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না।

৪৪. এরা কি পৃথিবীতে সফর করে না ও এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা কি দেখে না? ওরা তো এদের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহ্‌র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবিত কাউকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন।

AMARBOI.COM

৩৬ সুরা ইয়াসিন

রুকু : ৫ আয়াত : ৮৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *ইয়াসিন*। ২. জ্ঞানময় কোরানের শপথ! ৩. তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের মধ্যে একজন। ৪. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ৫. এ পরাক্রমশালী পরম দয়াময়ের নিকট হতে অবতীর্ণ, ৬. যেন তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয় নি, যার জন্যে ওরা অনবধান। ৭. ওদের অধিকাংশের জন্যই শাস্তি অবধারিত, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। ৮. আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, তাই ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

৯. আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর খাড়া করেছি এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না। ১০. তুমি ওদের সতর্ক কর বা না-কর, ওদের পক্ষে দুই-ই সমান, ওরা বিশ্বাস করবে না। ১১. তুমি কেবল সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা উপদেশ মেনে চলে আর করুণাময়কে না দেখেও ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে সুখবর দাও ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

১২. আমি মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি ওরা যা পাঠায় ও ওদের যে-পায়ের চিহ্ন রেখে যায়। এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে আমি সব সংরক্ষণ ক'রে রেখেছি।

॥ ২ ॥

১৩. ওদের কাছে এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করো যাদের কাছে রসুল এসেছিল। ১৪. আমি ওদের কাছে দুজন রসুল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তখন আমি তাদেরকে তৃতীয় একজন দিয়ে শক্তিশালী করেছিলাম। আর তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।'

১৫. ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। করুণাময় আল্লাহ্‌ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা কেবলই মিথ্যা বলছ।' ১৬. তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, ১৭. স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'

১৮. ওরা বলল, 'আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তোমাদেরকে অবশ্যই আমরা পাথর মেরে হত্যা করব ও নিদারুণ শাস্তি দেব।' ১৯. তারা বলল, 'এ কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই, আসলে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

২০. শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! রসুলের অনুসরণ করো, ২১. অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না, আর যারা সৎপথ পেয়েছে।

AMARBOI.COM

ত্রয়োবিংশতিতম পারা

২২. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ও যাঁর কাছে তোমরা ফিরে যাবে, আমি তাঁর উপাসনা করব না কেন? ২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? করুণাময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে, ওদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না; আর ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। ২৪. এমন করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। ২৫. আমি তোমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস রাখি, তাই তোমরা আমার কথা শোনো।'

২৬. (শহীদ হওয়ার পরে) তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ করো'। সে বলে উঠল, 'হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত ২৭. কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন ও সম্মানিত করেছেন!'

২৮. আমি তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করি নি, আর তার প্রয়োজনও ছিল না। ২৯. কেবল এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. আমার দাসদের জন্য দুঃখ হয়, ওদের কাছে যখনই কোনো রসুল এসেছে তখনই ওরা তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে। ৩১. ওরা কি লক্ষ করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা আর ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না? ৩২. আর ওদের সকলকে তো আমার কাছে একত্র করা হবে।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

৩৩. ওদের জন্য একটা নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যা আমি পুনর্জীবিত করি ও যার থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি—যা ওরা খায়। ৩৪. তার মধ্যে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং বইয়ে দিই ঝরনা, ৩৫. যাতে ওরা এর ফলমূল খেতে পারে—যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবু ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না? ৩৬. পবিত্র-মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৩৭. ওদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, যা হতে আমি দিনের আলো সরিয়ে দিই, ফলে সকলেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

৩৮. আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবর্তন করে। এ শক্তিমান, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। ৩৯. আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছি, অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুরশাখার আকার ধারণ করে। ৪০. সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে না ও প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

৪১. ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরগণকে এক বোঝাই জাহাজে চড়িয়েছি ৪২. আর ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা চড়তে পারে। ৪৩. আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে ডোবাতে পারি; তখন

কেউ ওদেরকে সাহায্য করবে না; আর ওরা নিস্তার পাবে না। ৪৪. ওদের ওপর আমার অনুগ্রহ না হলে আর ওদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিলে (তা-ই হ'ত)।

৪৫. যখন ওদেরকে বলা হয়, 'তোমরা পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় করো যাতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা যেতে পারে (তখন ওরা তা অগ্রাহ্য করে)। ৪৬. যখনই ওদের প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন ওদের কাছে আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭. যখন ওদেরকে বলা হয় 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো', তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন তাকে আমরা কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

৪৮. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, 'এ-প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?' ৪৯. ওরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা ওদের তর্কাতর্কির সময় ওদেরকে আঘাত করবে। ৫০. ওরা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না ও নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না।

॥ ৪ ॥

৫১. যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ৫২. ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে ঘুম থেকে ওঠাল? করুণাময় আল্লাহ্ তো এর কথাই বলেছিলেন, আর রসুলরাও সত্যই বলেছিলেন।'

৫৩. সে হবে এক মহাগর্জন। তখনই ওদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। ৫৪. আর বলা হবে, 'আজ কারও ওপর কোনো জুলুম করা হবে না, আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।'

৫৫. এদিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে, ৫৬. তারা ও তাদের সঙ্গিনীরা শীতল ছায়ায় থাকবে ও সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। ৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল ও আকাঙ্ক্ষিত সবকিছু। ৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে, 'সালাম'। ৫৯. আরও বলা হবে, 'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও!'

৬০. 'হে আদমসন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিই নি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কোরো না, কারণ সে তোমাদের শত্রু ৬১. আর তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, এ-ই সরল পথ? ৬২. শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহুজনকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বোঝ নি? ৬৩. এ-ই জাহান্নাম, যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিল। ৬৪. আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো; কারণ তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে!'

AMARBOI.COM

৬৫. আমি আজ এদের মুখ মোহর ক'রে দেব; এদের হাত আমার সঙ্গে কথা
বলবে আর পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। ৬৬. আমি ইচ্ছা করলে এদের
দৃষ্টিশক্তি লোপ ক'রে দিতে পারতাম; তখন পথে চলতে চাইলে এরা কী ক'রে
দেখতে পেত? ৬৭. আর আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে এদের নিজের জায়গায় স্তব্ধ
ক'রে দিতে পারতাম, তা হলে এরা এগুতেও পারত না, পেছুতেও পারত না।

॥ ৫ ॥

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘজীবন দিই তাকে তো আকৃতি-প্রকৃতিতে উলটিয়ে দিই।
তবুও কি তারা বোঝে না?

৬৯. আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শেখাই নি, আর এ তার পক্ষে
শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরান, ৭০. যা দিয়ে
যারা জীবিত তাদেরকে সতর্ক করা হয় আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য
প্রমাণিত হয়।

৭১. ওরা কি লক্ষ করে না, ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি *আনআম*
(গবাদিপশু) আর ওরাই এগুলোর মালিক? ৭২. আর আমি এগুলোকে ওদের
বশীভূত ক'রে দিয়েছি। এগুলোর কিছু ওদের বাহন আর কিছু ওদের খাদ্য। ৭৩.
ওদের জন্য এদের মধ্যে আছে নানা উপকার ও পানীয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে
না?

৭৪. ওরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ-আশায় যে,
ওরা সাহায্য পাবে। ৭৫. কিন্তু এসব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে পারবে না।
এসব উপাস্য যাদেরকে ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে, তাদেরকে উপস্থিত
করা হবে। ৭৬. তাই ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা
ওরা গোপন করে, আর যা ওরা প্রকাশ করে।

৭৭. মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে
সে প্রকাশ্যে তর্ক করে! ৭৮. মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা বানায়, অথচ
সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, 'হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে যখন তা
পচেগলে যাবে?'

৭৯. বলো, 'ওর মধ্যে প্রাণ দেবেন তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন আর
তিনি সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।' ৮০. তিনি তোমাদের জন্য
সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন ও তোমরা তা দিয়ে আগুন জ্বাল। ৮১.
যিনি নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ
সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮২. তিনি যখন কিছু
করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়। ৮৩. তাই তো
তিনি পবিত্র ও মহান, যিনি সকল বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; আর তাঁরই
কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

AMARBOI.COM

৩৭ সুরা সাফ্‌ফাত

রুকু : ৫   আয়াত : ১৮২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তাদের শপথ যারা সারি বেঁধে দাঁড়ায় (ফেরেশতারা), ২. ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে, ৩. আর যারা কোরান আবৃত্তি করে। ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক, ৫. যিনি আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক; রক্ষক পূর্বাচলের।

৬. আমি তোমাদের কাছের আকাশকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সুশোভিত করেছি, ৭. আর একে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে রক্ষা করেছি। ৮. তাই শয়তানরা ওপরের জগতের কিছু শুনতে পারে না। তাদের ওপর সব দিক থেকে (উল্কা) ফেলা হয়, ৯. তাদেরকে তাড়ানোর জন্য। তাদের জন্য আছে অশেষ শাস্তি। ১০. তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু নেয়।

১১. (অবিশ্বাসীদেরকে) জিজ্ঞাসা করো, ওদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি (তা সৃষ্টি করা বেশি কঠিন)? ওদেরকে আমি এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। ১২. তুমি তো (শুনে) অবাক হচ্ছ, আর ওরা করছে বিদ্রূপ। ১৩. আর যখন ওদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তখন ওরা তা মানে না। ১৪. ওরা কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে ১৫. ও বলে, 'এ তো এক স্পষ্ট জাদু। ১৬. আমরা ম'রে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে? ১৭. আর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও?' ১৮. বলো, 'হ্যাঁ। আর তোমরা হবে অপদস্থ।'

১৯. যখন একটা বিকট শব্দ হবে তখন ওরা তা প্রত্যক্ষ করবে। ২০. আর বলবে, 'দুর্ভাগ্য আমাদের! এ-ই তো সেই বিচারদিন।'

২১. ওদেরকে বলা হবে, 'এ-ই সে-মীমাংসার দিন যা তোমা অস্বীকার করতে।'

॥ ২ ॥

২২. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 'একত্র করো সীমালঙ্ঘনকারী ও ওদের দোসরদেরকে, আর তাদেরকে যাদের উপাসনা ওরা করত, ২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। আর ওদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও। ২৪. তারপর ওদেরকে থামাও, কারণ ওদের প্রশ্ন করা হবে, ২৫. 'তোমাদের (এখন) কী হয়েছে যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?'

২৬. সেদিন তো ওরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। ২৭. আর ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ২৮. ওরা বলবে, 'তোমরা তো ডান দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে (আমাদের ওপর জোর করতে)।'

২৯. শক্তিশালীরা বলবে, 'তোমরা তো বিশ্বাসই করতে না। ৩০. আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরাই তো ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়! ৩১. আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ নিতে হবে। ৩২. আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত।'

৩৩. ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরিক হবে। ৩৪. অপরাধীদের ব্যাপারে আমি এমনই করে থাকি। ৩৫. ওদের কাছে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে তা অগ্রাহ্য করত। ৩৬. আর বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দেব?'

৩৭. না, সে (মুহাম্মদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল আর সব রসুলকে সত্য ব'লে স্বীকার করেছিল। ৩৮. তোমরা অবশ্যই মারাত্মক শাস্তি ভোগ করবে, ৩৯. আর তারই শাস্তি ভোগ করবে তোমরা যা করতে, ৪০. তবে যারা আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাস তারা নয়। ৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনের উপকরণ, ৪২. ফলমূল, আর তারা সম্মানিত হবে ৪৩. সুখকর উদ্যানে, ৪৪. তারা মুখোমুখি আসনে বসবে। ৪৫. তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে পবিত্র সুরা ৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা পানকারীদের কাছে বড়ই সুস্বাদু। ৪৭. মাথা ধরবে না ও মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে নতদৃষ্টি, আয়তলোচনা নারী, ৪৯. সুরক্ষিত ডিমের মতো উজ্জ্বল-শুভ্র।

৫০. তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৫১. তাদের কেউ-কেউ বলবে, 'আমার এক সঙ্গী ছিল, ৫২. সে বলত, 'তুমি কি সত্যি এতে বিশ্বাস কর যে, ৫৩. আমাদের মৃত্যুর পর, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাব, তখন আবার আমাদের হিসাব নেওয়া হবে?' ৫৪. (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?'

৫৫. তারপর সে ঝুঁকে দেখবে, আর জাহান্নামের মাঝখানে তাকে দেখতে পাবে। ৫৬. সে বলবে, 'তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, ৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকে তো শাস্তি পেতে হ'ত! ৫৮. আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না ৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর, আর আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না।'

৬০. নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। ৬১. এমন সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত।

৬২. এ-ই কি উত্তম আপ্যায়ন, না জাক্কুম বৃক্ষ? ৬৩. সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি এ সৃষ্টি করেছি। ৬৪. এ-গাছ জাহান্নামের তলদেশ থেকে ওঠে, ৬৫. এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মতো। ৬৬. সীমালঙ্ঘনকারীরা এ খাবে ও এ দিয়ে উদর পূর্তি করবে। ৬৭. তার ওপর ওদেরকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। ৬৮. পরে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। ৬৯. ওরা ওদের পিতৃপুরুষদেরকে বিপথগামী হিসেবে পেয়েছিল। ৭০. আর ওরা নির্বিচারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ

করেছিল। ৭১. ওদের আগেও পূর্ববর্তীদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছিল, ৭২. আর আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। ৭৩. অতএব লক্ষ করো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। ৭৪. অবশ্য আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা আলাদা।

॥ ৩ ॥

৭৫. নুহ্‌ আমাকে ডেকেছিল, আর কত ভালোভাবে সাড়া দিয়েছিলাম। ৭৬. তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। ৭৭. তারই বংশধরদেরকে আমি রক্ষা করেছি। ৭৮. পরে যারা এসেছে আমি তাদের স্মরণে এ রেখেছি যাতে ৭৯. সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নুহের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়! ৮০. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি, ৮১. সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের একজন। ৮২. বাকি সবাইকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

৮৩. ইব্রাহিম ছিল তার (নুহের) অনুসারী। ৮৪. (স্মরণ করো) যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল ৮৫. এবং তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করছ? ৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অসত্য উপাস্য চাও? ৮৭. বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমরা কী ভাব?'

৮৮. তারপর ইব্রাহিম তারকাদের দিকে একবার তাকাল ৮৯. এবং বলল, 'আমার অসুখ করেছে মনে হচ্ছে।'

৯০. ওরা তখন তাকে পিছনে ফেলে রেখে চলে গেল। ৯১. পরে সে ওদের দেবতাদের কাছে গিয়ে বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন? ৯২. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না?'

৯৩. তারপর সে ওদের ওপর জোরে আঘাত করল। ৯৪. তখনই ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এল। ৯৫. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা পাথর খোদাই করে যাদেরকে তৈরি কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? ৯৬. আসলে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আর তোমরা যা তৈরি কর তা-ও।'

৯৭. ওরা বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো, আর একে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও।' ৯৮. ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদেরকে হেয় করে দিলাম।

৯৯. ইব্রাহিম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালনা করবেন। ১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্র দাও।'

১০১. আমি তাকে এক ধীরস্থির পুত্রের খবর দিলাম। ১০২. তারপর যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়স হল তখন ইব্রাহিম তাকে বলল, 'বাছা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার কী বলার

AMARBOI.COM

আছে?' সে বলল, 'পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, আপনি দেখবেন, আমি ধৈর্য ধরতে পারি।'

১০৩. তারা দুজনেই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইব্রাহিম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিল, ১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহিম! ১০৫. তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। ১০৬. নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি (তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে) জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু ১০৮. এবং তাকে রেখে দিলাম পরবর্তীদের মাঝে (স্মরণীয় করে), ১০৯. 'ইব্রাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' ১১০. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। ১১১. সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী দাস। ১১২. আমি তাকে ইসহাকের সুখবর দিয়েছিলাম, সে ছিল এক নবি, সৎকর্মপরায়ণদের একজন। ১১৩. তাকে ও ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম। তাদের বংশধরদের কেউ-কেউ ছিল সৎকর্মপরায়ণ, আবার কেউ-কেউ নিজেদের ওপর স্পষ্টই জুলুম করত।

॥ ৪ ॥

১১৪. আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারুনকে ১১৫. এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। ১১৬. আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, তাই তারা বিজয়ী হয়েছিল। ১১৭. আমি তাদের বিশদ কিতাব দিয়েছিলাম ১১৮. আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালনা করেছিলাম। ১১৯. পরবর্তীদের কাছে আমি তাদেরকে (স্মরণীয় ক'রে) রেখেছি, ১২০. 'মুসা ও হারুনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!' ১২১. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ১২২. এরা দুজনই আমার বিশ্বাসী দাস ছিল।

১২৩. ইলিয়াসও ছিল রসুলদের একজন। ১২৪. স্মরণ করো, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১২৫. তোমরা কি 'বা'আলকে ডাকবে আর পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের?'

১২৭. কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদেরকে তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে। ১২৮. তবে আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা আলাদা। ১২৯. আমি তাকে তার পরবর্তীদের কাছে (স্মরণীয় ক'রে) রেখেছি। ১৩০. ইলিয়াসের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! ১৩১. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। ১৩২. সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।

১৩৩. লুতও ছিল রসুলদের একজন। ১৩৪. আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম। ১৩৫. কিন্তু উদ্ধার করি নি এক বৃদ্ধাকে; যারা পেছনে পড়েছিল সে ছিল তাদের একজন। ১৩৬. তারপর বাকি সবাইকে আমি

AMARBOI.COM

সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। ১৩৭. তোমরা তো ওদের ধ্বংসস্তূপগুলোর ওপর দিয়ে পার হও ১৩৮. সকালে ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

॥ ৫ ॥

১৩৯. ইউনুসও ছিল রসুলদের একজন। ১৪০. স্মরণ করো, সে যখন পালিয়ে গিয়ে বোঝাই নৌকায় উঠল। ১৪১. তারপর (নৌকা অচল হওয়ায়) আরোহীদের মধ্যে কে অলক্ষুণে তার ভাগ্যপরীক্ষায় সে বাদ পড়ল। ১৪২. পরে এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলল। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিতে লাগল।

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা আবৃত্তি না করত, ১৪৪. তা হলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাকে মাছের পেটেই থাকতে হ'ত। ১৪৫. তারপর ইউনুসকে আমি এক তৃণহীন প্রান্তরে ফেলে দিলাম, আর (তখন) সে অসুস্থ ছিল। ১৪৬. পরে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য আমি এক লাউগাছ গজালাম। ১৪৭. তাকে আমি লক্ষ বা তারও বেশি লোকের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ১৪৮. আর তারা বিশ্বাস করেছিল। তাই আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম।

১৪৯. ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ওরা কি মনে করে যে আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা আর ওদের নিজেদের জন্য পুত্র রয়েছে, ১৫০. বা ওরা কি উপস্থিত ছিল যখন আমি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম? ১৫১. দেখো, ওরা মনগড়া উক্তি ক'রে যখন বলে, ১৫২. 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' ওরা তো মিথ্যা কথা বলে। ১৫৩. তিনি কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? ১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন বিচারবুদ্ধি? ১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ নেবে না? ১৫৬. নাকি তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? ১৫৭. তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো।

১৫৮. ওরা আল্লাহ্ ও জিনদের মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জিনেরা জানে ওদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. ওরা যা বলে তার থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ১৬০. তবে আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসরা শাস্তি পাবে না। ১৬১. তোমরা ও তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা, ১৬২. কেউই কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। ১৬৩. কেবল তাদেরকে ছাড়া যারা জাহান্নামে যাবে।

১৬৪. (জিবরাইল বলেছিল,) 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। ১৬৫. আমরা সারি বেঁধে দাঁড়াই ১৬৬. ও আমরা তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি।'

১৬৭. অবিশ্বাসীরা বলত, ১৬৮. 'পূর্ববর্তীদের মতো যদি আমাদের কোনো কিতাব থাকত, ১৬৯. আমরা তো আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাস হতাম।' ১৭০. অথচ ওরা কোরানকে প্রত্যাখ্যান করল। আর শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

১৭১. আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ-প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে যে, ১৭২. তাদেরকে সাহায্য করা হবে ১৭৩. এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।

১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো। ১৭৫. তুমি ওদেরকে লক্ষ করো, শীঘ্রই ওরা অবিশ্বাসের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬. ওরা কি তবে আমার শাস্তি এগিয়ে আনতে চায়? ১৭৭. যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে, তখন ওদের জন্য কী খারাপ সকাল হবে সেটা।

১৭৮. অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো, ১৭৯. আর ওদেরকে লক্ষ করো, শীঘ্রই ওরা অবিশ্বাসের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। ১৮০. ওরা যা আরোপ করে তার থেকে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১. রসুলদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ১৮২. প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

AMARBOI.COM

৩৮ সুরা সা'দ

রুকু : ৫ আয়াত : ৮৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *সা'দ*—উপদেশপূর্ণ কোরানের শপথ! ২. কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্যে ও
বিরোধিতায় ডুবে আছে। ৩. ওদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। তখন
তারা চিৎকার করে ডেকেছিল, কিন্তু তাদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। ৪.
ওদের কাছে ওদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। এতে ওরা আশ্চর্য
হচ্ছে আর অবিশ্বাসীরা বলছে, 'এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী! ৫. সে কি সব
উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য তৈরি করেছে! এ তো এক আজব ব্যাপার!'

৬. ওদের প্রধানেরা এই ব'লে স'রে পড়ে, 'তোমরা চ'লে যাও আর তোমাদের
দেবতাদের পূজায় অবিচলিত থাকো। এ নিশ্চয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে।
৭. আমরা তো আগের কালের লোকের কাছে এমন কথা শুনি নি। এ তো এক
মনগড়া কথা। ৮. আমরা এত লোক থাকতে, ওর ওপরই উপদেশবাণী (কোরান)
অবতীর্ণ হল?' ওরা আসলে আমার উপদেশবাণীকে সন্দেহ করে, ওরা তো আমার
শাস্তির স্বাদ পায় নি। ৯. ওদের কাছে কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার
রয়েছে, যিনি পরাক্রমশালী মহাদাতা?

১০. ওদের কি সার্বভৌমত্ব রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মাঝখানে
যা-কিছু আছে তার ওপর? যদি থাকে, ওরা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক!
১১. বহু বাহিনীর মতো এ বাহিনীও এখানে অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে।

১২. ওদের পূর্বেও রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল নুহ্, আ'দ ও বহু
শিবিরের অধিপতি ফেরাউন-সম্প্রদায়, ১৩. সামুদ, লুত ও শোয়াইব-সম্প্রদায়।
তারা ছিল এক-একটি সম্মিলিত বাহিনী। ১৪. তাদের প্রত্যেকেই রসুলদেরকে
মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি সত্য হয়েছিল।

॥ ২ ॥

১৫. ওরা এক মহাগর্জনের অপেক্ষা করছে, যাতে তাদের দম ফেলার ফুরসত
থাকবে না। ১৬. ওরা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচারদিনের পূর্বেই
আমাদের পাওনা মিটিয়ে দাও-না!'

১৭. ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো। আর স্মরণ করো আমার শক্তিশালী
দাস দাউদের কথা। সে সবসময় আমার ওপর নির্ভর করত। ১৮. আমি
পাহাড়গুলোকে (তার) বশ করেছিলাম। ওরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার
পবিত্র মহিমাকীর্তন করত। ১৯. আর (তার) বশ করেছিলাম পাখিদেরকে, যারা
তার কাছে সমবেত হ'ত। তারা সকলেই তাকে অনুসরণ করত। ২০. আমি তার
রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম ও তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও বাগ্মিতা।

AMARBOI.COM

২১. তোমার কাছে বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌঁছেছে কি, যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে খাসকামরায় ঢুকে পড়ল? ২২. যখন ওরা দাউদের কাছে গেল তখন সে ভয় পেয়ে গেল। ওরা বলল, 'ভয় পাবেন না, আমরা দুটো বিবদমান দল একে অপরের ওপর জলুম করেছি; তাই আপনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দিন, অবিচার না ক'রে সঠিক পথনির্দেশ করুন। ২৩. এ আমার ভাই; এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা আর আমার আছে একটা; তবুও সে বলে, আমাকে এটা দাও; আর তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।'

২৪. দাউদ বলল, 'তোমার দুম্বাটাকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যোগ দেওয়ার দাবি করে সে তোমার ওপর জুলুম করেছে। এজমালি ব্যাপারে শরিকদের অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে,—করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা, আর তারা সংখ্যায় খুব কম।' দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করছিলাম। তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল আর সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, এবং মুখ ফেরাল তাঁর দিকে। [সিজদা]। ২৫. তখন আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

২৬. (আমি বললাম), 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কোরো ও খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। করলে, তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে দেয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিনকে ভুলে যায়।'

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২৭. আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং দুয়ের মাঝখানে কোনোকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি, যদিও অবিশ্বাসীদের তা-ই ধারণা। অবিশ্বাসীদের জন্য তাই রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ২৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়, আমি কি উভয়কে সমান গণ্য করব? সাবধানিরা কি অপরাধীদের সমান হতে পারে?

২৯. আমি এ-কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তিসম্পন্নরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

৩০. আমি দাউদকে সুলায়মানের মতো পুত্র দিলাম। সে ছিল উত্তম দাস ও সবসময় আমার ওপর নির্ভর করত। ৩১. বিকেলে যখন তার সামনে প্রশিক্ষিত দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে উপস্থিত করা হল ৩২. সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে (অশ্ব) সম্পদের প্রেমে মগ্ন হয়ে আছি, এদিকে সূর্য ডুবে গেছে! ৩৩. ওগুলোকে আবার আমার সামনে আনো।' তারপর সে ওদের (ঘোড়াগুলোর) পা ও গলা কাটতে লাগল।

৩৪. আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম ও তার আসনের ওপর রাখলাম এক লাশ। সুলায়মান তখন আমার দিকে মুখ ফেরাল। ৩৫. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো ও এমন এক রাজ্য আমাকে দান করো, আমি ছাড়া কেউ যার অধিকারী হতে পারবে না। তুমি তো মহাদাতা।'

৩৬. তখন আমি বায়ুকে তার অধীন ক'রে দিলাম, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাকে (বয়ে) নিয়ে যেত। ৩৭. আমি আরও অধীন ক'রে দিলাম জিনকে, যারা সকলেই ছিল স্থপতি ও ডুবুরি।

৩৮. এবং আরও অনেককে, জোড়া শেকল পরিয়ে।

৩৯. 'এসব আমার অনুগ্রহ, এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে বা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। ৪০. আর তার জন্য রয়েছে আমার নৈকট্যলাভের মর্যাদা আর ফিরে যাওয়ার জন্য ভালো জায়গা।

॥ ৪ ॥

৪১. স্মরণ করো, আমার দাস আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিচ্ছে।' ৪২. (আমি তাকে বলেছিলাম) 'তুমি তোমার দু-পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করো! (গোসল ও খাওয়ার জন্য (তুমি পাবে) ঠাণ্ডা পানি।'

৪৩. আমি তাকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মতো আরও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছিল আমার আশীর্বাদ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। ৪৪. (আমি বললাম), 'এক মুঠো ঘাস নাও ও তা দিয়ে বাড়ি মারো, আর শপথ ভেঙো না।' আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত ভালো দাস! সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

৪৫. স্মরণ করো আমার দাস ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। ওরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। ৪৬. পরকালের চিন্তা দ্বারা তাদেরকে আমি বিশেষভাবে পবিত্র করেছিলাম। ৪৭. তারা আমার মনোনীত ও উত্তম (দাসদের অন্তর্ভুক্ত)।

৪৮. স্মরণ করো ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া ও জুলকিফলের কথা। ওরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

৪৯. এ এক মহৎ দৃষ্টান্ত। সাবধানিদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস, ৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজা তাদের জন্য খোলা থাকবে। ৫১. সেখানে তারা বসবে হেলান দিয়ে, যত খুশি ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। ৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। ৫৩. বিচারদিনের জন্য তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। ৫৪. এ-ই আমার দেওয়া জীবনের উপকরণ যা নিঃশেষ হবে না। ৫৫. এ হল সাবধানিদের জন্য। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা ৫৬. জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে। কত খারাপ জায়গা সে! ৫৭. এ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা ফুটন্ত

AMARBOI.COM

পানি ও পুঁজের স্বাদ নিক। ৫৮. এ ছাড়া রয়েছে এমনই আরও নানা ধরনের
শাস্তি।

৫৯. (জাহান্নামে যারা যাবে তাদের সর্দারদেরকে বলা হবে,) 'এ-ই যে এক
দল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে, এদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই, এরা তো
জাহান্নামে জ্বলবে।' ৬০. (তারা তাদের সর্দারদেরকে বলবে,) 'তোমাদের জন্যও
তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদেরকে এর সামনে এনেছ। বাস করার
জন্য কী .রূপ জায়গা এ!'

৬১. (তারপর) তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর
সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ ক'রে দাও।' ৬২. তারা আরও
বলবে, 'আমাদের কী হল যে, যাদেরকে আমরা মন্দ ব'লে মনে করতাম তাদেরকে
এখানে দেখতে পাচ্ছি না। ৬৩. তবে কি আমরা ওদেরকে নিরর্থক ঠাট্টাবিদ্রূপের
পাত্র করেছিলাম? কেন আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?' ৬৪.
অগ্নিবাসীরা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে তর্কাতর্কি করবে।

॥ ৫ ॥

৬৫. বলো, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, আর মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ্
ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ৬৬. যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার
সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।'

৬৭. বলো, 'এ এক মহাসংবাদ ৬৮. যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।
৬৯. উর্ধ্বলোকের বাদানুবাদ সম্পর্কে ৭০. আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে
শুধু এই প্রত্যাদেশ এসেছে যে আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।' ৭১. স্মরণ করো
যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মাটি থেকে মানুষ
সৃষ্টি করছি, ৭২. যখন আমি তাকে সুঠাম করব ও তার মধ্যে আমার রুহ্ সঞ্চার
করব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।' ৭৩. ফেরেশতারা সকলেই সিজদা
করল; ৭৪. ইবলিস ছাড়া; সে অহংকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৭৫. তোমার প্রতিপালক বললেন, 'হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি
করেছি তাকে সিজদা করতে তোমার বাধা কোথায়? তুমি যে অহংকার করলে,
তুমি কি এতই বড়?'

৭৬. ইবলিস বলল, 'আমি তার চেয়ে বড়। তুমি আমাকে আগুন দিয়ে তৈরি
করেছ আর ওকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।'

৭৭. আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি তো অভিশপ্ত!
৭৮. আর তোমার ওপর আমার এ-অভিশাপ বিচারদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে।' ৭৯. সে
বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ
দাও।' ৮০। আল্লাহ্ বললেন, ৮১. 'তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল সেই দিন পর্যন্ত
যা অবধারিত।'

AMARBOI.COM

৮২. ইবলিস বলল, 'তোমার ইজ্জতের দোহাই! ৮৩. আমি ওদের সকলের সর্বনাশ করব তোমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদেরকে ছাড়া।'

৮৪. আল্লাহ্ বললেন, 'আমিই সত্য আর আমি সত্যিই বলছি যে, ৮৫. তোমাকে দিয়ে ও ওদের মধ্যে যারা তোমার অনুসারী হবে তাদেরকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরিয়ে তুলব।'

৮৬. বলো, 'আমি (উপদেশের জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তো তাদের মধ্যে নেই। ৮৭. এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ৮৮. এ-খবরের সত্যতা সম্পর্কে তো তোমরা কিছুকাল পরে জানতেই পারবে।'

AMARBOI.COM

৩৯ সুরা জুমার

রুকু : ৮ আয়াত : ৭৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. এ-কিতাব শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। ২. আমি তোমার কাছে এ-কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর আরাধনা করো।

৩. জেনে রাখো, একনিষ্ঠ আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা এদের পুজো এজন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি পৌঁছে দেবে।' ওরা যে-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। তিনি পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ্, এক ও শক্তিমান। ৫. তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে ও দিন দিয়ে রাত্রিকে ঢেকে রাখেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম (গবাদিপশু)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের অন্ধকারে তিন-তিন পর্দার মাঝে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে, জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। বরং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তা পছন্দ করেন। একের (পাপের) ভার অন্যে বহন করবে না। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। আর (তখন) তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। (তোমাদের) অন্তরে যা আছে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

৮. মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি অনুগ্রহ করেন তখন সে তাঁকে ভুলে যায় যাঁকে সে আগে ডেকেছিল; আর তখন সে আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর শরিক দাঁড় করায়। বলো, 'অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও, তুমি তো জাহান্নামবাসী হবে।'

৯. যে-লোক রাত্রিতে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, পরলোককে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ্ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

॥ ২ ॥

১০. বলো, 'হে বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যারা এ-পৃথিবীতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

১১. বলো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দাসত্ব করতে। ১২. আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রণী হই।' ১৩. বলো, 'আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।'

১৪. বলো, 'আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁরই দাসত্ব করি। ১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা দাসত্ব করো।' বলো, 'কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি করে। জেনে রাখো, এ-ই স্পষ্ট ক্ষতি। ১৬. ওপর ও নিচ থেকে জাহান্নামের আগুন ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। এ-শাস্তি থেকে আমি আমার দাসদের সতর্ক করি, 'হে আমার দাসগণ! আমাকে ভয় করো।'

১৭. যারা তাগুত (অসত্য দেবতার)-এর পূজা থেকে দূরে থাকে ও আল্লাহ্‌র অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুখবর। অতএব সুখবর দাও আমার দাসদেরকে ১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে ও যা ভালো তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন ও তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন। ১৯. যার ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি যে আগুনে আছে তাকে রক্ষা করতে পারবে?

২০. তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতলবিশিষ্ট উঁচু প্রাসাদ, যার নিচে নদী বইবে। এ-ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তাকে ভূমিতে স্রোতাকারে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন? পরে যখন তা শুকিয়ে যায় তখন তোমরা তা হলুদবর্ণ দেখ। অবশেষে তাকে তিনি খড়কুটোয় পরিণত করেন। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি-সম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

॥ ৩ ॥

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন, আর যে তার প্রতিপালকের আলো পেয়েছে, সে কি তার সমান যে এমন নয়? দুর্ভোগ তাদের

AMARBOI.COM

জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা তো স্পষ্ট
বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত এমন এক কিতাব, যাতে
একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে
তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র
স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এ-ই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ। তিনি যাকে ইচ্ছা এ দিয়ে
পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক
নেই।

২৪. যে-ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দিয়ে কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে
সে কি তার মতো যে (এ থেকে) নিরাপদ? সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বলা হবে,
'তোমরা যা করতে তার শাস্তির স্বাদ নাও।'

২৫. ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলেছিল, তাই শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করেছিল
তাদের অজ্ঞাতসারে; ২৬. তাই আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করেন,
আর তাদের পরলোকের শাস্তিও হবে কঠিন। যদি তারা জানত!

২৭. আমি এই কোরানে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে
ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৮. আরবি ভাষায় এ-কোরান, এর মধ্যে কোনো
জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯. আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: এক লোকের অনেক প্রভু যারা পরস্পরকে
দেখতে পারে না, আর এক লোকের প্রভু কেবল একজন—এদের দুজনের অবস্থা
কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না।

৩০. তোমার মৃত্যু হবে, এবং তাদেরও। ৩১. তারপর কিয়ামতের দিনে
তোমরা নিজেদের মধ্যে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে, তর্কাতর্কি করবে।

AMARBOI.COM

চতুর্বিংশতিতম পারা

॥ ৪ ॥

৩২. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও সত্য আসার পর তা প্রত্যাখান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান তো জাহান্নামই।

৩৩. যারা সত্য এনেছে ও যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো সাবধানি। ৩৪. তারা যা চাইবে এমন সবকিছুই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। এ-ই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। ৩৫. কারণ, তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা ক'রে দেবেন ও সৎকাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোনো পথপ্রদর্শক নেই। ৩৭. আর যাকে আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ্ কি শক্তিমান, শাস্তিদাতা নন?

৩৮. তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?', ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আল্লাহ্।' বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ আমার মন্দ করলে তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে-মন্দ দূর করতে পারবে? বা তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে-অনুগ্রহকে বাধা দিতে পারবে?' বলো, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহ্রই ওপর নির্ভর করুক।'

৩৯. বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যা করছ করো, আমিও আমার কাজ করি। শীঘ্রই জানতে পারবে, ৪০. কার ওপর আসবে অপমানকর শাস্তি আর কার জন্য আসবে স্থায়ী শাস্তি।'

৪১. আমি তোমার কাছে সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছি মানুষের জন্য। তারপর যে সৎ পথে চলবে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করবে, আর যে বিপথে যাবে সে-ও বিপথগামী হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর তুমি তো ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।'

॥ ৫ ॥

৪২. মৃত্যু এলে আল্লাহ্ প্রাণহরণ করেন। আর যারা জীবিত তাদেরও তিনি চেতনাহরণ করেন যখন ওরা নিদ্রিত থাকে। তারপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন, আর অন্যদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৪৩. তবে কি ওরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশ করার জন্য ধরেছে? বলো, 'ওদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, আর ওরা না বুঝলেও?' ৪৪. বলো,

AMARBOI.COM

'সব সুপারিশ আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারে। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই।
তারপর তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।'

৪৫. 'আল্লাহ্ এক' একথা বললে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয়
বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়, আর তিনি ছাড়া অন্য উপাস্যদের কথা উল্লেখ করা হলে
তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬. বলো, 'হে আল্লাহ্! আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের
পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার দাসদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেবে যে-বিষয়ে তারা
মতভেদ করে।'

৪৭. যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, যদি কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির
জন্য পণ হিসেবে পৃথিবীর সবকিছু ওদের থাকে ও তার সাথে সমপরিমাণ আরও
থাকে তবুও (তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হবে না), আর তাদের ওপর আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে এমন শাস্তি এসে পড়বে যা ওরা কল্পনাও করে নি। ৪৮. ওদের
কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ
করত তা ওদেরকে ঘিরে রাখবে।

৪৯. মানুষকে দুঃখদৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে, তারপর যখন আমি
তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমি তো এ জ্ঞান দিয়ে লাভ করেছি।' এ এক
পরীক্ষা, কিন্তু এদের অনেকেই তা বোঝে না। ৫০. এদের আগে যারা এসেছিল
তারাও এ-ই বলত, কিন্তু ওদের কৃতকর্ম ওদের কোনো কাজে আসে নি। ৫১. ওরা
ওদের কর্মের মন্দফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তারাও
তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করবে, আর আল্লাহ্‌র শাস্তিকে বাধা দিতে পারবে না।

৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনের উপকরণ
বাড়াতে বা কমাতে পারেন? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন
রয়েছে।

AMARBOI.COM

॥ ৬ ॥

৫৩. বলো, 'হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ,
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা ক'রে
দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৫৪. তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের
দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা
সাহায্য পাবে না। ৫৫. তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অকস্মাৎ শাস্তি
নেমে আসার পূর্বে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কাছে যে-কল্যাণময় (কিতাব)
অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করো, ৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয়, 'হায়,
আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো অবহেলা করেছি। আমি তো
উপহাসকারীদের একজন ছিলাম।' ৫৭. অথবা কেউ যেন না বলে, 'আল্লাহ্

আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো একজন সারধানি হতাম!' ৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় যেন কাউকে বলতে না হয় 'হায়! যদি একবার (পৃথিবীতে) ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমি সৎকর্ম করতাম।' ৫৯. (আল্লাহ্ বলবেন), 'আসল ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি মিথ্যা ব'লে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আর তুমি তো ছিলে একজন অবিশ্বাসী।'

৬০. যারা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের বাসস্থান কি জাহান্নামে নয়?

৬১. আল্লাহ্ সাবধানিদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না, আর তারা দুঃখও পাবে না। ৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। ৬৩. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ ৭ ॥

৬৪. বলো, 'হে মূর্খেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের দাসত্ব করতে বলছ?' ৬৫. তোমরা ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ এসেছে, 'আল্লাহ্‌র শরিক করলে, তোমার কর্ম হবে নিষ্ফল ও তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। ৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্‌রই দাসত্ব করো ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

৬৭. ওরা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র, মহান তিনি। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৬৮. সেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে; তার ফলে আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছা যাবে, তবে আল্লাহ্ যাদের রক্ষা করতে চাইবেন তারা বাদে। তারপর আবার শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তক্ষুনি ওরা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। ৬৯. পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। (হিসাবের) কিতাব উপস্থিত করা হবে, নবিদেরকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে; আর সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। ৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

॥ ৮ ॥

৭১. অবিশ্বাসীদেরকে দলেদলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার ফটক খুলে দেওয়া হবে আর জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসুল আসে নি যারা তোমাদের কাছে প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত ও এ-দিনটির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই

AMARBOI.COM

এসেছিল।' কিন্তু অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে শাস্তির আদেশই বাস্তবায়িত হবে। ৭২. ওদেরকে বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য।' উদ্ধতদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান!

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলেদলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হবে ও জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও ও স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।'

৭৪. তারা প্রবেশ ক'রে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন ও আমাদেরকে এ-স্থানের অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যেমন খুশি বসবাস করব।' যারা আমল করে তাদের জন্য কত উত্তম পুরস্কার!

৭৫. তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারধার ঘিরে ওদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার হবে। বলা হবে, 'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।'

AMARBOI.COM

৪০ সুরা মু'মিন

রুকু : ৯　আয়াত : ৮৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম*। ২. এ-কিতাব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ
হয়েছে ৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন; যিনি শাস্তিদানে কঠোর ও
শক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।
৪. কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে তর্ক করে, তাই দেশে-দেশে
তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ৫. এদের পূর্বে নুহের
সম্প্রদায়ও নবিদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, আর তাদের পর অন্যান্য দলও।
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসুলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল, আর তারা
সত্যকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিতর্কে মত্ত ছিল। তাই আমি ওদের
ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! ৬. এভাবে
অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল যে, তারা জাহান্নামে
যাবে।
৭. যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে ও যারা তার চারপাশ ঘিরে আছে, তারা
তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এবং
বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া
ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি
তাদেরকে ক্ষমা করো আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। ৮. হে আমাদের
প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি
তাদের দিয়েছিলে; (আর তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তানসন্ততিদের
মধ্যে (যারা) সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। ৯. আর
তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা
করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এ-ই তো মহাসাফল্য।'

॥ ২ ॥

১০. অবিশ্বাসীদের উঁচু স্বরে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের উপর তোমাদের এ-
ক্ষোভের চেয়ে আল্লাহ্‌র ক্ষোভ ছিল বেশি, যখন তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা
হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।'
১১. ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুবার নিষ্প্রাণ
করেছিলে ও দুবার প্রাণ দিয়েছিলে। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি।
এখন আমাদের পরিত্রাণের কোনো পথ মিলবে কি?'
১২. ওদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের এ-শাস্তি তো এজন্য যে, যখন
তোমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হ'ত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে।

AMARBOI.COM

কিন্তু কর্তৃত্ব তো সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই।' ১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিদর্শনগুলো দেখান ও আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণ পাঠান। যে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করেছে সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪. তাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকো, যদিও অবিশ্বাসীরা এ পছন্দ করে না।

১৫. তিনি মহামর্যাদার অধিকারী, অধিপতি আরশের। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা নিজের নির্দেশসম্বলিত প্রত্যাদেশ পাঠান, যাতে সে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। ১৬. যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, আর আল্লাহ্‌র কাছে ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। বলা হবে, 'আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।' ১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে। আজ কারও প্রতি অত্যাচার করা হবে না। আল্লাহ্ তো হিসাব-গ্রহণে তৎপর।

১৮. আসন্ন দিন সম্পর্কে ওদেরকে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখকষ্টে ওদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, এমন কেউ সুপারিশ করারও নেই যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

১৯. তিনি জানেন চোখের চুরিকে আর যা অন্তরে লুকিয়ে থাকে। ২০. আল্লাহ্ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে তারা ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব দেখেন, সব শোনেন।

AMARBOI.COM

২১. এরা কি পৃথিবীতে সফর করে না? করলে, দেখত এদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে এদের চেয়ে শক্তিতে ও কীর্তিতে ওরা আরও প্রবল ছিল। তারপর আল্লাহ্ ওদের পাপের জন্য ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে ওদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

২২. এ এজন্য যে, ওদের কাছে ওদের রসুলরা নিদর্শন নিয়ে আসার পর ওরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে পাঠিয়েছিলাম, ২৪. ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে; কিন্তু ওরা বলেছিল, 'এ তো এক ভণ্ড জাদুকর!'

২৫. তারপর মুসা যখন আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে জনসাধারণের সামনে গেল তখন ওরা বলল, 'মুসাসমেত যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করো, আর মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখো।' কিন্তু অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

২৬. ফেরাউন বলল, 'আমাকে অনুমতি দাও, আমি মুসাকে খুন করি, আর (তখন) সে তার প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করুক। আমার আশঙ্কা, সে তোমাদের ধর্মকে পালটে দেবে বা পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি করবে।'

২৭. মুসা বলল, 'যারা হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না সেসব উদ্ধত ব্যক্তির থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

॥ ৪ ॥

২৮. ফেরাউন-সম্প্রদায়ের একজন, যে বিশ্বাস করেছিল ও নিজের বিশ্বাস গোপন রেখেছিল, সে বলল, 'তোমরা একটা লোককে কি এজন্যই খুন করবে যে, সে বলছে, 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক', যদিও তোমাদের কাছে সে তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে? সে যদি মিথ্যা বলে তবে সে তার মিথ্যা কথা বলার জন্য দায়ী হবে, আর সে যদি সত্য ব'লে থাকে তবে সে তোমাদেরকে যে-শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর পড়বেই। আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালনা করেন না। ২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদের দেশে তোমরাই রাজত্ব করছ, কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?' ফেরাউন বলল, 'আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তা-ই বলছি। আমি তো তোমাদের সৎপথই দেখিয়ে থাকি।'

৩০. বিশ্বাসী লোকটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ভয় পাচ্ছি সেই দুর্ভাগ্যের, যা ঘটেছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, ৩১. নূহ্, আ'দ, সামুদ ও তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর কোনো জুলুম করতে চান না। ৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনের ভয় করি। ৩৩. যেদিন তোমরা পেছনে পালাতে চাইবে, আর আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করার থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪. পূর্বেও তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ইউসুফ এসেছিল। কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তাতে তোমরা সন্দেহ করতে। অবশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, 'ইউসুফের পর আল্লাহ্ আর কাউকে রসুল ক'রে পাঠাবেন না।' এভাবে আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। ৩৫. যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিলপ্রমাণ না থাকলেও, আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এই কাজ আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর ক'রে দেন।'

৩৬. ফেরাউন বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি খুব উঁচু প্রাসাদ বানাও যাতে আমি পথ দেখতে পাই; ৩৭. আকাশের পথ আর মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এভাবেই ফেরাউনের চোখে তার খারাপ কাজগুলোকে শোভন করা হয়েছিল ও সরল পথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল। আর ফেরাউনের ষড়যন্ত্র তো তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

॥ ৫ ॥

৩৮. বিশ্বাসী লোকটা বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করব। ৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এ-পৃথিবীর

জীবন তো অস্থায়ী ব্যাপার আর পরকালই তো চিরস্থায়ী আবাস। ৪০. কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কাজের অনুপাতে শাস্তি পাবে, আর নারী ও পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

৪১. 'হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে। ৪২. তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে, আর যার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই তাকে তাঁর সমান করতে; আমি তো তোমাদেরকে আহ্বান করছি তাঁর দিকে যিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। ৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে এমন একজনের দিকে ডাকছ যার ইহলোক বা পরলোকে কোনো আহ্বান করার অধিকার নেই। আমরা তো আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাব। আর সীমালঙ্ঘনকারীরা তো আগুনে বাস করবে। ৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে, আর আমি আমার সবকিছু আল্লাহ্‌কে সমর্পণ করছি। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন।'

৪৫. তারপর আল্লাহ্ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম থেকে রক্ষা করলেন। আর কঠিন শাস্তি চারধার থেকে ফেরাউনকে ঘিরে ফেলল। ৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হবে ও যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ফেরাউন-সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে ফেলে দাও। ৪৭. যখন ওরা জাহান্নামে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করবে তখন দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করেছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের জন্য জাহান্নামের আগুন কিছু কমাবার চেষ্টা করবে?' ৪৮. প্রবলেরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের বিচার করেছেন।'

৪৯. যারা আগুনে থাকবে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন আমাদের একদিনের শাস্তি কমিয়ে দেন।'

৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে রসুলরা আসে নি?' যারা জাহান্নামে থাকবে তারা বলবে, 'এসেছিল তো।' তখন তারা (প্রহরীরা) বলবে, 'তবে তোমরা তাদেরকে ডাকো। অবিশ্বাসীদের ডাক অবশ্য ব্যর্থ হয়।'

॥ ৬ ॥

৫১. নিশ্চয় আমি আমার রসুলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিন সাহায্য করব, ৫২. যেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না। ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ, ওদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগের নিবাস।

৫৩. আমি মুসাকে অবশ্যই পথের দিশা দিয়েছিলাম; আর বনি-ইসরাইলদেরকে উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়েছিলাম কিতাব, ৫৪. বোধশক্তি-

সম্পন্নদের জন্য যা পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। ৫৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলিল না থাকলেও যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে তর্ক করে, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যা সফলকাম হয় না। অতএব তুমি আল্লাহ্‌কে আশ্রয় করো; তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

৫৭. মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো আরও কঠিন, অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ এ জানে না।

৫৮. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আর যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর। ৫৯. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অংহকারে আমার উপাসনায় বিমুখ তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

॥ ৭ ॥

৬১. আল্লাহ্‌ই রাত্রিকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন ও দিনকে করেছেন আলোয় উজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? ৬৩. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন অস্বীকার করে তারা এইভাবে ফিরে যায়। ৬৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসের উপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকার দান করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং দান করেছেন তোমাদেরকে উত্তম জীবনের উপকরণ। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্! ৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকো। প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

৬৬. বলো, 'আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাকে ডাকো তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।'

৬৭. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন। তারপর তোমরা যৌবন লাভ কর, পৌঁছাও বার্ধক্যে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেও

AMARBOI.COM

মৃত্যু ঘটে, আর সে তো এজন্য যে তোমরা যাতে তোমাদের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও ও যাতে অনুধাবন করতে পার।

৬৮. তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কিছু করাবেন বলে স্থির করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।

॥ ৮ ॥

৬৯. তুমি কি ওদেরকে লক্ষ কর না যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ৭০. ওরা কিতাব ও আমার রসুলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তা অস্বীকার করে। তাই শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে ৭১. যখন ওদের গলায় পড়বে বেড়ি ও শিকল। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ৭২. ফুটন্ত পানিতে। তারপর আগুনে ওদের পোড়ানো হবে। ৭৩. পরে ওদের বলা হবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা তাঁর শরিক করতে তারা কোথায়?'

৭৪. তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা তো আগে এমন কিছুকে ডাকি নি যার সত্তা ছিল।' এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। ৭৫. (ওদেরকে বলা হবে,) এ এজন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা ফূর্তি ও দেমাক করতে। ৭৬. (ওদের বলা হবে,) 'তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য।' উদ্ধতদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান!

৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি ওদেরকে যে-শাস্তির কথা বলেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল পাঠিয়েছিলাম, তাদের কারও কারও কথা তোমার কাছে বয়ান করেছি, আবার কারও কারও কথা তোমার কাছে বয়ান করি নি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রসুলের কাজ নয়। আল্লাহ্‌র আদেশ এলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

॥ ৯ ॥

৭৯. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য আনআম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন, কতক চড়ার জন্য ও কতক খাওয়ার জন্য। ৮০. এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এদের দিয়ে তা মেটাও। আর ওদের ওপর ও জলযানে তোমাদেরকে বহন করা হয়। ৮১. তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

৮২. ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে নি ও ওদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা দেখে নি? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি আর

শক্তিতে ও কীর্তিতে আরও প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোনো কাজে আসে নি।

৮৩. তাদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের রসুলরা এসেছিল তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দেমাক দেখিয়েছিল। তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলল। ৮৪. তারপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস করলাম, আর তার সঙ্গে আমরা যাদেরকে শরিক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।'

৮৫. তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন আর বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে এল না। আল্লাহ্‌র এ-বিধানই তাঁর দাসদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে আসছে, আর এমন অবস্থায় অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

AMARBOI.COM

৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা

রুকু : ৬ আয়াত : ৫৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম!* ২. এ পরম করুণাময়, পরম দয়াময়ের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ৩. এই আরবি কোরান যারা বোঝে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, কিতাবের আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়, ৪. সুসংবাদ দেয় ও সতর্ক করে। কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে ওরা শুনতে পায় না।

৫. ওরা বলে, 'তুমি যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ সে-সম্পর্কে আমাদের হৃদয় আবৃত, কান বন্ধ আর তোমার ও আমাদের মধ্যে এক পরদা রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

৬. বলো, 'আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্, অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন করো এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য, ৭. যারা জাকাত দেয় না ও পরকালে বিশ্বাস করে না। ৮. যারা বিশ্বাস করে আর সৎকর্ম করে তাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।

৯. বলো, 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ১০. তিনি সেখানে (পৃথিবীতে) তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও সেখানে কল্যাণ রেখেছেন, আর চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সন্ধান করে। ১১. তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দিলেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার মতো। তারপর তিনি তাকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা কি দুজনে স্বেচ্ছায় আসবে, নাকি অনিচ্ছায়?' তারা বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।'

১২. তারপর তিনি আকাশকে দুদিনে সাত-আকাশে পরিণত করলেন আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আর তিনি নিচের আকাশকে সাজালেন প্রদীপমালা দিয়ে (এবং সুরক্ষিত করলেন)। এ সবই বিকাশসাধনের জন্য তা মাত্রা অনুযায়ী পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।

১৩. এর পরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে বলো, 'আমি তো তোমাদেরকে এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি, যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আ'দ ও সামুদ। ১৪. যখন ওদের কাছে ও ওদের পূর্ববর্তীদের কাছে রসুলরা এসেছিল ও বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা কোরো না', তখন ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এমন ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই

AMARBOI.COM

ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।'

১৫. আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করত আর বলত, 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?' ওরা কি লক্ষ করে নি যে, আল্লাহ্, যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের চেয়েও শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করত! ১৬. তারপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তি ভোগ করানোর জন্য দুর্ভোগের দিনে ওদের বিরুদ্ধে ঝোড়ো হওয়া পাঠিয়েছিলাম। পরকালের শাস্তি তো আরও অপমানকর, আর সেদিন ওদেরকে সাহায্য করার জন্য তো কেউ থাকবে না।

১৭. আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম কিন্তু ওরা পথের দিশার চেয়ে অন্ধতা পছন্দ করেছিল। তাই তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য অপমানকর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। ১৮. যারা বিশ্বাস ও সাবধানি আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।

॥ ৩ ॥

১৯. যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে জাহান্নামে ফেলার জন্য একত্র করা হবে সেদিন ওদেরকে নানা দলে ভাগ করা হবে। ২০. শেষে যখন ওরা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে তখন ওদের কান, চোখ ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। ২১. যারা (জাহান্নামে যাবে) তারা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' উত্তরে সে (ত্বক) বলবে, 'আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাক্‌শক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

২২. 'তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না— এ-বিশ্বাসে তোমরা ওদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তা ছাড়া, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। ২৩. তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ-ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।'

২৪. এখন ওরা ধৈর্য ধরলেও, জাহান্নামই হবে ওদের বাসস্থান; আর ওরা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ পাবে না। ২৫. আমি ওদেরকে সেই সঙ্গী দিয়েছিলাম যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের চোখে শোভন ক'রে দেখিয়েছিল, আর ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ ৪ ॥

২৬. অবিশ্বাসীরা বলে, 'তোমরা এ-কোরান শুনবে না, আর আবৃত্তির সময় গোলমাল সৃষ্টি করবে, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

AMARBOI.COM

২৭. আমি তো অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব আর নিশ্চয়ই আমি ওদের খারাপ কাজকর্মের প্রতিফল দেব। ২৮. জাহান্নাম, এ-ই আল্লাহ্র শত্রুদের পরিণাম! আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকারের প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। ২৯. অবিশ্বাসীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা ওদেরকে পায়ে পিষে ফেলব, যাতে ওরা যথেষ্ট অপমানিত হয়।'

৩০. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্', ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না, আর তোমাদের জন্য যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কথা ভেবে আনন্দ করো। ৩১. ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, ও তোমরা যা চাও। ৩২. এ হবে এক আপ্যায়ন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ হতে।'

॥ ৫ ॥

৩৩. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ডাক দেয়, সৎকাজ করে, আর বলে, 'আমি তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী),' তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?

৩৪. ভালো ও মন্দ (দুই-ই) সমান হতে পারে না। ভালো দিয়ে মন্দকে বাধা দাও। এতে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। ৩৫. এ-চরিত্র তাদেরই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ-চরিত্র তাদেরই হয় যারা মহাভাগ্যবান। ৩৬. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে উসকানি দেয় তবে তুমি আল্লাহ্র শরণ নেবে, তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৩৭. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কোরো না, চন্দ্রকেও নয়। তোমরা সিজদা করো আল্লাহ্কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁর অনুগত হয়ে থাক। ৩৮. ওরা অহংকার করলেও, যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তারা দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও এতে তারা ক্লান্তি বোধ করে না। [সিজদা]

৩৯. আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি জমিকে ঊষর দেখতে পাও; তারপর আমি সেখানে বারিবর্ষণ করলে তা জীবনের রোমাঞ্চ অনুভব করে ও স্ফীত হয়। যিনি মাটিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতদেরকে। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০. যারা আমার আয়াতগুলোকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে-ব্যক্তিকে জাহান্নামে ফেলা হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা করো, তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।

৪১. যারা ওদের কাছে এই বাণী আসার পর তা প্রত্যাখান করে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ তো এক শক্তিমান কিতাব, ৪২. সামনে বা পেছন থেকে কোনো মিথ্যা এর কাছে ভিড়তে পারবে না। তত্ত্বজ্ঞানী, প্রশংসনীয় আল্লাহ্র

AMARBOI.COM

কাছে থেকে এ অবতীর্ণ। ৪৩. তোমার সম্বন্ধে তা-ই বলা হয় যা বলা হ'ত তোমার পূর্ববর্তী রসুলদের সম্বন্ধে। তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় ক্ষমাশীল, আবার কঠিন শাস্তিদাতাও।

৪৪. আমি যদি আজমি (অ-আরবি) ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল না কেন? (কী আশ্চর্য, ভাষা) আজমি আর (রসুল) আরবীয়! বলো, 'বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা কানে শুনতে পায় না আর (চোখে) অন্ধ। তাদেরকে যেন বহুদূর হতে ডাকা হচ্ছে।'

॥ ৬ ॥

৪৫. আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা এ (কিতাব) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। ৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফলও সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তো তাঁর দাসদের ওপর জুলুম করেন না।

AMARBOI.COM

পঞ্চবিংশতিতম পারা

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল খোসা ছাড়ে না, কোনো নারী গর্ভধারণ বা প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্‌ ওদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরিকরা কোথায়?' সেদিন ওরা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে নিবেদন করছি, এ-ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

৪৮. পূর্বে ওরা যাদেরকে ডাকত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে আর অংশীবাদীরা বুঝতে পারবে যে, ওদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই।

৪৯. মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন দুঃখদৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। ৫০. দুঃখদৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে তো বলতে থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য। আমি তো মনে করি না যে কিয়ামত ঘটবে। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবু আমার জন্য তাঁর নিকট মঙ্গলই থাকবে।' আমি অবিশ্বাসীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে ভালো ক'রেই জানাব ও ওদেরকে স্বাদ নেওয়াব কঠিন শাস্তির। ৫১. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে স'রে যায়। আর যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। ৫২. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে ও তোমরা এ প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে-ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?'

৫৩. শীঘ্রই আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ওদের নিজেদের মধ্যে প্রকাশ করব। ফলে, ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কিতাব) সত্য। এ-ই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের সাক্ষী? ৫৪. জেনে রাখো, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সন্দিহান; জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ সবকিছুকে ঘিরে রেখেছেন।

AMARBOI.COM

৪২ সুরা শুরা

রুকু : ৫ আয়াত : ৫৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম* ২. *আয়িন-সিন-কাফ্‌*। ৩. শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এভাবে তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করেছেন, আর এভাবেই তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের ওপরও প্রত্যাদেশ করেছিলেন। ৪. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। ৫. আকাশ তো ওপর থেকে ভেঙে পড়তে পারে, আর (তাই) ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করে ও যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। ৭. এইভাবে আমি তোমার কাছে আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার নগরমাতার (মক্কার) অধিবাসীদেরকে ও তার আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে আর সতর্ক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে ও আর-এক দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একজাতি করতে পারতেন; আসলে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র করেন, সীমালঙ্ঘনকারীদের কোনো অভিভাবক নেই; কোনো সাহায্যকারীও নেই। ৯. ওরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু অভিভাবক তো তিনিই, আল্লাহ, আর তিনি তো মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১০. তোমরা যে-বিষয়েই মতভেদ কর-না কেন, তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই কাছে। বলো, 'ইনিই আল্লাহ্, আমার প্রতিপালক; আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি ও তাঁরই দিকে মুখ ফিরিয়েছি।'

১১.তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও আনআম (গবাদিপশু)-র মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন আনআম-এর জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। ১২ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান। তাঁর তো সব বিষয়ই ভালো করে জানা।

১৩. আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ নুহ্‌কে দিয়েছিলাম,—যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে,—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই ব'লে যে, 'তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তার মধ্যে মতভেদ এনো না।' তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তাদের কাছে তা বড় কঠিন ব'লে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে টানেন, আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে তিনি ধর্মের পথে পরিচালিত করেন।

১৪. ওদের কাছে জ্ঞান আসার পরও শুধু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে, ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কোরান সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১৫. সুতরাং তুমি ডাক দাও এ (ধর্মের)-দিকে ও তোমাকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আর ওদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। বলো, 'আল্লাহ্ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি, আর আমার ওপর আদেশ হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার। আল্লাহ্ আমার ও তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের কাছে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছে (প্রিয়)। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের একত্রিত করেন, আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।'

১৬. আল্লাহ্‌র আহ্বান শোনার পর যারা তাঁকে নিয়ে তর্ক করে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের তর্ক নিরর্থক। আর তাঁর গজব তাদের ওপর; আর কঠিন শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য।

১৭. আল্লাহ্ই সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও দিয়েছেন ন্যায়নীতি। তুমি কি জান, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন? ১৮. যারা এ বিশ্বাস করে না তারাই একে সত্বর কামনা করে। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা কুতর্ক করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১৯. আল্লাহ্ তাঁর দাসদেরকে দয়া করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনের উপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

॥ ৩ ॥

২০. যে-কেউ পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরকালের ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে-কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরকালে এদের জন্য কিছুই থাকবে না। ২১. এদের কি এমন কতকগুলো অংশীদার (দেবতা) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ্ এদেরকে দেন নি? কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে,

AMARBOI.COM

এদের বিষয়ে তো মীমাংসা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।

২২. তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের দেখবে তারা যা অর্জন করেছে (তাদের কৃতকর্ম) সে-সম্বন্ধে ভয় পাচ্ছে; আর এর শাস্তি ওদের ওপরে পড়বেই। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা জান্নাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে। তারা যা-কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে তা-ই পাবে। এ-ই তো মহা-অনুগ্রহ।

২৩. আল্লাহ্ এ-খবরই দেন তাঁর দাসদেরকে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। বলো, 'এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের ভালোবাসা ছাড়া কোনো পুরস্কার চাই না।' যে ভালো কাজ করে তার জন্য আমি তার কল্যাণ বৃদ্ধি করি। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। ২৪. ওরা কি বলতে চায়, সে (মুহাম্মদ) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়েছে? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, (হে মুহাম্মদ!) তিনি তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে ফেলেন ও তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তো জানেন অন্তরে যা আছে।

২৫. তিনি তাঁর দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন, আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। ২৬. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেন ও তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করেন। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ২৭. আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে-পরিমাণ ইচ্ছা সে-পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালো করেই জানেন ও দেখেন।

২৮. ওরা যখন হতাশ হয়ে পড়ে তখন বৃষ্টি পাঠান ও তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার যোগ্য। ২৯. তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর এই দুইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন যেসব জীবজন্তু সেগুলো। যখন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সমবেত করতে পারেন।

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

৩০. তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা ক'রে দেন। ৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না; আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

৩২. তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রগামী পাহাড়প্রমাণ জাহাজগুলো। ৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ ক'রে দিতে পারেন; তার ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। যারা ধৈর্য ধরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের জন্য তো এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। ৩৪. তিনি আরোহীদের কৃতকর্মের জন্য জাহাজগুলোকে

ডুবিয়ে দিতে পারেন, আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন, ৩৫. যাতে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে তর্ক করে তারা জানতে পারে যে, তাদের কোনো নিস্তার নেই।

৩৬. আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী—তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, ৩৭. যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, আর রাগ ক'রেও ক্ষমা করে দেয়, ৩৮. যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করে ও তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ আমি দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে; ৩৯. আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়।

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ; আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আছে আল্লাহ্‌র কাছে। আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। ৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, ৪২. কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে আর পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহ ক'রে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৪৩. কেউ ধৈর্যধারণ করলে আর ক্ষমা করলে তা হবে স্থৈর্যের কাজ।

॥ ৫ ॥

৪৪. আল্লাহ্ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই। সীমালঙ্ঘনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, 'আমাদের কি ফেরার কোনো উপায় নেই?'

৪৫. ওদেরকে যখন জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে তখন তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে, অপমানে মাথা হেঁট ক'রে আছে আর ভয়ে আধবোজা চোখে তাকাচ্ছে। বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।' জেনে রেখো যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

৪৬. আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে ওদেরকে সাহায্য করার জন্য ওদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর আল্লাহ্ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার কোনো গতি নেই। ৪৭. আল্লাহ্‌র সেই অবশ্যম্ভাবী নির্ধারিত দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয় থাকবে না, আর তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না।

৪৮. ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমাকে তো আমি ওদের রক্ষক ক'রে পাঠাই নি। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার ক'রে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয়। আর যখন তার কৃতকর্মের জন্য তার মন্দ ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ।

AMARBOI.COM

৪৯. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা বা পুত্র দান করেন ৫০. বা পুত্র ও কন্যা দুই-ই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫১. এ দেহধারী মানুষের জন্য নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন প্রত্যাদেশ ছাড়া, অন্তরাল না রেখে, বা কোনো দূত প্রেরণ না ক'রে যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাঁর অনুমতিক্রমে। তিনি তো সর্বোচ্চ তত্ত্বজ্ঞানী। ৫২. এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা প্রেরণ করেছি যখন তুমি জানতে না কিতাব কী, বিশ্বাস কী। কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর— ৫৩. আল্লাহ্‌র পথ। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। জেনে রাখো, সব ব্যাপারের পরিণতি আল্লাহ্‌র দিকে।

AMARBOI.COM

৪৩ সুরা জুখরুফ

রুকু : ৭ আয়াত : ৮৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম*। ২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। ৩. আমি আরবি ভাষায় এ-কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৪. আর এ তো রয়েছে আমার কাছে মহান জ্ঞানগর্ভ *উম্মুল কিতাব* (গ্রন্থের মাতা অর্থাৎ মূল গ্রন্থ)-এ। ৫. তোমরা অসংযমী সম্প্রদায় ব'লে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এই বাণী প্রত্যাহার ক'রে নেব?

৬. পূর্ববর্তীদের কাছে আমি বহু নবি পাঠিয়েছিলাম। ৭. আর যখনই ওদের কাছে কোনো নবি এসেছে ওরা তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে। ৮. ওদের মধ্যে যারা শক্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি; এরকম ঘটনা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

৯. তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন শক্তিমান, সর্বজ্ঞ,' ১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা (-স্বরূপ) ও সেখানে পথ ক'রে দিয়েছেন যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। ১১. তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন পরিমিতভাবে আর তা দিয়ে প্রাণহীন জমিকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে আবার ওঠানো হবে।

১২. তিনি সবকিছুরই যুগল সৃষ্টি করেন আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু যার ওপর চড়তে পার, ১৩. যাতে তোমরা ওদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার আর বসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর ও বল, 'পবিত্র মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশ ক'রে দিয়েছেন, আমরা তো এদেরকে বশ করতে পারতাম না। ১৪. আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব।'

১৫. ওরা তাঁর (আল্লাহ্‌র) দাসদের মধ্য থেকে কাউকে-কাউকে তাঁর (সত্তার) অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

॥ ২ ॥

১৬. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্য কন্যাসন্তান গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন পুত্রসন্তান? ১৭. ওরা করুণাময় আল্লাহ্‌র ওপর যা আরোপ করে ওদের কাউকে সে-সংবাদ দিলে তার মুখ কালো হয়ে যায় আর অসহনীয় মনের দুঃখে সে কষ্ট পায়। ১৮. যে অলংকারমণ্ডিত হয়ে লালিতপালিত হয় ও যুক্তিপ্রদর্শনে অসমর্থ তাকে কি ওরা আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করে? ১৯. আর ওরা কি করুণাময় আল্লাহ্‌র দাস ফেরেশতাদেরকে নারী বলে গণ্য করে? তাদেরকে

সৃষ্টি করা কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের (এসব) কথা লেখা থাকবে ও ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০. ওরা বলে, 'করুণাময় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ-বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে। ২১. আমি কি ওদেরকে এর পূর্বে এমন কোনো কিতাব দান করেছি যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? ২২. বরং ওরা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালন করতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' ২৩. এভাবে, তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালন করতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

২৪. প্রত্যেক সতর্ককারী বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যা অনুসরণ করতে দেখেছ আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে ভালো পথের হদিস আনি (তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে)?' উত্তরে তারা বলত, 'তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' ২৫. তারপর আমি ওদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

॥ ৩ ॥

২৬. স্মরণ করো, ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; ২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।' ২৮. তার পরে যারা এসেছে তাদের জন্য এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছে যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে।

২৯. আসলে আমি তো ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারের জন্য রসুল আসে। ৩০. যখন ওদের কাছে সত্য এল ওরা বলল, 'এ তো জাদু, আর আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি।' ৩১. আর এরা বলে, 'কোরান কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো বড়লোকের ওপর?'

৩২, এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, আর এককে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনেক ভালো।

৩৩. অবিশ্বাসে সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ-আশঙ্কা না থাকলে, করুণাময় আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে তিনি তাদের ঘরের জন্য দিতেন রুপোর সিঁড়ি, ৩৪. রুপোর দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক, ৩৫. আর সোনার অলংকার। কিন্তু এসব তো পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধা! সাবধানিদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পরলোকের কল্যাণ।

AmarBoi.com

॥ ৪ ॥

৩৬. যে-ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ্‌র শরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য তিনি এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, তারপর সে-ই তার সঙ্গী হয়। ৩৭. শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৮. যখন সে আমার কাছে আসবে তখন সে (শয়তানকে) বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' সঙ্গী হিসেবে সে কত খারাপ! ৩৯. আর (তাদেরকে বলা হবে,) 'যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে সেহেতু আজকের এই একত্রে শাস্তিভোগ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।'

৪০. তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? কিংবা যে অন্ধ আর যে পরিষ্কার ভুল পথে আছে তাকে কি তুমি সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে? ৪১. আমি তোমাকে সরিয়ে নিলেও, ওদের ওপর প্রতিশোধ নেব। ৪২. কিংবা তোমাকে দেখাব যা আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ওদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবেই।

৪৩. সুতরাং তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হচ্ছে তা শক্ত ক'রে ধরো। তুমি সরল পথেই রয়েছ। ৪৪. আর এ তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক সম্মানের বিষয়। তোমাদেরকে শীঘ্রই এ-বিষয়ে প্রশ্ন কবা হবে। ৪৫. তোমার পূর্বে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, করুণাময় (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য কি আমি ওদের উপাসনার জন্য ঠিক করেছিলাম?

AMARBOI.COM

॥ ৫ ॥

৪৬. মুসাকে তো আমি নিদর্শন দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'আমাকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক পাঠিয়েছেন।' ৪৭. আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে তাদের কাছে যাওয়ামাত্র ওরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। ৪৮. আমি ওদেরকে যে-নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি পূর্বের নিদর্শনের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম যাতে ওরা (ঠিক পথে) ফিরে আসে।

৪৯. ওরা বলেছিল, 'ওহে জাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে-অঙ্গীকার করেছেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের জন্য তা প্রার্থনা করো; (অঙ্গীকার পূর্ণ করলে) আমরা অবশ্যই সৎপথে চলব।' ৫০. তারপর আমি যখন ওদের ওপর হতে শাস্তি দূর করলাম তখনই ওরা অঙ্গীকার ভেঙে বসল। ৫১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলো যে আমার পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি দেখছ না? ৫২. এই হতচ্ছাড়া যে কিনা পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না, তার চেয়ে কি আমি ভালো না? ৫৩. (সে নবি হলে) কেন তাকে সোনার বালা দেওয়া হল না, কেনইবা ফেরেশতারা তার সঙ্গে আসে না?'

৫৪. এইভাবে ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল। ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ৫৫. যখন ওরা আমাকে বিরক্ত করল, আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম আর ওদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। ৫৬. আর যারা পরে আসবে তাদের জন্য ওদেরকে অতীতের ইতিহাস ও এক দৃষ্টান্ত ক'রে রাখলাম।

॥ ৬ ॥

৫৭. যখন মরিয়মপুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় হৈচৈ শুরু করে দেয়, ৫৮. এবং বলে, 'আমাদের দেবতারা বড়, না সে?' এরা কেবল তর্কাতর্কির জন্যই তোমাকে একথা বলে। আসলে এরা তো এক তার্কিক সম্প্রদায়।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক দাস যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম আর করেছিলাম বনি-ইসরাইলের জন্য আদর্শস্বরূপ। ৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম। ৬১. ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না, আর আমাকে অনুসরণ করো। এ-ই সরল পথ। ৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই এ থেকে নিবৃত্ত না করে। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এল, সে বলেছিল, 'তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট ক'রে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো আর আমার অনুসরণ করো।

৬৪. আল্লাহ্‌ই তো আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। তাই তাঁর উপাসনা করো। এ-ই সরল পথ।'

৬৫. তারপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল। তাই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নিদারুণ দিনের শাস্তির দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

৬৬. ওরা তো ওদের অজান্তে হঠাৎ কিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে।

৬৭. সেদিন বন্ধুরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে সাবধানিরা ছাড়া।

॥ ৭ ॥

৬৮. হে আমার দাসরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই ও দুঃখ করারও কিছু নেই।

৬৯. তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে ও আত্মসমর্পণ করেছিলে।

৭০. তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।

৭১. (যেখানে) সোনার থালায় ও পানপাত্রে তাদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে। সেখানে থাকবে মন যা চায় ও চোখ যাতে তৃপ্ত হয় এমন সবকিছু। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। ৭২. এ-ই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কাজের

ফলে যার উত্তরাধিকারী হয়েছ। ৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা খাবে।

৭৪. অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি কমানো হবে না। ৭৫. আর ওরা (সেখানে) শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। ৭৬. আমি ওদের ওপর জুলুম করি নি, বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। ৭৭. ওরা চিৎকার ক'রে বলবে, 'হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা), তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে শেষ ক'রে দিক-না!' সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে।'

৭৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।'

৭৯. ওরা কি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে? (তা হলে) সিদ্ধান্ত তো আমারও রয়েছে।

৮০. ওরা কি মনে করে আমি ওদের গোপন বিষয় ও পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা ওদের কাছ থেকে সব লিখে রাখে।

৮১. বলো, 'করুণাময়ের কোনো সন্তান থাকলে আমি সবার আগে তার উপাসনা করতাম।'

৮২. ওরা (তাঁর প্রতি) যা আরোপ করে তার চেয়ে আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান। ৮৩. অতএব, ওদেরকে যেদিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা কথা ব'লে যাক, খেলা করুক।

৮৪. তিনিই উপাস্য আকাশে, তিনিই উপাস্য পৃথিবীতে। আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। ৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

৮৬. আল্লাহ্র পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ও সাক্ষ্য দেয় উভয়ের কথা স্বতন্ত্র। ৮৭. যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। এর পরও তারা বিভ্রান্ত কেন?

৮৮. তার (রসুলের) কথার শপথ, 'হে আমার প্রতিপালক! এ-সম্প্রদায় তো বিশ্বাস করবে না!' ৮৯. অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা করো আর বলো, 'সালাম।' তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে।

AMARBOI.COM

৪৪ সুরা দুখান

রুকু : ৩ আয়াত : ৫৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম*। ২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের ৩. আমি তো এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি
এক লায়লাতুল মুবারকে (সৌভাগ্যের রাত্রিতে)। আমি তো সতর্ককারী। ৪. এ-
রাত্রিতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়। ৫. আদেশ তো আমারই ।
আমিই রসুল পাঠিয়ে থাকি, ৬. এ তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে অনুগ্রহ।
তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৭. তোমরা যদি নিশ্চিত বিশ্বাসী হও তবে দেখতে পাবে, তিনি আকাশ,
পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক। ৮. তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য
নেই। তিনি জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক
ও তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। ৯. তবু ওরা সন্দেহ ও হাসিঠাট্টা করে।

১০. অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেদিনের যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়া নেমে
এসে ১১. মানবজাতিকে গ্রাস ক'রে ফেলবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি! ১২.
(তারা তখন বলবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই শাস্তি থেকে রেহাই
দাও, আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করব।'

১৩. তারা কেমন ক'রে উপদেশ গ্রহণ করবে যেখানে তাদের কাছে এক
সুস্পষ্ট রসুল এসেছিল ১৪. অথচ তারা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলেছিল, 'ও তো
শেখানো কথা বলছে, ও তো এক পাগল!'

১৫. আমি তোমাদের শাস্তি একটু কমালেই তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়)
ফিরে যাও। ১৬. যেদিন আমি তোমাদের ঠিকভাবে পাকড়াও করব সেদিন নিশ্চয়
তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেব।

১৭. এদের পূর্বে আমি তো ফেরাউন-সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম আর
ওদের কাছে এসেছিল এক মহান রসুল। ১৮. সে বলত, 'আল্লাহ্‌র দাসদেরকে
আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। ১৯. আর
তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বড়াই কোরো না। আমি তোমাদের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ
হাজির করেছি। ২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে খুন করতে না পার তার
জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের স্মরণ নিচ্ছি। ২১. যদি
তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর তবে আমার কাজে হাত দিয়ো না।'

২২. তারপর মুসা তার প্রতিপালকের কাছে নিবেদন করল, 'এরা এক
অপরাধী সম্প্রদায়।'

AMARBOI.COM

২৩. (আমি বলেছিলাম,) ‘তুমি আমার দাসদেরকে নিয়ে রাত্রে বের হয়ে পড়ো। তোমাদের পিছু নেওয়া হবে। ২৪. সমুদ্র যেমন শান্ত আছে তাকে তেমনি থাকতে দাও। ওরা এমন এক দল যারা ডুবে মারা যাবে।’

২৫. ওরা পেছনে রেখে গেছে কত বাগান, ২৬. ঝরনা, কত শস্যক্ষেত্র ও সুন্দর দালানকোঠা, ২৭. কত বিলাস-উপকরণ যা ওদেরকে আনন্দ দিত। ২৮. এমনই হয়। আর আমি এসবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে। ২৯. আকাশ বা পৃথিবী কেউই ওদের জন্য অশ্রুপাত করেনি, আর ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয় নি।

॥ ২ ॥

৩০. আমি উদ্ধার করেছিলাম বনি-ইসরাইলকে, ৩১. ফেরাউনের অপমানকর শাস্তি হতে। ফেরাউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে পরাক্রান্ত। ৩২. আমি জেনেশুনেই ওদেরকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, ৩৩. আর দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ যার মধ্যে ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

৩৪. তারা বলেই থাকে, ৩৫. ‘প্রথম মৃত্যুই আমাদের একমাত্র মৃত্যু, আর আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে না। ৩৬. অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো।’

৩৭. শ্রেষ্ঠ কারা? ওরা, না তুব্বা-সম্প্রদায় ও তাদের আগে যারা এসেছিল? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, কারণ তারা ছিল অপরাধী।

৩৮. আমি আকাশ, পৃথিবী আর দুয়ের মাঝে কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। ৩৯. আমি তাদের অযথা সৃষ্টি করি নি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪০. ওদের সকলের জন্যই বিচারদিন নির্ধারিত রয়েছে। ৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না আর ওরা কোনো সাহায্যও পাবে না। ৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

॥ ৩ ॥

৪৩. জাক্কুম বৃক্ষ হবে ৪৪. পাপীর খাদ্য, ৪৫. গলিত তামার মতো তা তার পেটে ফুটতে থাকবে, ৪৬. উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটতে থাকে। ৪৭. (বলা হবে), ‘ওকে ধরো ও টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে, ৪৮. তারপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে ওকে শাস্তি দাও। ৪৯. আর বলো, ‘স্বাদ নাও, হে শক্তিশালী সম্মানিত! ৫০. এ-সম্পর্কে তো তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।’

৫১. সাবধানিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, ৫২. বাগান ও ঝরনাভরা জান্নাতে। ৫৩. ওরা পরবে মিহি ও পুরু রেশমি বস্ত্র আর মুখোমুখি হয়ে বসবে। ৫৪. এমনই

AMARBOI.COM

(ঘটবে)! আর আয়তলোচনা হূরের সঙ্গে আমি তাদের মিলন ঘটাব। ৫৫. সেখানে তারা শান্তিতে যে-কোনো ফলমূল আনতে বলতে পারবে। ৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তাদেরকে আর মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে না। তোমার প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, ৫৭. নিজ অনুগ্রহে। এ-ই তো মহাসাফল্য।

৫৮. আমি তোমার ভাষায় কোরানকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা করো, ওরাও তো প্রতীক্ষা করছে।

AMARBOI.COM

৪৫ সুরা জাসিয়া

রুকু : ৪ আয়াত : ৩৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. *হা-মিম*। ২. এই কিতাব শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্র কাছ থেকে অবতীর্ণ।

৩. বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে। ৪. তোমাদের সৃষ্টিতে ও জীবজন্তুর বংশবিস্তারেও বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে। ৫. নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, যে-বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হয় তার মধ্যে, আর বায়ুর পরিবর্তনে।

৬. এগুলো আল্লাহ্র আয়াত যা তিনি তোমার কাছে আবৃত্তি করেছেন যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্র আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কার বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, ৮. যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে নিজের মতে অটল থাকে যেন সে তা শোনেই নি! তাকে কষ্টকর শাস্তির খবর দাও। ৯. যখন সে আমার কোনো আয়াত জানতে পারে তখন তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ১০. ওদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম; ওদের কৃতকর্ম ওদের কোনো কাজে আসবে না। ওরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক ঠিক করেছে তারাও নয়। ওদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১১. এ (কোরান) সৎপথের দিশারি। যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে বড় কষ্টকর শাস্তি।

॥ ২ ॥

১২. আল্লাহ্ তো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানগুলো সমুদ্রের বুকে চলাচল করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ১৩. তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু; চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

১৪. বিশ্বাসীদেরকে তুমি বলো তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহ্র শাস্তিতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তো প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন। ১৫. যে সৎকর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

AMARBOI.COM

১৬. আমি তো বনি-ইসরাইলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত দান করেছিলাম
আর ওদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম জীবনোপকরণ ও বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব।
১৭. আর ওদেরকে আমি সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর ওরা
নিজেরাই ঈর্ষা ক'রে একে অপরের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে-বিষয়ে
মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ের মীমাংসা ক'রে
দেবেন।

১৮. এরপর আমি তোমাকে শরিয়তের বিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং
তুমি তা অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। ১৯. আল্লাহ্‌র
সামনে ওরা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। সীমালঙ্ঘনকারীরা একে
অপরের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ্ তো সাবধানিদের অভিভাবক। ২০. এ (কোরান)
মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও
অনুগ্রহ।

২১. দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে
ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে? ওদের ধারণা
কত খারাপ!

॥ ৩ ॥

২২. আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি
তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, আর কারও ওপর জুলুম করা হবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য ক'রে
নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কান ও হৃদয়কে মোহর
ক'রে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ রেখেছেন। তাই আল্লাহ্ মানুষকে
বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথের নির্দেশ দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ
করবে না?

২৪. ওরা বলে, 'পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি
এখানে। সময়ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এ-ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান
নেই। ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। ২৫. ওদের কাছে যখন আমার স্পষ্ট
আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল একথা বলা
ছাড়া যে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো।'

২৬. বলো, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবনদান করেন ও তোমাদের মৃত্যু
ঘটান। তারপর কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন। এতে
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।'

॥ ৪ ॥

২৭. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন
মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৮. আর প্রত্যেক সম্প্রদায় হবে ভয়ে নতজানু।

AMARBOI.COM

প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের (হিসাবের) কিতাব দেখতে ডাকা হবে ও বলা হবে, 'তোমরা যা করতে আজ তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।' ২৯. এ (হিসাবের) কিতাব আমার কাছে সংরক্ষিত, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রেখেছিলাম।

৩০. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রতিপালক জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন। এ-ই মহাসাফল্য। ৩১. কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পড়া হয় নি? কিন্তু তোমরা তো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

৩২. যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্র কথা সত্য এবং কিয়ামত ঘটবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই', তখন তোমরা ব'লে থাক, 'কিয়ামত কী আমরা জানি না। আমাদের এ-বিষয়ে অনুমান মাত্র রয়েছে আর আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত নই।'

৩৩. ওদের মন্দ কাজগুলো ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। ৩৪. ওদের বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন তোমরা এদিনের সাক্ষাতের বিষয়টিকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয় হবে আগুন আর তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। ৩৫. এ এজন্য যে তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে বিদ্রূপ করেছিলে ও পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং সেদিন তা (আগুন) থেকে ওদেরকে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টার সুযোগও ওদেরকে দেওয়া হবে না।

৩৬. প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৩৭. আকাশ ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই। আর তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

ষড়বিংশতিতম পারা

৪৬ সুরা আহ্‌কাফ

রুকু : ৪ আয়াত : ৩৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *হা-মিম*। ২. এ-কিতাব শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ। ৩.
আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই আমি যথাযথভাবে
নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা
হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করে।

৪. বলো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে
দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি ক'রে থাকলে আমাকে তা দেখাও। অথবা
আকাশের সৃষ্টিতে কি ওদের কোনো অংশ আছে? (যদি থাকে) এর সমর্থনে
পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা ঐতিহ্যগত কোনো জ্ঞান থাকলে তোমরা তা উপস্থিত
করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৫. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন
পর্যন্তও ডাকলে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে? আর তারা তো
ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। ৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা
হবে তখন তারা হবে ওদের শত্রু, আর তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে।

৭. যখন ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় আর ওদের সামনে
সত্য উপস্থিত হয় তখন অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো স্পষ্ট জাদু!' ৮. ওরা কি তবে
বলে যে, 'সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে?' বলো, 'আমি যদি তা বানিয়েও থাকি,
তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা এ-
বিষয়ে যা কথাবার্তা বল আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। আমার আর তোমাদের
মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।'

৯. বলো, 'আমি তো রসুলদের মধ্যে এমন নতুন কিছু নই। আর আমাকে ও
তোমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে আমি তা জানি না। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ
হয় আমি তা-ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

১০. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ
হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, আর যদি বনি-ইসরাইলের একজন
সাক্ষী এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা অহংকার
করে যাও (তা হলে তোমাদের পরিণাম কী হবে)? আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘন-
কারীদেরকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।'

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১১. বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ যদি ভালো হ'ত তবে তো আমরাই এদের আগে তা গ্রহণ করতাম।' এর মাধ্যমে ওরা পথ পায় নি বলেই তো বলে, 'এ এক বহু পুরাতন মিথ্যা।'

১২. এর পূর্বে আদর্শ ও অনুগ্রহ হিসেবে ছিল মুসার কিতাব। এ-কিতাব মুসার কিতাবেরই সমর্থক, আরবি ভাষায়। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এ সতর্ক করে আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।

১৩. যারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্', ও এ-বিশ্বাসে যারা অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৪.
তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, আর এ-ই তাদের কর্মফল।

১৫. আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। কষ্ট করে তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে, তার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস কষ্ট করে তাকে বহন করেছে। ক্রমে সে যখন সমর্থ হয় ও চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য, আর যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আমার সন্তানসন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই দিকে মুখ ফেরালাম ও তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।'

১৬. আমি তো এদেরই ভালো কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি ও মন্দ কাজগুলো উপেক্ষা করি; এরা হবে জান্নাতের অধিবাসী। এদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭. এমন লোকও আছে যে তার মাতাপিতাকে বলে, 'তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও যে, আমাকে আবার ওঠানো হবে, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ শেষ হয়েছে আর তাদেরকে আবার ওঠানো হয় নি?' তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ ক'রে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য, বিশ্বাস করো, আল্লাহ্র কথাই সত্য।' কিন্তু সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।'

১৮. এদের আগে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মতো এদের ওপরও আল্লাহ্র শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. প্রত্যেকের স্থান তার
কর্ম অনুযায়ী। এজন্য যে আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন, আর তাদের কারও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

২০. যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদেরকে বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধা ভোগ ক'রে শেষ করেছ, তাই আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে আপমনকর শাস্তি; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে ও সত্য ত্যাগ করেছিলে।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২১. স্মরণ করো আ'দদের ভাই হুদের কথা, যার আগে ও পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল, সে তার আহ্‌কাফবাসী* সম্প্রদায়কে এ ব'লে সতর্ক করেছিল, 'আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা কোরো না। তোমাদের জন্য আমার মহাদিনের শাস্তির ভয় হয়।'

২২. ওরা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের দেবদেবীদের পূজা থেকে আমাদেরকে বিরত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।' ২৩. সে বলল, 'এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই, আমি যা নিয়ে প্রেরিতে হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি। আমি দেখছি, তোমরা তো এক অবুঝ সম্প্রদায়!'

২৪. তারপর যখন ওরা দেখল এক মেঘ তাদের উপত্যকার কাছে এসে পড়ছে তখন ওরা বলতে লাগল, 'এ-মেঘ আমাদের বৃষ্টি দেবে।' হুদ বলল, 'এই তো সেই জিনিস যা তোমরা তাড়াতাড়ি আনতে চেয়েছ, এ তো এক দারুণ শাস্তির ঝড় বয়ে নিয়ে আসছে। ২৫. আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ সবকিছু ধ্বংস ক'রে দেবে।' তারপর ওদের পরিণাম এই হল যে, ওদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৬. আমি ওদেরকে যে-প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দিই নি। আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম কান চোখ ও হৃদয়, কিন্তু ওদের কান চোখ ও হৃদয় ওদের কোনো কাজ আসে নি; কেননা ওরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা-ই ওদের ঘিরে ফেলল।

॥ ৪ ॥

২৭. আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদগুলোকে। আমি ওদেরকে বারবার আমার নিদর্শনগুলো দেখিয়েছিলাম যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। ২৮. আল্লাহ্‌র কাছে আসার জন্য ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তারা ওদেরকে সাহায্য করল না কেন? আসলে ওদের উপাস্যগুলো ওদের কাছ থেকে স'রে পড়েছিল। এমনই পরিণাম ওদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উদ্ভাবনের!

২৯. আর যখন আমি একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করলাম ওরা কোরানের আবৃত্তি শুনে কাছে এসে একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ ক'রে শোনো।' যখন কোরানের আবৃত্তি শেষ হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০. ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের আবৃত্তি শুনেছি যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ এর আগের কিতাবকে সমর্থন করে, আর সত্য ও সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেয়। ৩১. হে

---

* আহ্‌কাফ ইয়েমেনের এক মালভূমি

AMARBOI.COM

আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে যে ডাকে তার ডাকে সাড়া দাও ও তার ওপর বিশ্বাস করো, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও নিদারুণ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। ৩২. আল্লাহ্‌র দিকে যে ডাকে তার ডাকে কেউ যদি সাড়া না দেয় তবে তাতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ হবে না। আর আল্লাহ্‌র সামনে কেউ তাকে সাহায্যও করবে না। সে তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

৩৩. ওরা কি বোঝে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর এ-সকলের সৃষ্টিতে যিনি কোনো ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবন-দান করতেও সক্ষম? তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. অবিশ্বাসীদেরকে যেদিন আগুনের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদেরকে বলা হবে, 'এ কি সত্য নয়?' ওরা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এ সত্য।' তখন ওদেরকে বলা হবে, '(তবে) শাস্তির স্বাদ নাও! তোমরা তো অবিশ্বাস করতে।'

৩৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, যেমন ধৈর্য ধরেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। ওদের বিষয়ে অধৈর্য হয়ো না। ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন ওদের মনে হবে যেন ওরা এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে থাকে নি। এ এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধ্বংস করা হবে না।

AMARBOI.COM

৪৭ সুরা মুহাম্মদ

রুকু : ৪ আয়াত : ৩৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. যারা অবিশ্বাস করে ও অপরকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় আল্লাহ্ তাদের কাজ
ব্যর্থ ক'রে দেন। ২. যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে আর মুহাম্মদের প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য ব'লে বিশ্বাস করে
আল্লাহ্ তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা ভালো করবেন। ৩.
এ এজন্য যে, যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার ও যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের
প্রতিপালক-প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত
দেন।

৪. অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন
তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত করো। শেষ যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে
পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে
ওদেরকে মুক্ত ক'রে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না
ওরা অস্ত্র সংবরণ করে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান। এ এজন্য যে,
আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের
একে অপরকে দিয়ে পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি
কখনোই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না। ৫. তিনি তাদের সৎপথে পরিচালনা
করেন ও তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। ৬. তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন
জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন।

৭. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য করলে তিনি তোমাদেরকে
সাহায্য করবেন আর তোমাদের পা শক্ত করবেন।

৮. যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ আর তিনি তাদের কাজ
পণ্ড করে দেবেন। ৯. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন ওরা তা পছন্দ
করে না। সুতরাং আল্লাহ্ ওদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

১০. ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে নি আর দেখে নি ওদের পূর্ববর্তীদের কী
পরিণাম হয়েছিল? তিনি ওদেরকে ধ্বংস করেছিলেন আর অবিশ্বাসীদের অবস্থাও
অনুরূপই হবে। ১১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক আর
অবিশ্বাসীদের কোনো অভিভাবক নেই।

॥ ২ ॥

১২. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন,
যার নিচে নদী বইবে; কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না, ভোগবিলাসে মেতে থাকে ও
জন্তু-জানোয়ারের মতো পেট ভরায়, তারা বাস করবে জাহান্নামে।

AmarBoi.com

১৩. ওরা তোমার যে-জনপদ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্বংস করেছিলাম, আর তখন ওদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। ১৪. যে-লোক তার প্রতিপালক-প্রেরিত নিদর্শন অনুসরণ করে সে কি তার সমান, যার কাছে নিজের মন্দ কাজগুলো শোভন মনে হয় ও যে নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে?

১৫. সাবধানিদেরকে যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, যারা পান করে তাদের জন্য আছে সুস্বাদু সুধার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে নানারকম ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানিরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে ও যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে?

১৬. ওদের মধ্যে কিছু লোক তোমার কথা শোনে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে বের হয়েই যারা শিক্ষিত তাদেরকে বলে, 'এইমাত্র সে কি না বলল?' আল্লাহ্ এদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের খেয়ালখুশিরই অনুসরণ করে। ১৭. যারা সৎপথ ধরে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়ান, আর তাদেরকে সাবধানি হওয়ার শক্তি দেন।

১৮. ওরা কি কেবল এ অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত ওদের কাছে হঠাৎ ক'রে এসে পড়ুক? আসলে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। কিয়ামত এসে পড়লে ওরা উপদেশ নেবে কেমন ক'রে? ১৯. সুতরাং তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি তোমার এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তোমরা দিনে কোথায় যাও ও রাত্রিতে কোথায় থাক তা আল্লাহ্ ভালো ক'রেই জানেন।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

২০. বিশ্বাসীরা বলে, 'একটা সুরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' তারপর দ্ব্যর্থহীন কোনো সুরা অবতীর্ণ হলে ও তার মধ্যে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকলে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তুমি দেখবে, তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের, ২১. আর ওদের আনুগত্যের ও মিষ্টি কথার! তাই জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে ওদের পক্ষে আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করাই মঙ্গলজনক।

২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে। ২৩. এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন, বধির ও অন্ধ ক'রে দেন। ২৪. তবে কি ওরা কোরান সম্বন্ধে মন দিয়ে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর কুলুপআঁটা?

২৫. যারা তাদের কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন ক'রে দেখায় ও তাদেরকে মিথ্যা আশা

দেয়। ২৬. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের মান্য করব।' ওদের গোপন অভিসন্ধি আল্লাহ্র ভালো ক'রেই জানা। ২৭. ফেরেশতারা যখন ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত ক'রে প্রাণহরণ করবে তখন ওদের দশা কী হবে? ২৮. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যাতে অসন্তুষ্ট হন ওরা তা-ই অনুসরণ করে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাকে অপ্রিয় মনে করে, তাই তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ ক'রে দেন।

॥ ৪ ॥

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ ওদের ভিতরের বিদ্বেষভাব প্রকাশ ক'রে দেবেন না? ৩০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম। তখন তুমি ওদের চেহারা দেখে ওদেরকে চিনতে পারতে। এখনও তুমি অবশ্যই ওদের কথার ভঙ্গিতে ওদেরকে চিনতে পারবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না প্রকাশ হয়, কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করে আর কে ধৈর্য ধরে। আর আমি তোমাদের খবর পরীক্ষা করে দেখব। ৩২. যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়, এবং তাদেরকে পথের নির্দেশ জানানোর পরও রসুলের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহ্র কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ ক'রে দেবেন।

৩৩. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ কোরো না।

৩৪. যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় তারপর অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ৩৫. সুতরাং তোমরা অলস হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব কোরো না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল ক্ষুণ্ন করবেন না।

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়াকৌতুক, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও সাবধান হও আল্লাহ্ তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন, আর তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না। ৩৭. তোমাদের কাছ থেকে তিনি তা চাইলে ও তার জন্য তোমাদের ওপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে, আর তখন তিনি তোমাদের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে দেবেন। ৩৮. দেখো, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন; আর তারা তোমাদের মতো হবে না।

AMARBOI.COM

৪৮ সুরা ফাত্‌হ্

রুকু : ৪   আয়াত : ২৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আল্লাহ্ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন। ২. এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করবেন, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন, ৩. আর তিনি তোমাকে জোর সাহায্য করবেন।

৪. তিনি তো তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে *সাকিনা* (প্রশান্তি) দেন। আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ তাঁরই; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। ৫. (তিনি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন) এজন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে—যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও তিনি তাদের পাপমোচন করবেন। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ-ই বড় সাফল্য।

৬. আর মুনাফিক নরনারী, অংশীবাদী নরনারী যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। ওদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম, আল্লাহ্ ওদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন ও ওদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম। কী নিকৃষ্ট নিবাস সে!

৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৮. আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, ৯। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস রাখ, রসুলকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০. যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় তারা তো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহ্ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে তা ভাঙে ভাঙার প্রতিফল তারই; আর যে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার পুরো করে আল্লাহ্ তাকে বড় পুরস্কার দেন।

॥ ২ ॥

১১. যে-সকল মরুবাসী আরব জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে, 'আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ওদেরকে বলো, 'আল্লাহ্, তোমাদের কারও ক্ষতি বা মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে কে তাঁকে ঠেকাতে পারে? তোমরা যা কর সে-বিষয়ে আল্লাহ্ তো ভালো করেই জানেন।'

AMARBOI.COM

১২. না, তোমরা ভেবেছিলে রসুল ও বিশ্বাসীরা তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না। এই ভেবে তোমরা আনন্দে ছিলে। তোমরা ভুল ধারণা করেছিলে। তোমরা তো এক ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়।

১৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে না আমি সেসব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। ১৪. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা ঘরে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।' ওরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বলো, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে আসতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এমন বলেছেন।' ওরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের হিংসা করছ।' তারা যে কত কম বোঝে!

১৬. যেসব মরুবাসী আরব ঘরে থেকে গিয়েছিল তাদেরকে বলো, 'তোমাদেরকে ডাকা হবে এক প্রবলপরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ-নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালো পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও তিনি তোমাদেরকে দারুণ শাস্তি দেবেন।'

১৭. অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণের জন্য কোনো অপরাধ নেই (যদি তারা জিহাদে অংশ না নেয়); আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচে নদী বইবে; কিন্তু যে-লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তিনি তাকে দারুণ শাস্তি দেবেন।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

১৮. বিশ্বাসীরা যখন গাছের নিচে তোমার কাছে তোমার আনুগত্যের শপথ নিল তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জানতেন। তাদেরকে তিনি প্রশান্তি দান করলেন। আর তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়; ১৯. যুদ্ধে (তারা) লাভ করবে বিপুল সম্পদ। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

২০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের জন্য এ ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন যেন বিশ্বাসীদের জন্য এ হয় এক নিদর্শন আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ দিয়ে সরল পথে পরিচালনা করেন। ২১. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আরও (বহু ধনসম্পদ) নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নি, যা আল্লাহ্র কাছে রাখা আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. অবিশ্বাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে, শেষে ওরা পিঠটান দিত।
তখন ওদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না। ২৩. এ-ই আল্লাহ্‌র
বিধান, যা প্রাচীনকাল হতে চ'লে আসছে। তুমি আল্লাহ্‌র এ-বিধানে কোনো
পরিবর্তন পাবে না। ২৪. আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদেরকে জয়ী করার
পর তাদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে ও তোমাদের হাতকে তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত
করেছি। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ২৫. ওরাই তো অবিশ্বাস
করেছিল আর তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিল, মসজিদ-উল-হারাম থেকে এবং
কোরবানির পশুদের বাধা দিয়েছিল কোরবানির জায়গায় পৌঁছতে। (আল্লাহ্ মক্কায়
জোর ক'রে ঢোকার নির্দেশ দিতেন) যদি (ওদের) মধ্যে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী না
থাকত যাদের কথা তোমরা জান না, যাদেরকে পদদলিত করলে (সেই) অজানা
অপরাধের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হ'ত। (কিন্তু তিনি এ-ই স্থির করলেন)
যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ্ করতে পারেন। যদি ওরা পৃথক থাকত, আমি
অবিশ্বাসীদেরকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম।

২৬. যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে *জাহেলিয়া* (প্রাগ্‌ইসলামি) যুগের
ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল তখন আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদেরকে প্রশান্তি দান
করলেন এবং তাদেরকে সংহত করলেন আত্মসংযমের নীতিতে। আর তার জন্য
তারা ছিল অনেক বেশি যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহ্ সব বিষয়ই ভালো ক'রে
জানেন।

॥ ৪ ॥

২৭. আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্ন পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই
মসজিদ-উল-হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, কেউ-কেউ মুণ্ডিত মাথায়, কেউ-
কেউ চুল কেটে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা
জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়।

২৮. তিনি তাঁর রসুলকে পথের নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য
সব ধর্মের ওপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর
নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ্ ও সন্তুষ্টি-কামনায় তুমি
তাদেরকে রুকু ও সিজদায় নমিত দেখবে। তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন
থাকবে। তাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে তওরাতে, আর ইঞ্জিলেও। তাদের
উপমা একটি চারাগাছ যা থেকে কিশলয় গজায়, তারপর তা দৃঢ় ও পুষ্ট হয় এবং
পরে কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়—চাষিকে আনন্দ দেয়। এভাবে আল্লাহ্
বিশ্বাসীদের উন্নতি ক'রে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও
সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

AMARBOI.COM

৪৯ সুরা হুজুরাত

রুকু : ২ আয়াত : ১৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আগে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

২. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপরে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না আর নিজেদের মধ্যে যেভাবে উঁচুগলায় কথা বল তার সঙ্গে সেভাবে উঁচুগলায় কথা বোলো না; কারণ এতে তোমাদের ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা টেরও পাবে না। ৩. যারা আল্লাহ্‌র রসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরিশোধন করেছেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪. (হে নবি!) যারা ঘরের পেছন থেকে তোমাকে উঁচুগলায় ডাকে তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে নির্বোধ। ৫. তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরত তা হলে তা-ই হ'ত তাদের জন্য ভালো। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬. হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোনো সত্যত্যাগী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে, যাতে অজান্তে তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত না ক'রে বস এবং পরে তোমাদের কাজের জন্য তোমরা লজ্জা না পাও।

৭. তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসুল আছেন। তিনি বেশির ভাগ ব্যাপারে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ধর্মবিশ্বাসকে প্রিয় এবং তাকে তোমাদের জন্য মনঃপূত করেছেন। আর তিনি তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে। এরাই সৎপথে পরিচালিত। ৮. এ আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

৯. বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দেবে। তারপর তাদের এক দল যদি অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা ক'রে দেবে, সুবিচার করবে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। ১০. বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই-ভাই, তাই তোমাদের ভাইদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো; আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার।

॥ ২ ॥

১১. হে বিশ্বাসিগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে ভালো হতে পারে; আর কোনো নারীও অপর নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণীর চেয়ে ভালো হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না। আর তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা খারাপ কাজ। যারা এ-ধরনের আচরণ থেকে বিরত হয় না তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী।

১২. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থেকো। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ের সন্ধান কোরো না ও একে অপরের অসাক্ষাতে তার নিন্দা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? না, তোমরা তো তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্ তওবা গ্রহণ করেন, দয়া করেন।

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্‌র কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।

১৪. আরব মরুবাসীরা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করলাম।' বলো, 'তোমরা বিশ্বাস কর নি। বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করার ভাব দেখাচ্ছি।' কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায় নি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

১৫. তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ রাখে না এবং ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বলো, 'তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে জানাচ্ছ? যদিও আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।'

১৭. ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ ক'রে তোমাকে ধন্য করেছে। বলো, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কোরো না, বরং বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত ক'রে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৮. আল্লাহ্ জানেন আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

৫০ সুরা কাফ্

রুকু : ৩ আয়াত : ৪৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *কাফ্*! সম্মানিত কোরানের শপথ। ২. কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে অবাক হয় ও বলে, 'এ তো এক আজব ব্যাপার, ৩. আমরা মরে গেলে ও মাটিতে পরিণত হলে আবার কীভাবে আমাদের ওঠানো হবে! এ সুদূরপরাহত!'

৪. আমি তো জানি মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করে। আর আমার কাছে যে-কিতাব রয়েছে তা তো (সবকিছু) সংরক্ষণ ক'রে যাচ্ছে। ৫. বরং ওদের কাছে সত্য আসার পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই ওরা বিষম সংশয়ে প'ড়ে রয়েছে।

৬. ওরা কি ওদের ওপরে-রাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না আমি কীভাবে তা নির্মাণ ও তাকে সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোনো ফাটলও নেই?

৭. আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে পর্বতমালা বসিয়েছি ও উঠিয়েছি সব রকমের নয়নজুড়ানো গাছপালা, ৮. প্রত্যেক আল্লাহ্‌র অনুরাগী ব্যক্তির জন্য এ জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

৯. আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি উপকারী বৃষ্টি আর তা দিয়ে সৃষ্টি করি বাগান, শস্য ১০. এবং উঁচু খেজুরগাছ যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর, ১১. আমার দাসদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দিয়ে আমি মৃত জমি সঞ্জীবিত করি; এভাবে ঘটবে পুনরুত্থান।

১২. ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ-সম্প্রদায়, আ'দ, ১৩. ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় ১৪. এবং আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) ও তুব্বা-সম্প্রদায়। ওরা সকলেই রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছিল।

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে ওরা সন্দেহ করছে!

॥ ২ ॥

১৬. আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনির চেয়েও নিকটতর। ১৭. স্মরণ রেখো, দুজন ফেরেশতা তার ডান ও বামে ব'সে তার কাজকর্ম লিখে রাখে। ১৮. মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে।

AMARBOI.COM

১৯. মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে; এর থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে
আসছ। ২০. একদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে-ই শাস্তির দিন। ২১. সেদিন
প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। ২২.
(বলা হবে) 'তুমি তো এ-দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সামনে থেকে
পরদা সরিয়ে নিয়েছি। আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।'

২৩. তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, 'এই সে (হিসাবের কিতাব) আমি যা
প্রস্তুত রেখেছি।'

২৪. (বলা হবে,) 'ছুড়ে ফেলো। ছুড়ে ফেলো জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত
অবিশ্বাসীকে, ২৫. যে কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, সীমালঙ্ঘন করত ও সন্দেহ
পোষণ করত। ২৬. যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত তাকে
কঠিন শাস্তি দাও।'

২৭. তার দোসর (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে
অবাধ্য হতে প্ররোচিত করি নি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।'

২৮. আমি বলব, 'আমার সামনে তর্কাতর্কি কোরো না। তোমাকে তো আমি
পূর্বেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম।' ২৯. আমার কথার রদবদল হয় না আর আমি
আমার দাসদের প্রতি কোনো অবিচার করি না।

॥ ৩ ॥

৩০. স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি
কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরও আছে কি?'

৩১. জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে সাবধানিদের কাছে। ৩২. (তাদেরকে বলা
হবে,) 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুরাগী ও সাবধানিদের প্রত্যেককে এরই
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।'

৩৩. যারা না দেখে করুণাময় আল্লাহ্‌কে ভয় করত ও তাঁর কাছে নম্রভাবে
উপস্থিত হ'ত ৩৪. (তাদেরকে বলা হবে,) 'তোমরা শান্তির সাথে ওখানে প্রবেশ
করো; এই দিন থেকেই অনন্ত জীবনের শুরু।' ৩৫. সেখানে তারা যা কামনা করবে
তা-ই পাবে। বরং আমার কাছে রয়েছে তারও বেশি।

৩৬. আমি তাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিলাম যারা ওদের
চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল, যারা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত, (অথচ) পরে ওদের
কোনো আশ্রয়ই রইল না। ৩৭. এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার
বোধশক্তি আছে বা যে মন দিয়ে শোনে।

৩৮. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি
করেছি। ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নি। ৩৯. অতএব ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য
ধরো এবং তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা প্রশংসাভরে ঘোষণা করো সূর্যোদয়

AMARBOI.COM

ও সূর্যাস্তের পূর্বে, ৪০. তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রির একাংশে ও সিজদার পরেও।

৪১. শোনো, যেদিন এক ঘোষক নিকটবর্তী স্থান থেকে ডাক দেবে, ৪২. যেদিন মানুষ নিশ্চিত সে-মহাগর্জন শুনতে পাবে, সেদিন পুনরুত্থানের দিন। ৪৩. আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই আর সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে! ৪৪. সেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে; এভাবে সমবেত করা আমার পক্ষে অতি সহজ।

৪৫. ওরা যা বলে আমি তা ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয় নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও।

AMARBOI.COM

৫১ সুরা জারিয়াত

রুকু : ৩ আয়াত : ৬০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তাদের যারা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ২. শপথ তাদের যারা বয়ে যায় (বৃষ্টির)
ভার! ৩. শপথ তাদের যারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে! ৪. শপথ তাদের যারা আদেশে
বিতরণ করে (আশীর্বাদ)! ৫. তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা
নিশ্চয় সত্য, ৬. আর বিচারের দিন তো অবশ্যম্ভাবী। ৭. শপথ তরঙ্গিত
আকাশের।

৮. তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কথায় কোনো মিল নেই।

৯. যে এ (সত্যধর্ম) থেকে ফিরে যায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ১০.
অভিশপ্ত সেই মিথ্যাবাদীরা, ১১. যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। ১২. ওরা বলে 'বিচারের
দিন আবার কী?' ১৩. বলো, 'সেদিন আগুনে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে।' ১৪.
(তাদেরকে বলা হবে,) 'তোমরা শাস্তি ভোগ করো, তোমরাই এর জন্য তাড়াহুড়ো
করেছিলে।'

১৫. সেদিন সাবধানিরা থাকবে ঝরনা-ভরা জান্নাতে। ১৬. তাদের
প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে, কারণ, পার্থিব জীবনে
তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। ১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমে কাটাত, ১৮.
রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত ১৯. এবং তাদের ধনসম্পদে
অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত।

২০. নিশ্চয় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে, ২১. আর তোমাদের
মধ্যেও। তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না? ২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের
জীবনের উপকরণ ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। ২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের
শপথ, এ সবই তেমনি সত্য যেমন তোমরা কথা বলছ।

॥ ২ ॥

২৪. তোমার কাছে ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের কথা পৌঁছেছে কি? ২৫. যখন
ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম।' (তার
মনে হল) 'এরা তো অপরিচিত লোক!'

২৬. তারপর ইব্রাহিম তাদেরকে কিছু না বলে তার স্ত্রীর কাছে গেল ও এক
মোটাসোটা গোরুর বাছুর ভেজে নিয়ে এল। ২৭. সেটাকে সে ওদের সামনে
রাখল, আর পরে ওদের বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?'

২৮. ওদের সম্পর্কে তার মনে ভয় হল। ওরা বলল, 'ভয় পেয়ো না।' তারপর
ওরা তাকে এক গুণী পুত্রের সুখবর দিল। ২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে
করতে সামনে এল ও গাল চাপড়ে বলল, 'আমি তো এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা!'

৩০. ওরা বলল, 'তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী,
সর্বজ্ঞ।'

AMARBOI.COM

সপ্তবিংশতিতম পারা

৩১. ইব্রাহিম বলল, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজটা কী?'
৩২. ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো
হয়েছে, ৩৩. তাদের ওপর মাটির ঢেলা ছোড়ার জন্য, ৩৪. যা সীমা
অতিক্রমকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে নির্দিষ্ট আছে।'

৩৫. সেখানে যারা বিশ্বাসী ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম, ৩৬. আর
একটি পরিবার ছাড়া সেখানে কোনো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) আমি পাই নি।
৩৭. যারা কঠিন শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য আমি এতে একটি নিদর্শন
রেখেছি।

৩৮. আর নিদর্শন রয়েছে মুসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ
ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম, ৩৯. তখন ফেরাউন ক্ষমতায় মত্ত হয়ে মুখ
ফিরিয়ে নিয়েছিল আর বলেছিল, 'এ-লোকটি হয় জাদুকর, নয় পাগল।' ৪০. তাই
আমি তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং ওদেরকে সমুদ্রে ফেলে
দিলাম; শাস্তিই ছিল তার প্রাপ্য।

৪১. আর নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে
পাঠিয়েছিলাম এক বিধ্বংসী ঝড়, ৪২. এ যার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তা-ই
চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

৪৩. আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদের বৃত্তান্তে। যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল,
'ভোগ ক'রে নাও কিছু সময়।' ৪৪. কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালককে অমান্য করল;
তাই ওদের ওপর বজ্র পতিত হল আর ওরা অসহায় হয়ে তা দেখল। ৪৫. ওরা
উঠে দাঁড়াতে পারে নি, আর তা রুখতেও পারে নি।

৪৬. আমি এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলাম, ওরা ছিল
সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

৪৭. আমি আমার ক্ষমতায় আকাশ তৈরি করেছি, আর নিশ্চয়ই আমি
মহাপরাক্রান্ত; ৪৮. আমি মাটিকে বিছিয়েছি; আর কত সুন্দরভাবেই-না আমি তা
করতে পেরেছি। ৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে
তোমরা বুঝতে পার।

৫০. তোমরা আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তাঁর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য
এক সতর্ককারী। ৫১. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো উপাস্য স্থির কোরো না; তাঁর
পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২. এভাবে ওদের পূর্ববর্তীদের কাছে এমন কোনো রসুল আসে নি যাদেরকে
না তারা বলেছিল, 'তুমি হয় জাদুকর, নয় এক পাগল।' ৫৩. তারা কি পরস্পরের

কাছ থেকে এই উত্তরাধিকারই পেয়ে আসছে? না, তারা তো এক দুর্বিনীত সম্প্রদায়। ৫৪. অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো, এর জন্য তোমার কোনো অপরাধ নেওয়া হবে না। ৫৫. তুমি স্মরণ করিয়ে দাও, কারণ স্মরণ করালে বিশ্বাসীদের উপকার হয়।

৫৬. আমার উপাসনার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। ৫৭. আমি ওদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না। আর এ-ও চাই না যে, ওরা আমাকে খাওয়াবে। ৫৮. আল্লাহ্‌ই জীবনের উপকরণ দেন আর তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রাপ্য তা যা তাদের সঙ্গীদের প্রাপ্য ছিল। সুতরাং তারা যেন তার জন্য আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে। ৬০. অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেদিনের, যেদিনের বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

AMARBOI.COM

৫২ সুরা তুর

রুকু : ২ আয়াত : ৪৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তুর পাহাড়ের! ২. শপথ কিতাবের, যা লেখা আছে ৩. উন্মুক্ত পত্রে। ৪.
শপথ বায়তুল মামুরের! ৫. শপথ সমুচ্চ আকাশের! ৬. আর শপথ উত্তাল সাগরের!
৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসবেই, ৮. কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৯. সেদিন আকাশ খুব জোরে জোরে দুলবে, ১০. আর পাহাড়গুলো উপড়ানো
হবে। ১১. সেদিন দুর্ভোগ হবে তাদের যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, ১২. যারা কথা
বানিয়ে খেলা করে।

১৩. যেদিন ওদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের
আগুনের দিকে, ১৪. (আর বলা হবে), 'এ-ই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে
করতে, ১৫. এ কি জাদু? নাকি তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. তোমরা এর মধ্যে
প্রবেশ করো, তারপর তোমরা ধৈর্য ধর বা না-ধর দুই-ই সমান তোমাদের জন্য।
তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।'

১৭. সাবধানিরা থাকবে জান্নাতে ও আরাম আয়েশে, ১৮. তাদের প্রতিপালক
তাদেরকে যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে ও তিনি তাদেরকে জাহান্নামের
শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। ১৯. আর তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যা করতে তার
প্রতিফল হিসেবে তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করো।'

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। আমি তাদের
মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে। ২১. আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের
সন্তানসন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুসরণ করলে, আমি তাদেরকে মিলিত করব
তাদের সন্তানসন্ততির সাথে, এবং তাদের কর্মফল কমানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি
তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২. আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও মাংস যা তাদের পছন্দ। ২৩. সেখানে
তারা একে অপরকে তুলে দেবে পানপাত্র, যা পান করলে কেউ অসার কথা বলবে
না এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। ২৪. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান
(কিশোরেরা), যারা সংরক্ষিত মুক্তোর মতো। ২৫. তারা একে অপরের দিকে চেয়ে
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ২৬. তারা বলবে, 'পার্থিব জীবনে আমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে
ভয় করতাম। ২৭. আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে
আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। ২৮. আমরা আগেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম।
তিনি তো কৃপাময়, দয়াবান।'

॥ ২ ॥

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি
ভবিষ্যদ্বক্তা বা পাগল নও। ৩০. ওরা কি বলে, 'সে এক কবি, যার জন্য আমরা

অনিশ্চিত দৈবের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি?' ৩১. বলো, 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।'

৩২. তবে কি তাদের বুদ্ধি এ-ই করতে উসকানি দেয়? নাকি তারা এক দুষ্ট সম্প্রদায়? ৩৩. ওরা কি বলে, 'এ (কোরান) তার নিজের রচনা?' না, তারা বিশ্বাস করে না। ৩৪. তারা যদি সত্যবাদী হয়, এর মতো কোনো রচনা নিয়ে আসুক-না!

৩৫. তারা কি স্রষ্টাহীন সৃষ্টি? না, তারা নিজেরাই স্রষ্টা? ৩৬. না, তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? ওরা তো অবিশ্বাসী।

৩৭. তারা কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারের অধিকারী বা তার সবকিছুর নিয়ন্তা? ৩৮. নাকি তাদের কোনো সিঁড়ি আছে যেখানে চ'ড়ে তারা কান পেতে থাকে? থাকলে, তাদের মধ্যকার যে-কোনো শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক।

৩৯. তোমরা কি মনে কর তাঁর জন্যে কন্যাসন্তান আর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান?

৪০. তুমি কি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে দুর্বহ বোঝা মনে করছে? ৪১. অদৃশ্য কি তাদের অধিকারে যে তারা এ-সম্পর্কে লিখে রাখবে? ৪২. নাকি তারা কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? অবিশ্বাসীরাই সেই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে।

৪৩. আল্লাহ্ ছাড়া ওদের কোনো উপাস্য আছে কি? যাকে তারা শরিক করে আল্লাহ্‌র মহিমা তো তার ঊর্ধ্বে। ৪৪. আকাশের কোনো অংশ ভেঙে পড়তে দেখলেও তারা বলে, 'এ তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ!'

৪৫. ওদেরকে উপেক্ষা ক'রে চলো সেই দিন পর্যন্ত যেদিন ওরা বজ্রাহত হবে। ৪৬. সেদিন কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে আসবে না, আর ওদেরকে কেউ সাহায্যও করবে না। ৪৭. এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪৮. তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরো। তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। ৪৯. আর তার পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রির কিছু অংশে, আর (রাত্রিশেষে যখন) তারারা পালিয়ে যায়।

AMARBOI.COM

৫৩ সুরা নজ্‌ম

রুকু : ৩ আয়াত : ৬২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, ২. তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়, ৩. আর সে নিজের ইচ্ছামতো কোনো কথা বলে না। ৪. এ প্রত্যাদেশ, যা (তার ওপর) ৫. অবতীর্ণ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় এক মহাশক্তিধর। ৬. বুদ্ধিধর (জিবরাইল) আবির্ভূত হল, ৭. ঊর্ধ্ব দিগন্তে। ৮. তারপর সে তার কাছে এল, খুব কাছে; ৯. যার ফলে তাদের দুজনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। ১০. তখন তিনি তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। ১১. সে যা দেখছিল তার হৃদয় তা অস্বীকার করে নি। ১২. সে যা দেখেছিল তোমরা কি সে-সম্বন্ধে তর্ক করবে? ১৩. নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, ১৪. শেষ সীমান্তে অবস্থিত সিদরা গাছের নিকট, ১৫. যার কাছেই ছিল জান্নাতুল মাওয়া (আশ্রয়-উদ্যান)।

১৬. তখন সিদরা গাছটা ছেয়ে ছিল যা দিয়ে ছেয়ে থাকে। ১৭. তার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। ১৮. সে তার মহান প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো নিশ্চয় দেখেছিল।

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্বন্ধে, ২০. আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে? ২১. তোমরা কি মনে কর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাসন্তান? ২২. এরকম ভাগ তো অন্যায়। ২৩. এগুলো তো কেবল কতকগুলো নাম যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা রেখেছ। আর এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো দলিল প্রেরণ করেন নি। তোমরা তো অনুমান ও নিজেদের স্বভাবেরই অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।

২৪. মানুষ যা চায় তা-ই কি সে পায়? ২৫. ইহকাল ও পরকাল তো আল্লাহ্‌রই হাতে।

॥ ২ ॥

২৬. আকাশে তো কত ফেরেশতা আছে! কিন্তু ওদের কোনো সুপারিশে ফল দেবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ও যার ওপর সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি দেন। ২৭. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দেয়;

২৮. যদিও এ-বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্যের ব্যাপারে অনুমানের কোনো মূল্য নেই। ২৯. অতএব যে আমাকে স্মরণ করতে বিমুখ তাকে উপেক্ষা ক'রে চলো; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

AMARBOI.COM

৩০. ওদের জ্ঞানের দৌড় তো ঐ পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট; আর তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ পেয়েছে।

৩১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কাজ করে তিনি তাদেরকে দেন মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। ৩২. ওরা (যারা সৎকাজ করে) গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। কেউ ছোটখাটো দোষ করলে, তোমার প্রতিপালকের তো ক্ষমার শেষ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন (তখন থেকে) যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে ও যখন তোমরা মায়ের গর্ভে ছিলে ভ্রূণ হয়ে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র ভেবো না; কে সংযমী তা তিনিই ভালো জানেন।

॥ ৩ ॥

৩৩. তুমি কি তাকে দেখেছ যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ৩৪. আর দান করে সামান্যই, তারপর হয়ে যায় পাষাণহৃদয়? ৩৫. তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে জানবে? ৩৬. তাকে কি জানানো হয় নি যা আছে মুসার গ্রন্থে ৩৭. এবং ইব্রাহিমের গ্রন্থে, যে (ইব্রাহিম) তার দায়িত্ব পালন করেছিল? ৩৮. তা এই যে, কেউ অপরের বোঝা বইবে না। ৩৯. আর মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। ৪০. তার কাজের পরীক্ষা হবে, ৪১. তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে।

৪২. সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। ৪৩. তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। ৪৪. তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। ৪৫. তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, ৪৬. স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে। ৪৭. পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। ৪৮. তিনি অভাব দূর করেন ও ধনসম্পদ দান করেন। ৪৯. তিনি শেরা নক্ষত্রের মালিক। ৫০. তিনি আ'দ-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন, ৫১. আর সামুদ-সম্প্রদায়কেও; কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি। ৫২. আর এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কেও তিনি ধ্বংস করেছিলেন—ওরা ছিল বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ও অবাধ্য। ৫৩. তিনি (লুত-সম্প্রদায়ের আবাসভূমি) তুলে ফেলে দিয়েছিলেন, ৫৪. এক সর্বগ্রাসী শাস্তি তাকে ঢেকে ফেলেছিল। ৫৫. তা হলে তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে তুমি সন্দেহ করবে?

৫৬. অতীতের সতর্ককারীদের মতো এ-ও এক সতর্ককারী। ৫৭. কিয়ামত নিকটবর্তী। ৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া কেউই এ ঘটাতে সক্ষম নয়। ৫৯. তোমরা কি একথায় অবাক হচ্ছ? ৬০. আর হাসিঠাট্টা করছ, কাঁদছ না? ৬১. তোমরা তো উদাসীন।

৬২. বরং আল্লাহ্‌কে সিজদা ও তাঁর উপাসনা করো। [সিজদা]

AMARBOI.COM

৫৪ সুরা কমর

রুকু : ৩ আয়াত : ৫৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। ২. ওরা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ
ফিরিয়ে নেয় আর বলে, 'এ তো চিরাচরিত জাদু।' ৩. ওরা অবিশ্বাস করে ও নিজ
খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। প্রত্যেক ঘটনার গতি তার নির্ধারিত পরিণতির
দিকে। ৪. ওদের কাছে খবর এসেছে যাতে আছে সাবধানবাণী। ৫. এ তো
পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ-সতর্কবাণী ওদের কোনো উপকারে আসে না। ৬. অতএব
তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ
পরিণামের দিকে, ৭. সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে
অপমানে চোখ নিচু করে, ৮. ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতিবিহ্বল
হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে, 'ভয়ংকর এ-দিন!'

৯. এদের পূর্বে আমার দাস নূহের ওপর তার সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ
করেছিল আর বলেছিল, 'এ তো এক পাগল!' (যখন) ওরা তাকে ভয় দেখায়, ১০.
সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমিই এর
শাস্তি বিধান করো।'

১১. আমি তাই প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ করে আকাশের দরজা খুলে দিলাম ১২. এবং
মাটি থেকে ফোটালাম ফোয়ারা। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশ ও পৃথিবীর
পানি একাকার হয়ে গেল। ১৩. তখন আমি নূহ্‌কে চড়ালাম এক জাহাজে, ১৪. যা
আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত। এ-পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।
১৫. আমি একে (জাহাজটাকে) এক নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। কেউ কি
উপদেশ নেবে? ১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১৭. উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরানকে সহজ করে দিয়েছি। কেউ
কি তা হলে উপদেশ গ্রহণ করবে?

১৮. আ'দ-সম্প্রদায় সত্য প্রত্যখ্যান করেছিল, ফলে কী কঠোর হয়েছিল
আমার শাস্তি আর হুঁশিয়ারি! ১৯ এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে ওদের ওপর আমি
ঝোড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম। ২০. উপড়ানো খেজুরগাছের মতো মানুষকে তা
উৎখাত করেছিল। ২১. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারি!

২২. উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরানকে সহজ করে দিয়েছি! কেউ
কি তা হলে উপদেশ গ্রহণ করবে?

॥২॥

২৩. সামুদ-সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ২৪. তারা বলেছিল,
'আমরা কি আমাদেরই একজনের আনুগত্য স্বীকার করব? তবে তো আমরা বিভ্রান্ত

AMARBOI.COM

ও উন্মাদ হিসেবে গণ্য হব। ২৫. আমাদের মধ্যে কি ওরই ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো এক মিথ্যাবাদী, দেমাকি।'

২৬. ভবিষ্যতে ওরা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দেমাকি। ২৭. আমি ওদের পরীক্ষার জন্য এক মাদি উট পাঠিয়েছি। সুতরাং (সালেহ!) তুমি ওদের ব্যবহার লক্ষ করো ও ধৈর্য ধরো, ২৮. আর ওদেরকে জানিয়ে দাও যে, ওদের জন্য পানি পান করার পালা ঠিক করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে ওর পালাক্রমে পানি পান করার জন্য উপস্থিত হবে।

২৯. তারপর ওরা ওদের এক সঙ্গীকে ডাকল। সে সেটাকে (মাদি উটকে) মেরে ফেলল। ৩০. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! ৩১. আমি ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড গর্জন পাঠিয়ে দিলাম, ফলে ওরা খোয়াড় তৈরির শুকনো ডালপালার মতো হয়ে গেল।

৩২. উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরানকে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি তা হলে উপদেশ গ্রহণ করবে?

৩৩. লুত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। ৩৪. আমি তাদের ওপর কাঁকর-ছিটানো এক প্রচণ্ড ঝড় পাঠিয়েছিলাম। লুতের পরিবারকে বাদ দিয়ে তাদেরকে আমি ভোররাতে উদ্ধার করেছিলাম ৩৫. বিশেষ অনুগ্রহ করে। যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদের পুরস্কৃত করে থাকি।

৩৬. আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে লুত ওদের সতর্ক করেছিল; কিন্তু ওরা সে-সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক শুরু করল। ৩৭. ওরা যখন লুতের কাছ থেকে তার অতিথিদের দাবি করল আমি তখন ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ ক'রে দিলাম আর বললাম, 'আমার শাস্তির স্বাদ নাও ও আমার সতর্কবাণীর বিরোধিতার ফল ভোগ করো।' ৩৮. সাতসকালে বিরামহীন শাস্তি তাদের ওপর আঘাত করল। ৩৯. আর আমি বললাম, 'আমার শাস্তির স্বাদ নাও ও আমার সতর্কবাণীর বিরোধিতার ফল ভোগ করো।'

৪০. উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরানকে সহজ ক'রে দিয়েছি। কেউ কি তা হলে উপদেশ গ্রহণ করবে?

॥ ৩ ॥

৪১. ফেরাউন-সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারী এসেছিল, ৪২. কিন্তু ওরা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। ৪৩. তোমাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীরা কি তোমাদের আগের অবিশ্বাসীদের চেয়ে ভালো? নাকি, তোমাদের অব্যাহতির কোনো সনদ আগের কিতাবসমূহে আছে?

৪৪. ওরা কি বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল'? ৪৫. এ-দল তো শীঘ্রই পরাজয় বরণ ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

AMARBOI.COM

৪৬. কিয়ামত ওদের শাস্তির নির্ধারিত কাল, আর সে-কিয়ামত হবে বড় কঠিন বড় তিক্ত। ৪৭. সেদিন অপরাধীরা হবে বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। ৪৮. সেদিন ওদেরকে উপুড় ক'রে ফেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ নাও।'

৪৯. আমি তো প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি। ৫০. আমার আদেশ তো এক কথায়, চোখের পলকের মতো।

৫১. আর আমি তোমাদের মতো বহু দলকে ধ্বংস করেছি—এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

৫২. ওদের সব কার্যকলাপ (হিসাবের) জুবুরে আছে, ৫৩. ছোট ও বড় সবকিছুই তাতে লেখা আছে।

৫৪. সাবধানিরা থাকবে নহরধৌত জান্নাতে ৫৫. যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র কাছে।

AMARBOI.COM

৫৫ সুরা রহ্‌মান

রুকু : ৩ আয়াত : ৭৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. পরম করুণাময় আল্লাহ্, ২. তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। ৪. তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। ৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই নিয়ম মেনে চলে। ৭. তিনি আকাশকে সমুন্নত রেখেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, ৮. যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। ৯. তোমরা ন্যায্য ওজনের মান রেখো ও ওজনে কম দিয়ো না। ১০. তিনি সৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। ১১. সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুরগাছে নতুন কাঁদি, ১২. খোসায় ঢাকা শস্যদানা আর সুগন্ধি গাছগাছড়া। ১৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

১৪. মানুষকে তিনি পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, ১৫. আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রহীন অগ্নিশিখা থেকে। ১৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

১৭. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। ১৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন সমুদ্র যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, ২০. কিন্তু ওদের মধ্যে থাকে ব্যবধান যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। ২১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

২২. উভয় সমুদ্র থেকে ওঠে মুক্তা ও প্রবাল। ২৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণে পর্বতের (বা পতাকার) মতো শোভা পায়। ২৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

॥ ২ ॥

২৬. যেখানে যা-কিছু আছে সবই নশ্বর, ২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব। ২৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

২৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী। প্রত্যেক দিনই তিনি (সৃষ্টির) মহিমায় বিরাজ করেন। ৩০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?

৩১. হে দুই ভার (মানুষ ও জিন)! আমি শীঘ্রই (হিসাবনিকাশ চুকিয়ে) তোমাদেরকে মুক্ত করব। ৩২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৩. হে জিন ও মানবসম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো করো। অবশ্য তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৫. তোমাদের জন্য আগুন ও ধোঁয়া পাঠানো হবে, তখন তোমাদের কোনো উপায় থাকবে না। ৩৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৭. আর যখন আকাশ ছিঁড়েফেটে যাবে আর লাল চামড়ার মতো হবে তার রং! ৩৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ বা জিনকে তার পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না।

৪০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪১. পাপীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ দেখে। তাদেরকে মাথার সামনের চুল ও পা ধ'রে পাকড়াও করা হবে। ৪২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৩. এ-ই সেই জাহান্নাম যার কথা পাপীরা অবিশ্বাস করত। ৪৪. ওরা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে। ৪৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

AMARBOI.COM

॥ ৩ ॥

৪৬. কিন্তু যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটো বাগান। ৪৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয় (বাগান) ঘন শাখাপ্রশাখায় ভরা। ৪৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫০. সেখানে উপচে পড়বে দুটো ঝরনা। ৫১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৫২. সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই রকম। ৫৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৪. সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তর-দেওয়া পুরু ফরাশে। দুই বাগানের ফল ঝুলবে তাদের নাগালের মধ্যে। ৫৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৫৬. সেখানে থাকবে আনতনয়না তরুণীরা, যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি। ৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৮. (তারা) প্রবাল ও পদ্মরাগের মতো। ৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? ৬১.
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৬২. এ-দুটো ছাড়া আরও দুটো বাগান থাকবে। ৬৩. সুতরাং তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৬৪. ঘন সবুজ দুটো বাগান। ৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের
কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৬৬. সেখানে আছে দুটো উচ্ছলিত ঝরনা। ৬৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৬৮. সেখানে আছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম। ৬৯. সুতরাং তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৭০. সেখানে থাকবে পবিত্র ও মনোরমা নারী। ৭১. সুতরাং তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৭২. তাঁবুর জেনানায় থাকবে হুর। ৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৭৪. এদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি। ৭৫. সুতরাং তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৭৬. ওরা সুন্দর গালিচা-বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।
৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?
৭৮. কত মহান নাম তোমার প্রতিপালকের, যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

AMARBOI.COM

৫৬ সুরা ওয়াকিয়া

রুকু : ৩ আয়াত : ৯৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. যখন যা আসার তা আসবে, ২. আর সেই আসাকে কেউ অস্বীকার করতে
পারবে না, ৩. তখন কাউকে-কাউকে নিচে নামানো হবে ও কাউকে-কাউকে
ওপরে ওঠানো হবে। ৪. যখন পৃথিবী প্রবল ঝাঁকুনিতে প্রকম্পিত হবে, ৫.
পাহাড়গুলো যাবে ভেঙেচুরে। ৬. ধুলোয় গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে।

৭. তোমরা ভাগ হয়ে যাবে তিন ভাগে। ৮. তখন ডান হাতের সঙ্গীরা? ৯. কী
হবে ডান হাতের সঙ্গীদের? আর বাম হাতের সঙ্গীরা? ১০. কী হবে বাম হাতের
সঙ্গীদের? আর যারা আগে যাবে তারা তো আগেই থাকবে।

১১. তারাই থাকবে আল্লাহ্‌র কাছে, ১২. *জান্নাতুন নাঈমে* (সুখকর উদ্যানে)।
১৩. এদের অনেকে থাকবে যারা আগে চলে গিয়েছে তাদের মধ্য থেকে, ১৪. আর
কিছু থাকবে যারা পরে আসবে তাদের মধ্যেও। ১৫.-১৬. তারা মুখোমুখি হয়ে
হেলান দিয়ে বসবে স্বর্ণখচিত আসনে। ১৭. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে
চিরকিশোরেরা, ১৮. পানপাত্র, কুঁজো ও ঝরনা-ঝরা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে।
১৯. সেই সুরাপানে তাদের মাথা ঘুরবে না, তারা জ্ঞান হারাবে না। ২০. ওরা
পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমতো ফলমূল, ২১. তাদের আকাঙ্ক্ষিত পাখির
মাংস। ২২. সেখানে তাদের জন্যে থাকবে আনতনয়না হুর, ২৩. সংরক্ষিত মুক্তোর
মতো। ২৪. তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। ২৫. সেখানে তারা অসার বা পাপকথা
শুনবে না, ২৬. কেবল শুনবে *সালাম* (শান্তি) আর *সালাম* (শান্তি।'

২৭. যারা ডান পাশে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান। ২৮. তাদের জায়গা হবে
এক বাগানে যেখানে থাকবে কণ্টকহীন বদরি গাছ, ২৯. কাঁদি কাঁদি কলা, ৩০.
বিস্তৃত ছায়া, ৩১. উপচে-পড়া পানি ৩২. ও পর্যাপ্ত ফলমূল, ৩৩. যা শেষ হবে না
ও যা নিষিদ্ধও নয়। ৩৪. মাঝখানে থাকবে উঁচু আসন। ৩৫. নিখুঁতভাবে আমি
ওদেরকে (জান্নাতের রমণীদের) সৃষ্টি করেছি, নিখুঁত; ৩৬. এ ছাড়াও ওদের করেছি
চিরকুমারী, ৩৭. প্রেমময় ও সমবয়স্কা, ৩৮. ডান পাশের সঙ্গীদের জন্য।

॥ ২ ॥

৩৯. তাদের অনেকে হবে তাদের মধ্য থেকে যারা আগে চলে গিয়েছে, ৪০. আর
অনেকে হবে তাদের মধ্য থেকে যারা পরে আসবে। ৪১. যারা বাম দিকে থাকবে
তারা কত হতভাগ্য! ৪২. ওরা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে থাকবে উষ্ণ বাতাস ও
ফুটন্ত পানি ৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়া, ৪৪. যা ঠাণ্ডা নয়, আরামও দেয় না।
৪৫. পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, ৪৬. আর অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল

AMARBOI.COM

ঘোরতর পাপকর্মে। ৪৭. ওরা বলত, 'আমরা ম'রে হাড় ও মাটি হয়ে গেলেও কি
আবার আমাদেরকে ওঠানো হবে? ৪৮. আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?'

৪৯. বলো, 'যারা আগে গেছে ও যারা পরে আসবে ৫০. সকলকে একত্র করা
হবে এক নির্ধারিত দিনের এক নির্দিষ্ট সময়ে। ৫১. অতঃপর হে পথভ্রষ্ট,
মিথ্যাবাদী! ৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করবে জাক্কুম বৃক্ষ থেকে, ৫৩. ও তা
দিয়ে তোমাদের পেট পুরতে হবে। ৫৪. তারপর তোমরা পান করবে উষ্ণ পানি,
৫৫. পিপাসার্ত উটের মতো।' ৫৬. কিয়ামতের দিন এ-ই হবে ওদের আপ্যায়ন।

৫৭. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?
৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যা (বীর্য) ফেলে দাও, ৫৯. তার থেকে
তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

৬০. আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি, আর আমি অক্ষম নই ৬১.
তোমাদের আকার পরিবর্তন করতে ও তোমাদেরকে আবার সৃষ্টি করতে, যা
তোমরা জান না। ৬২. প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে তোমরা তো জান, তবে তোমরা কেন
বোঝার চেষ্টা কর না? ৬৩. তোমরা যে-বীজ বোনো সে-সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?
৬৪. তোমরাই কি ওর অঙ্কুর গজাও, না আমি তা করি? ৬৫. আমি ইচ্ছা করলে
একে গুঁড়িয়ে খড়কুটায় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে
বলতে, ৬৬. 'আমরা তো দেনায় প'ড়ে গেলাম! ৬৭. আমরা তো বঞ্চিত হলাম।'

৬৮. তোমরা যে-পানি পান কর সে-সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? ৬৯.
তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? ৭০. আমি তো
ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর
না?

৭১. তোমরা যে-আগুন জ্বালো, তা কি লক্ষ করে দেখেছ? ৭২. তোমরাই কি
গাছ সৃষ্টি করেছ (যার থেকে আগুন তৈরি হয়), না আমি? ৭৩. আমি একে করেছি
এক নিদর্শন ও মরুবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ৭৪. সুতরাং তুমি তোমার
মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

॥ ৩ ॥

৭৫. আমি শপথ করছি অস্তগামী নক্ষত্ররাজির, ৭৬. অবশ্যই এ মহাশপথ, যদি
তোমরা জানতে! ৭৭. নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরান, ৭৮. যা সুরক্ষিত আছে
কিতাবে,

৭৯. পূত-পবিত্র ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না। ৮০. এ বিশ্বজগতের
প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ৮১. তবুও কি তোমরা এ-বাণীকে তুচ্ছ গণ্য
করবে, ৮২. আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে রাখবে?

৮৩. যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, ৮৪. আর তোমরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে
থাক, ৮৫. তখন আমি তোমাদের সবার চেয়ে তার কাছে থাকলেও, তোমরা

AMARBOI.COM

দেখতে পাও না। ৮৬. তোমরা যদি কারও অধীনই না হও ৮৭. ও সত্যবাদী হও, তবে তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন না কেন?

৮৮. যদি সে (মৃত ব্যক্তি) নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, ৮৯. তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনের উপকরণ ও *জান্নাতুন নাঈম* (সুখকর উদ্যান)। ৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় ৯১. তাকে বলা হবে 'ওহে ও ডান দিকের! তোমার ওপর সালাম (শান্তি)।'

৯২. কিন্তু সে যদি অবিশ্বাস করে ও পথভ্রষ্ট হয়, ৯৩. তাকে আপ্যায়ন করা হবে অত্যুষ্ণ পানি ৯৪. ও জাহান্নামের আগুন দ্বারা। ৯৫. এ ধ্রুব সত্য। ৯৬. অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

AMARBOI.COM

৫৭ সুরা হাদিদ

রুকু : ৪ আয়াত : ২৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। ২. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ৪. তিনিই ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা-কিছু মাটিতে ঢোকে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা-কিছু নামে ও আকাশে যা-কিছু ওঠে। তোমরা যেকানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। ৫. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই কাছে। ৬. তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন আর দিনকে পরিণত করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তর্যামী।

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে-ধনসম্পদের অধিকারী করেছেন তার থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে বড় পুরস্কার।

৮. যখন রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছে, আর আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে পূর্বেই যে-অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাতে যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস করতে কিসে তোমাদেরকে বাধা দেয়? ৯. তিনি তাঁর দাসের প্রতি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় আনার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদের জন্য মহানুভব, পরম দয়ালু।

১০. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না কেন, যখন আল্লাহ্‌ই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা ও পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

॥ ২ ॥

১১. কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ? তা হলে তিনি বহুগুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১২. সেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে, তাদের সামনে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। বলা হবে, 'আজ তোমাদের

AMARBOI.COM

জন্য সুখবর জান্নাতের, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য।'

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী বিশ্বাসীদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছুটা পাই।' (তাদেরকে) বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ করো।' তারপর দুয়ের মাঝে এক প্রাচীর খাড়া করা হবে যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভেতরে থাকবে আশীর্বাদ ও বাইরে থাকবে শাস্তি।

১৪. মুনাফিকরা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'ছিলে তো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা (আমাদের অমঙ্গলের) অপেক্ষা করেছিলে ও সন্দেহ করেছিলে। তোমাদের কামনা-বাসনা আল্লাহ্‌র হুকুম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। ১৫. আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেওয়া হবে না, আর যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, এ-ই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত মন্দ পরিণাম এ!'

১৬. যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য কি এখনও সময় আসে নি যে, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে-সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হবে? পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল ওরা যেন তাদের মতো না হয়—বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী! ১৭. জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ই মাটিকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য পরিষ্কার ক'রে বয়ান করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

১৮. দানশীল পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৯. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে *সিদ্দিক* (সত্যনিষ্ঠ) ও শহীদের মতো। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই তো জাহান্নামের অধিবাসী।

॥ ৩ ॥

২০. তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, আত্মপ্রশংসা ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা (সেই) বৃষ্টি, যা উৎপন্ন শস্যসম্ভার দিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে চমৎকৃত করে। তারপর তা শুকিয়ে যায়, আর তাই তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

২১. তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতলাভের দিকে যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলদেরকে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য। এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহকারী।

২২. পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে-বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই তা লেখা হয়। আল্লাহ্‌র পক্ষে এ খুবই সহজ। ২৩. এ এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, আর যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য খুশিতে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ ভালোবাসেন না উদ্ধত অহংকারীদেরকে। ২৪. যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার প্ররোচনা দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার যোগ্য।

২৫. আমি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমার রসুলদেরকে পাঠিয়েছি ও তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি দিয়েছি লোহা, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানা উপকার; আর এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যেন জানতে পারেন কে না-দেখে তাঁকে ও তাঁর রসুলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

॥ ৪ ॥

২৬. আমি নুহ্ ও ইব্রাহিমকে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের জন্য রেখেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব, কিন্তু অল্প কজনই সৎপথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। ২৭. তারপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলদেরকে ও মরিয়মপুত্র ঈসাকে। আর তাকে (ঈসাকে) দিয়েছিলাম ইঞ্জিল ও তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ— এ তো ওরা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি ওদের ওপর এ-বিধান চাপাই নি, অথচ এ-ও ওরা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। আর ওদের বেশির ভাগই তো সত্যত্যাগী।

২৮. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৯. এ এজন্য যে, কিতাবিগণ যেন জানতে পারে আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও ওদের কোনো ক্ষমতা নেই। অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

AMARBOI.COM

৫৮ সুরা মুজাদালা

রুকু : ৩ আয়াত : ২২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে রসুল! তোমার সাথে যে-নারী তার স্বামীর বিষয়ে বাদানুবাদ করছে ও আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্ তার কথা শুনছেন; আর আল্লাহ্ তোমাদের কথাবার্তা শোনেন। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব দেখেন।

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে *জিহার* করে (মায়ের পৃষ্ঠসদৃশ জ্ঞান করে অর্থাৎ মা বলে গণ্য করে), তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। যারা তাদের জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মা। ওরা অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। আল্লাহ্ তো পাপমোচন করেন ও ক্ষমা করেন।

৩. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে ও পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের প্রায়শ্চিত্ত—যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তি দেওয়া। তোমাদেরকে এ-নির্দেশ দেওয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ্
তার খবর রাখেন। ৪. কিন্তু যার এ-সামর্থ্য থাকবে না তার প্রায়শ্চিত্ত—যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুমাস রোজা রাখা, যে তা করতেও অসমর্থ সে ষাটজন গরিবকে খাওয়াবে। এ এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি, আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তিক শাস্তি।

৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে, তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই অপদস্থ করা হবে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৬. স্মরণ করো সেদিনের কথা যেদিন ওদের সকলকে একত্রে আবার ওঠানো হবে এবং জানিয়ে দেওয়া হবে ওরা যা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, যদিও ওরা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সাক্ষী।

॥২॥

৭. তুমি কি বোঝ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যার মধ্যে চতুর্থজন হিসেবে তিনি হাজির না থাকেন, পাঁচজনের মধ্যেও না, যেখানে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে না থাকেন। সংখ্যায় ওরা এর চেয়ে কম বা বেশি হোক, ওরা যেখানেই থাক-না কেন, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন। ওরা যা-ই করে কিয়ামতের দিন ওদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন।

AMARBOI.COM

৮. তুমি কি তাদেরকে লক্ষ কর নি যাদেরকে গোপনে পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপর যা নিষেধ করা হয়েছিল তারা তারই পুনরাবৃত্তি করে, আর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পাপ, শত্রুতা এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণের? ওরা যখন তোমার কাছে আসে তখন এমন কথা ব'লে তোমাকে অভিবাদন করে যা ব'লে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নি। তারা মনেমনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?' জাহান্নামই ওদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। কতই-না খারাপ সে-বাসস্থান যেখানে তারা প্রবেশ করবে!

৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে-পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও সাবধানতার বিষয় পরামর্শ করো। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর কাছে তোমরা সমবেত হবে। ১০. গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, বিশ্বাসীদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করা।

১১. হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিশে জায়গা প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা জায়গা করে দিয়ো। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে-সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।

১২. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রসুলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে তার আগে কিছু সদকা দেবে। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র। যদি না পার, তবে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. তোমরা কি একান্তে কথা বলার পূর্বে সদকা দেওয়াকে কষ্টকর মনে কর? যদি তোমরা সদকা দিতে না পার, তবে আল্লাহ্ তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন; তখন তোমরা অন্তত নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন।

॥ ৩ ॥

১৪. তুমি কি তাদেরকে লক্ষ কর নি, যে-সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ্র গজব তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের মধ্যে নেই, তাদের মধ্যেও নেই; আর তারা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে। ১৫. আল্লাহ্ ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ওরা যা করে, তা কত মন্দ!

১৬. ওরা ওদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, এভাবে ওরা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে; ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ১৭. আল্লাহ্র শাস্তির মোকাবেলায় ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ওদের কোনো কাজে আসবে না। ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, আর সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে।

AMARBOI.COM

১৮. একদিন আল্লাহ্ ওদের সকলকে আবার ওঠাবেন। তখন ওরা তোমাদের কাছে যেমন শপথ করে আল্লাহ্‌র কাছেও তেমনি শপথ করবে, আর ওরা মনে করবে এতে ওদের উপকার হবে। সাবধান! ওরা তো মিথ্যাবাদী। ১৯. শয়তান ওদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, আর আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ওদেরকে ভুলিয়ে নিয়েছে। ওরা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা চরম অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, 'আমি বিজয়ী হব, আমি ও আমার রসুল।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২২. তুমি এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে অথচ ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে; হোক-না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা জ্ঞাতি-গোত্র। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছেন ও নিজের রুহ্ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্ তাদের ওপর প্রসন্ন ও তারাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্‌র দল। দেখো, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।

AMARBOI.COM

৫৯ সুরা হাশর

রুকু : ৩ আয়াত : ২৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। ২. তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের বাসভূমি থেকে বের ক'রে দিয়েছিলেন। তোমরা কল্পনাও করতে পার নি যে ওরা নির্বাসিত হবে। আর ওরা মনে করেছিল, ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো আল্লাহ্‌র বাহিনীর হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন একদিক থেকে এল যা ওরা ধারণাও করতে পারে নি। আর ওদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। ওদের বাড়িঘর ওদের নিজেদের হাতে ও বিশ্বাসীদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব তোমাদের যাদের চোখ আছে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

৩. আল্লাহ্ ওদেরকে নির্বাসন দেয়ার সিদ্ধান্ত না করলে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; আর পরকালে ওদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি। ৪. এ এজন্যে যে ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

৫. তোমরা যে কতক খেজুরগাছ কেটেছ আর কতক না-কেটে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে। এ এজন্য যে, এ দিয়ে আল্লাহ্ সত্যত্যাগীদেরকে অপদস্থ করবেন। ৬. আল্লাহ্ ওদের (নির্বাসিত ইহুদিদের) কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় বা উটে চ'ড়ে যুদ্ধ কর নি। আল্লাহ্ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসুলদের কর্তৃত্ব দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা-কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, রসুলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তন না করে। রসুল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো ও যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থেকো। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

৮. এ-সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি-কামনায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্যে এগিয়ে এসে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। ওরাই তো সত্যাশ্রয়ী।

৯. মুহাজিরদের আসার আগে এ-শহরের যেসব অধিবাসী বিশ্বাস করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে ও মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা (তাদেরকে) মনেমনে ঈর্ষা করে না, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপরে জায়গা দেয়। যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম। ১০. যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে

AMARBOI.COM

আমদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও বিশ্বাসে যারা এগিয়ে এসেছিল আমাদের সেই ভাইদেরকে ক্ষমা করো, আর বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।'

॥ ২ ॥

১১. তুমি কি দেখ নি সেই মুনাফিকদেরকে, কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদের সেইসব ভাই-বেরাদরকে বলে, 'তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওরা তো মিথ্যাবাদী।
১২. আসলে ওদের তাড়িয়ে দিলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না, আর ওরা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না, এমনকি সাহায্য করতে এলেও পিঠটান দেবে। অবিশ্বাসীরা কোনো সাহায্যই পাবে না।

১৩. (মুসলমানগণ!) আসলে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমরাই বেশি ভয়ের কারণ। কেননা তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়, ফলে আল্লাহ্‌কে ভয় না ক'রে তোমাদেরকে বেশি ভয় করে।

১৪. এরা সকলে একযোগে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। এরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত শহরের অভ্যন্তরে বা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে। তবে, এরা যখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে তখন সে-যুদ্ধ হয় প্রচণ্ড। তুমি মনে কর ওরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ওদের মনের মিল নেই। এর কারণ এই যে, ওরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ১৫. এদের ঠিক আগে যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির স্বাদ নিয়েছে তারাই এদের একমাত্র তুলনা। এদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।

১৬. এদের তুলনা (সেই) শয়তান যে মানুষকে বলে, 'অবিশ্বাস করো।' তারপর যখন সে অবিশ্বাস করে তখন শয়তান বলে, 'তোমার সাথে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' ১৭. শেষে অবিশ্বাসী ও মুনাফিক উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর এ-ই সীমালঙ্ঘনকারীদের কর্মফল।

॥ ৩ ॥

১৮. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, প্রত্যেকেরই উচিত তার ভবিষ্যতের জন্য সে যা-কিছু করে সে-সম্বন্ধে চিন্তা করা। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা জানেন। ১৯. আর তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ্ ওদেরকে নিজেদেরকে ভুলে যেতে দিয়েছেন। ওরাই তো সত্যত্যাগী। ২০. অগ্নিবাসী ও জান্নাতবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

AMARBOI.COM

২১. যদি আমি এ-কোরানকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহ্‌র ভয়ে নুয়ে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থিত করছি, যাতে তারা চিন্তা করে।

২২. তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়। ২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ্ তার থেকে পবিত্র, মহান। ২৪. তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

৬০ সুরা মুম্‌তাহানা

রুকু : ২ আয়াত : ১৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে বিশ্বাসিগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তোমরা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ ওরা তোমাদের কাছে যে-সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসুলকে ও তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; এ-কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমাকে খুশি করার জন্য আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি ভালো করেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এ করে সে তো সরল পথ থেকে স'রে যায়। ২. তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে ওরা তোমাদের শত্রু হবে, হস্ত ও জিহ্বা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট করবে এবং চাইবে যে তোমরাও অবিশ্বাসী হও।

৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেবেন। তোমরা যা কর তিনি তো তা দেখেন।

৪. তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে ও তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার উপাসনা কর তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদিনা তোমরা এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস কর। তবে ব্যতিক্রম এই যে, ইব্রাহিম তার পিতাকে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব; তোমার জন্য এ ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে আমার আরকিছু করার নেই।' ইব্রাহিম ও তার অনুসারীরা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি ও তোমারই কাছে ফিরে যাব। ৫. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের অবিশ্বাসীদের শিকার কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো; তুমি তো পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী।'

৬. নিশ্চয় তাদের (ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে তোমরা যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয় কর, তাদের জন্য রয়েছে এক উত্তম আদর্শ। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

॥ ২ ॥

৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি ক'রে দেবেন। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮. ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

৯. আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ও তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। ওদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী।

১০. হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কোরো। আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো ক'রেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা বিশ্বাসী তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়, আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা খরচ করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে দেনমোহর দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা খরচ করেছ তা ফেরত চাইবে ও অবিশ্বাসীরা ফেরত চাইবে তারা যা খরচ করেছে। এ-ই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে অবিশ্বাসীদের কাছে চলে যায়, তবে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে তারা যা খরচ করেছে তার সমান অর্থ দেবে, যদি তোমাদের সুযোগ আসে। ভয় করো আল্লাহ্‌কে, তোমরা যাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ।

১২. হে নবি! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান ব'লে মিথ্যা দাবি করবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ কোরো আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. হে বিশ্বাসিগণ! যে-সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ্‌র গজব তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না; ওরা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন অবিশ্বাসীরা হতাশ হয়েছে তাদের সম্বন্ধে যারা কবরে আছে।

AMARBOI.COM

৬১ সুরা সাফ্‌ফ

রুকু : ২ আয়াত : ১৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী।

২. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? ৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড়ই অপ্রীতিকর। ৪. যারা আল্লাহ্‌র পথে সারি বেঁধে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সংগ্রাম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।

৫. স্মরণ করো, মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?' তারপর ওরা যখন বাঁকাপথ ধরল, তখন আল্লাহ্ ওদের হৃদয় বাঁকিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. স্মরণ করো, মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনি-ইসরাইল! আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, আমার আগে থেকে তোমাদের কাছে যে-তওরাত আছে আমি তার সমর্থক, আর পরে আহমদ নামে যে-রসুল আসবে আমি তারও সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে এল তখন তারা বলতে লাগল, 'এ তো এক স্পষ্ট জাদু।'

৭. যে ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৮. ওরা আল্লাহ্‌র জ্যোতি ফুৎকারে নেভাতে চায়; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীদের তা অপছন্দ। ৯. পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে তিনিই তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন, যাতে সে সব ধর্মের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে, যদিও অংশীবাদীরা তা পছন্দ করে না।

॥ ২ ॥

১০. হে বিশ্বাসিগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে নিদারুণ শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? ১১. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস রাখবে আর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের ধন-প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, তোমরা যদি বুঝতে পার। ১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন ও তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নিচে নদী বইবে—নিয়ে যাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এ-ই মহাসাফল্য। ১৩. আর তিনি দান করবেন তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত আর-একটি অনুগ্রহ, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। বিশ্বাসীদেরকে এর সুখবর দাও।

AMARBOI.COM

১৪. হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌র ধর্মকে সাহায্য করো, যেমন মরিয়মপুত্র ঈসা তার শিষ্যগণকে বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমাকে সাহায্য করবে?' শিষ্যগণ বলেছিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্য করব।' তারপর বনি-ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল, আর একদল অবিশ্বাস করল। পরে আমি বিশ্বাসীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করলাম, তাই তারা জয়ী হল।

AMARBOI.COM

৬২ সুরা জুমুআ

রুকু : ২ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে; যিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও তত্ত্বজ্ঞানী।

২. তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে রসুল ক'রে পাঠিয়েছেন, যে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করে তাদের কাছে, তাদেরকে উন্নত করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। এর আগে ওরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। ৩. যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয় নি তাদের জন্যও তাকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। ৪. এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল।

৫. যাদেরকে তওরাতের বিধান দেওয়া হলেও তা অনুসরণ করে নি তাদের উপমা, বই-বওয়া গাধা! কত খারাপ তাদের উপমা যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে! আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৬. বলো, 'হে ইহুদিগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোনো মানব-সম্প্রদায় নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ৭. কিন্তু ওদের কৃতকর্মের কারণে ওরা কখনও মৃত্যু-কামনা করবে না। সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

৮. বলো, 'যে-মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও তোমাদেরকে সে-মৃত্যুর সামনা-সামনি হতেই হবে। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে, আর তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।'

॥ ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসিগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচা বন্ধ রাখবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝ। ১০. নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহ্‌কে বেশি ক'রে ডাকবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। ১১. ব্যবসায়ের সুযোগ বা তামাশা দেখলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বলো, 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে অনেক ভালো।' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

AMARBOI.COM

৬৩ সুরা মুনাফিকুন

রুকু : ২ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে, তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল আর
আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
২. ওরা ওদের শপথকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। এভাবে ওরা আল্লাহ্‌র পথ
থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। ওরা যা করছে তা কত খারাপ! ৩. এ এজন্য যে, ওরা
বিশ্বাস করার পর পুনরায় অবিশ্বাসী হয়েছে, ওদের হৃদয় মোহর ক'রে দেওয়া
হয়েছে; তাই ওরা বুঝবে না।
৪. তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও, ওদের চেহারা তোমার কাছে প্রীতিকর
মনে হয় আর ওরা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে ওদের কথা শোন; যদিও ওরা
দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের থামের মতো। যে-কোনো শোরগোল শুনলে ওরা মনে
করে তা ওদেরই বিরুদ্ধে। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্
ওদেরকে ধ্বংস করুন। ওরা ভুল ক'রে কোথায় চলেছে?
৫. যখন ওদেরকে বলা হয়, 'তোমরা এসো, আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদের জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করবেন', তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তুমি দেখতে পাও ওরা
দেমাক ক'রে ফিরে যাচ্ছে। ৬. তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না-
কর, দুই-ই ওদের জন্য সমান। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা
করেন না।
৭. ওরাই বলে, 'আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গীদের জন্য খরচ কোরো না, তা হলে
ওরা এমনিতেই স'রে পড়বে।' আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই; কিন্তু
মুনাফিকরা তা বোঝে না।
৮. ওরা বলে, 'আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবল (মুনাফিকরা)
অবশ্যই দুর্বলকে (মুসলমানদেরকে) বের ক'রে দেবে।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্‌র,
তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদেরই; যদিও মুনাফিকরা তা জানে না।

॥ ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে
আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আমি
তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে তার থেকে ব্যয়
করবে, মৃত্যু আসার ও একথা বলার পূর্বে : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে
আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম ও
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'
১১. কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দেন না।
তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।

৬৪ সুরা তাগাবুন

রুকু : ২ আয়াত : ১৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্বাস করে ও কেউ-কেউ বিশ্বাস করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা ভালো করেই দেখেন। ৩. তিনি যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে আকৃতি-দান করেছেন, তারপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর, আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই কাছে। ৪. আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন; আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর; আর তিনি তো অন্তর্যামী।

৫. তোমাদের কাছে কি আগের অবিশ্বাসীদের কাহিনী পৌঁছায় নি? ওরা ওদের কাজের শাস্তির স্বাদ পেয়েছিল, আর ওদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। ৬. এ এজন্য যে, ওদের কাছে রসুলরা স্পষ্ট নিদর্শন আনলে ওরা বলত, 'মানুষ কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে?' তারপর ওরা অবিশ্বাস করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসা তাঁরই। ৭. অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, ওদেরকে আর কখনও ওঠানো হবে না। বলো, 'নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই ওঠানো হবে।' এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। ৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও যে-আলো (কোরান) আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

৯. যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সেদিনটি হবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তার পাপমোচন করবেন ও তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য।

১০. কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ফিরে যাওয়ার পক্ষে সেটা কত-না খারাপ জায়গা!

॥ ২ ॥

১১. আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোনো বিপদই আসে না, আর যে আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালনা করেন। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই ভালো ক'রে জানেন।

AMARBOI.COM

১২. তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো ও তাঁর রসুলে আনুগত্য করো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রেখো, আমার রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

১৩. আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করুক।

১৪. হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর ও ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আর তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে বড় পুরস্কার।

১৬. তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর আদেশ শোনো, তাঁর আনুগত্য করো ও ব্যয় করো। এতে তোমাদের নিজেদেরই মঙ্গল রয়েছে। তারাই সফলকাম যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ তো গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু। ১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

AMARBOI.COM

৬৫ সুরা তালাক

রুকু : ২   আয়াত : ১২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে নবি! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ
রেখে ওদেরকে তালাক দিয়ো। তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো। আর তোমাদের
প্রতিপালককে ভয় করো। তোমরা ওদেরকে বাসগৃহ থেকে বের ক'রে দিয়ো না।
আর ওরাও যেন বের হয়ে না যায়, যদিনা ওরা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এগুলো
আল্লাহ্‌র বিধান। যে আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার
করে। তুমি জান না, আল্লাহ্ হয়তো এর পর কোনো উপায় বের ক'রে দেবেন।
২. ওদের ইদ্দতপূরণের কাল শেষ হয়ে এলে, হয় তোমরা ওদেরকে
ভালোভাবে রেখে দেবে, নাহয় ভালোভাবে ওদেরকে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের
মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে মনে
রেখে সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে
তাকে এ দিয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ
ক'রে দেবেন, ৩. আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে জীবনের উপকরণ দান
করবেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ্
তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।
৪. তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে
তোমাদের সন্দেহ হলে, জেনে রেখো, তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা
এখনও রজঃস্বলা হয় নি তাদের ইদ্দতকালও হবে তা-ই। আর গর্ভবতী নারীদের
ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তার সমাধান সহজ
ক'রে দেন। ৫. এ আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন।
আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তার পাপমোচন করবেন ও তাকে বড় পুরস্কার
দেবেন।
৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরকম বাড়িতে বাস কর,
তাদেরকেও সেরকম বাড়িতে বাস করতে দাও। তোমরা তাদেরকে উত্যক্ত ক'রে
বিপদে ফেলো না। তারা গর্ভবর্তী হলে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য ব্যয়
করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে
ও সন্তানের মঙ্গলের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্যে ভালোভাবে পরামর্শ করবে।
তোমরা যদি পরস্পরকে সহ্য করতে না পার, অন্য স্ত্রীলোক দিয়ে স্তন্য পান
করাবে।
৭. সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে ও যার জীবিকা সীমিত
সে-ও আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা সামর্থ্য
দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর
আসান দেন।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

৮. কত জনপদের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রসুলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম আর তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। ৯. তারপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করল, আর ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের ফল। ১০. আল্লাহ্ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব হে বিশ্বাসী, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তিনি তোমাদের কাছে এক উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছেন, ১১. প্রেরণ করেছেন এক রসুল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় আনার জন্য। যে-কেউ আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচে নদী বইবে, আর সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাকে দেবেন উত্তম জীবনের উপকরণ।

১২. আল্লাহ্‌ই সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল স্তরে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, আর সমস্ত কিছুই তাঁর জানা।

AMARBOI.COM

৬৬ সুরা তাহ্‌রিম

রুকু : ২ আয়াত : ১২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. হে নবি! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২. আল্লাহ্ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। আর তিনি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

৩. (স্মরণ করো,) নবি তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। তারপর সেই স্ত্রী তা অন্যকে বলে দেয়, আর আল্লাহ্ নবিকে তা জানিয়ে দেন। এ-বিষয়ে নবি সেই স্ত্রীকে কিছু বলল ও কিছু বলল না। নবি যখন তাকে বলল তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনাকে একথা জানাল?' নবি বলল, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর সব জানা।'

৪. তোমাদের হৃদয় যা কামনা করেছিল তার জন্য তোমরা দুজন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাও। তোমরা যদি তার (নবির) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জেনে রাখো,) আল্লাহ্ তার অভিভাবক; জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা, আর তার ওপর ফেরেশতারাও, তাকে সাহায্য করবে।

৫. নবি যদি তোমাদের সকলকে তালাক দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হয়তো তোমাদের চেয়ে আরও ভালো স্ত্রী তাকে দেবেন; যারা মুসলমান, বিশ্বাসী, তওবা করে, এবাদত করে, রোজা রাখে, অকুমারী ও কুমারী।

৬. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব ফেরেশতাদের ওপর, যারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না ও যা আদেশ করা হয় তা-ই করে।

৭. হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা আজ দোষক্ষালনের চেষ্টা কোরো না। তোমরা যে যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

॥ ২ ॥

৮. হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো—বিশুদ্ধ তওবা; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে। সেদিন নবি ও তার বিশ্বাসী সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানপাশে ছড়িয়ে পড়বে, আর তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের

জ্যোতিকে পূর্ণ করো ও আমাদেরকে ক্ষমা করো, তুমি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

৯. হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থান জাহান্নাম। আর ফিরে যাওয়ার জন্য সে তো বড়ই খারাপ জায়গা।

১০. আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য নুহের ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। ওরা ছিল আমার দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই নুহ্ ও লুত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। আর ওদেরকে বলা হল, 'যারা জাহান্নামে ঢুকবে তাদের সাথে তোমরাও সেখানে ঢোকো।'

১১. আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর তৈরি করো, আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে, আর উদ্ধার করো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে।'

১২. তিনি আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-কন্যা মরিয়মের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আমি তাই তার মধ্যে আমার রুহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর নিদর্শনাবলি বাস্তবায়িত করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন।

AMARBOI.COM

৬৭ সুরা মুল্‌ক

রুকু : ২ আয়াত : ৩০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. মহামহিমাময় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, ২. যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৩. তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না। ৪. তারপর তুমি বারবার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

৫. আমি নিম্নতম আকাশকে প্রদীপমালায় সুশোভিত করেছি ও তাদেরকে ক্ষেপণীয় বস্তু করেছি শয়তানের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য। আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

৬. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ফিরে যাওয়ার জন্য সে কতই-না খারাপ জায়গা! ৭. যখন ওদেরকে সেখানে ছুড়ে ফেলা হবে তখন ওরা শুনবে জাহান্নাম থেকে উঠে আসছে এক বিকট গর্জন, ৮. রাগে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়ছে। যখনই ওর মধ্যে কোনো দলকে ফেলা হবে জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী যায় নি?'

৯. ওরা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা ওদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম ও বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা তো বড় ভুলের মধ্যে রয়েছ।' ১০. ওরা আরও বলবে, 'যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তা হলে আমাদেরকে জাহান্নামে বাস করতে হ'ত না।'

১১. ওরা ওদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামবাসীদের জন্য। ১২. যারা না-দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা গোপনেই কথা বল বা প্রকাশ্যে, তিনি তো অন্তর্যামী। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

১৫. তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন, অতএব তোমরা দিগ্‌দিগন্তে
বিচরণ ও তাঁর দেওয়া জীবনের উপকরণ থেকে আহার করো। পুনরুত্থানের পর
তাঁরই কাছে ফিরতে হবে।

১৬. তোমরা কি একথা ভেবে নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি
তোমাদেরকে নিয়ে হঠাৎ করে মাটিকে ধসিয়ে দেবেন না, আর তা থরথর ক'রে
কাঁপতে থাকবে না? ১৭. বা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন
তিনি তোমাদের ওপর কঙ্কর-ঝঞ্ঝা বইয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানতে
পারবে কী কঠোর ছিল আমার সতর্কবাণী। ১৮. ওদের আগে যারা এসেছিল তারা
মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই কী কঠিন হয়েছিল ওদের ওপর আমার শাস্তি!

১৯. ওরা কি ওদের ওপরে উড়ন্ত পাখিদের লক্ষ করে না, যারা পাখা মেলে ও
বন্ধ করে? করুণাময় আল্লাহ্‌ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি তো সব বিষয়ই
ভালো করে দেখেন।

২০. করুণাময় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কি কোনো সেনাবাহিনী আছে যারা
তোমাদেরকে সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ২১. তিনি যদি
জীবনের উপকরণ সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদেরকে
তা দেবে? ওরা তো অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অটল রয়েছে। ২২. যে-ব্যক্তি
মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, নাকি সে-ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল
পথে চলে?

২৩. বলো, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদেরকে দিয়েছেন
দেখার ও শোনার শক্তি এবং অন্তঃকরণ।' অথচ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কর। ২৪. বলো, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেন আর তাঁরই কাছে
তোমরা সমবেত হবে।'

২৫. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো এ-প্রতিশ্রুতি কবে
পালন করা হবে?' ২৬. বলো, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে, আমি তো স্পষ্ট
সতর্ককারী মাত্র।'

২৭. যখন শাস্তি আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখ ম্লান হয়ে পড়বে আর
ওদেরকে বলা হবে, 'এ-ই তো তোমরা চেয়েছিলে।'

২৮. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার
সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন বা আমাদের প্রতি দয়া করেন (তাতে ওদের কী), কে
ওদেরকে মারাত্মক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?' ২৯. বলো, 'তিনি করুণাময়, আমরা
তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি ও তাঁরই ওপর নির্ভর করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে
পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

৩০. বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি পানি মাটির নিচে তোমাদের
নাগালের বাইরে চ'লে যায়, তবে কে তোমাদের জন্য পানি বইয়ে দেবে?'

AMARBOI.COM

৬৮ সুরা কলম

রুকু : ২ আয়াত : ৫২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. *নূন*! শপথ কলমের ও শপথ ওরা (ফেরেশতারা) যা লেখে তার! ২. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। ৩. তোমার জন্য অবশ্যই অশেষ পুরস্কার রয়েছে। ৪. তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। ৫. শ্রীঘ্রই তুমি দেখবে, আর ওরাও দেখবে, ৬. তোমাদের মধ্যে কে পাগল।

৭. তোমার প্রতিপালক তো ভালোই জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত আর কে সৎপথপ্রাপ্ত। ৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কোরো না। ৯. ওরা চায় যে তুমি নমনীয় হও, তা হলে ওরাও নমনীয় হবে। ১০. আর তুমি অনুসরণ কোরো না তাকে যে কথায়-কথায় শপথ করে, যে অপদস্থ, যে পেছনে নিন্দা করে, ১১. যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, ১২. যে ভালো কাজে বাধা দেয়, যে অত্যাচারী, পাপী, ১৩. বদমেজাজি ও তার ওপর অজ্ঞাতকুলশীল। ১৪. সে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে ধনী ব'লেই তার অনুসরণ কোরো না। ১৫. তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা মাত্র!' ১৬. আমি ওর নাকে দাগ দিয়ে দেব। ১৭. আমি ওদেরকে পরীক্ষা করব, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের মালিকদেরকে, যখন ওরা ১৮. শপথ ক'রে বলেছিল যে, ওরা সকালে বাগানের ফল পেড়ে আনবেই, কোনো ব্যতিক্রম না ক'রে (ইনশাআল্লাহ্ না ব'লে)। ১৯. তাই যখন ওরা ঘুমিয়ে ছিল তখন তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এক বিপর্যয় সেই বাগানে হানা দিল; ২০. ফলে তা পুড়ে রাতের আঁধারের মতো কালো হয়ে গেল।

২১. সকালে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল, ২২. 'যদি ফল তুলতে চাও, তবে সকাল-সকাল বাগানে চলো।'

২৩. তারপর ওরা ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে চলল, ২৪. 'আজ যেন কোনো মিসকিন বাগানে তোমাদের কাছে ভিড়তে না পারে।'

২৫. ওরা তাদেরকে *ঠেকাতে* পারবে এই বিশ্বাসে সকালে বাগানের দিকে গেল। ২৬. তারপর ওরা যখন বাগানের চেহারা দেখল (তখন) বলল, 'আমরা তো দিশা হারিয়েছি! ২৭. না, আমরা তো *ঠ'*কে গেছি!'

২৮. ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোকটা বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করতে বলি নি?' ২৯. তখন ওরা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করছি, নিঃসন্দেহে আমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।'

৩০. তারপর ওরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। ৩১. ওরা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো সীমালঙ্ঘন করেছিলাম। ৩২. আশা করি,

AmarBoi.com

আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে আরও ভালো বাগান দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফেরালাম।'

৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে, আর পরকালের শাস্তি আরও কঠিন, যদি ওরা জানত!

॥ ২ ॥

৩৪. সাবধানিদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে জান্নাতুন নঈম (সুখকর উদ্যান)। ৩৫. আমি কি মুসলমানদেরকে (যারা আত্মসমর্পণ করেছে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব? ৩৬. তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন বিচার?

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যেখানে তোমরা এই পড়েছ যে, ৩৮. তাতে তোমরা তা-ই পাবে যা তোমরা পছন্দ কর? ৩৯. আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো প্রতিজ্ঞায় বাঁধা আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা-ই পাবে?

৪০. হে রসুল! তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ওদের মধ্যে এ-দাবির প্রতিষ্ঠাতা কে? ৪১. ওদের কি কোনো দেবদেবী আছে? থাকলে, যদি ওরা সত্যবাদী হয়, ওদের দেবদেবীদেরকে হাজির করুক।

৪২. সেই দারুণ সংকটের দিনে যেদিন ওদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, ৪৩. অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে; অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল।

৪৪. যারা এই বাণী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে ওদেরকে কোনদিকে নিয়ে যাব ওরা তা জানে না। ৪৫. আমি ওদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত। ৪৬. তুমি কি ওদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, ওরা একে এক দুর্বহ্ দণ্ড মনে করবে? ৪৭. নাকি অদৃশ্যের জ্ঞান তাদের আছে যে তারা তা লিখে রাখবে?

৪৮. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরো। তুমি মৎস্য-সঙ্গীর (ইউনুসের) ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে প্রার্থনা করার সময় দুশ্চিন্তা করত। ৪৯. তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে, সে লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে প'ড়ে থাকত। ৫০. তার প্রতিপালক আবার তাকে মনোনীত করলেন ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৫১. অবিশ্বাসীরা যখন এই উপদেশবাণী শোনে তখন ওরা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন ওরা তোমাকে আছড়ে মেরে ফেলবে, আর বলে, 'এ তো এক পাগল!' ৫২. অথচ এ তো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশবাণী ছাড়া কিছুই নয়!'

৬৯ সুরা হাক্কা

রুকু : ২ আয়াত : ৫২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. ধ্রুব সত্য! ২. ধ্রুব সত্য কী? ৩. ধ্রুব সত্য সম্বন্ধে তুমি কী জান?

৪. আ'দ ও সামুদ-সম্প্রদায় মহাপ্রলয়ের সত্যতা অস্বীকার করেছিল। ৫. সামুদ-সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়ে। ৬. আর আ'দ-সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায়, ৭. যা তিনি ওদের ওপর বইয়ে দিয়েছিলেন একনাগাড়ে সাত দিন আট রাত। ৮. তুমি তখন থাকলে দেখতে, ওরা সেখানে উলটে প'ড়ে আছে অন্তঃসারশূন্য খেজুরগাছের গুঁড়ির মতো। তুমি কি দেখতে পাও, তাদের কেউ বাকি আছে?

৯. পাপে লিপ্ত ছিল ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা, আর লুত-সম্প্রদায়। ১০. ওরা ওদের প্রতিপালকের রসুলদেরকে অমান্য করেছিল, তার ফলে তিনি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। ১১. প্লাবনের সময় আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জাহাজে চড়িয়েছিলাম। ১২. আমি এ করেছিলাম তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর যারা শ্রুতিধর তারা যাতে এ স্মরণ রাখে।

১৩. যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে—একটিমাত্র ফুঁ, ১৪. পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে ও একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ১৫. সেদিন ঘটবে মহাপ্রলয়। ১৬. আকাশ বিদীর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। ১৭. ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হবে আর আটজন ফেরেশতা তোমাদের প্রতিপালকের আরশকে ঊর্ধ্বে ধারণ করবে।

১৮. সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে আর তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। ১৯. তখন যার (হিসাবের) কিতাব তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, 'নাও আমার (হিসাবের) কিতাব আর প'ড়ে দেখো। ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে (আমার) হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' ২১. সুতরাং সে সুখী জীবনযাপন করবে, ২২. সুমহান জান্নাতে। ২৩. সেখানে ফল নিচু হয়ে ঝুলবে তার নাগালের মধ্যে। ২৪. (বলা হবে) 'বিগত দিনগুলোতে তুমি যা পাঠিয়েছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তির সাথে পানাহার করো।'

২৫. কিন্তু যার (হিসাবের) কিতাব তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি আমার (হিসাবের) কিতাব না দেওয়া হ'ত, ২৬. আর আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! ২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ'ত! ২৮. আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না। ২৯. আমার ক্ষমতাও আমার কাছ থেকে স'রে গেছে।'

৩০. ফেরেশতাদেরকে (বলা হবে), 'ওকে ধরো! ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, ৩১. আর ছুড়ে ফেলো জাহান্নামে। ৩২. অতঃপর ওকে শিকল পরাও, সত্তর

AMARBOI.COM

হাত দীর্ঘ এক শিকল। ৩৩. সে তো মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে নি। ৩৪. আর অভাবীকে অন্নদানে অন্যকে সে উৎসাহ দেয় নি। ৩৫. তাই আজ এখানে তার কোনো বন্ধু নেই, ৩৬. আর কোনো খাবার নেই ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ছাড়া, ৩৭. যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।'

॥ ২ ॥

৩৮. না, আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও, ৩৯. এবং তার যা তোমরা দেখতে পাও না। ৪০. এ তো এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। ৪১. এ কোনো কবির রচনা নয়। যদিও তোমরা অল্পই তা বিশ্বাস কর। ৪২. এ কোনো জাদুকরের কথা নয়। যদিও তোমরা অল্পই সে-উপদেশ নাও। ৪৩. এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ৪৪. সে যদি কিছু বানিয়ে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, ৪৫. আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম ৪৬. আর তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম; ৪৭. তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতে না। ৪৮. সাবধানিদের জন্য এ অবশ্যই এক উপদেশ। ৪৯. আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ মিথ্যা কথা বলে। ৫০. নিশ্চয় তা দুঃখের কারণ হবে অবিশ্বাসীদের জন্য। ৫১. এ তো সন্দেহাতীত সত্য। ৫২. অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

AMARBOI.COM

৭০ সুরা মা'আরিজ

রুকু : ২ আয়াত : ৪৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল সেই শাস্তি সম্পর্কে, ২. যা অবিশ্বাসীদের ওপর
পড়বেই আর যা কেউ ঠেকাতে পারবে না। ৩. (এ আসবে) সমুন্নত মর্যাদার
অধিকারী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। ৪. ফেরেশতা ও রুহ্ ওপরে আল্লাহ্‌র দিকে যাবে
এমন একদিনে যেদিনের পার্থিব মাত্রা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

৫. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, সুন্দর করে ধৈর্য ধরো। ৬. তারা মনে করে তা
সুদূরপরাহত। ৭. কিন্তু আমি দেখছি, (তা) কাছেই!

৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত তামা, ৯. আর পাহাড়গুলো হবে রঙিন
পশমের মতো। ১০. সেদিন বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না, ১১. যদিও ওদেরকে একে
অপরের চোখের সামনে রাখা হবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভের
জন্যে মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চাইবে তার সন্তানসন্ততিকে, ১২. তার স্ত্রী ও
ভ্রাতাকে, ১৩. তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত, ১৪. আর পৃথিবীর
সবকিছু, যদি এ-মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারে। ১৫. না, কখনোই নয়, এগুলো
তাকে রক্ষা করবে না! এ লেলিহান আগুন ১৬. যা চামড়া ঝলসিয়ে গা থেকে
খসিয়ে দেবে।

১৭. জাহান্নামে সে-ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য থেকে পালিয়েছিল ও মুখ
ফিরিয়ে নিয়েছিল, ১৮. আর যে সম্পদ জমা করত ও তা আঁকড়ে ধ'রে রাখত।

১৯. মানুষ তো স্বভাবতই অস্থির। ২০. সে বিপদে পড়লে হাহুতাশ করে,
২১. আর তার ভালো হলেই (কার্পণ্য ক'রে) 'না' বলে।

২২. তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে, ২৩. যারা নামাজে নিষ্ঠাবান, ২৪.
যাদের ধনসম্পদে তাদের জন্য হক নির্ধারিত রয়েছে, ২৫. যারা চায় আর যারা
চাইতে পারে না, ২৬. আর যারা বিচারদিনকে সত্য ব'লে জানে, ২৭. যারা তাদের
প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় পায়, ২৮. তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিশ্চয়
তাদের পরিত্রাণ নেই। ২৯. আর যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, ৩০.
কিন্তু তাদের স্ত্রী বা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না,
৩১. তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘন করবে,
৩২. আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৩৩. যারা সাক্ষ্যদানে অটল ৩৪.
এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান, ৩৫. তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।

॥ ২ ॥

৩৬. অবিশ্বাসীদের কী হল যে, ওরা ছুটে আসছে ৩৭. তোমার ডান ও বাম দিক
থেকে দলেদলে?

AMARBOI.COM

৩৮. ওদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, ওরা জান্নাতুন-নাঈমে স্থান পাবে? না, তা হবে না, ৩৯. আমি ওদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা ওরা জানে।

৪০. আমি শপথ করছি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম ৪১. ওদের জায়গায় ওদের চেয়ে যারা শ্রেয় তাদেরকে বসাতে। আর আমি এ করতে অক্ষম নই। ৪২. অতএব ওদেরকে যেদিনটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা তর্কাতর্কি ও ক্রিড়া-কৌতুক করুক। ৪৩. সেদিন ওরা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কোনো-একটি লক্ষ্যস্থলের দিক দৌড়ে যাচ্ছে। ৪৪. অপমানে হতবিহ্বল হয়ে ওরা ওদের চোখ নিচু করবে। এ-ই সেই দিন যার বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

AMARBOI.COM

৭১ সুরা নুহ্

রুকু : ২ আয়াত : ২৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. নুহ্‌কে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে এ-নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে সতর্ক করো।'

২. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য এ-বিষয়ে স্পষ্ট সতর্ককারী যে, ৩. তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে, তাঁকে ভয় করবে ও আমার আনুগত্য করবে। ৪. তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তিনি আর দেরি করেন না; যদি তোমরা এ জানতে!'

৫. সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি, ৬. কিন্তু আমার আহ্বান ওদের পলায়নি মনোবৃত্তিই বৃদ্ধি করেছে। ৭. তুমি যাতে ওদের ক্ষমা কর তার জন্য আমি যতবার ওদের আহ্বান করেছি ততবারই তারা কানে আঙুল দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকেছে, অবিশ্বাসে জিদ করেছে এবং বড় দেমাক দেখিয়েছে। ৮. তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। ৯. তার পরও সাধারণভাবে প্রচার এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের উপদেশ দিয়েছি। ১০. তারপর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। ১১. তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ১২. তিনি তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন, তোমাদের জন্য রাখবেন বাগান আর বইয়ে দেবেন নদীনালা। ১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না! ১৪. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। ১৫. তোমরা কি লক্ষ কর নি আল্লাহ্ কীভাবে সাত স্তরে সাজানো আকাশ সৃষ্টি করেছেন, ১৬. আর সেখানে চন্দ্রকে আলো হিসেবে ও সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন? ১৭. তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন। ১৮. তারপর তিনি তোমাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নেবেন ও পরে আবার ওঠাবেন। ১৯. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, ২০. যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা কবতে পার।'

॥ ২ ॥

২১. নুহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করছে আর অনুসরণ করছে এমন লোকদেরকে যাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি শুধু তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। ২২. ওরা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। ২৩. ওরা বলছে, 'তোমরা তোমাদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ কোরো না; পরিত্যাগ কোরো না

AMARBOI.COM

ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্‌রকে।' ২৪. আর ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করছে, কাজেই তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি ক'রে দাও।'

২৫. ওদের পাপের জন্য ওদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও পরে ওদেরকে ঢোকানো হয়েছিল জাহান্নামে; তারপর ওরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পায় নি।

২৬. নূহ্ আরও বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কোনো অবিশ্বাসী গৃহবাসীকে তুমি অব্যাহতি দিয়ো না। ২৭. তুমি ওদের অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার দাসদেরকে বিভ্রান্ত করবে আর জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও অবিশ্বাসীদের। ২৮. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, আর সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করো।'

AMARBOI.COM

৭২ সুরা জিন

রুকু : ২ আয়াত : ২৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. বলো, 'আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জেনেছি যে জিনদের একটি দল (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরান শুনেছি, ২. যা সঠিক পথনির্দেশ দেয়। তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না। ৩. আর আমরা এ-ও বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক ওপরে। তিনি কোনো স্ত্রী নেন নি ও তাঁর কোনো সন্তানও নেই। ৪. আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব কথা বলত। ৫. অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না।

৬. 'প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোনো কোনো মানুষ কিছু জিনের শরণ নিত, ফলে ওরা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।

৭. 'যেমন তোমরা মনে করতে, তেমনি তারাও মনে করেছিল যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকে আর ওঠাবেন না। ৮. আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে আকাশ ভরা। ৯. আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য ব'সে থাকতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার ওপর ফেলার জন্য তৈরি জ্বলন্ত উল্কার সে সম্মুখীন হয়। ১০. আমরা জানি না, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতিপালক কি তাদের অমঙ্গল চান, না তাদের মঙ্গল চান।

১১. 'আর আমাদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ আবার কতক তার বিপরীত। আমরা ছিলাম নানা পথের পথিক। ১২. এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না ও পালিয়ে গিয়ে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যর্থ করতে পারব না। ১৩. আমরা যখন পথনির্দেশক কোরানের বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস করলাম। যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার পুরস্কার কমার বা শাস্তি বাড়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

১৪. 'আমাদের মধ্যে কিছুলোক আত্মসমর্পণ করেছে আর কিছু বাঁকা পথ ধরেছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা সোজা পথ পেয়েছে; ১৫. কিন্তু যারা বাঁকা পথ ধরেছে তারাই তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে।'

১৬. ওরা যদি সৎপথে থাকত তবে আমি ওদেরকে প্রচুর বৃষ্টি দিতাম, ১৭. যা দিয়ে আমি ওদেরকে পরীক্ষা করতে পারতাম। যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তো তাকে দুঃসহ শাস্তির দিকে নিয়ে যান।

AMARBOI.COM

১৮. আর সিজদার স্থান তো আল্লাহ্‌র জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। ১৯. যখন আল্লাহ্‌র দাস (মুহাম্মদ) তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায় তখন তারা (নিজেরা) তার চারদিকে ভিড় জমায়।

॥ ২ ॥

২০. বলো, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরিক করি না।' ২১. বলো, 'আমি তোমাদের ভালোমন্দের মালিক নই।' ২২. বলো, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, আর তাঁকে ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়ও নেই। ২৩. কেবল আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়ে আর তাঁর আদেশ প্রচার ক'রেই আমি রক্ষা পাব।' যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ২৪. যখন ওরা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা বুঝতে পারবে, কোন পক্ষের সমর্থন দুর্বল, আর কোন পক্ষ সংখ্যায় স্বল্প।

২৫. বলো, 'আমি জানি না যে-বিষয়ে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির ক'রে রেখেছেন।'

২৬. তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আর তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না ২৭. তাঁর মনোনীত রসুল ছাড়া। আর তখন তিনি রসুলের সামনে ও পিছনে প্রহরী রাখেন ২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন, রসুলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছে কি না। তাদের সবকিছুকে তিনি ঘিরে রাখেন এবং প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখেন।

AMARBOI.COM

৭৩. সুরা মুজ্জাম্মিল

রুকু : ২ আয়াত : ২০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে চাদরে জড়িয়ে রেখেছ! ২. তুমি রাত্রিতে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াও, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে, ৩. অর্ধেক অথবা তার কিছু কম ৪. বা বেশি। তুমি কোরান আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, ৫. আমি তোমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। ৬. রাত্রিতে উঠে উপাসনা, মনোনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে উপযুক্ত। ৭. দিনে নিশ্চয়ই তোমার কর্মব্যস্ততা রয়েছে। ৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো আর একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করো। ৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তুমি তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো।

১০. লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো, আর সৌজন্য সহকারে ওদেরকে এড়িয়ে চলো। ১১. বিলাসবস্তুর অধিকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ১২. আমার কাছে আছে শিকল, জ্বলন্ত আগুন, ১৩. গলায় আটকে যায় এমন খাবার, আর কঠিন শাস্তি। ১৪. সেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতগুলো হবে চলমান বালির টিপি।

১৫. আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রসুল তোমাদের সাক্ষীরূপে যেমন রসুল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে, ১৬. কিন্তু ফেরাউন সেই রসুলকে অমান্য করেছিল, যার জন্য আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

১৭. অতএব তোমরা কী ক'রে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেই দিনকে অস্বীকার কর, যে-দিন তরুণকে করবে বৃদ্ধ, ১৮. আর যে-দিন আকাশ হবে বিদীর্ণ? তাঁর ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ১৯. নিশ্চয়ই এ এক অনুশাসন। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

॥ ২ ॥

২০. তোমার প্রতিপালক তো জানেন তুমি কখনও রাত্রির প্রায় তিনের দুই ভাগ, কখনও অর্ধেক, আবার কখনও তিনের এক ভাগ জেগে থাক। আর তোমার সঙ্গীদের একটি দলও জেগে থাকে। আল্লাহ্‌ই দিন ও রাত্রির সঠিক হিসাব রাখেন। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না। সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ। তাই কোরানের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমার পক্ষে সহজ তোমরা ততটুকু আবৃত্তি করো। আল্লাহ্ তো জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ-

AMARBOI.COM

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধানে সফরে যাবে, আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে; কাজেই কোরান থেকে যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ তোমরা ততটুকুই আবৃত্তি করো।

তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও আর আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য তোমরা যা-কিছু ভালো আগে পাঠাবে, পরিবর্তে তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরস্কার পাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহ্ কাছে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

AMARBOI.COM

৭৪ সুরা মুদ্দাসসির

রুকু : ২ আয়াত : ৫৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে কাপড়ে ঢেকে রেখেছ। ২. ওঠো, সাবধানবাণী প্রচার করো ৩. ও তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। ৪. পবিত্র করো তোমার কাপড়। ৫. আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। ৬. বেশি পাওয়ার আশায় তুমি অপরকে কিছু দেবে না। ৭. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরো।

৮. যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিনটি হবে ৯. এক সংকটের দিন। ১০. অবিশ্বাসীদের জন্য তা কঠিন। ১১. তাকে (সেই মানুষকে) আমার হাতে ছেড়ে দাও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ ক'রে। ১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধনসম্পদ ১৩. ও নিত্যসঙ্গী পুত্রদের, ১৪. আর স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। ১৫. এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও দিই। ১৬. না, তা হবে না; জেনেশুনে সে আমার নিদর্শনের বিরোধিতা করতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ। ১৭. আমি তাকে এমন শাস্তি দিয়ে আচ্ছন্ন করব যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।

১৮. সে তো চিন্তা ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছে! ১৯. অভিশপ্ত হোক সে, কেমন ক'রে সে এ-সিদ্ধান্ত করল! ২০. আরও অভিশপ্ত হোক সে, কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল!

২১. সে আবার চেয়ে দেখল। ২২. তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। ২৩. তারপর সে একবার পিছিয়ে গেল ও পরে দম্ভভরে ফিরে এল, ২৪. আর বলল, 'এ তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। ২৫. এ তো মানুষেরই কথা।'

২৬. আমি তাকে *সাকার-এ* ছুড়ে ফেলব।

২৭. তুমি কি জান *সাকার* কী? ২৮. তা ওদের বাঁচতেও দেবে না বা মরতেও দেবে না, ২৯. গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলবে। ৩০. এর ওপরে রয়েছে উনিশ (জন প্রহরী)। ৩১. আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরী করেছি। অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্যই আমি ওদের এ-সংখ্যা উল্লেখ করছি যাতে কিতাবিদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে, আর বিশ্বাসীরা ও কিতাবিরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, 'আল্লাহ্ এই দৃষ্টান্ত দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন?' এবাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ দেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ-বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধানবাণী।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

৩২. না, শপথ চন্দ্রের! ওরা এতে কর্ণপাত করবে না। ৩৩. শপথ রাত্রির, যখন তা শেষ হয়! ৩৪. শপথ সকালের, যখন তা আলোয় উজ্জ্বল! ৩৫. এ জাহান্নাম—এক ভয়ানক বিপদ। ৩৬. এ মানুষকে সতর্ক করার জন্য, ৩৭. তোমাদের মধ্যে যে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে চায় আর যে কল্যাণের পথ হতে পিছিয়ে পড়ে, দুয়েরই উদ্দেশে।

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দুষ্কৃতির জন্য দায়ী থাকবে, ৩৯. তবে যারা ডান পাশে আছে তারা নয়। ৪০. জান্নাতে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. (বলবে,) 'তোমাদেরকে কিসে *সাকার*-এ নিয়ে এল?'

৪৩. ওরা বলবে, 'আমরা নামাজ পড়তাম না, ৪৪. আমরা অভাবীকে খাবার দিতাম না, ৪৫. আর যারা অবান্তর কথা বলে তাদের সাথে যোগ দিয়ে বাজে কথা বলতাম। ৪৬. আমরা বিচারদিনকে অস্বীকার করেছি, ৪৭. আমাদের কাছে অবধারিত (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত।'

৪৮. তাই সুপারিশকারীদের সুপারিশ ওদের কোনো কাজে আসবে না।

৪৯. ওদের কী হয়েছে যে, ওরা এই উপদেশ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে? ৫০. ওরা যেন ভীতচকিত গর্দভ, ৫১. যারা সিংহের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ৫২. নাকি, ওরা প্রত্যেকেই চায় ওদের প্রত্যেককে আলাদা ক'রে এক-একটা উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক? ৫৩. না, এ হবার নয়। ওদের তো পরকালের ভয় নেই। ৫৪. না, এ তো এক অনুশাসন। ৫৫. অতএব যার ইচ্ছা সে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। ৫৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে কেউ এ থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভয় করবার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

AMARBOI.COM

৭৫ সুরা কিয়ামা

রুকু : ২ আয়াত : ৪০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আমি শপথ করছি কিয়ামত দিনের!

২. আমি আরও শপথ করছি সে-আত্মার যে নিজের কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? ৪. আসলে, আমি ওর আঙুলগুলোর গিরা পর্যন্ত আবার সাজাতে পারব। ৫. তবুও মানুষ তা অস্বীকার করতে চায়, যা তার সামনে আছে। ৬. মানুষ প্রশ্ন করে 'কবে কিয়ামতের দিন আসবে?'

৭. যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ৮. চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, ৯. এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। ১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার জায়গা কোথায়?'

১১. না, কোথাও কোনো আশ্রয় নেওয়ার ঠাঁই নেই। ১২. সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। ১৩. সেদিন মানুষকে জানানো হবে সে কী করেছে ও কী করে নি। ১৪. মানুষ নিজেই হবে তার নিজের কাজের দ্রষ্টা, ১৫. যদিও সে নিজের দোষত্রুটি ঢাকতে চাইবে।

১৬. এ (প্রত্যাদেশ) তাড়াতাড়ি (আয়ত্ত) করার জন্য তুমি এর সঙ্গে তোমার জিব নেড়ো না। ১৭. এ সংরক্ষণ ও আবৃত্তি করানোর (ভার) আমারই। ১৮. সুতরাং যখন আমি পড়ি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। ১৯. তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই।

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালোবাস, ২১. এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।

২২. সেদিন কোনো কোনো মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবে। ২৩. তারা তাদের প্রতিপালকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ২৪. কারও কারও মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়বে, ২৫. এই ভয়ে যে, এক প্রলয়কারী বিপর্যয় আসন্ন। ২৬. যখন প্রাণ হবে কণ্ঠাগত, ২৭. এবং বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে?' ২৮. তখন তার মনে হবে যে, এই শেষ বিদায়। ২৯. বিপদের পর বিপদ এসে পড়বে। ৩০. সেদিন সবকিছু আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

॥ ২ ॥

৩১. সে বিশ্বাস করে নি ও নামাজ পড়ে নি, ৩২. বরং সে অবিশ্বাস করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ৩৩. তারপর সে দেমাক ক'রে তার পরিবার-পরিজনের কাছে

AMARBOI.COM

ফিরে গিয়েছিল। ৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য। আরও দুর্ভোগ। ৩৫. আবার (বলি) দুর্ভোগ তোমার জন্য। আরও দুর্ভোগ।

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? ৩৭. সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? ৩৮. তারপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় নি? তারপর আল্লাহ্ কি তাকে আকার দান ও সুঠাম করেন নি? ৩৯. তারপর তিনি তার থেকে সৃষ্টি করেন নি যুগল নর ও নারী? ৪০. এর পরও তাঁর কি মৃতকে জীবিত করার শক্তি নেই?

AMARBOI.COM

৭৬ সুরা দাহ্‌র

রুকু : ২ আয়াত : ৩১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. জীবনলাভের পূর্বে এমন কিছু সময় কেটেছে যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছি। ৩. আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, নাহয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। ৪. আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল-বেড়ি ও লেলিহান আগুন।

৫. সৎকর্মপরায়ণরা পান করবে কাফুরের পানি-মেশানো শরাব। ৬. এ এক বিশেষ ঝরনা যার থেকে আল্লাহ্‌র দাসরা পান করবে, তারা এ-ঝরনাকে যেখানে ইচ্ছা বওয়াতেও পারবে। ৭. তারা তাদের মানত পূর্ণ করে ও সেদিনের ভয় করে যেদিন ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। ৮. খাবারের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও, তারা অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন ও বন্দিকে খাবার দান করে, ৯. আর বলে, 'কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাবার দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। ১০. আমরা ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন ও তাদেরকে দেবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। ১২. আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমি পোশাক। ১৩. সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে বসবে। তারা সেখানে খুব গরম বা খুব শীত বোধ করবে না। ১৪. তাদের ওপর থাকবে পাশের (গাছের) ছায়া ও তার ফলগুলো ঝুঁকে থাকবে নিচের দিকে।

১৫. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে, ১৬. রজতশুভ্র স্ফটিকপাত্রে, আর পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। ১৭. সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে *জানজাবিলের* পানিমিশ্রিত এক পানীয়, ১৮. সেখানে থাকবে *সালসাবিল* নামক এক ঝরনা। ১৯. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা, যাদেরকে দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তো। ২০. তুমি যখন সেখানে তাকাবে, দেখতে পাবে পরম সুখের এক বিশাল রাজ্য।

২১. তাদের আভরণ হবে সূক্ষ্ম বা মোটা সবুজ রেশম। তাদেরকে পরানো হবে রুপার কঙ্কণ। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। ২২. বলা হবে, 'এ তোমাদের পুরস্কার আর তোমাদের কর্মের স্বীকৃতি।'

॥ ২ ॥

২৩. আমি পর্যায়ক্রমে তোমার ওপর কোরান অবতীর্ণ করেছি। ২৪. অতএব তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করো এবং ওদের মধ্যে যে

পাপিষ্ঠ বা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য কোরো না। ২৫. আর তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো। ২৬. তুমি রাত্রিতে তাঁর কাছে সিজদায় মাথা নত করো ও রাত্রির বেশির ভাগ সময় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

২৭. ওরা সহজলভ্য পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা ক'রে চলে। ২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গঠন মজবুত করেছি, এবং আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের স্থলে তাদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।

২৯. এ এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। ৩০. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। ৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি।

AMARBOI.COM

৭৭ সুরা মুরসালাত

রুকু : ২ আয়াত : ৫০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ (সেই বায়ুর যাদের) একের পর এক আলতো ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়, ২. যারা ঝড়ের বেগে ধেয়ে যায়!

৩. শপথ তাদের যারা উড়িয়ে নিয়ে যায় ৪. ও ছড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে, ৫. তারপর পাঠায় এক অনুশাসন! ৬. যাতে ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে ও তোমরা সতর্ক হও।

৭. তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসবেই। ৮. যখন তারার আলো যাবে নিভে, ৯. যখন আকাশ পড়বে ফেটে, ১০. যখন তুলো-ধোনা হবে পাহাড় ১১. এবং রসুলদের উপস্থিত করা হবে নির্দিষ্ট সময়ে। ১২. সে কোনদিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে? ১৩. বিচারদিনের জন্য।

১৪. বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? ১৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করি নি? ১৭. আমি পরবর্তীদেরকে পূর্ববর্তীদের মতোই ধ্বংস করব। ১৮. অপরাধীদের প্রতি আমি এমনই ক'রে থাকি। ১৯. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করি নি? ২১. তারপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ আধারে ২২. এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; ২৩. আমি তাকে গঠন করেছি মাত্রা অনুযায়ী। আমি তো নিপুণ স্রষ্টা।

২৪. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ২৫. আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করি নি ধারণীরূপে, ২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য? ২৭. আমি সেখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা, আর তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

২৮. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ২৯. (বলা হবে), 'তোমরা যাকে অস্বীকার করতে তারই দিকে চলো। ৩০. চলো ত্রিশাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, ৩১. যে-ছায়া ছায়াও দেয় না এবং আগুনের তাপ থেকেও রক্ষা করে না, ৩২. বরং উৎক্ষেপ করে দুর্গের মতো স্ফুলিঙ্গ, ৩৩. যেন (লম্ফমান) এক হলুদ উটের সারি।

৩৪. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ৩৫. এ এমন এক দিন যেদিন কারও মুখে কথা ফুটবে না, ৩৬. আর কাউকে দোষক্ষালনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ৩৮. সেদিন বলা হবে, 'এই সে বিচারের দিন, আমি তোমাদের আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্র করেছি।' ৩৯. তোমাদের কোনো কায়দা থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো। ৪০. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে!

॥ ২ ॥

৪১. সাবধানিরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাবহুল স্থানে, ৪২. তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। ৪৩. (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করো।' ৪৪. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ৪৬. তোমরা পানাহার করো আর ভোগ ক'রে নাও কিছুদিনের জন্য, তোমরা তো অপরাধী।

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৪৮. যখন ওদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনত হও' ওরা বিনত হয় না।

৪৯. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! ৫০. সুতরাং এরপর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?

AMARBOI.COM

৭৮ সুরা নাবা

রুকু : ২ আয়াত : ৪০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. ওরা পরস্পরকে কী জিজ্ঞাসা করছে? ২. সেই মহাসংবাদ সম্বন্ধে, ৩. যে-বিষয়ে
তারা একমত হতে পারে না? ৪. তারা তা শীঘ্রই জানতে পারবে; ৫. অবশ্য-
অবশ্যই তারা জানতে পারবে।

৬. আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃত করি নি, ৭. আর পর্বতকে করি নি
কীলকস্বরূপ? ৮. আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। ৯. আমি
বিশ্রামের জন্য তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি, ১০. রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ,
১১. এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। ১২. আমি তোমাদের ওপরে
সুস্থিত সপ্ত (আকাশ) নির্মাণ করেছি ১৩. এবং প্রোজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করেছি। ১৪.
আমি মেঘমালা হতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করি, ১৫. তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য,
উদ্ভিদ ১৬. ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান।

১৭. বিচারদিন নির্ধারিত আছে। ১৮. সেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে ও
তোমরা দলেদলে জমায়েত হবে। ১৯. আকাশ ফেটে গিয়ে সেখানে বহু ফাটল
দেখা দেবে। ২০. আর পাহাড়-পর্বত উন্মূলিত হয়ে মরীচিকার মতো দেখাবে।

২১. (সেদিন) জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে। ২২. তা হবে সীমালঙ্ঘনকারীদের
আশ্রয়স্থল, ২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধ'রে থাকবে। ২৪. সেখানে ওরা কোনো
ঠাণ্ডা জিনিস ভোগ করবে না, পানীয়ও নয়, ২৫. স্বাদ নেবে কেবল ফুটন্ত পানি ও
পুঁজের। ২৬. এটাই উপযুক্ত প্রতিফল, ২৭. কারণ ওরা হিসাবের ভয় পেত না ২৮.
আর ওরা জোরের সাথে আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২৯. সবকিছুই আমি
লিখে রেখেছি, ৩০. সুতরাং স্বাদ নাও; তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করা হবে।

॥ ২ ॥

৩১. সাবধানিদের জন্য আছে সাফল্য, ৩২. বাগান, দ্রাক্ষা, ৩৩. সমবয়স্কা নারী
৩৪. ও পূর্ণ পানপাত্র। ৩৫. সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। ৩৬. এ
পুরস্কার, যথার্থ দান তোমার প্রতিপালকের, ৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশ, পৃথিবী
ও দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি করুণাময়, যাঁর সঙ্গে কারও কথা বলার শক্তি
নেই।

AMARBOI.COM

৩৮. সেদিন রুহ্ (জিবরাইল) ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে।
৩৯. এদিন (যে আসবে তা) সুনিশ্চিত; অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।

৪০. আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অবিশ্বাস করেছিল সে বলবে 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম!'

AMARBOI.COM

৭৯ সুরা নাজিআত

রুকু : ২   আয়াত : ৪৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তাদের যারা ডুবে (বা জোরে) টানে (দুর্জনের প্রাণ)!

২. শপথ তাদের যারা (সজ্জনের প্রাণের) গেরো খোলে ধীরে!

৩. শপথ তাদের যারা সহজ গতিতে ভেসে যায়!

৪. শপথ তাদের যারা হঠাৎ থেমে যায়!

৫. আর শপথ তাদের যারা পরিচালনা করে প্রত্যেক ঘটনা!

৬. যেদিন প্রথম গর্জনের ৭. অনুসরণ করবে দ্বিতীয় গর্জন, ৮. সেদিন হৃদয়
হবে ভীত-কম্পিত ৯. ও চক্ষু ভারাক্রান্ত। ১০. তারা বলবে, 'আমাদেরকে কি
আগের অবস্থায় ফেরানো হবে, ১১. হাড়গুলো পচে যাওয়ার পরও?' ১২. বলবে,
'এ ফিরে যাওয়া তো হবে সর্বনাশা!' ১৩. কিন্তু এ একটিমাত্র নির্ঘোষ, ১৪. আর
দেখো, তারা জেগে উঠবে।

১৫. মুসার কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১৬. তার প্রতিপালক পবিত্র
তোয়া উপত্যকায় তাকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন, ১৭. 'ফেরাউনের কাছে যাও,
সে সীমালঙ্ঘন করেছে। ১৮. আর ওকে বলো, 'তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা
আছে? ১৯ আমি তো তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালনা করতে চাই
যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।'

২০. তারপর মুসা তাকে মহানিদর্শন দেখাল, ২১. কিন্তু সে (ফেরাউন) তা
অস্বীকার ও বিদ্রোহ করল। ২২. তারপর সে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে ২৩. সকলকে
ডাকল এবং তাদেরকে সমবেত ক'রে ঘোষণা করল, ২৪. 'আমিই তোমাদের
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

২৫. তারপর আল্লাহ্ ওকে ইহলোকে ও পরলোকে কঠিন শাস্তি দেন। ২৬. যে
ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শেখার রয়েছে।

॥ ২ ॥

২৭. তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন, না আকাশের, তিনি যা নির্মাণ করেছেন? ২৮.
তিনি একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। ২৯. তিনিই রাত্রিকে অন্ধকারে ছেয়ে
রেখেছেন ও দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যের আলো। ৩০. তারপর তিনি পৃথিবীকে
বিস্তৃত করেছেন। ৩১. তার থেকে ঝরনা ও চারণভূমি বের করেছেন ৩২. এবং
পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। ৩৩. (এ-সমস্ত) তোমাদের ও তোমাদের
আনআমের (গবাদিপশুর) ভোগের জন্য।

৩৪. তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে ৩৫. (তখন) মানুষ যা করেছে
তা সে স্মরণ করবে। ৩৬. আর সকলের নিকট জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে।

AMARBOI.COM

৩৭. তখন যে সীমালঙ্ঘন করেছে ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে ৩৯. জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। ৪০. অপরদিকে যে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করেছে ও খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে ৪১. তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

৪২. ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন ঘটবে?' ৪৩. তোমার কী বলার আছে এ-ব্যাপারে? ৪৪. এর চূড়ান্ত (সিদ্ধান্ত) তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। ৪৫. তুমি তো একজন সতর্ককারী—তার জন্য যে একে ভয় করে। ৪৬. যেদিন ওরা এ প্রত্যক্ষ করবে (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা (পৃথিবীতে) কাটিয়েছিল মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল।

AMARBOI.COM

৮০ সুরা আ'বাসা

রুকু : ১ আয়াত : ৪২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. সে (মুহাম্মদ) ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল, ২. কারণ তার কাছে এক অন্ধ এসেছিল। ৩. তুমি ওর সম্বন্ধে কী জান? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত ৪. বা উপদেশ নিত ও উপদেশ থেকে উপকার পেত?

৫. যে নিজেকে বড় ভাবে ৬. বরং তার প্রতি তোমার মনোযোগ! ৭. যদি সে নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে, তবে তাতে তোমার কোনো দোষ হ'ত না। ৮. অথচ যে কিনা তোমার কাছে ছুটে এল, ৯. আর এল ভয়ে-ভয়ে, ১০. তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে! ১১. কক্ষনো (তুমি এমন করবে) না, এ এক উপদেশবাণী, ১২. যার ইচ্ছা এ গ্রহণ করবে। ১৩. এ আছে মহান, ১৪. উচ্চমর্যাদাশীল, পবিত্র কিতাবে ১৫. (যা) এমন লিপিকারের হাতে (লেখা) ১৬. যে সম্মানিত ও পূতচরিত্র।

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ।

১৮. তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন, ২০. তারপর তার বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন, ২১. তারপর তার জন্য পথ সহজ ক'রে দেন, তারপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন। ২২. এরপর যখন ইচ্ছা, তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। ২৩. না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পালন করে নি।

২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক, ২৫. (কেমন ক'রে) আমি প্রচুর বারিবর্ষণ করি, ২৬. তারপর ভূমিকে বিদীর্ণ করি ২৭. এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি ২৮. শস্য, আঙুর, শাকসবজি, ২৯. জয়তুন, খেজুর, ৩০. গাছগাছালির বাগান, ৩১. ফল ও গবাদির খাদ্য। ৩২. এ তোমাদের ও তোমাদের *আনআমের* ভোগের জন্য।

৩৩. যেদিন মহানাদ (কিয়ামত) আসবে, ৩৪. (সেদিন) মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে; ৩৫. মাতা, পিতা, ৩৬. স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। ৩৭. সেদিন ওরা প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না ক'রে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ৩৮. সেদিন অনেকের মুখ হবে উজ্জ্বল ৩৯. ও হাসিখুশি। ৪০. আর অনেকের মুখ হবে ধূলিধূসর ৪১. ও কালিমাচ্ছন্ন। ৪২. তারাই অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতকারী।

AMARBOI.COM

৮১ সুরা তাক্‌ভির

রুকু : ১ আয়াত : ২৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. সূর্য যখন গোটানো হবে, ২. যখন নক্ষত্র খ'সে পড়বে, ৩. যখন পাহাড়গুলো সরানো হবে, ৪. পূর্ণ গর্ভবতী উট পরিত্যক্ত হবে, ৫. যখন বন্য পশুদের একত্র করা হবে, ৬. যখন সমুদ্র স্ফীত হবে, ৭. যখন দেহে আবার আত্মা যোগ করা হবে, ৮. জীবন্ত-কবর-দেওয়া কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, ৯. 'কী দোষে ওকে হত্যা করা হয়েছিল?' ১০. যখন (হিসাবের) কিতাব খোলা হবে, ১১. যখন আকাশের ঢাকনা সরানো হবে, ১২. যখন জাহান্নামে আগুন উসকানো হবে, ১৩. আর যখন জান্নাতকে কাছে আনা হবে, ১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে।

১৫. শপথ (সেই গ্রহ-নক্ষত্রের) যারা লুকোচুরি খেলে, ১৬. ছুটোছুটি করে আর অস্ত যায়! ১৭. শপথ রাত্রির শেষের ১৮. ও ঊষার নিশ্বাসের! ১৯. সত্যই একথা ২০. এক সম্মানিত বার্তাবাহকের, যে শক্তিধর, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাসম্পন্ন; ২১. যার আজ্ঞা সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

২২. আর (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয়। ২৩. সে তো ওকে (ফেরেশতাকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে। ২৪. সে অদৃশ্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না। ২৫. আর এ তো অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়! ২৬. সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছ? ২৭. এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। ২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। ২৯. বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।

AMARBOI.COM

৮২ সুরা ইন্‌ফিতার

রুকু : ১ আয়াত : ১৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. যখন আকাশ ফেটেফুটে খুলে যাবে, ২. যখন তারাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে, ৩. যখন সমুদ্র উথলে উঠবে, ৪. যখন কবরগুলো উলটানো হবে, ৫. তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কী পাঠিয়েছিল, আর পেছনে কী রেখে এসেছে।

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুঠাম ও সুসমঞ্জস করেছেন। ৮. তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। ৯. না (বিভ্রান্তির কিছুই নেই), তবু তোমরা বিচারদিনকে অস্বীকার কর। ১০. তোমাদেরকে লক্ষ করার জন্য আছে ১১. *কিরামান কাতেবিন* (সম্মানিত লিপিকর)। ১২. ওরা জানে তোমরা যা কর। ১৩. সুকৃতিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে ১৪. ও দুষ্কৃতকারীরা গনগনে আগুনে। ১৫. বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। ১৬. সেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না।

১৭. আর বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? ১৮. (আবার বলি,) বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? ১৯. সেই একদিন, যেদিন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। যেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

AMARBOI.COM

৮৩ সুরা মুতাফ্‌ফিফিন

রুকু : ১ আয়াত : ৩৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়, ২. যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পুরো মাত্রায় নেয়, ৩. আর যখন লোকদেরকে মেপে বা ওজন ক'রে দেয় তখন কম ক'রে দেয়!

৪. ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদেরকে আবার ওঠানো হবে ৫. সেই মহাদিনে ৬. যেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? ৭. না, দুষ্কৃতকারীদের কৃতকর্ম তো থাকবে *সিজ্জিন*-এ। ৮. সিজ্জিন সম্পর্কে তুমি কী জান? ৯. এ এক লিখিত কর্মবিবরণী।

১০. সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের ১১. যারা বিচারদিনকে অস্বীকার করে। ১২. প্রত্যেক পাপীষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীই কেবল এ অস্বীকার করে, ১৩. তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা।' ১৪. এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে।

১৫. সেদিন তো ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। ১৬. তারপর ওরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। ১৭. তারপর বলা হবে, 'এ-ই সেই যা তোমরা অস্বীকার করতে।'

১৮. অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে *ইল্লিইন*-এ। ১৯. *ইল্লিইন* সম্পর্কে তুমি কী জান? ২০. এ এক লিখিত কর্মবিবরণী ২১. যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) এ দেখবে।

২২. সুকৃতিকারীরা তো পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। ২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে ব'সে দেখবে। ২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি। ২৫. তাদেরকে মোহর করা (পাত্র) থেকে পবিত্র সুরা পান করানো হবে, ২৬. কস্তুরি দিয়ে যা মোহর করা থাকবে। যারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে চায় তারা প্রতিযোগিতা করুক। ২৭. তাতে মেশানো হবে *তসনিম* ঝরনার পানি, ২৮. যা থেকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

২৯. দুষ্কৃতকারীরা বিশ্বাসীদেরকে হাসিঠাট্টা করত ৩০. এবং তারা যখন ওদের কাছ দিয়ে যেত তখন পরস্পর বাঁকা চোখে ইশারা করত। ৩১. ওরা যখন ওদের নিজেদের লোকদের মধ্যে ফিরে আসত তখন উল্লসিত হয়ে ফিরত ৩২. আর যখন ওরা তাদেরকে (বিশ্বাসীদের) দেখত তখন বলত, 'এরাই তো পথভ্রষ্ট।'

৩৩. অথচ ওদেরকে তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তত্ত্বাবধায়ক ক'রে পাঠানো হয় নি। ৩৪. আজ বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করছে, ৩৫. তাদেরকে লক্ষ করছে উঁচু আসন থেকে। ৩৬. (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে,) 'অবিশ্বাসীরা যা করত তার প্রতিফল পেল তো!'

AMARBOI.COM

৮৪ সুরা ইনশিকাক্

রুকু : ১ আয়াত : ২৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে

১. আকাশ যখন ফেটে পড়বে ২. তার প্রতিপালকের কথা শুনে, আর তা (শোনাই
তো তার) কর্তব্য! ৩. আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ৪. এবং পৃথিবী
তার ভেতরে যা আছে তা বের ক'রে নিজেকে শূন্য করবে ৫. এবং শুনবে তার
প্রতিপালকের কথা, আর তা (শোনাই তো তার) কর্তব্য! ৬. হে মানুষ! তোমাকে
তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছতে কঠোর সাধনা করতে হবে। তারপর তুমি
তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।

৭. যাকে তার (হিসাবের) কিতাব ডান হাতে দেওয়া হবে ৮. তার
হিসাবনিকাশ সহজেই হয়ে যাবে ৯. এবং সে খুশি মনে তার আপনজনদের কাছে
ফিরে যাবে। ১০. আর যাকে তার (হিসাবের) কিতাব তার পিঠের পেছন দিক
থেকে দেওয়া হবে, ১১. সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে ১২. ও জাহান্নামে
প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার আপনজনের মধ্যে নিশ্চিন্তে ছিল ১৪. এবং ভাবত যে
সে কখনোই আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে না। ১৫. কিন্তু তার প্রতিপালক তো তার
উপর নজর রেখেছিলেন।

১৬. আমি শপথ করি গোধূলির, ১৭. আর রাত্রির এবং তাকে যে ঢেকে দেয়
তার; ১৮. আর শপথ করি চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ! ১৯. তোমরা নিশ্চয় এক স্তর
থেকে আরেক স্তরে বিচরণ করবে।

২০. সুতরাং ওদের কী হল যে ওরা বিশ্বাস করে না? ২১. যখন ওদের কাছে
কোরান আবৃত্তি করা হয় তখন কেন ওরা সিজদা করে না? [সিজদা]। ২২. না,
অবিশ্বাসীরা (তা) অস্বীকার করে। ২৩. আর তারা অন্তরে যা গোপন করে আল্লাহ্
তা ভালো করেই জানেন। ২৪. সুতরাং ওদেরকে কষ্টকর শাস্তির সংবাদ দাও; ২৫.
কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তো (রয়েছে) অশেষ
পুরস্কার।

AMARBOI.COM

৮৫ সুরা বুরুজ

রুকু : ১ আয়াত ২২

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ রাশিচক্রবিশিষ্ট আকাশের! ২. শপথ প্রতিশ্রুত দিনের! ৩. শপথ সাক্ষ্যদাতার ও যার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার! ৪. অভিশপ্ত হয়েছিল (অগ্নিকুণ্ডের) লোকেরা, ৫. ওরা ইন্ধন সংযোগ ক'রে ৬. তার (অগ্নিকুণ্ডের) পাশে ব'সে থাকত ৭. এবং দেখত বিশ্বাসীদের ওপর তারা যে অত্যাচার করত। ৮. ওরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরম শক্তিমান, পরম প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌য়, ৯. যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। ১০. যারা বিশ্বাসী নরনারীকে নির্যাতন করেছে ও তারপর তওবা করে নি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর দহনযন্ত্রণা। ১১. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে। এ-ই মহাসাফল্য। ১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন। ১৩. তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। ১৪. আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; ১৫. সম্মানিত আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।

১৭. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে ফেরাউন ও সামুদের ১৮. সৈন্যবাহিনীর (কথা)? ১৯. তার পরও অবিশ্বাসীরা মিথ্যা আরোপ করে। ২০. আর আল্লাহ্ পেছন থেকে ওদেরকে ঘিরে রাখেন। ২১. না, এ তো সম্মানিত কোরান, ২২. যা রয়েছে *লওহে মাহফুজে* [সংরক্ষিত ফলকে]।

AMARBOI.COM

৮৬ সুরা তারিক

রুকু : ১ আয়াত : ১৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ আকাশের ও রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার! ২. তুমি কি জান যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয়? ৩. সে তো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৪. প্রত্যেক সত্তার এক তত্ত্বাবধায়ক আছে। ৫. সুতরাং মানুষ বোঝার চেষ্টা করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। ৭. এ নির্গত হয় *সুলব* (মেরুদণ্ড, নরের যৌনদেশ অর্থে) ও *তারাইব* (পঞ্জর, নারীর যৌনদেশ অর্থে)-এর মিলনে। ৮. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

৯. যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে, ১০. সেদিন তার কোনো সামর্থ্য ও সাহায্যকারী থাকবে না।

১১. আর শপথ আকাশের যা বৃষ্টিকে ধারণ করে!

১২. আর শপথ পৃথিবীর যা বিদীর্ণ হয়!

১৩. এ (কোরান) তো (সত্য ও মিথ্যার) মীমাংসা, ১৪. আর এ প্রহসন নয়।

১৫. ওরা ভীষণ কৌশল করবে, ১৬. আর আমিও ভীষণ কৌশল করব। ১৭. সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দাও। ওদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও।

AMARBOI.COM

৮৭ সুরা আ'লা

রুকু : ১ আয়াত : ১৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো, ২. যিনি
সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন, ৩. যিনি বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী
গঠন করেন, তারপর পথের হদিস দেন, ৪. আর যারা চ'রে খায় তাদের জন্য তৃণ
উৎপন্ন করেন, ৫. পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

৬. আমি তোমাকে আবৃত্তি করাব যাতে তুমি ভুলে না যাও, ৭. আল্লাহ্ যা
ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ করা হয়েছে ও যা প্রকাশ
করা হয় নি।

৮. আমি তোমার জন্য পথ সহজতম ক'রে দিয়েছি। ৯. সুতরাং তুমি উপদেশ
দাও, যদি সে উপদেশ কাজে লাগে।

১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ১১. যে নিতান্তই হতভাগ্য সে
তা উপেক্ষা করবে। ১২. সে মহাআগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. তারপর সেখানে সে
মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না।

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র ১৫. আর যে তার প্রতিপালকের
নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে। ১৬. তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও স্থায়ী।

১৮. এ তো (লেখা) আছে পূর্বের গ্রন্থে, ১৯. ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে।

AMARBOI.COM

৮৮ সুরা গা'শিয়া

রুকু : ১ আয়াত : ২৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তোমার কাছে তো কিয়ামতের সংবাদ এসেছে। ২. সেদিন অনেকেরই মুখমণ্ডল হবে অবনত, ৩. ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। ৪. ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ৫. ওদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পান করানো হবে। ৬. ওদের জন্য কোনো খাদ্য থাকবে না, শুকনো কাঁটা ছাড়া; ৭. যা ওদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ওদের খিদেও মেটাবে না।

৮. সেদিন অনেকের মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল, ৯. নিজ কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। ১০. (থাকবে তারা) সুমহান জান্নাতে, ১১. যেখানে ওরা অসার কথা শুনবে না, ১২. সেখানে ঝরনা বইবে। ১৩. (সেখানে থাকবে) উঁচু মর্যাদার আসন, ১৪. প্রস্তুত পানপাত্র, ১৫. সারিসারি তাকিয়া ১৬. আর বিছানো গালিচা।

১৭. তবে কি ওরা লক্ষ করে না, উট কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? ১৮. কীভাবে আকাশ উর্ধ্বে রাখা হয়েছে? ১৯. পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত ক'রে দাঁড় করানো হয়েছে, ২০. আর পৃথিবীকে কীভাবে সমান করা হয়েছে?

২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, ২২. ওদের কর্মের নিয়ন্তা নও।

২৩. কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও অবিশ্বাস করলে ২৪. আল্লাহ্ ওদেরকে মহাশাস্তি দেবেন।

২৫. ওদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। ২৬. তারপর ওদের হিসাবনিকাশ আমারই কাজ।

AMARBOI.COM

৮৯ সুরা ফাজ্‌র

রুকু : ১ আয়াত : ৩০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ উষার! ২. শপথ দশ রাত্রির! ৩. শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড়!

৪. আর শপথ রাত্রির যখন তা শেষ হয়ে আসে! ৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

৬. তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, ৭. যার সমতুল্য কোনো দেশে তৈরি হয় নি? ৮. আর সামুদদের ওপর? ৯. যারা কুরা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল?

১০. আর বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের ওপর? ১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল ১২. ও সেখানে অশান্তি বাড়িয়েছিল। ১৩. তারপর তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। ১৪. তোমার প্রতিপালক তো সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

১৫. মানুষ এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।' ১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন জীবনের উপকরণ কমিয়ে তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করে দিলেন।'

১৭. না, আসলে তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, ১৮. তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, ১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে-যাওয়া ধনসম্পদ পুরো খেয়ে ফেল, ২০. আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাস।

২১. না, এ সংগত নয়। পৃথিবী যখন চূর্ণবিচূর্ণ হবে, ২২. আর যখন তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, আর সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এ-স্মরণ তার কী কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার এ-জীবনের জন্য যদি আগে থেকে কিছু সৎকর্ম ক'রে রাখতাম!'

২৫. সেদিন তাঁর (আল্লাহ্‌র) শাস্তির মতো শাস্তি দেবার কেউ থাকবে না, ২৬. আর তাঁর মতো শক্ত বাঁধনে বাঁধবার কেউ থাকবে না।

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, (নিজে) সন্তুষ্ট হও ও (তাঁকে) সন্তুষ্ট করো। ২৯. আমার দাসদের শামিল হও ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

AMARBOI.COM

৯০ সুরা বালাদ

রুকু : ১   আয়াত : ২০

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ এ-নগরের, ২. যখন তুমি এ-নগরের অধিবাসী! ৩. শপথ জনকের ও তার জাতকের!

৪. আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর ক'রেই সৃষ্টি করেছি। ৫. সে কি মনে করে যে কেউ কখনও তাকে কাবু করতে পারবে না? ৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি।'

৭. সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখে নি? ৮-৯. আমি কি তাকে দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোঁট দিই নি? ১০. আর দুটো পথই কি আমি তাকে দেখাই নি? ১১. সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নি।

১২. তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কী? ১৩. সে হচ্ছে, দাসমুক্তি ১৪-১৫. কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান এতিম আত্মীয়কে ১৬. বা দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে; ১৭. তার ওপর তাদের শামিল হওয়া যারা বিশ্বাস করে, পরস্পরকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয় ও উপদেশ দেয় দয়াদাক্ষিণ্যের। ১৮. এরাই তো ডান হাতের সঙ্গী।

১৯. আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই বামদিকের লোক, ২০. যাদেরকে আগুন ঘিরে ফেলবে, (ফলে) ওদের বের হওয়ার উপায় থাকবে না।

AMARBOI.COM

৯১ সুরা শামস্‌

রুকু : ১　আয়াত : ১৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ সূর্যের ও তার কিরণের! ২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর দেখা দেয়!

৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে! ৪. শপথ রজনীর যখন সে তাকে ঢেকে ফেলে!

৫. শপথ আকাশের আর তাঁর যিনি তাকে তৈরি করেছেন! ৬. শপথ পৃথিবীর আর তাঁর যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন!

৭. শপথ মানুষের ও তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, ৮. যিনি তাকে তার মন্দ কাজ ও ভালো কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। ৯. যে নিজেকে পবিত্র করবে সে-ই সফল হবে, ১০. আর যে নিজেকে কলুষিত করবে সে-ই ব্যর্থ হবে।

১১. অবাধ্যতায় সামুদেরা তাদের (নবির ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১২. ওদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা লোকটা যখন তৎপর হয়ে উঠল, ১৩. তখন আল্লাহ্‌র রসুল ওদেরকে বলল, 'এ আল্লাহ্‌র মাদি উট, আর ওকে পানি পান করতে দাও।' ১৪. কিন্তু ওরা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করল ও তাকে কেটে ফেলল। ওদের পাপের জন্য ওদের প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে ধ্বংস ও একাকার ক'রে দিলেন। ১৫. আর এর পরিণামের জন্য (আল্লাহ্‌র) আশঙ্কা করার কিছু নেই।

AMARBOI.COM

৯২ সুরা লাইল

রুকু : ১ আয়াত : ২১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ রাত্রির যখন সে ঢেকে ফেলে! ২. আর শপথ দিনের যখন সে আলোয় উজ্জ্বল!

৩. আর শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন!

৪. তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টার তো বিভিন্ন গতি। ৫. তাই কেউ দান করলে, সাবধানি হলে ৬. ও যা ভালো তা গ্রহণ করলে ৭. আমি তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সহজ ক'রে দেব।

৮. আর কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ৯. ও যা ভালো তা বর্জন করলে ১০. তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ ক'রে দেব ১১. এবং যখন তার পতন ঘটবে তখন ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।

১২. আর কাজ তো কেবল পথের নির্দেশ দেওয়া।

১৩. আর আমিই (মালিক) ইহকাল ও পরকালের।

১৪. আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দিয়েছি। ১৫. সেখানে সে-ই প্রবেশ করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, ১৬. যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭. তার থেকে দূরে রাখা হবে সেই সাবধানিকে ১৮. যে ধনসম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, ১৯. আর কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, ২০. কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ২১. সে তো সন্তুষ্ট হবেই।

AMARBOI.COM

৯৩ সুরা দোহা

রুকু : ১ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ দিনের প্রথম প্রহরের! ২. আর শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে।!

৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যান নি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্টও নন।

৪. তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো।

৫. তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।

৬. তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি, আর তোমাকে আশ্রয় দেন নি?

৭. তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেন নি?

৮. তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেন নি?

৯. সুতরাং তুমি পিতৃহীনদের প্রতি কঠোর হয়ো না, ১০. আর যে সাহায্য চায় তাকে ভর্ৎসনা কোরো না, ১১. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো।

AMARBOI.COM

৯৪ সুরা ইন্‌শিরাহ্

রুকু : ১ আয়াত : ৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করি নি?

২. আমি হালকা করেছি তোমার ভার ৩. যা ছিল তোমার জন্য খুব কষ্টকর।

৪. আর আমি তোমার স্মরণকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। ৫. তাই কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে। ৬. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে।

৭. অতএব যখন অবসর পাও তখন পরিশ্রম করো, ৮. আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

৯৫ সুরা তিন

রুকু : ১ আয়াত : ৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তিন (ডুমুর) ও জায়তুন (জলপাই)-এর! ২. আর শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের ৩. আর শপথ এ-নিরাপদ নগরীর!

৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে। ৫. তারপর তাকে আমি হীনাদপি হীনে পরিণত করি, ৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে; তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

৭. এর পরও কিসে তোমাকে বিচারদিনকে অস্বীকার করায়?

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬ সুরা আলাক

রুকু : ১ আয়াত : ১৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আবৃত্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে।

৩. আবৃত্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

৬. বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন ক'রেই থাকে, ৭. কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

৮. প্রত্যাবর্তন তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই।

৯. তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে ১০. বান্দাকে (মানুষকে) যখন সে নামাজ আদায় করে?

১১. তুমি কি লক্ষ করেছ সে সৎপথে আছে ১২. ও সংযমী হতে বলে,

১৩. নাকি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?

১৫. না, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তার মাথার সামনের চুল ধ'রে তাকে টান দেব ১৬.—মিথ্যাচারী, জ্ঞানপাপীর চুল ধ'রে। ১৭. অতএব সে তার দোসরদেরকে ডাক দিক! ১৮. আমিও ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।

১৯. ওর আচরণ ভালো নয়। তুমি ওকে অনুসরণ কোরো না। তুমি সিজদা করো, আর আমার কাছে এসো। [সিজদা]

AMARBOI.COM

৯৭ সুরা কাদর

রুকু : ১ আয়াত : ৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আমি এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি *লায়লাতুল কাদ্‌রে* (মহিমার রাত্রিতে)।

২. মহিমার রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কী জান?

৩. মহিমার রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৪. সে-রাত্রে প্রত্যেক কাজে ফেরেশতারা ও রুহ্ (জিবরাইল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে।

৫. এ শান্তি! উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

AMARBOI.COM

৯৮ সুরা বাইয়িনা

রুকু : ১ আয়াত : ৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা নিজ নিজ মতে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল সুস্পষ্ট প্রমাণ,

২. আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক রসুল যে আবৃত্তি করে পবিত্র কিতাব

৩. যাতে আছে সরল বিধান।

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর উপাসনা করতে, নামাজ আদায় করতে এবং জাকাত দিতে। এ-ই তো সরল ধর্ম।

৬. কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে, ওরাই তো সৃষ্টির অধম।

৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই সৃষ্টির সেরা।

৮. তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে তাদের পুরস্কার, স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৯. আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ তো তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

৯৯ সুরা জাল্‌জালা

রুকু : ১ আয়াত : ৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. পৃথিবী যখন তার আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে!

২. যখন পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে!

৩. আর মানুষ বলবে, 'এর এ কী হল?'

৪. সেদিন (পৃথিবী) তার খবর বয়ান করবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বের হবে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়।

৭. কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে

৮. আর কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও সে দেখবে।

১০০ সুরা আদিয়াত

রুকু : ১ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তাদের যারা ছোটে হাঁপাতে হাঁপাতে,

২. আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে,

৩. সকালের হামলায়,

৪. ধুলো উড়িয়ে,

৫. ঢুকে পড়ে একসাথে!

৬. মানুষ তো তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৭. আর সে তো এ-বিষয়ে নিজেই তার সাক্ষী।

৮. আর সে তো ধনসম্পদের লালসায় মেতে আছে।

৯. তবে সে কি জানে না সেই সময় সম্পর্কে যখন কবরে যা আছে তা ওঠানো হবে

১০. আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?

১১. আর সেদিন ওদের কী ঘটবে ওদের প্রতিপালক অবশ্যই তা ভালো ক'রেই জানেন।

AMARBOI.COM

১০১ সুরা কারিয়া

রুকু : ১ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. মহাপ্রলয়! ২. মহাপ্রলয় কী? ৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান? ৪. সেদিন মানুষ বাতির পোকার মতো বিক্ষিপ্ত হবে। ৫. আর পাহাড়গুলো ধুনিত হবে রঙিন পশমের মতো। ৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে ৭. সে তো পাবে সুখ ও শান্তির জীবন, ৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে ৯. তার জায়গা হবে *হাবিয়া।* ১০. সে কী, তুমি কি তা জান? ১১. (সে) এক গনগনে আগুন।

১০২ সুরা তাকাসুর

রুকু : ১ আয়াত : ৮

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখে, ২. যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও।

৩. এ ঠিক নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে। ৪. আবার বলি, এ ঠিক নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৫. তোমাদের যদি সঠিক জ্ঞান থাকত! ৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। ৭. আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।

৮. তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম-উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

AMARBOI.COM

১০৩ সুরা আসর

রুকু : ১ আয়াত : ৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. মহাকালের শপথ! ২. মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত,

৩. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪ সুরা হুমাজা

রুকু : ১ আয়াত : ৯

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে,
২. যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, ৩. ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর
ক'রে রাখবে।
৪. কখনও না। তাকে তো ফেলা হবে *হুতামায়।* ৫. *হুতামা* কী, তুমি কি তা
জান? ৬. এ আল্লাহ্‌রই প্রজ্বলিত হুতাশন
৭. যা হৃৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে ৮. ওদেরকে বেঁধে রাখবে ৯. দীর্ঘায়িত
স্তম্ভে।

AMARBOI.COM

১০৫ সুরা ফিল

রুকু : ১ আয়াত : ৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন?
২. তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি?
৩. ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন,
৪. যারা ওদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিল।
৫. তারপর তিনি ওদেরকে (জন্তুজানোয়ারের) খাওয়া ভুসির মতো ক'রে
ফেলেন।

১০৬ সুরা কুরাইশ

রুকু : ১ আয়াত : ৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. কুরাইশদের সংহতির জন্য,

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের সংহতির জন্য,

৩. তাদের উপাসনা করা উচিত এই (কা'বা) গৃহের প্রতিপালকের,

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দান করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন ভয়ভীতি থেকে।

১০৭ সুরা মাউন

রুকু : ১ আয়াত : ৭

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে ধর্ম (বিচার)-কে অস্বীকার করে,

২. যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, ৩. আর অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না?

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজ আদায়কারীর, ৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন,

৬. যারা তা পড়ে লোকদেখানোর জন্য। ৭. আর যারা অপরকে (সংসারের ছোটখাটো) জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে চায় না।

AMARBOI.COM

১০৮ সুরা কাউসার

রুকু : ১ আয়াত : ৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. আমি তো তোমাকে *কাউসার* (ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ) দান করেছি।
২. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। ৩. যে তোমার দুশমন সে-ই তো নির্বংশ।

১০৯ সুরা কাফিরুন

রুকু : ১ আয়াত : ৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা!
২. আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর, ৩. আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যাঁর উপাসনা আমি করি।
৪. আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ; ৫. আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি।
৬. তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।'

AMARBOI.COM

১১০ সুরা নাসর

রুকু : ১ আয়াত : ৩

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়। ২. আর তুমি মানুষকে দলেদলে আল্লাহ্‌র ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে,

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপরবশ।

১১১ সুরা লাহাব

রুকু : ১ আয়াত : ৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে।

২. তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না।

৩. সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়, ৪. আর তার জ্বালানিভারাক্রান্ত স্ত্রীও,

৫. যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি।

AMARBOI.COM

১১২ সুরা ইখ্‌লাস

রুকু : ১ আয়াত : ৪

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. বলো, 'তিনি আল্লাহ্ (যিনি) অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ্ সবার নির্ভরস্থল।

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন নি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। ৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

১১৩ সুরা ফালাক

রুকু : ১ আয়াত : ৫

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. বলো, 'আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার,

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে; ৩. অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

৪. অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে। ৫. এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।'

AMARBOI.COM

১১৪ সুরা নাস

রুকু : ১ আয়াত : ৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে

১. বলো, 'আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধীশ্বরের,

৩. মানুষের উপাস্যের, ৪. তার কুমন্ত্রণার অমঙ্গল হতে,

৫. যে সুযোগমতো আসে ও সুযোগমতো স'রে পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, ৬. জিনের মধ্য থেকে বা মানুষের মধ্য থেকে।'

নির্ঘণ্ট

অংশীবাদ ও অংশীবাদী :
২ : ১০৫, ১৬৫-১৬৭, ২২১; ৩ : ৬৪; ৪ : ৩৬, ৪৮, ১১৬; ৫ : ৭২, ৮২; ৬ : ১, ১৯, ২১-২৪, ৪১, ৬৩-৬৪, ৭৮-৮২, ৮৮, ৯৪, ১০০-১০১, ১০৬-১১০, ১২১, ১৪৮, ১৫১; ৭ : ৩৩, ৩৬-৩৭, ১৯০-১৯৮; ৯ : ৩-৬, ২৮, ৩০-৩৩, ১১৩; ১০ : ১৮, ২৮-৩৬, ৬৬; ১১ : ১০৫-১০৮; ১৩ : ১৬, ৩৩-৩৪; ১৫ : ৯৪-৯৬; ১৬ : ১-৩, ২০-২১, ২৭, ৩৫, ৭৩-৭৪, ৮৬-৮৮, ১০০; ১৭ : ৪২, ৫৬-৫৭; ১৮ : ২৬, ৫২-৫৩; ২১ : ২১-২৭, ৩৬, ৪২-৪৩, ৯৮-১০০; ২২ : ১১-১৩, ৩০-৩১, ৭৩-৭৪; ২৩ : ৯১-৯২; ২৪ : ৩, ৫৫; ২৫ : ২-৩, ১৭-১৯, ৪৩; ২৬ : ৯১-১০৪, ২১৩; ২৭ : ৫৯-৬০; ২৮ : ৬২-৬৯, ৭৪-৭৫; ২৯ : ৮, ৪১-৪৪; ৩০ : ১৩, ৩১-৩৫, ৪০, ৪২; ৩১ : ১৩, ১৫; ৩৩ : ৭৩; ৩৪ : ২২, ২৭; ৩৫ : ১৩-১৪, ৪০; ৩৬ : ৭৪-৭৬; ৩৯ : ৩, ৬৪-৬৬; ৪০ : ৬৯-৭৫; ৪১ : ৬-৭, ৪৭-৪৮; ৪২ : ১৩, ২১; ৪৩ : ১৫-২০; ৪৪, ৪৬ : ৫-৬; ৪৮ : ৬; ৫৩ : ১৯-২৩; ৬১ : ৯; ৬৮ : ৩৭-৪১; ৯৮ : ১৬।

অকৃতজ্ঞতা : মানুষের দুঃখদৈন্য ও অকৃতজ্ঞতা দ্র.

অক্ষমার্হ পাপ : ৪ : ৪৮, ১১৬, ১৩৭-১৩৮, ১৬৭-১৬৯; ৯ : ১১৩; ৪৭ : ৩৪।

অগ্নি : ৩৬ : ৮০; ৫৬ : ৭১-৭৪।

অগ্নি উপাসক : ২২ : ১৭।

অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও শপথ : ২ : ২৭, ২২৪-২২৬; ৩ : ৭৬-৭৭; ৫ : ১, ৭, ৮৯; ৬ : ১৫২; ১৩ : ২৫; ১৬ : ৯১-৯৫; ১৭ : ৩৪; ২৩ : ৮-১১; ২৪ : ২২; ৪৮ : ১০; ৪৬ : ২; ৬৮ : ১০।

অতীত ও ভবিষ্যৎ : ১৫ : ২৪-২৫।

অতীতের উম্মত : ২ : ১৩৪।

অত্যাচার, আগ্রাসন ও প্রতিশোধ : ২ : ১৭৮, ১৯০, ১৯৪; ৫ : ৩৯, ৪৫; ৮ : ৫৮; ১৭ : ৩৩; ২২ : ৩৯, ৬০-৬২; ৪২ : ৩৯-৪৩।

নির্ঘণ্ট

অধিকার : ৪ : ৭, ৩২; ৫ : ৪৫।
অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা : আল্লাহ সর্বজ্ঞ দ্র.
অনধিকার চর্চা ও পরনিন্দা : ৪৯ : ১২; ৬৮ : ১০-১১; ১০৪ : ১।
অন্তরের ব্যাধি : ২ : ৮-১০; ৫ : ৫২; ৮ : ৪৯; ৯ : ১২৪-১২৫; ২২ : ৫৩; ২৪ : ৫০; ৩৩ : ১২, ৩২, ৬০-৬১; ৪৭ : ২০, ২৯-৩০
অন্তরের ব্যাধির প্রতিকার : ১০ : ৫৭-৫৮।
অন্তর্যামী : আল্লাহ সর্বজ্ঞ দ্র.
অন্ধ, বধির ও বোবা : ২ : ৬-৭, ১৮, ১৭১; ৬ : ২৫-২৬, ৩৯, ৪৬; ৭ : ১৭৯; ৮ : ২২-২৩; ১০ : ৪২-৪৩; ১১ : ১৮-২৪; ১৬ : ১০৭-১০৯; ১৭ : ৭২; ২৫ : ৪৪; ২৭ : ৮০-৮১; ৩০ : ৫২-৫৩; ৪১ : ৫-৭; ৪৩ : ৪০; ৪৫ : ২৩।
অন্ধকার : আলো ও অন্ধকার দ্র.।
অপচয় : ৬ : ১৪১; ৭ : ৩১।
অপনাম : ৪৯ : ১১।
অপবাদ : ৪ : ১১২; ২৪ : ৪-১০; ৩৩ : ৫৭-৫৮, ৬০-৬১; ১০৪ : ১।
অপবাদ আয়েশার বিরুদ্ধে : ২৪ : ১১-১৮, ২৩-২৬।
অপবিত্র অবস্থা : ওজু, ও তাইয়াম্মুম দ্র.।
অপব্যয় : ১৭ : ২৬-২৭।
অবস্থার পরিবর্তন : ৮ : ৫৩; ১৩ : ১১; ৮৪ : ১৬-১৯।
অবিনশ্বর ও নশ্বর : ১৬ : ৯৬; ৫৫ : ২৬-২৮।
অভিবাদন : ৪ : ৮৬, ৯৪।
অভিভাবক : ২ : ২৮২; ৩ : ২৮; ৪ : ৫-৬; ৯ : ২৩।
অভিশপ্ত : ২ : ১৫৯, ১৬১-১৬২; ৪ : ৫১-৫৫; ৫ : ৬০; ৭ : ৪৪-৪৫; ৯ : ৬৮; ১৩ : ২৫; ২৪ : ২৩; ৩৩ : ৫৭, ৬০-৬১, ৬৪-৬৮; ৪০ : ৫১-৫২।
অমিতাচার : ৫ : ৪২, ৬২; ৪৭ : ১২।
অর্জন : ২ : ২০২; ৪ : ৩২।
অর্থ : ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্র.।
অলঙ্করণ : শোভন ও সৌন্দর্য দ্র.।
অলৌকিক নিদর্শনের প্রত্যাশা : ২ : ১১৮, ২০৯-২১১; ৩ : ১৮৩; ১০ : ২০; ১৩ : ৭; ১৭ : ৫৯-৬০, ৯০-৯৩; ২১ : ১-৫; ২৯ : ৫০।
অশ্লীলতা ও পর্দা : ২ : ১৬৯; ৩ : ১৩৫; ৬ : ১৫১; ৭ : ২৭-২৮, ৩৩; ১৬ : ৯০; ১৭ : ৩২; ২৩ : ৫-৭; ২৪ : ১৯, ২১, ৩০-৩১, ৬০; ২৯ : ৪৫; ৩৩ : ৩৫, ৫৯; ৪০ : ১৯; ৪২ : ৩৬-৩৯; ৫০ : ১৬; ৫৩ : ৩২।
অসত্য কিতাব : ২ : ৭৯।

AMARBOI.COM

অসমান : ৩ : ১৬২-১৬৩; ৬ : ১২২; ১১ : ২৪; ১৩ : ১৬, ১৯; ৩২ : ১৮; ৩৫ : ৮, ১৯-২২; ৩৮ : ২৮; ৩৯ : ৯, ২২, ২৯; ৪০ : ৫৮; ৪৫ : ২১; ৪৭ : ১৪, ১৫; ৫৯ : ২০; ৬৭ : ২২; ৬৮ : ৩৫-৩৬।

অসিয়ত : ২ : ১৮০-১৮২, ২৪০; ৫ : ১০৬-১০৮।

অহংকার ও দম্ভ : ৪ : ৩৬, ১৭২-১৭৩; ৭ : ৩৬, ৪০-৪১, ১৪৬; ১১ : ১০; ১৬ : ২২-২৩, ২৯; ১৭ : ৩৭, ৮৩; ২৫ : ২১-২২; ৩১ : ১৮-১৯; ৩২ : ১৫; ৪০ : ৩৫, ৫৬, ৬০; ৪১ : ১৫, ৫১; ৫৭ : ২৩-২৪।

আংশিক বিশ্বাস : ২ : ৮৫-৮৬।

আইউব : ২১ : ৮৩-৮৪; ৩৮ : ৪১-৪৪।

আকাশ ও পৃথিবী : সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.।

আজর : ৬ :৭৪; ১৯ : ৪১-৫০।

আজান : ৫ : ৫৮; ৬২ : ৯।

আত্মপ্রশংসা : ৩ : ১৮৮; ৫৩ : ৩২।

আত্মসংশোধনের সুযোগ : ৪ : ১৪৬-১৪৭; ১৬ : ৬১।

আত্মসাৎ : ২ : ১৮৮; ৪ : ৬, ১০, ২৯; ৫ : ৪২, ৬২।

আত্মশুদ্ধি : ৯১ : ৯; ৯২ : ১৮-২১।

আত্মা : রূহ্ দ্র.।

আত্মীয়স্বজন : ৪ : ১, ৮; ৬ : ১৫২; ৯ : ১১৩; ১৬ : ৯০; ১৭ : ২৬; ২৪ : ২২; ৩০ : ৩৮; ৩৩ : ৬; ৩৯ : ১৫; ৪২ : ২৩; ৬০ : ৩।

আ'দ সম্প্রদায় : হূদ ও আ'দ সম্প্রদায় দ্র,।

আদবকায়দা : ৪ : ৩৬, ৮৬, ৯৪; ১৭ : ২৮, ৩৭; ২৪ : ২৭-৩১, ৫৮-৬০, ৬১; ২৫ : ৬৩; ২৯ : ৪৬; ৩১ : ১৯।

আদবকায়দা মুহাম্মদের সম্মুখে : ২৪ : ৬২-৬৩; ৩৩ : ৫৩, ৫৬; ৪৯ : ১-৮; ৫৮ : ১১-১৩।

আদম, ইবলিস ও ফেরেশতাবর্গ : ২ : ৩০-৩৯; ৩ : ৩৩-৩৪; ৭ : ১১-২৫; ১৫ : ২৮-৪৪; ১৭ : ৬১-৬৫ ১৮ : ৫০-৫১; ২০ : ১১৫-১২৭; ৩৮ : ৭১-৮৫।

আনুগত্য, আল্লাহ্-রসুলের : ৩ : ৩১-৩২, ১৩২; ৪ : ১৩, ৫৯, ৬৪, ৬৬-৭০, ৮০; ৫ : ৯২; ৮ : ১, ২০-২১; ১৬ : ৫২; ২৪ : ৫১-৫৪, ৫৬; ৩০ : ৭১; ৩৩ : ৩১, ৭১; ৪৭ : ৩৩; ৬৪ : ১২।

আপসনিষ্পত্তি : ৪ : ১১৪, ১২৮, ৪২ : ৪০।

আবাবিল : ১০৫ : ১-৫।

আবু লাহাব : ১১১ : ১-৫।

আমলনামা : হিসাব ও হিসাবের খাতা দ্র.।

আমানত : ২ : ২৮৩; ৩ : ৭৫; ৮ : ২৭; ৪ : ৫৮; ২৩ : ৮-১১; ৩৩ : ৭২; ৭০ : ৩২-৩৫।
আয়াতের পরিবর্তন : ২ : ১০৬; ১০ : ১৫-১৭; ১৬ : ১০১।
আয়ু : ৩৫ : ১১; ৩৬ : ৬৮।
আরব মরুবাসী : ৯ : ৯০, ৯৭-৯৯, ১০১, ১২০-১২১; ৪৮ : ১১, ১৬; ৪৯ : ১৪-১৭।
আরবি ভাষায় কোরান : ১২ : ২; ১৩ : ৩৭; ১৯ : ৯৭; ৩৯ : ২৮; ৪১ : ৩-৪, ৪৪; ৪২ : ৭; ৪৩ : ৩; ৪৪ : ৫৮; ৪৬ : ১২।
আরশ : ৭ : ৫৪; ৯ : ১২৯; ১১ : ৭; ১৩ : ২; ২৩ : ৮৬-৮৭, ১১৬; ২৫ : ৫৯; ৩২ : ৪; ৪০ : ৭, ১৫; ৫৭ : ৫৪, ৮৫ : ১৪-১৫।
আরাফত : ২ : ১৯৮।
আ'রাফ : ৭ : ৪৬-৫১।
আল-ইয়াসায়া : ৬ : ৮৬; ৩৮ : ৪৮।
আলো ও অন্ধকার : ২ : ২৫৭; ৪ : ১৭৪; ৫ : ১৫-১৬; ৬ : ১; ৯ : ৩২-৩৩; ১৩ : ১৬; ২৪ : ৩৫, ৩৯-৪০; ৩৩ : ৪৩; ৫৭ : ৯, ১২, ১৯, ২৮; ৬১ : ৮; ৬৪ : ৮; ৬৫ : ১০-১১; ৬৬ : ৮।
আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ : ১ : ১; ৩ : ১৮১-১৮২; ৪ : ১৩১; ৬ : ১, ১৩৩; ১৫ : ৯৮-৯৯; ১৭ : ১, ৪৪, ১১১; ২২ : ৬৪; ২৪ : ৩৬-৩৭, ৪১; ২৭ : ৫৯, ৯৩; ২৮ : ৭০; ২৯ : ৬, ৬৩; ৩০ : ৫, ১৭-১৯; ৩১ : ২৫-২৬; ৩২ : ১৫; ৩৪ : ১-২; ৩৫ : ১, ১৫; ৩৭ : ১৮২; ৪০ : ৬৫; ৪২ : ৪-৫; ৪৫ : ৩৬-৩৭; ৪৭ : ৩৮; ৫২ : ৪৮-৪৯; ৫৬ : ৭৪, ৯৬; ৫৭ : ১; ৫৯ : ১; ৬১ : ১; ৬২ : ১; ৬৪ : ১; ১১০ : ১-৩
আল্লাহ্ অভিভাবক ও সাহায্যকারী : ২ : ১০৭, ২১৪, ২৫৭; ৩ : ১২৬, ১৫০, ১৬০, ১৮১; ৪ : ৪৫, ১২৩; ৬ : ১৪, ১২৭; ৭ : ৩; ৮ : ৯, ৪০; ৯ : ১১৬; ১২ : ১১০-১১১; ২২ : ৩৯, ৪০, ৬০, ৭৮; ২৯ : ২২, ৪১; ৪০ : ৫১; ৪২ : ৬, ৮-৯, ৩১, ৪৪, ৪৬; ৪৭ : ৭, ১০-১১; ৬১ : ১৩; ৬৭ : ২০; ১১০ : ১-৩
আল্লাহই যথেষ্ট : ৪ : ৬, ৭৯, ৮১, ১৩২, ১৬৬, ১৭১; ৮ : ৬২, ৬৪; ১৭ : ৯৬; ৩৯ : ৩৬, ৩৮।
আল্লাহ্ এক ও একমাত্র উপাস্য : ১ : ১-৪; ২ : ২১-২২, ২৮, ১৩৮, ১৬৩, ২৫৫; ৩ : ২, ৬, ১৮, ৬৪, ৭৯-৮০; ৪ : ৮৭, ১৭১; ৫ : ৭৩; ৬ : ১৯, ৭১, ১০১-১০৩; ৯ : ১২৯; ১১ : ১২৩; ১৫ : ৯৬; ১৬ : ১-২, ২২, ৫১; ১৭ : ২২, ৪২-৪৩, ৫৬; ১৮ : ১১০; ২০ : ৮, ১৪ ; ২১ : ২২-২৫, ২৯, ১০৮; ২২ :

৩৪-৩৫, ৭৭; ২৩ : ৯১-৯২, ১১৬; ২৫ : ২-৩; ২৬ : ২১৩; ২৭ : ৫৯-৬৬; ২৮ : ৭০, ৮৮; ২৯ : ৪৬, ৫৬; ৩৭ : ১-৫; ৩৮ : ৬৫-৬৮; ৩৯ : ৪৫ : ৬৪-৬৬; ৪০ : ২-৩; ৪৩ : ৮৩-৮৫; ৪৪ : ৭-৮; ৪৭ : ১৯; ৫৩ : ৪২-৫৫; ৫৭ : ১-৬; ৫৯ : ২২-২৪; ৬৪ : ১৩; ৭৩ : ৯; ১১২ : ১-৪; ১১৪ : ১-৩।

আল্লাহ্ ভালবাসেন : ২ : ১৯৫, ২২২; ৩ : ৩১, ৭৬, ১৩৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৯; ৫ : ১৩, ৪২ : ৯৩ ; ৬ : ১৪; ৯ : ৭, ১০৮; ৪৯ : ৯; ৬০ : ৮।

আল্লাহ্ ভালবাসেন না : ২ : ১৯০, ২০৫, ২৭৬; ৩ : ৩২, ৩৭, ১৪০, ৪ : ৩৬-৩৮, ১০৭; ৫ : ৬৪, ৮৭; ৬ : ১৪১; ৭ : ৩১, ৫৫; ৮ : ৫৮; ১৬ : ২৩; ২২ : ৩৮; ২৮ : ৭৭; ৩০ : ৪৫; ৩০ : ৪৫; ৩১ : ১৮, ৩৫ : ৬৪; ৪২ : ৪০; ৫৭ : ২৩।

আল্লাহর অনুগ্রহ দয়া ও ক্ষমা : ২ : ১০৫, ১৫৬-১৫৭, ২৪৩; ৩ : ৭৩-৭৪, ১০৩, ১৩৩-১৪৭; ৪ : ২৬-২৮, ৩১, ৪৮, ১১০, ১১৩, ১১৬, ১৭৫; ৫ : ৩, ৭, ১১, ১৮, ৩৯, ৫৪; ৬ : ১২, ৫২, ৫৪, ১১৩; ৭ : ৫৬, ১৫৬; ৮ : ৩৩, ৩৮; ৯ : ১০৪, ১১৭-১১৮; ১৩ : ৬; ১৪ : ৩৪; ১৫ : ৪৯-৫০; ১৬ : ১৮, ৫৩-৫৫, ৮১, ১১৯; ১৭ : ২০-২১, ৮৩; ২২ : ৬৫; ২৩ : ১০৯-১১১, ১১৮; ২৪ : ১০, ১৪, ২০-২২; ২৫ : ৪৫-৫০, ৫৯-৬০; ৩০ : ৫০; ৩১ : ২০; ৩৩ : ৩৫, ৪৩, ৭৩; ৩৫ : ২-৩; ৩৭ : ৩৫-৩৬; ৩৯ : ৫৩-৫৪; ৪০ : ৬১; ৪১ : ৫১; ৪২ : ৫, ১৯, ২৫, ৩০, ৪০, ৪৩; ৪৩ : ৩২; ৪৮ : ১৪, ২৯; ৫৩ : ৩২; ৫৫ : ১-৭৮; ৫৭ : ২১, ২৮-২৯, ৬৭ : ১২, ২৯; ৭৩ : ২০; ৭৬ : ২৯-৩১; ৭৮ : ৩৯-৩৯; ৮৫ : ১৩-১৫; ১১০ : ১-৩।

আল্লাহ্র আদেশ ও নির্দেশ : ২ : ১১৭; ৫ : ১; ৬ : ৫৭, ৭৩; ৭ : ৫৪; ১৩ : ৪১; ১৬ : ১, ৯, ৪০, ৯০; ২১ : ২৭; ৩০ : ৪; ৩৩ : ৩৬, ৩৭, ৩৮; ৩৬ : ৮২; ৪০ : ৬৮, ৭৮; ৫৪ : ৫০।

আল্লাহ্র আহ্বান : ২ : ১৮৬; ৩ : ১৯০-১৯৫; ৬ : ৩৬, ৪০-৪১; ৭ : ৫৫; ১৩ : ১৮; ১৬ : ১২৫; ২৭ : ৮০-৮১; ৩০ : ৫২-৫৩; ৪০ : ৬০; ৪১ : ৩৩; ৪২ : ২৬, ৪৭।

আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্ব : ২ : ১০৫, ১০৭, ২১৩, ২৫৩, ২৮৪; ৩ : ৫-৬, ২৬-২৭, ৪৭, ৭৩-৭৪, ১২৯, ১৮৯; ৪ : ১২৬, ১৩১, ১৩২, ১৭১; ৫ : ১, ১৭, ১৮, ৪০, ৪১, ৫৪, ৬৪; ৬ : ১২, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৮৩, ৮৮, ১১২-১১৩, ১৩৩, ১৪৮; ৯ : ১৫, ১১৬; ১০ : ৯৯-১০০; ১৩ : ২৬; ১৪ : ৪; ১৫ : ২৩; ১৬: ১-২, ৫২; ১৭ : ৩৮; ১৮ : ২৩-২৪; ১৯ : ৬৫; ২০ : ৬; ২২ : ১৮; ২৩ : ৮৪-৯০; ২৪ : ৪২; ২৫ : ২; ২৮ : ৬; ২৯ : ৬০-৬২; ৩০ : ৫, ৩৭; ৩৪ : ৩৬, ৩৯; ৩৬ : ৮১-৮৩; ৩৯ : ৬, ২৩, ৪৪; ৪২ : ১২, ১৩, ১৯,

৪৯-৫০; ৪৮ : ৭, ১৪; ৫৭ : ১-২; ৬৪ : ১; ৬৭ : ১-২; ৭৪ : ৩১, ৫৬; ৭৬ : ৩১; ৮১ : ২৭-২৯; ৮২ : ৮; ৮৫ : ১৬।

আল্লাহর উপমা : ২ : ১৬-২০, ২৬-২৭, ১৭১, ২৬০, ২৬১ ২৬৪-২৬৬; ৭ : ১৭৫-১৭৭; ১১ : ২৪; ১৩ : ১৪, ১৭; ১৪ : ২৪-২৬; ১৬ : ৭৫-৭৬; ১৮ : ৩২-৪৫; ২২ : ৭৩-৭৪; ২৪ : ৩৫, ৩৯-৪০; ২৯ : ৪১-৪৪; ৩৯ : ২৭; ৪৮ : ২৯; ৬২ : ৫।

আল্লাহর ওপর নির্ভরতা : ৩ : ১৫৯; ৪ : ১৪৪; ৫ : ১১; ৮ : ৬২, ৬৪; ৯ : ১২৯; ১১ : ১২৩; ১৪ : ১১-১২; ১৬ : ৯৯; ১৭ : ৯৬; ২৭ : ৭৮-৭৯; ৩৩ : ৩৫; ৩৯ : ৩৬, ৩৮; ৪২ : ৩৬; ৫৮ : ১০; ৬৪ : ১৩; ৬৭ : ২৮-২৯।

আল্লাহ্‌র কন্যা ? : আল্লাহ্‌র সন্তান ? দ্র.।

আল্লাহ্‌র কালেমা : ৬ : ৩৪; ১০ : ৮২; ১৮ : ২৭।

আল্লাহ্‌র ক্ষমা : আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা দ্র.।

আল্লাহ্‌র জ্যোতি : আলো ও অন্ধকার দ্র.।

আল্লাহ্‌র ত্রৈত্ব ? : ৪ : ১৭১; ৫ : ৭৩।

আল্লাহ্‌র দয়া : আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা দ্র.।

আল্লাহর নিদর্শন : ২ : ১১৮, ১৫৮-১৫৯, ১৬৪; ৬ : ৫৪-৫৫, ৬৫-৬৮, ৯৫-৯৯, ১০৯-১১০, ১২৪ ১৫৬-১৫৮; ৭ : ১৪৬-১৪৭, ১৭২-১৭৭, ১৮২-১৮৩; ১০ : ৬, ১৩-১৪; ১৬ : ১০-১৩, ৭৯, ১০৪-১০৫; ১৭ : ৫৯, ১০১; ১৮ : ৫৬; ১৯ : ২০-২১; ২৪ : ৪১-৪৬; ২৭ : ৫২, ৮১; ২৯ : ২৩; ৩০ : ২০-২৫, ৪৬, ৫৩; ৩৪ : ৯; ৩৬ : ৩৩-৩৫, ৪৬; ৩৯ : ৪২; ৪০ : ১৩-১৪, ৩৫, ৬৯, ৭৯-৮১; ৪৫ : ৩-৬; ৪৬ : ২৬-২৭; ৫১ : ২০-২৩; ৮৮ : ১৭-২০।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য ? : ২ : ১৮৬; ১৭ : ৬০; ৫৭ : ৪।

আল্লাহ্‌র প্রকৃতি : আল্লাহ্‌ এক ও একমাত্র উপাস্য দ্র.।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি : ৪ : ১২২; ১০ : ৪, ৪৮, ৫৫; ১৪ : ৪৭; ১৬ : ৩৮-৩৯; ১৮ : ৪৭-৪৮, ৫৮; ১৯ : ৬১; ২১ : ১০৪; ২৪ : ৫৫; ৩০ : ১-৭, ৬০; ৩১ : ৮-৯, ৩৩; ৩৫ : ৫; ৪৮ : ২৯; ৬৭ : ২৪-২৬; ৭২ : ২৪-২৫।

আল্লাহ্‌র বন্ধু : ১৫ : ৬২।

আল্লাহ্‌র রং : ২ : ১৩৮।

আল্লাহ্‌ রসুলের বিরোধিতা : ৪ : ১৪, ৪২, ১১৫; ৬ : ১৫-১৬; ৯ : ৬৩; ৩৩ : ৩৬, ৫৭; ৫৮ : ৫, ২০; ৬৫ : ৮-৯; ৭২ : ২৩।

আল্লাহ্‌র শরণ : ৭ : ২০০; ২৩ : ৯৭-৯৮; ৪১ : ৩৬; ১১৩ : ১-৫; ১১৪ : ১-৬।

আল্লাহ্‌র সন্তান, পুত্র বা কন্যা ? : ২ : ১১৬; ৪ : ১৭১; ৬ : ১০০-১০১; ৯ : ৩০; ১০ : ৬৮-৭০; ১৬ : ৫৭-৫৯; ১৭ : ৪০; ১৮ : ৪-৫; ১৯ : ৩৫, ৮৮-৯২;

AMARBOI.COM

২১ : ২৬-২৭; ২৩ : ৯১-৯২; ২৫ : ২-৩; ৩৭ : ১৪৯-১৫৭; ৩৯ : ৪; ৪৩ : ১৫-২০, ৮১-৮৪।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, : ২ : ৭৭, ১১৫, ২৫৫, ২৮৪; ৩ : ৫, ২৯, ১৭৯; ৫ : ১০৯; ৬ : ৩, ১৩, ৫৯-৬০; ৮ : ৭৫; ১০ : ২০; ১১ : ৫, ১২৩; ১৩ : ৮-১০; ১৫ : ২৪-২৫; ১৬ : ১৯, ২৩, ৭৭; ১৭ : ২৫; ২০ : ৬-৭, ১১-১০; ২২ : ৬৩, ৭০, ৭৬; ২৩ : ৯২; ২৪ : ৬৪; ২৭ : ৬৫-৬৬, ৭৪, ৭৮; ৩১ : ১৬, ২৩, ৩৪; ৩২ : ৬; ৩৩ : ২-৩, ৩৪; ৩৪ : ১-২; ৩৫ : ১১, ৩৮; ৪৩ : ৭৯-৮০; ৪৭ : ১৯; ৪৯ : ১৮; ৫০ : ১৬; ৫৭ : ৩, ৪; ৫৮ : ৭; ৫৯ : ২২; ৬৪ : ৪, ১৮; ৬৫ : ১২; ৬৬ : ২; ৬৭ : ১৩-১৪; ৭২ : ২৬-২৮।

আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন : ২ : ২৮, ৪৬, ৫৫, ১৫৫-১৫৮, ২২৩, ২৪৫, ২৪৯, ২৮১; ৫ : ৪৮, ১০৫; ৬ : ৩১, ৩৬, ৬০, ৬১-৬২, ১৫৪, ১৬৪; ৭ : ৫১, ১৪৭; ১০ : ৪, ৭-৮, ১১, ৪৫-৪৬, ৫৫-৫৬, ৬৯-৭০; ১১ : ৩-৪, ১২৩; ১৩ : ২; ১৮ : ১০৩-১০৫, ১১০; ১৯ : ৪০, ৪৬; ২২ : ৪৭-৪৮, ৭৬; ২৩ : ১০৮-১১৫; ২৪ : ৬৪; ২৫ : ২১-২২; ২৯ : ৫, ২৩, ৫৭; ৩০ : ৮, ১৬, ৫০; ৩১ : ১৫; ৩২ : ৫, ১০-১১, ১৪; ৩৩ : ৪৪; ৩৫ : ১৮; ৩৯ : ৭, ৪৪, ৭১-৭২; ৪০ : ৭৭; ৪১ : ৫৪; ৪৩ : ১৪; ৫০ : ৪৩; ৬২ : ৮; ৬৪ : ৩; ৬৭ : ১৫; ৮৬ : ৪-১০; ৯৬ : ৬-৮।

আহমদ : ৩ : ৮১-৮২; ৬১ : ৬।

ইউনুস : ৬ : ৮৬; ১০ : ৯৮; ২১, ৮৭-৮৮; ৩৭ : ১৩৯-১৪৮; ৬৮ : ৪৮-৫০।

ইউসুফ : ১২ : ৪-১০১; ৪০ : ৩৪।

ইঞ্জিল : ৩ : ৪৮, ৩৯, ৪৫, ৪৫; ৫ : ৪৩-৪৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; ৬ : ৯১; ৭ : ১৫৭; ৪৮ : ২৯, ৬১ : ৬; ৬২ : ৫।

ইদরিস : ১৯ : ৫৫-৫৭; ২১ : ৮৫।

ইদ্দত : বিবাহ, তালাক, ইদ্দত ও দেনমোহর দ্র.।

ইনশাআল্লাহ্, ১৮ : ২৩-২৪; ৬৮ : ১৭-২০।

ইব্রাহিম : ২ : ১২৪-১৩৩, ২৫৮-২৬০; ৩ : ৬৫-৬৮, ৮৩-৮৫, ৯৫-৯৭; ৪ : ১২৪-৫; ৬ : ৭৪-৮৪; ৯ : ১১৩-১১৪; ১১ : ৬৯-৭৬; ১৪ : ৩৪-৪১; ১৫ : ৫১-৫৬; ১৬ : ১২০-১২৩; ১৯ : ৪১-৫০, ৫৮; ২১ : ৫১-৭২; ২২ : ২৬, ৭৮; ২৬ : ৬৯-৮৭; ২৯ : ১৬-১৮, ২৪-২৭; ৩৭ : ৮৩-১১৩; ৩৮ : ৪৫-৪৭; ৪২ : ১৩; ৪৩ : ২৬-২৮; ৫১ : ২৪-৩৭; ৫৩ : ৩৩-৩৭; ৬০ : ৪-৬; ৮৭ : ১৪-১৯

ইব্রাহিমের কিতাব : ৫৩ : ৩৩-৩৭; ৮৭ : ১৪-১৯।

ইমরান : ৩ : ৩৩-৩৬।

AMARBOI.COM

ইয়াউক : ৭১ : ২৩-২৫।
ইয়াকুব (অপর নাম ইসরাইল) : ২ : ১৩২-১৩৩; ৩ : ৯৩; ১৯ : ৪৯-৫০, ৫৮; ২১ : ৭২-৭৩; ৩৮ : ৪৫-৪৭।
ইয়াগুস : ৭১ : ২৩-২৪।
ইয়াজুজ ও মাজুজ : ১৮ : ৮৩-৯৮; ২১ : ৯৫-৯৬।
ইয়াহ্ইয়া : ৩ : ৩৯; ৬ : ৮৫; ১৯ : ১২-১৫; ২১ : ৯০।
ইরাম : ৮৯ : ৬-৭।
ইলিয়াস : ৬ : ৮৫; ৩৭ : ১২৩-১৩২।
ইল্লিয়ুন : ৮৩ : ১৯-২১।
ইসমাইল : ২ : ১২৭, ১৩৩; ৬ : ৮৬; ১৯ : ৫৪-৫৫; ২১ : ৮৫; ৩৭ : ৯৯-১০৭; ৩৮ : ৪৮
ইসলাম ও মুসলিম : ২ : ১১২, ১৩০-১৩৩, ১৩৬, ২০৭-২০৯; ৩ : ১৯-২০, ৬৪, ৬৭, ৭৯-৮০, ৮৩-৮৫, ১০২, ১১০; ৪ : ১২৫; ৫ : ৩, ১১১; ৬ : ১৪, ৭১-৭২, ১২৫-১২৭, ১৬২-১৬৩; ১০ : ৮৪, ৯০; ১২ : ১০১; ১৬ : ৮১, ৮৯; ২১ : ১০৮; ২২ : ৩৪-৩৫, ৭৮; ২৭ : ৮০-৮১, ২৮ : ৫৩; ৩০ : ৫২-৫৩; ৩১ : ২২; ৩৯ : ১১-১২, ২২, ৫৪; ৪০ : ৬৬; ৪১ : ৩৩; ৪৩ : ৬৮-৭০; ৪৯ : ১৭; ৬১ : ৭-৮; ৬৮ : ৩৫-৩৬; ৭২ : ১৪।
ইসরাইল (ইয়াকুবের অপর নাম) : ইয়াকুব দ্র.।
ইসহাক : ২ : ১৩৩; ৬ : ৮৪; ১১ : ৭১; ১৯ : ৪৯-৫০; ৩৭ : ১১২-১১৩।
ইহকাল ও পরকাল : ২ : ১১৫, ২০০-২০১, ২০৪-২০৬, ২১২, ২১৯-২২০; ৩ : ১৪-১৫, ২১-২২, ৮৫, ১৪৫, ১৮৬; ৪ : ১৩৩-১৩৪, ১৬২; ৬ : ৩২, ৯২, ১৩০; ৭ : ৪৪-৪৫; ৮ : ৬৭; ৯ : ৩৮-৩৯; ১০ : ৭-৮, ২৩-২৪, ৬৯-৭০; ১১ : ১৫-১৬; ১২ : ৫৭; ১৩ : ২৬; ১৪ : ৩; ১৬ : ৪১, ৬০, ১০৭-১০৯; ১৭ : ১০, ১৮, ১৯, ৪৫; ১৮ : ৪৫-৪৬; ২০ : ১২৭, ১৩১; ২৩ : ৭৪; ২৭ : ৪-৫, ৬৫-৬৬; ২৮ : ৬০-১১, ৭৭, ৮৩; ২৯ : ৬৪; ৩০ : ৭, ১৬; ৩১ : ৩৩; ৩৪ : ৮, ২০-২১; ৩৫ : ৫; ৩৯ : ৪৫; ৪২ : ২০; ৪৭ : ৩৬-৩৮; ৫৩ : ২৫, ২৭-২৯; ৫৭ : ২০; ৭৫ : ২০-২১, ৭৬ : ২৭-২৮; ৮৭ : ১৪-১৯; ৯৩ : ৪।
ইহুদি : কিতাবি দ্র.।
ঈর্ষা ও লালসা ২ : ১০৯; ৪ : ৩২।
ঈসা : ২ : ৮৭, ২৫৩; ৩ : ৩৫-৩৭, ৪২-৫৯; ৪ : ১৫৬-১৫৯, ১৭১-১৭২; ৫ : ১৭, ৪৬, ৭২-৭৬, ৭৮, ১১০-১২০; ৯ : ৩০-৩১; ১৯ : ১৬-৪০; ২১ : ৯১; ২৩ : ৫০; ৪২ : ১৩; ৪৩ : ৫৭-৬৭; ৫৭ : ২৬-২৭; ৬১ : ৬, ১৪; ৬৬ : ১২।

AMARBOI.COM

উট : ২২ : ৩৬; ৮৮ : ১৭।
উত্তম আদর্শ : ৩৩ ; ২১; ৬০ : ৪।
উত্তম উম্মত : ৩ : ১১০।
উত্তম কথা : ৪১ : ৩৩।
উত্তম পুরস্কার : ৩ : ১৯৫।
উত্তম সঙ্গী : ৪ : ৬৯-৭০।
উত্তরাধিকার : ৪ : ৭-১৪, ১৯, ৩৩, ১৭৬।
উদ্ভিদ, ফলমূল ও শস্য : ৬ : ৯৯, ১৪১; ১৩ : ৩-৪; ১৬ : ১০-১১, ৬৭; ২২ : ৫-৬, ১৮; ২৩ : ১৮-২০; ২৬ : ৭-৯; ৩২ : ২৭; ৩৫ : ২৭-২৮; ৩৬ : ৩৩-৩৬, ৮০; ৩৯ : ২১; ৫০ : ৭-১১; ৫৫ : ৬, ১০-১৩; ৫৬ : ৬৩-৬৭, ৭১-৭৩; ৭৮ : ১৪-১৬; ৮০ : ২৪-৩২।
উপদেশদান : ৬ : ৬৯; ১০ : ৫৭; ২৮ : ৫১-৫২; ৩৮ : ৮৬-৮৮; ৩৯ : ২৭; ৪০ : ১৩-১৪; ৫০ : ৪৫; ৮৭ : ৮-১৩; ৮৮ : ২১-২৬।
উপহাস ও অপনাম : ৪৯ : ১১।
উল্লাস ও হতাশা : ৩ : ১২২, ১৩৯, ১৪৬-১৪৮; ২১ : ৯-১১; ১৫ : ৫৬; ১৭ : ৮৩; ৩০ : ৩৬; ৩৯ : ৫৩-৫৪; ৪২ : ৪৮; ৫৭ : ২২-২৩।
ঋণ : ২ : ২৮০।
এক হাজার বছর : ২২ : ৪৭; ৩২ : ৫।
এতিম : ২ : ২২০; ৪ : ২, ৬, ১০, ১২৭; ১৭ : ৩৪; ৯০ : ১২-১৬; ৯৩ : ৬-১১; ১০৭ : ১-৩।
এতেকাফ : ২ : ১২৫, ১৮৭।
এহরাম : ৫ : ১।
ওজন : ৬ : ১৫২; ৭ : ৮৫; ১১ : ৮৪, ৮৫; ১৭ : ৩৫; ২৬ : ১৮১-১৮২; ৫৫ : ৯; ৮৩ : ১-৬।
ওজায়ের : ৯ : ৩০।
ওজু ও তাইয়াম্মুম : ৪ : ৪৩; ৫ : ৬।
ওজ্জা : ৫৩ : ১৯-২৩।
ওমরা : ২ : ১৫৮, ১৯৬।
ওয়াদ : ৭১ : ২৩-২৪।
ওসিলা : ৫; ১০৩।
ওহি : ৩ : ৪৪; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৯৩, ১০৬; ১০ : ২, ১০৯; ১৩ : ৩০; ১৬ : ২, ৪৩; ১৭ : ৩৯, ৮৬-৮৭; ২০ : ১১৪; ২১ : ৭, ১০৮; ৩৪ : ৫০; ৪০ : ১৫; ৪১ : ৬; ৪২ : ১-৪, ১৩, ৫১-৫৩; ৪৩ : ৪৩; ৫৩ : ১-১২; ৭২ : ১-২।

AMARBOI.COM

ওহুদের যুদ্ধ : ৩ : ১২১-১২৮, ১৩৯-১৪৩, ১৫২-১৭৪।
কণ্ঠস্বর : ৩১ : ১৯।
কন্যা, পুত্র সন্তান না বন্ধ্যাত্ব : ৪২ : ৪৯-৫০।
কবর : ২২ : ৭; ৩৬ : ৫১-৫২; ৫৪ : ৭; ৭০ : ৪৩; ৮০ : ২১-২২; ৮২ : ৪-৫; ১০০ : ৯-১১; ১০২ : ১-২;
কবি : ২১ : ৫; ২৬ : ২২৪-২২৭; ৩৬ : ৬৯; ৩৭ : ৩৬; ৬৯ : ৪০-৪১।
কর্জে হাসানা : ২ : ২৪৫; ৫৭ : ১১, ১৮, ৬৪ : ১৭, ৭৩ : ২০।
কর্মফল : ২ : ২০২, ২৮১; ২ : ২৮৪; ৩ : ১১৫, ১৮৫; ৩ : ১৯৯; ৪ : ৬; ৪ : ৪০, ১২৩; ৫ : ৪; ৬ : ৬২; ৬ : ১৩২, ১৬০; ৭ : ১৪৭; ১০ : ২৬-২৭, ৩০; ১৩ : ৭১; ১৪ : ৫১; ১৬ : ৯৭, ১১১; ১৭ : ১৩-১৪; ১৮ : ৪৯; ২১ : ১; ২২ : ২৭-২৯; ২৪ : ৩৮-৩৯; ২৭ : ৮৯-৯০; ২৮ : ৮৪; ২৯ : ৭; ৩০ : ৪১; ৩৫ : ২৯-৩০, ৪৫; ৩৬ : ১২; ৩৯ : ১০, ৪৭-৪৮, ৫১, ৭০; ৪১ : ৪৬; ৪২ : ৩০; ৪৫ : ২২; ৪৬ : ১৩-১৪, ১৯; ৫০ : ১৭-১৮, ২৩; ৫২ : ২১; ৫৩ : ৩১-৩৩, ৩৮; ৫৪ : ৫২-৫৩; ৬৯ : ১৯-৩১; ৮১ : ১০-১৪; ৮৩ : ৪-২১; ৮৪ : ৭-১৫; ৮৫ : ১১; ৯৯ : ৬-৮।
কলম : ৬৮ : ১-২; ৯৬ : ৩-৫।
কষ্ট ও আসান : ৬ : ১৭-১৮; ১০ : ১০৭; ৬৫ : ৭; ৯৪ : ৫-৮।
কাফফারা : ৪ : ৯২; ৫ : ৮৯, ৯৫; ৫৮ : ৩-৪।
কাফের : ২ : ৬-৭, ৯-১২, ১০৮-১০৯, ১২৬, ১৬১-১৬৩, ১৭০-১৭১, ২১২, ২৫৭, ২৬৪; ৩ : ৪, ১০, ১২, ২১-২২, ২৮, ৫৬, ৮৬-৯১, ১১৬-১১৭, ১৪৯-১৫১, ১৭৬-১৭৮, ১৯৬-১৯৭; ৪ : ৩৭, ৪২, ৫১-৫৬, ১০১, ১৩৭-১৩৮, ১৪০, ১৫০-১৫১, ১৬৭-১৬৯; ৫ : ৫, ১০, ১৭, ৭৩, ৮৬; ৬ : ১, ৪-৫, ১১১; ৮ : ১২-১৩, ৩০-৪০, ৫৫-৫৭, ৫৯, ৬৩, ৭৩; ৯ : ৫৪-৫৭, ৬৮, ১২৩-১২৭; ১০ : ৪১-৪৪, ১০১-১০২; ১১ : ১২-১৪; ১৩ : ১৪, ২৭, ৩১, ৪৩; ১৪ : ১-৩, ১৩-১৬, ১৮; ১৫ : ২-৩, ১১-১৫; ১৬ : ৮৩, ১০৪-১০৭; ১৮ : ৫৬, ১০২-১০৬; ১৯ : ৭৩-৭৫, ৭৭-৮৩; ২১ : ৩০, ৩৬; ২২ : ১৯-২২, ২৫, ৫৫-৫৭, ৭২; ২৩ : ১১৭; ২৪ : ৩৯-৪০; ২৫ : ৪-৬, ৩২-৩৪, ৫১-৫২, ৫৫; ২৬ : ১-৬, ১৯৮-২০৭; ২৭ : ৬৭-৬৮; ২৯ : ১২-১৩; ৩০ : ১৬, ৪৪; ৩১ : ২৩-২৫; ৩৩ : ৬৪-৬৮; ৩৪ : ৩, ৭-৯, ৩১-৩৩, ৪৪-৪৫; ৩৫ : ৭, ৩৬, ৩৯; ৩৬ : ৪৫-৪৭; ৩৭ : ১১-২১, ১৬৭-১৮২; ৩৮ : ২৭; ৩৯ : ৩২; ৭১-৭২; ৪০ : ৪-৬, ১০-১২, ৬৯-৭৬; ৪১ : ২৬-২৯; ৪২ : ১৭-১৮; ৪৩ : ৩৩-৩৫; ৪৪ : ৩৪-৩৬; ৪৫ : ৩৩-৩৫; ৪৬ : ৩-৪, ১১, ২০; ৪৭ : ১-৪, ৮-১১, ৩৪; ৪৮ : ১৩, ২২-২৫; ৫০ : ১-৫, ১২-১৪; ৫১

AMARBOI.COM

: ৫৯-৬০; ৫৪ : ৪১-৪৫; ৫৯ : ২-৪; ৬৪ : ৫-৮, ১০; ৬৬ : ৭, ১০; ৬৭ : ২৭-২৮; ৬৮ : ৩৫-৪৩, ৫১; ৭০ : ৩৬-৪৪; ৭৩ : ১১-১৩, ৭৪ : ৮-২৬; ৭৫ : ৩১-৩৫; ৭৬ : ২৭-২৮; ৭৮ : ৪০; ৮০ : ৪০-৪২ ৮৩ : ২৯-৩৬; ৮৬ : ১৫-১৭; ৯০ : ১৯-২০; ৯৮ : ১-৬; ১০৪ : ৪-৯; ১০৯ : ১-৬।

কাবা : মক্কা, কাবা ও কিবলা দ্র.।

কাবিল ও হাবিল : নরহত্যা দ্র.।

কামনাবাসনা : ২৩ : ৭১; ২৫ : ৪৩-৪৪।

কারুণ : ২৮ : ৭৬-৮২; ২৯ : ৩৯; ৪০ : ২৩-২৪।

কার্পণ্য : ৩ : ১৮০; ৪ : ৩৭, ৩৯; ৯ : ৩৪-৩৫; ১৭ : ২৬-২৯, ১০০; ২৫ : ৬৭; ৪৭ : ৩৮; ৫৩ : ৩৩-৩৫; ৫৭ : ২৩-২৪; ৬৪ : ১৬; ৭০ : ১৭-১৮; ৯২ : ৮-১১; ১০৪ : ১-৯।

কিতাব : ২ : ৭৮-৭৯; ১০১, ১২১, ১৭৪-১৭৬, ২১৩; ৪ : ১৩৬; ৬ : ২০, ৩৮; ৭ : ১৬৮-১৭০; ১৩ : ৩৮-৩৯; ৫৩ : ৩৬-৩৭; ৫৭ : ২৬; ৮৭ : ১৪-১৯।

কিতাবি, ইহুদি, খ্রিষ্টান, মাজুস ও সাবেয়ি :
২ : ৬২, ১০৫, ১০৮-১০৯, ১১১-১১৩, ১২০-১২১, ১৩৪-১৩৭, ১৩৯-১৪১, ১৪৫-১৪৬, ১৭৬; ৩ : ২৩-২৫, ৫৫, ৬৪-৭৫, ৭৮-৮০ ৯৮-১০০, ১১০-১১৫, ১৮৭, ১৯৯; ৪ : ৪৪, ৪৭, ৫০-৫৫, ১২৩, ১৬০-১৬২, ১৭১; ৫ : ১৪-১৫, ১৮-১৯, ৪১, ৫১, ৫৭-৬৯, ৭৭, ৮২; ৯ : ২৯-৩২; ২২ : ১৭; ২৯ : ৪৬; ৫৭ : ১৬, ২৯; ৬২ : ৬-৭; ৯৮ : ১-৬।

কিবলা : মক্কা, কাবা ও কিবলা দ্র.।

কিয়ামত : ১ : ১-৩; ২ : ৪৮, ১১৩, ১২৩, ১৭৪, ২১২, ২৬০; ৩ : ৯, ৩০, ১০৬-১০৯, ১৬১, ১৮৫; ৪ : ৩৮, ৩৯, ৪১-৪২, ৮৭, ১০৯, ১৪১, ১৫৯; ৫ : ১৪, ৩৬-৩৭; ৬ : ১২, ৩১, ৩৬, ৪০-৪১, ১২৮, ১৩০; ৭ : ৫২-৫৩, ১৭২, ১৮৭; ১০ : ৪৫, ৪৮-৫৩; ১১ : ৭-৮, ১০৩-১০৫; ১৩ : ৫; ১৪ : ৪৮-৫১; ১৬ : ২৪-২৫, ২৭, ৩৮, ৭৭, ৮৪-৮৫, ৮৯, ৯২; ১৭ : ৪৯-৫২, ৫৮, ৯৭-৯৯; ১৮ : ৪৭-৪৯; ৯৯-১০১; ১৯ : ৬৬-৬৮, ৯৩-৯৬; ২০ : ১৫-১৬, ৯৯-১০৪, ১০৮-১১২, ১২৪-১২৭; ২১ : ১, ৩৮-৪০, ৯৫-৯৭, ১০৪; ২২ : ১-২, ৫-১০, ১৭, ৫৫-৫৬, ৬৬, ৬৯; ২৩ : ১৬, ৭৯-৮৩, ৯৯-১০৩; ২৪ : ৩৭; ২৫ : ১১-১৪, ২৪-২৬; ২৬ : ৮৮-৯১; ২৭ : ৬৫-৭২, ৮২-৮৮; ২৯ : ১৩; ৩০ : ১১-১৪, ১৯, ২৫, ৪৩, ৫০, ৫৫-৫৭; ৩১ : ২৮, ৩৩-৩৪; ৩২ : ৫, ১০-১২, ২৮-২৯; ৩৩ : ৬৩; ৩৪ : ৩-৮; ৩৫ : ৯; ৩৬ : ৪৮-৫৪, ৭৮-৭৯; ৩৭ : ২২-২৭; ৩৮ : ১৬-১৭; ৩৯ : ১৫, ২৪-২৬, ৩০-৩১, ৬০, ৬৭-৭০; ৪০ : ১৫-১৮, ৫১-৫২, ৫৯; ৪১ : ৪৭; ৪২ : ১৭-১৮, ৪৫; ৪৩

AMARBOI.COM

: ৬১, ৬৬-৬৭, ৮৩; ৪৪ : ১০-১২; ৪৫ : ১৭, ২৩-৩৪; ৪৬ : ৫-৬, ৩৩-৩৫; ৪৭ : ১৮; ৫০ : ১-৪, ১৫, ২০-২৯, ৪১-৪৪; ৫১ : ১-১৪; ৫২ : ১-১২; ৫৩ : ৪৭, ৫৭-৬২; ৫৪ : ১-৮, ৪৬-৪৮; ৫৫ : ৩৭-৪০; ৫৬ : ১-১২, ৪৭-৫০, ৫৭; ৫৭ : ১৭; ৫৮ : ৬, ৭, ১৮; ৬০ : ৩; ৬৪; ৭, ৯-১০; ৬৭ : ২৪-২৭; ৬৮ : ৪২-৪৩; ৬৯ : ১-৩, ১৩-১৮; ৭০ : ১-১৮, ৪৩-৪৪; ৭৩ : ১৪, ১৭-১৯; ৭৪ : ৮-১০; ৭৫ : ১-১৫, ২২-৩০; ৭৭ : ১-৫০; ৭৮ : ১-৫, ১৭-২২, ৩৮-৪০; ৭৯ : ১-১৪, ৩৪-৩৬, ৪২-৪৬; ৮০ : ২১-২২, ৩৩-৪২; ৮১ : ১-১৪; ৮২ : ১-৫; ৯-১৯; ৮৩ : ৪-২১; ৮৪ : ১-১৫; ৮৬ : ৮-১০; ৮৮ : ১-৯; ৮৯ : ২১-২৬; ৯৯ : ১-৮; ১০০ : ৯-১১; ১০১ : ১-১১।

কিরামান কাতিবিন : ৪৩ : ৮০; ৫০ : ১৬-১৮; ৮২ : ১০-১৬।

কিসাস : নরহত্যা দ্র.।

কুন ফাইয়াকুন : সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.।

কুরাইশ : ১০৬ : ১-৬।

কৃতজ্ঞতা : ২ : ১৫২; ৪ : ১৪৭; ৬ : ৫৩, ৭৮; ১৪ : ৭-৮; ১৬ : ১২-১৪, ৭৮; ৩০ : ৪৬; ৩১ : ১২; ৩২ : ৯; ৩৯ : ৭; ৭৬ : ৩।

কোরবানি : ২ : ১৯৬-১৯৭; ৫ : ২, ৯৭; ২২ : ৩৩-৩৭; ৩৭ : ১০২-১০৮; ১০৮ : ১-২।

কোরান : ২ : ১-২, ২৩-২৪, ৯৯, ১৭৪, ১৮৫; ৩ : ১-৩; ৭, ১৩৮; ৪ : ১৭৪-১৭৫; ৫ : ১৫-১৬, ৪৮, ৮৩, ১০১-১০২ ১০৪; ৬ : ১৯-২০, ৫১, ৫৯, ৯২, ১১৪-১১৫, ১৫৫-১৫৭; ৭ : ১-৩, ২০৩-২০৪; ৯ : ১১১, ১২৪, ১২৭; ১০ : ১, ১৫-১৬, ৩৭-৪০, ৬১; ১১ : ১-২, ১৩-১৪, ৩৫; ১২ : ১-৩, ১০৪, ১১১; ১৩ : ১, ৩১, ৩৬-৩৭, ৩৮-৩৯; ১৪ : ১-২, ৫২; ১৫ : ১, ৯, ৮৭, ৯০-৯৪; ১৬ : ৬৪, ৮৯, ৯৮, ১০১-১০৩; ১৭ : ৯, ৪১, ৪৫-৪৮, ৭৮, ৮১-৮২, ৮৮-৮৯, ১০৫-১০৯; ১৮ : ১-৬, ২৭, ৫৪, ৫৭; ১৯ : ৯৭; ২০ : ১-৭, ৯৯-১০০, ১১৩-১১৪; ২১ : ৫০; ২২ : ১৬, ৫৪; ২৫ : ৩০-৩৩; ২৬ : ১-২, ১৯২-২০০, ২০৮-২১২; ২৭ : ১-২, ৬, ৭৫-৭৭, ৯২; ২৮ : ১-২; ২৯ : ৪৫, ৪৭-৪৯, ৫১; ৩০ : ৫৮-৫৯; ৩১ : ১৪; ৩২ : ১-৩; ৩৪ : ৩১; ৩৫ : ৩১-৩২; ৩৬ : ১-৬, ৬৯-৭০; ৩৮ : ২৯; ৩৯ : ১-২, ২৩, ২৭-২৮, ৪১, ৫৫-৫৯; ৪০ : ১-৩; ৪১ : ১-৪, ২৬-২৭, ৪০-৪২, ৪৪, ৫২-৫৪; ৪২ : ৭; ৪৩ : ১-৫, ৩০-৩২, ৪৪; ৪৪ : ১-৩, ৫৮-৫৯; ৪৫ : ১-২, ৬-৯, ১১, ২০; ৪৬ : ১-৩, ৭-৮, ১০-১২, ২৯-৩০; ৪৭ : ২৪; ৫০ : ৪৫; ৫২ : ৩৩-৩৪; ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০; ৫৫ : ১-২; ৫৬ : ৭৫-৮২; ৫৯ : ২১; ৬৫ : ১০-১১; ৬৮ : ৪৪-৪৫, ৫১-৫২; ৬৯ : ৩৮-৫২; ৭২ : ১-২; ৭৩ : ৪-৫,

২০; ৭৪ : ৪৯-৫৬; ৭৫ : ১৬-১৯; ৭৬ : ২৪; ৮০ : ১১-১৬; ৮১ : ১৫-২২, ২৭-২৯; ৮৪ : ২০-২৫; ৮৫ : ২১-২২; ৮৬ : ১১-১৪; ৯৬ : ১; ৯৭ : ১; ৯৮ : ১-৪।

কোরান আরবিভাষায় : আরবি ভাষায় কোরান দ্র.।

কোরানের আবৃত্তি : ১৮ : ২৭; ৭৩ : ২০; ৭৫ : ১৬-১৯; ৯৬ : ১-৫।

কোরানের ব্যাখ্যা : ৩ : ৭; ৭৫ : ১৭-১৯।

ক্রোধ : ৩ : ১৩৪; ৪২ : ৩৬-৩৭।

ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান : ৩ : ২৬, ১৬২-১৬৩; ৪ : ৩২, ৯৫-৯৬, ১৩৯; ৬ : ১৩২, ১৬৫; ৮ : ৩-৪, ৭৪; ৯ : ২০; ১২ : ৭৬; ১৭ : ২১, ৭০; ২২ : ১৮, ৫০; ২৪ : ২৬; ৩৩ : ৩১; ৩৫ : ১০; ৪২ : ২৭; ৪৩ : ৩২; ৪৭ : ২২-২৩; ৪৯ : ১৩; ৫৮ : ১১; ৮৯ : ১৫-২০।

ক্ষমা : ২ : ১০৯, ২৬৩; ৩ : ১৩৪; ৫ : ৪৫; ৭ : ১৯৯; ২৪ : ২২; ৪২ : ৪০, ৪৩; ৪৫ : ১৪।

ক্ষুধা : ২ : ১৫৫; ৫ : ৩।

খাদ্য, শিকার ও পানীয় : ২ : ১৬৮, ১৭২-১৭৩; ৪ : ১৬০; ৫ : ১-৪, ৮৮, ৯১-৯৬; ৬ : ১১৮-১১৯, ১২১, ১৩৬-১৪০, ১৪২, ১৪৫-১৪৬; ১০ : ৫৯; ১৬ : ৫, ৬৬-৬৯, ১১৪-১১৮; ২২ : ৩৬; ২৩ : ২১; ২৪ : ৬১; ২৯ : ৬০; ৩২ : ২৭; ৩৬ : ৭২, ৪০ : ৭৯; ৪১ : ১০; ৮০ : ২৪-৩২।

খেয়ালখুশি : ২ : ১২০, ১৪৫; ৪ : ১২৩; ৫ : ৪৮-৪৯, ৭৭; ৬ : ৫৬, ১১৯, ১৫০; ১৩ : ৩৭; ১৮ : ২৮; ২৫ : ৪৩; ২৮ : ৫০; ৩০ : ২৯; ৪৫ : ১৮, ২৩; ৪৭ : ১৪; ৫৪ : ৩।

খ্রিস্টান : কিতাবি, ইহুদি, মাজুস ও সাবেয়ি দ্র.।

গজব : ৩ : ১১২; ৫ : ৬০; ৪৮ : ৬।

গণিমা : ৮ : ৪১।

গর্ভবতী স্ত্রী ও স্বামীর প্রার্থনা : ৭ : ১৮৯।

গিলমান : ৫২ : ২৪; ৫৬ : ১৭-১৯; ৭৬ : ১৯।

গুজব রটনা : ৪ : ৮৩; ৩৩ : ৬০-৬১।

গুহাবাসী : ১৮ : ৯-২২, ২৫-২৬।

গৃহ : ১৬ : ৮০।

গোপন পরামর্শ : ৫৮ : ৯-১০।

ঘুষ : ২ : ১৮৮।

চন্দ্র ও সূর্য : ৬ : ৯৬; ৭ : ৫৪; ১০ : ৫; ১৩ : ২; ১৪ : ৩৩; ১৬ : ১২; ২১ : ৩৩; ২৫ : ৬১; ৩১ : ২৯-৩০; ৩৫ : ১৩; ৩৬ : ৩৮-৪০; ৩৯ : ৫; ৪১ : ৩৭; ৫৫ : ৫; ৭১ : ১৫-১৬।

AMARBOI.COM

চাওয়া ও পাওয়া : ৫৩ : ২৪-২৫, ৩৯।
চুক্তি : ২ : ২৮২-২৮৩; ৮ : ৫৮, ৭২; ৯ : ১-২, ৪-৫, ৭-১০,১২।
চুক্তি রদ : ৮ : ৫৮, ৯ : ১২।
চূড়ান্ত প্রমাণ : ৬ : ১৪৯।
চুরি : ৫ : ৩৮-৩৯।
চেষ্টা : ১৭ : ১৯-২১।
ছায়া : ১৬ : ৮১; ২৫ : ৪৫-৪৬।
জবরদস্তি : ২ : ২৫৬; ১০ : ৯৯-১০০; ৫০: ৪৫।
জবাবদিহি : ৬ : ৫২, ৬৯, ১৫৯; ৭ : ৬-৯; ১৬ : ৯৩; ৩৪ : ২৫; ৭৫ : ৩৬; ১০২ : ৬-৮।
জবুর : ৪ : ১৬৩; ২১ : ১০৫।
জরা : শৈশব, যৌবন, জরা ও বার্ধক্য দ্র.।
জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি : ৬ : ৯৯; ৭ : ৫৭-৫৮; ১১ : ৯; ১৩ : ১২; ১৪ : ৩২; ১৫ : ২২; ১৬ : ১০-১১, ৬৫; ২১ : ৩০; ২২ : ৫; ২৩ : ১৮-১৯; ২৪ : ৪৩, ৪৫; ২৫ : ৪৮-৫০, ৫৩, ৫৪; ২৭ : ৫৯-৬০; ২৯ : ৬৩; ৩০ : ২৪, ৪৬, ৪৮-৫১; ৩১ : ১০; ৩২ : ২৭; ৩৫ : ৯, ২৭; ৩৯ : ২১; ৪১ : ৩৯; ৪২ : ২৮, ৩৩; ৪৩ : ১১; ৪৫ : ৫-৬; ৫০ : ৯-১১; ৫৬ : ৬৮-৭০; ৬৭ : ৩০; ৭৭ : ১-৭; ৭৮ : ১৪-১৬; ৮০ : ২৪-৩২।
জলযান : ২ : ১৬৪; ১৩ : ১২, ১৭; ১৪ : ৩২; ১৬ : ১৪; ১৭ : ৭০, ৬৬; ২২ : ৬৫; ২৪ : ৪৩, ৪৫; ২৯ : ৬৫-৬৬; ৩০ : ৪৬; ৩১ : ৩১-৩২; ৩৬ : ৪১-৪৪; ৪০ : ৮০; ৪২ : ৩২-৩৫; ৪৩ : ১২; ৪৫ : ১২; ৫৫ : ২৪-২৫।
জাকাত : নামাজ ও জাকাত দ্র.।
জাকারিয়া ও ইয়াহিয়া : ৩ : ৩৭-৪১; ৬ : ৮৫; ১৯ : ১-১৫; ২১ : ৮৯-৯০।
জাক্কুম : ৩৭ : ৬২-৭৪; ৪৪ : ৪৩-৪৫; ৫৬ : ৫১-৫৩।
জাতি : ৭ : ৩৪; ১০ : ৪৭, ৪৯; ১৩ : ১১; ১৫ : ৫; ১৬ : ৯৩; ১৭ : ১৬; ২৩ : ৪৩।
জানজাবিল : ৭৬ : ১৭-১৮।
জান্নাত : ২ : ২৫, ৮২, ১১১; ৩ : ১৫-১৭, ১৩৩-১৩৪, ১৪২; ৪ : ৫৭; ৫ : ৮৩-৮৫, ১১৯; ৭ : ৪০, ৪২-৪৪; ৯ : ২০-২২, ৭২, ৮৮-৮৯, ১১০-১১১; ১০ : ৯-১০, ২৫; ১১ : ২৩, ১০৮; ১৩ : ২০-২৪, ৩৫; ১৪ : ২৩; ১৫ : ৪৫-৫০, ১০০-১১১; ১৬ : ৩০-৩২; ১৮ : ৩১, ১০৭-১০৮; ১৯ : ৬১-৬৩; ২০ : ৭৫-৭৬; ২২ : ১৪, ২৩-২৪, ২৩ : ৮-১১; ২৯ : ৫৮-৫৯; ৩২ : ১৯; ২৫ : ১৫-১৬, ৭৫-৭৬; ৩৫ : ৩২-৩৫; ৩৬ : ৫৫-৫৮; ৩৭ : ৩৯-৬২; ৩৮ :

৪৯-৫০; ৩৯ : ৭৩-৭৫; ৪১ : ৩০-৩২; ৪২ : ২২; ৪৩ : ৬৮-৭৩; ৪৪ : ৫১-৫৭; ৪৬: ১৩-১৪; ৪৭ : ১২, ১৫; ৪৮ : ৫, ১৭; ৫০ : ৩১-৩৫; ৫১ : ১৫-১৯; ৫২ : ১৭-১৮; ৫৪ : ৫৪-৫৫; ৫৫ : ৪৬-৭৮; ৫৬ : ১০-৪০, ৮৮-৯১; ৫৭ : ১২, ২১; ৬৫ : ১১; ৬৬ : ৮; ৬৮ : ৩৪; ৬৯ : ১৮-২৪; ৭০ : ২২-৩৫; ৭৪ : ৩৮-৪১; ৭৬ : ৫-২২; ৭৭ : ৪১-৪৪; ৭৮ : ৩১-৩৯; ৭৯ : ৪০-৪১; ৮৩ : ২২-২৮; ৮৮ : ৮-১৬; ৮৯ : ২৭-৩০; ৯৮ : ৭৯।

জালুত : ২ : ২৪৯-২৫১।

জায়তুন : ২৩ : ২০; ২৪ : ৩৫; ৯৫ : ১।

জায়েদ : মুহাম্মদ, জায়েদ ও জয়নাব দ্র.।

জাহান্নাম : ২ : ১২৬; ৩ : ১৯৬-১৯৭; ৪ : ৫৪-৫৬, ৯৩, ৯৭, ১১৫; ৬ : ১২৮-১২৯; ৭ : ৩৭-৪১, ৪৪-৪৫, ১৭৯; ৮ : ১৫-১৬; ৯ : ৬৮, ৮১; ১১ : ১০৬-১০৭, ১১৯; ১৪ : ১৬-১৭, ২৮-৩০, ৪৯-৫০; ১৫ : ৪৩-৪৪; ১৬ : ২৮-২৯; ১৭ : ৮; ১৯ : ৬৮-৭২; ২০ : ৭৪; ২১ : ২৯, ৯৮-১০৩; ২২ : ১৯-২২; ২৩ : ১০৩-১০৮; ২৯ : ৫৪-৫৫, ৬৮; ৩২ : ১৩-১৪, ২০-২১; ৩৫ : ৩৭; ৩৬-৩৭ : ৬২-৬৪; ৩৮ : ৫৫-৬৪; ৩৯ : ১৫-১৬, ৭১-৭২; ৪০ : ৫-৬, ১০-১২, ৪৬-৫০; ৪১ : ১৯-২৯; ৪২ : ৪৪-৪৫; ৪৩ : ৭৪-৮০; ৪৪ : ৪৩-৫০; ৪৭ : ১২, ১৫; ৪৮ : ৬; ৫০ : ৩০; ৫২ : ১১-১৬; ৫৫ : ৪১, ৪৩-৪৪; ৫৬ : ৪১-৪৬, ৪৯-৫৬, ৯২-৯৬; ৫৭ : ১৯; ৫৮ : ৮; ৬৪ : ১০; ৬৬ : ৬; ৬৭ : ৬-১১; ৬৯ : ২৫-৩৭; ৭০ : ১৭-১৮; ৭২ : ২৩; ৭৪ : ২৬-৪৮; ৭৮ : ২১-৩০; ৭৯ : ৩৪-৩৯; ৮৩ : ১২-১৭; ৮৭ : ১০-১৩; ৯২ : ১৪-২১; ৯৬ : ৮-১৮; ৯৮ : ৬; ১০১ : ১-১১; ১০২ : ৬-৮; ১০৪ : ১-৯।

জিজিয়া : ৯ : ২৯।

জিন : ৬ : ১০০, ১১২, ১২৮, ১৩০; ৭ : ৩৮, ১৭৯; ১১ : ১১৯; ১৫ : ২৭; ২৭ : ২৭, ৩৮-৩৯; ৩২ : ১৩; ৩৪ : ১২-১৪; ৩৭ : ১৫৮-১৬৩; ৪১ : ২৫, ২৯; ৪৬ : ১৮, ২৯-৩২; ৫৫ : ১৫, ৩১-৩৩; ৭২ : ১-১৫।

জিব্‌ত্‌ : ৪ : ৫১।

জিবরাইল : ২ : ৯৭-৯৮, ৮৭, ২৫৩; ১৯ : ৬৪-৭৫; ২৬ : ১৯৩; ৩৭ : ১৬৪-১৬৬; ৫৩ : ১-১০, ১৩-১৫; ৬৬ : ৪; ৯৭ : ৪; ৮১ : ১৯-২৪।

জিহাদ : ২ : ২১৮, ২৪৪; ৩ : ১৪২; ৪ : ৯৬-৯৬; ৫ : ৩৫, ৫৪; ৮ : ৭৪-৭৫; ৯ : ১৬, ২০-২২, ২৪, ৩৮-৪২; ১৬ : ১১০; ২২ : ৭৮; ২৫ : ৫২; ২৯ : ৬, ৬৯; ৪৭ : ৪-৬, ২০-২১, ৩১; ৪৮ : ৫, ১১-১২; ১৬-১৭; ৪৯ : ১৫; ৬১ : ৪; ৬৬ : ৯।

জিহার : ৩৩ : ৪; ৫৮ : ১-৪।

জীবনোপকরণ : ৫ : ৮৮; ৬ : ১৪২, ১৫১; ৭ : ১০, ৩২; ১০ : ৫৯; ১১ : ৬; ১৩ : ২৬; ১৪ : ৩২; ১৫ : ২০-২১; ১৬ : ৫৬, ৭১; ১৭ : ৩০-৩১; ২৯ : ৬০-৬২; ৩০ : ২৮, ৩৭, ৪০; ৩৪ : ২৪, ৩৬, ৩৯; ৩৯ : ৫২; ৪০ : ১৩; ৪২ : ১২, ১৯, ২৭; ৫১ : ৫৭-৫৮; ৬৭ : ১৫, ২১; ৮৯ : ১৫-১৭;

জুদি পাহাড় : ১১ : ৪৪।

জুন-নুন : ২১ : ৮৭।

জুনুব : ওজু ও তায়াম্মুম দ্র.।

জুম'আ : ৬২ : ৯-১১।

জুলকারনাইন : ১৮ : ৮৩-৯৮; ২১ : ৯৫-৯৬।

জুলকিফল : ২১ : ৮৫-৮৬; ৩৮ : ৪৮।

জুয়া : মদ ও জুয়া দ্র.।

জ্ঞান ও জ্ঞানের সীমা : ২ : ২৫৫, ২৬৯; ৩ : ৭, ১৭৯, ১৯০-১৯১; ৬ : ৫৯; ৭ : ৩৩; ৮ : ২২; ১২ : ৭৬; ১৩ : ৪৩; ১৬ : ৮; ১৭ : ৩৬, ৮৫; ২০ : ১১০, ১১৪; ২২ : ৫৩-৫৪; ৩১ : ২০, ৩৪; ৩৩ : ৬৩; ৩৫ : ২৭-২৮; ৩৬ : ৩৬; ৩৯ : ৯; ৫৩ : ২৮-৩০; ৭২ : ২৫-২৮।

তওবা : ২ : ৩৭, ৫৪, ১৬০; ৩ : ৮৬-৯১; ৪ : ১৭-১৮, ৯২, ১৪৬; ৫ : ৩৩-৩৪, ৩৯; ৬ : ৫৩-৫৫; ৭ : ১৫৩; ৯ : ৫, ১১, ১০৪, ১১২; ১৬ : ১১৯; ১৯ : ৫৯-৬০; ২৪ : ১০; ৪০ : ৭; ৪২ : ২৫; ৬৬ : ৮।

তওরাত ও ইঞ্জিল : ৩ : ৩-৪, ৪৮, ৬৫, ৯৩; ৫ : ৪৩-৪৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; ৬ : ৯১; ৭ : ১৫৭; ৯ : ১১১; ৪৮ : ২৯; ৬১ : ৬; ৬২ : ৫।

তকদির : ৬ : ৯৬; ৯ : ৫১; ৫৭ : ২২; ৮০ : ১৯; ৮৭ : ১-৩।

তবলিগ : ধর্ম প্রচার দ্র.।

তর্কবিতর্ক : ৩ : ৬৫-৬৬; ১৬ : ১২৫; ১৮ : ৫৪-৪৬; ২২ : ৩, ৭-১০, ৬৭-৬৯; ২৯ : ৪৬; ৩১ : ২০; ৩৬ : ৭৭; ৪০ : ৩৫।

তসনিম ঝরনা : ৮৩ : ২৭-২৮।

তাগুত : ২ : ২৫৬; ৪ : ৫১, ৭৬; ৫ : ৬০; ৩৯ : ১৭।

তাবুক অভিযান : ৯ : ৩৮-৩৯, ৪১-৪২, ৪৬-৪৭, ৬৫-৬৬, ৭৪, ৮১-৮২, ১১৭-১১৮।

তাইয়াম্মুম : ৪ : ৪৩; ৫ : ৬।

তালাক : বিবাহ ও তালাক দ্র.।

তালুত : ২ : ২৪৭-২৪৯।

তাহাজ্জুদ : ১৭ : ৭৯।

তুব্বা : ৪৪ : ৩৭; ৫০ : ১২-১৪।

তোয়া : ২০ : ১২; ৭৯ : ১৬-১৭।

দাউদ : ২ : ২৫১; ৪ : ১৬৩; ৫ : ৭৮; ১৭ : ৫৫; ২১ : ৭৮-৭৯; ২৭ : ১৫; ৩৪ : ১০-১১; ৩৮ : ১৭-২৬।

AMARBOI.COM

দান খয়রাত ও সাদকা : ২ : ১৭৭, ২৬১-৮, ২৭০-২৭৪; ৩ : ১৩৪; ৪ : ৩৮; ৯ : ৫৮-৬০, ৭৯-৮০, ১০২-১০৪; ১৭ : ২৮-২৯; ৩০ : ৩৯; ৩৬ : ৪৭; ৫৭ : ১৮; ৫৮ : ১২-১৩; ৯২ : ৫-৭, ১৭-২১; ১০৭ : ১-৭।

দায়িত্ব : ব্যক্তিগত দায়িত্ব দ্র.।

দায়িত্বভার : ২ : ২৩৩, ২৮৬; ৪ : ৮৪; ৬ : ১৫২; ৭ : ৪২; ২৩ : ৬২; ৬৫ : ৭।

দারিদ্র্য : ২ : ২৬৮; ৬ : ১৫১; ৯ : ২৮; ১৭ : ৩১।

দাস ও দাসমুক্তি : ২ : ১৭৭, ২২১; ৪ : ২৪-২৫, ৩৬, ৯২; ৫ : ৮৯; ৯ : ৬০; ১৬ : ৭১; ২৪ : ৩২-৩৩; ৫৮ : ৩; ৯০ : ১২-১৬।

দিন ও রাত্রি : ৩ : ২৭, ১৯০; ৬ : ১৩, ৬০, ৯৬; ৭ : ৫৪; ১০ : ৬; ১৪ : ৩৩; ১৬ : ১২; ১৭ : ১২; ২১ : ৩৩; ২৪ : ৪৪; ২৫ : ৪৭, ৬২; ২৭ : ৮৬; ২৮ : ৭১-৭৩; ৩০ : ২৩; ৩১ : ২৯; ৩৫ : ১৩; ৩৬ : ৩৭; ৩৯ : ৫; ৪০ : ৬১; ৪০ : ৩৭-৩৮; ৪৫ : ৫; ৭৮ : ৯-১১; ৭৯ : ২৯।

দুঃখদৈন্য : মানুষের দুঃখদৈন্য ও অকৃতজ্ঞতা দ্র.।

দুগ্ধ : ১৬ : ৬৬।

দুধমা, দুধবোন : ৪ : ২৩।

দেনমোহর : বিবাহ, তালাক, ইদ্দত ও দেনমোহর দ্র.।

দেবতার উৎসর্গ : ৫ : ১০৩; ৬ : ১৩৬; ১৬ : ৫৬।

দেবদেবী : ৪ : ৫১-৫২; ১৪ : ৩৫-৩৬; ২১ : ৩৬; ২৫ : ৪১-৪৩; ৩৭ : ১২৩-১২৬; ৫৩ : ১৯-২৩; ৭১ : ২৩-২৪।

দ্বিধা : ২২ : ১১।

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি : ৩ : ১০, ১৪-১৫, ১১৬, ১৮৬; ৮ : ২৮; ১৮ : ৩২-৪৪, ৪৬; ২৩ : ৫৫-৬১; ২৬ : ৮৮-৮৯; ৩৪ : ৩৭-৩৮; ৪১ : ৪৯; ৬০ : ৩; ৬৩ : ৯-১০; ৬৪ : ১৪-১৫; ৮৯ : ২০; ১০০ : ৮; ১০২ : ১; ১০৪ : ২-৩; ১১১ : ২।

ধর্ম : ২ : ২৫৬; ৬ : ৭০, ১৫৯; ৩০ : ৩০-৩২; ৪২ : ১৩-১৫; ১০৯ : ১-৬; ১১০ : ১-৩।

ধর্মপ্রচার : ৩ : ২০, ১০৪; ৫ : ৬৭, ৯৯; ১৩ : ৪০; ১৫ : ৯৪-৯৫; ১৬ : ৩৫, ৮২, ১২৫।

ধর্মবৈচিত্র্য ও পরধর্মসহিষ্ণুতা : ২ : ১৪৮, ২৫৬; ৪ : ১৭১; ৫ : ২; ৫ : ৪৮, ৭৭; ৬ : ১০৮, ১৫৯-১৫৬; ১০ : ৯৯; ২২ : ৬৭-৬৯; ২৩ : ৫২-৫৪; ৪৫ : ১৪; ১০৯ : ৬।

ধাত্রী : ২ : ২৩৩, ৬৫ : ৬।

AMARBOI.COM

ধৈর্য : ২ : ৪৫, ১৫৩-১৫৭, ১৭৭; ৩ : ১৪২, ১৪৬, ১৮৬, ২০০; ৮ : ৪৫-৪৬, ৬৫-৬৬; ১০ : ১০৯; ১৬ : ৪২, ৯৬, ১২৬-১২৭; ২০ : ১৩০, ১৩৫; ২২ : ৩৪-৩৫; ২৯ : ৫৮-৫৯; ৩৯ : ১০; ৪০ : ৫৫, ৭৭; ৪২ : ৪৩; ৪৬ : ৩৫; ৪৭ : ৩১; ৭০ : ৪-৫; ১০৩ : ১-৩।

ধ্বংস : ৬ : ৫-৬; ৭ : ৪-৫, ১৮২-১৮৩; ৯ : ৭০; ১০ : ১১, ১৪; ১১ : ১১৭; ১৫ : ৭৬-৭৭; ১৭ : ১৬, ৫৮; ১৮ : ৫৯; ১৯ : ৭৪, ৯৮; ২০ : ১২৮; ২১ : ৬, ১১; ২২ : ৪৫-৪৬; ২৫ : ৩৬-৪০; ২৮ : ৫৮; ২৯ : ৪০; ৩২ : ২৬; ৩৭ : ১৩৭-৮; ৪৪ : ৩৭; ৪৬ : ২৭-২৮, ৩৫; ৪৭ : ১৩; ৫০ : ৩৬-৩৭; ৫৩ : ৫০-৫৫; ৫৪ : ৫১; ৬৭ : ১৬-১৮; ৭৭ : ১৬-১৭।

ধ্বংসের পূর্বে : ৬ : ১৩০-১৩১; ৭ : ১৮২-১৮৩; ১৭ : ১৬-১৭; ২৬ : ২০৮-২০৯; ২৮ : ৫৯।

নক্ষত্র : ৬ : ৯৭; ৭ : ৫৪; ১৬ : ১২, ১৬; ২২ : ১৮; ৩৭ : ৬-১০; ৬৭ : ৫; ৮৬ : ১-৫।

নদনদী : ১৩ : ৩; ১৪ : ৩২; ১৬ : ১৫।

নবি : রসুল ও নবি দ্র.।

নরমুদ : ২ : ২৫৮; ১৪ : ৩২।

নরহত্যা : ২ : ১৭৮-১৭৯; ৪: ২৯-৩০, ৯২-৯৩; ৫ : ২৭-৩২; ১৭ : ৩১, ৩৩।

নশ্বর : ১৬ : ৯৬; ৫৫ : ২৬-২৭।

নামাজ ও জাকাত : ২ : ৩-৫, ৪৩-৪৬, ৮৩, ১১০ ১২৫, ১৫৩, ১৭৭, ২৩৮-২৩৯, ২৭৭; ৩ : ৩৯; ৪ : ৪৩, ৭৭, ১০১-১০৩, ১৪২, ১৬২; ৫ : ৬, ১২, ৫৫, ৫৮, ৯১, ১০৩; ৬ : ৭১-৭২, ৯২, ১৬২; ৭ : ২৯, ৩১, ১৫৬, ১৭০, ২০৫-৬; ৮ : ৩, ৩৫; ৯ : ৫, ১১, ১৮, ৫৪, ৭১, ৮৪, ১০৭-১০৮, ১১২; ১০ : ৮৭; ১১ : ৮৭, ১১৪; ১৩ : ২২; ১৪ : ৩১, ৩৭, ৪০; ১৭ : ৭৮-৭৯, ১১০; ১৯ : ৩০-৩২, ৫৫, ৫৮-৫৯; ২০ : ১১-১৪, ১৩০ ১৩২; ২১ : ৭২-৭৩; ২২ : ২৬, ৩৪-৩৫, ৪০-৪১, ৭৭, ৭৮; ২৩ : ১-১১; ২৪ : ৩৭, ৫৬-৫৭; ২৬ : ২১৭-২২০; ২৭ : ১-৩; ২৯ : ৪৫; ৩০ : ১৭-১৮, ৩১, ৩৯; ৩১ : ১-৪, ১৭; ৩৫ : ১৮, ২৯; ৩৯ : ৯; ৪১ : ৬-৭; ৪২ : ৩৬-৩৯; ৫০ : ৩৮-৪০; ৫২ : ৪৮-৪৯; ৫৮ : ১৩; ৬২ : ৯-১১; ৭০ : ১৯-৩৫; ৭৩ : ১-৮, ২০; ৭৪ : ৪০-৪৩; ৭৫ : ৩১-৩২; ৮৭ : ১৪-১৫; ৯৬ : ৯-১৯; ৯৮ : ৫; ১০৭ : ৪-৭; ১০৮ : ১-৩।

নারী ও পুরুষ : ২ : ২২৮; ৩ : ১৯৫; ৪ : ১, ৩২, ৩৪, ১২৪; ৯ : ৭১; ১৬ : ৯৭; ৩৩ : ৩৫; ৫৩ : ৪৫-৪৬; ৫৭ : ১৮; ৭৫ : ৩৬-৪০; ৯২ : ১-৪।

নাসর : ৭১ : ২৩-২৪।

নিঃসন্তান : ৪ : ১৭৬।

নিদ্রা : ৬ : ৬০; ২৫ : ৪৭; ৩০ : ২৩; ৩৯ : ৪২; ৭৮ : ৯-১১।

নিরর্থক আলোচনা : ৬ : ৬৮।

নিরাপত্তা : ৬ : ৮২; ২৪ : ৫৬; ১০৬ : ৪।

নির্দিষ্টকাল : ৩ : ৯; ৬ : ২, ৬৭; ৭ : ৩৪; ১০ : ৪৯; ১৫ : ৪-৫, ৪৩; ১৬ : ৬১; ১৭ : ৯৯; ১৮ : ৫৯; ২০ : ১২৯; ২৩ : ৪৩; ২৯ : ৫; ৩০ : ৮; ৩৫ : ৪৫; ৪০ : ৬৭; ৪২ : ১৪; ৪৪ : ৪০-৪২; ৪৬ : ৩; ৬৩ : ১১; ৭১ : ৪।

নির্দেশ ও নিষেধ : ৩ : ১০৪, ১১০, ১১৪; ৪ : ৩১; ৬ : ১৫১-১৫২; ৭ : ৩৩, ৫৪; ৯ : ৭১, ১১২; ১৭ : ২৩, ২৬, ২৯, ৩১-৩৪, ৩৬-৩৮; ৪০ : ৬৬; ৬৮ : ১০-১৪।

নিষিদ্ধ খাদ্য : খাদ্য ও পানীয় দ্র.।

নিষিদ্ধ মাস : ৯ : ৩৬-৩৭।

নিষ্ফল কর্ম : ২ : ২১৭; ৩ : ২১-২২; ৫ : ৫; ৭ : ১৪৭; ২৫ : ২৩।

নুহ : ৬ : ৮৪; ৭ : ৫৯-৬৪; ১০ : ৭১-৭৪; ১১ : ২৫-৩৪, ৩৬-৪৯; ১৯ : ৫৮; ২১ : ৭৬-৭৭; ২৩ : ২৩-৪২; ২৫ : ৩৭; ২৬ : ১০৫-১২২; ২৯ : ১৪-১৫; ৩৭ : ৭৫-৮২; ৪২ : ১৩; ৫১ : ৪৬; ৫৩ : ৫২; ৫৪ : ৯-১৬; ৫৭ : ২৬, ৬৬ : ১০; ৭১ : ১-২৮।

নেশা : ৪ : ৪৩।

পছন্দ ও অপছন্দ : ২ : ২১২।

পথ, পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট : ১ : ৫-৭, ২ : ১-৭, ১৩-২০, ২৬, ১০৮, ১৩৭, ১৪৩, ১৫৬-১৫৭, ২১৩, ২৫৬; ৩ : ৮, ২০, ৮৬, ৯০, ১০১; ৪ : ৮৮, ১১৫, ১৫৩, ১৬৯, ১৭৪-১৭৫; ৫ : ১৫-১৬, ৪৮-৪৯, ৫১, ৬০, ৬৭, ৭৭, ১০৫, ১০৮; ৬ : ৩৫, ৩৯, ৪১, ৭১-৭২, ৮২-৯০, ১১৭, ১২৫-১২৬, ১৪৯, ১৫১-১৫৩; ৭ : ৩০, ১৪৬, ১৭৮-১৭৯; ৯ : ১১৫; ১০ : ৯, ১০৮; ১৩ : ২৭-২৮; ১৪ : ৩-৪, ১৮; ১৫ : ৪২, ৫৬; ১৬ : ৯, ৩৭, ৯৩, ১২৫; ১৭ : ১৫, ৭২, ৮৪, ৯৭; ১৯ : ৩৬; ২২ : ৫৪; ২৩ : ৭৪-৭৫; ২৬ : ৯৩-১০৪; ২৭ : ৯২; ২৮ : ৫০, ৫৬; ৩০ : ২৯; ৩১ : ১-৫, ১৫; ৩২ : ১৩; ৩৩ : ৩৬; ৩৪ : ২৪; ৩৯ : ১৭-১৮, ২২-২৩, ৩৬-৩৭; ৪২ : ৪৪, ৪৬, ৫২-৫৩; ৪৫ : ২৩; ৪৬ : ৫; ৪৭ : ১৭; ৫৩ : ২৯-৩০; ৬৭ : ২২; ৭২ : ১৪-১৭; ৭৪ : ৩১; ৭৬ : ৩-৪; ৮১ : ২৬-২৯; ৮৭ : ১-৩; ৯০ : ১০-১৮; ৯২ : ১২-১৩।

পবিত্র : ২ : ২২২; ৪ : ৪৯; ২৪ : ২১; ৩৫ : ১৮; ৫৩ : ৩২; ৫৬ : ৭৭-৭৯; ৮৭ : ১৪-১৫; ৯১ : ৯-১০।

পবিত্র মাস : মাস দ্র.।

AMARBOI.COM

পরকাল : ইহকাল ও পরকাল দ্র. ।
পরধর্মসহিষ্ণুতা : ধর্মবৈচিত্র ও পরধর্মসহিষ্ণুতা দ্র. ।
পরনিন্দা : অনধিকার চর্চা ও পরনিন্দা দ্র. ।
পরামর্শ : ৩ : ১৫৯; ৪ : ১১৪; ৪২ : ৩৮ ।
পরিচয় : ৩২ : ৫ ।
পরিচ্ছদ : ৭ : ২৬-২৭, ৩১; ১৬ : ৮১ ।
পরিবর্তন : ৮ : ৫৩; ১৩ : ১১; ৮৪ : ১৬-১৯ ।
পরিশ্রম : ৯০ : ১-৪; ৯৪ : ৫-৮ ।
পরীক্ষা : মানুষের পরীক্ষা দ্র. ।
পর্দা : অশ্লীলতা ও পর্দা দ্র. ।
পর্বত : ১৩ : ৩; ১৫ : ১৯; ১৬ : ১৫; ২০ : ১০৫-১০৭; ২১ : ৩১; ২২ : ১৮; ৩১ : ১০; ৪১ : ১০; ৫০ : ৭-৮; ৭৩ : ১৪; ৭৭ : ৮-১৩; ৭৮ : ৬-৭; ৭৯ : ৩০-৩২; ৮৮ : ১৭-১৯; ১০১ : ৩-৫
পশু : ৩ : ১৪; ৬ : ৩৮, ১৩৮-১৩৯, ১৪২-১৪৪; ১৬ : ৫-৮, ৬৬, ৮০; ২৩ : ২১-২২; ২৪ : ৪৫; ২৯ : ৬০; ৩১ : ১০; ৩৫ : ২৭; ৩৬ : ৭১-৭৩; ৩৯ : ৬; ৪০ : ৭৯-৮১; ৪২ : ১১, ২৯; ৪৩ : ১২-১৩; ৭৯ : ৩০-৩৩ ।
পশ্চিম : ২ : ১১৫, ১৪২, ১৭৭; ৫৫ : ১৭; ৭৩ : ৯ ।
পাখি : ৬ : ৩৮; ১৬ : ৭৯; ২৪ : ৪১; ৬৭ : ১৯ ।
পাপ : ২ : ৮১; ৪ : ৫, ১০৭, ১১১-১১২; ৬ : ১২০-১২১; ৭ : ১০০-১০২; ১৭ : ৩১-৩৩; ২৯ : ১২-১৩; ৭৪ : ৪৩-৪৭ ।
পাপের ক্ষমা : ৩ : ১৩৫-১৩৬, ১৪৭-১৪৮; ৪ : ৩১, ৫০; ৩৩ : ৭০-৭১; ৩৯ : ৫৩-৫৪ ।
পাপের ক্ষমা নেই : অক্ষমার্হ পাপ দ্র. ।
পাপের সাক্ষী : ৪১ : ২০-২৩ ।
পুণ্য : ২ : ১৭৭; ৩ : ৯২ ।
পুনরুত্থান : কিয়ামত দ্র. ।
পুরস্কার : বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার দ্র. ।
পূর্ব ও পশ্চিম : ২ : ১১৫, ১৪২, ১৭৭; ৫৫ : ১৭; ৭৩ : ৯ ।
পূর্ব ঘোষণা : ১০ : ১৯; ১১ : ১১০; ২০ : ১২৯; ৪১ : ৪৫; ৫৭ : ২২ ।
পূর্ব পুরুষ : ২ : ১৭০; ৫ : ১০৪; ৩১ : ২১; ৪৩ : ২০-২৫ ।
পৃথিবী : সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র. ।
পৃথিবীর অধিকারী : ১৭ : ৭০; ২১ : ১০৫-১০৬ ।
প্রতিযোগিতা সৎকর্মে : ২ : ১৪৮; ৩ : ১১৪, ১৩৩; ৫ : ৪৮; ২১ : ৯০; ২৩ : ৬০; ৮৩ : ২৫-২৮ ।

AMARBOI.COM

প্রতিশোধ : অত্যাচার, আগ্রাসন ও প্রতিশোধ দ্র.।
প্রত্যাদেশ : ওহি দ্র.।
প্রত্যাবর্তন : আল্লাহর সাক্ষাৎ দ্র.।
প্রশান্তি : ৯ : ২৬, ৪০; ১৩ : ২৭-২৮; ৪৮ : ৪, ১৮।
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা : ৫ : ১০০; ৪২ : ২৭; ৫৭ : ২০; ১০২ : ১-৮।
প্রাণ : মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দ্র.
প্রাণরক্ষা : ৫ : ৩২।
ফল : উদ্ভিদ দ্র.।
ফাতেহা : ১৫ : ৮৭।
ফিৎনা : ২ : ১৯১, ১৯৩, ২১৭; ৩ : ৭; ৪ : ৯১; ৮ : ২৫, ৩৯, ৭৩।
ফিরদাউস : ১৮ : ১০৭-১০৮; ২৩ : ৮-১১।
ফেরাউন : মুসা দ্র.।
ফেরাউনের স্ত্রী : ২৮ : ৯; ৬৬ : ১১।
ফেরেস্তা : ২ : ৩০-৩৪, ৯৭-৯৮, ২১০, ২৮৫; ৩ : ১২৪-১২৫; ৪ : ৯৭-১৩৬; ৬ ; ৯৩; ৭ : ১১; ৮ : ৯, ১২, ৫০; ১৩ : ১৩; ১৫ : ৬-৮, ২৮-৩০; ১৬ : ২, ৩১-৩৩; ১৭ : ৬১, ৯৫; ১৮ : ৫০; ২০ : ১১৬; ২২ : ৭৫; ২৫ : ২১-২২, ২৫-২৬; ৩৩ : ৪৩; ৩৪ : ৪০-৪১; ৩৫ : ১; ৩৭ : ১৬৪-১৬৬; ৩৮ : ৭১-৭৩; ৩৯ : ৭৫; ৪০ : ৭-৯; ৪১ : ৩০-৩২, ৩৮; ৪২ : ৫; ৪৩ : ১৯, ৮০; ৫০ : ১৭-১৮; ৫৩ : ২৬-৩০; ৬৬ : ৪, ৬; ৬৯ : ১৭; ৭০ : ৪; ৭৪ : ৩০-৩১; ৭৮ : ৩৮; ৮৯ : ২২-২৩; ৯৭ : ৪।
ফোরকান : ২ : ৫৩, ১৮৫; ৩ : ৩; ৮ : ২৯; ২১ : ৪৮-৫০; ২৫ : ১।
ফোরকানের দিন : বদরের যুদ্ধ দ্র.।
ফ্যাশাদ : ২ : ১১-১২, ২৭, ২৫১; ৫ : ৬৪; ৮ : ৭৩; ১৩ : ২৫; ৩০ : ৪১; ৪৭ : ২২-২৩।
বজ্র ও বিদ্যুৎ : ১৩ : ১২-১৩; ৩০ : ২৪।
বৎসর ও কাল গণনা : ১০ : ৫।
বদরের যুদ্ধ : ৩ : ১৩, ১২৩, ১৪০, ১৬৫; ৮ : ৫-১৯, ৪১-৪৮।
বধির : অন্ধ, বধির ও বোবা দ্র.।
বন্ধক : ২ : ২৮৩।
বন্ধু ও শত্রু : ৩ : ১১৮-১২০; ৪ : ৪৫, ৮৯, ১৩৯, ১৪৪; ৫ : ৫১-৫৬, ৫৭, ৮২; ৮ : ৬০, ৭৩ ; ৯ : ৭১; ৬০ : ১-২, ৭-৯, ১৩; ৬৪ : ১৪।
বন্ধ্যাত্ব : ৪২ : ৪৯-৫০।
বর্ণবৈচিত্র্য : ৩৫ : ২৭-২৮।

নির্ঘণ্ট

বা' আল : ৩৭ : ১২৩-১২৬।
বানু কুরাইজা : ৩৩ : ২৬।
বাক্কা, মক্কার অপর নাম : মক্কা দ্র.।
বাড়াবাড়ি : ২ : ১৯০; ৪ : ১৭১; ৫ : ৭৭; ১৭ : ৩৩।
বানু নাজির : ৫৯ : ১–৮।
বায়ু : জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি দ্র.।
বার্ধক্য : শৈশব, যৌবন, জরাও বার্ধক্য দ্র.।
বাহিরা : ৫ : ১০৩।
বিচার : ৪ : ৪০, ৫৮, ১০৫, ১৩৫; ৫ : ৮, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭-৫০; ৬ : ১৫২-১৫৩; ৭ : ২৯, ১৮১; ১০ : ১০৯; ১৬ : ৯০; ২১ : ৪৭; ৪০ : ১৯-২০; ৫৫ : ৭-৮; ৫৭ : ২৫; ৬০ : ৮।
বিজয় : ৫ : ৫৬; ৫৮ : ২১; ৪৮ : ১; ৬১ : ১৩; ১১০ : ১-৩।
বিদ্যুৎ : বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্র.।
বিধবা : ২ : ২৩৪-২৩৫, ২৪০।
বিনয় : ২ : ২৩৮; ৬ : ৪২-৪৩; ৭ : ৫৫; ২২ : ৩৪-৩৫; ২৫ : ৬৩।
বিপদ-আপদ : ২ : ১৫৬-১৫৭; ৩ : ১৪০-১৪৩, ১৬৫; ১০ : ২৩; ১১ : ২৩; ২২ : ৩৪-৩৫; ৪২ : ৩০; ৫৭ : ২২-২৩; ৬৪ : ১১; ৬৭ : ১৬-১৭; ৭০ : ১৯-২১।
বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, দেনমোহর : ২ : ২২১, ২২৬, ২৩৭, ২৪১-২৪২; ৪ : ৩-৪, ১৯-২৫, ৩৫, ১২৭-১৩০; ৫ : ৫; ২৪ : ৩; ৩২-৩৪; ৩৩ : ৪৯-৫২; ৬০ : ১০-১২; ৬৫ : ১-৭।
বিরোধিতা, অসংগতি : ৭ : ৩৩।
বিলকিস, সাবার রানি : ২৭ : ২২-৪৪।
বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার : ২ : ৩-৫, ২৫, ৬২, ৮২, ১১২, ১৩৭, ১৪৮, ১৯৫, ২১৮, ২৭৭, ২৮৫; ৩ : ১০০-১০১, ১০৪, ১৪৫, ১৭২, ১৭৯, ১৯৫; ৪ : ৪০, ৫৭, ৯৫, ১২২, ১২৪, ১৩৬, ১৪৬-১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৬২, ১৭৩; ৫ : ৯, ৮৩-৮৫; ৬ : ৯২, ১৬০; ৭ : ৫৬; ৮ : ২-৪, ২৯, ৭৪; ৯ : ২০-২২, ৭১, ৮৮-৮৯, ১১১-১১২; ১০ : ৯, ৬২-৬৪, ৯৯-১০০; ১১ : ২৩; ১৩ : ২০-২৪; ১৪ : ৩১; ১৬ : ৯৭, ১২৮; ২০ : ৭৫-৭৬; ১৮ : ৩০, ১০৭-১০৮; ১৯ : ৭৬, ৯৬; ২১ : ৯৪; ২২ : ১৪, ২৩-২৪, ৫৬, ৭৭; ২৩ : ১-১১, ৫৭-৬১; ২৪ : ৩৮, ৫৫-৫৬, ৬২; ২৫ : ৬৩-৭৬; ২৬ : ২২৪-২২৭; ২৭ : ৮৯; ২৮ : ৫৩-৫৫, ৮৪; ২৯ : ৭, ৯, ৫৮-৫৯, ৬৯; ৩০ : ১৫, ৪৪-৪৫; ৩১ : ৮-৯; ৩২ : ১৫-১৯; ৩৩ : ৩৬, ৪১-৪৪, ৭০-৭১; ৩৪ : ৩৭; ৩৯ : ১০; ৪১

AMARBOI.COM

: ৮, ৪৬; ৪২ : ২২-২৩, ২৬, ৩৬-৩৯; ৪৩ : ৬৮-৭০; ৪৫ : ১৫; ৪৭ : ২, ১২, ৩৩; ৪৮ : ২৯; ৪৯ : ১৫; ৫৩ : ৩১; ৫৭ : ৭, ১৮-১৯; ৬১ : ১০-১৩; ৬৪ : ৯; ৬৬ : ৬; ৮৫ : ১১; ৯৫ : ৪-৬; ৯৮ : ৭-৯; ১০৩ : ১-৩।

বিশ্বাসঘাতক : ৪ : ১০৫-১০৭; ৮ : ৫৮; ২২ : ৩৮।

বিশ্বাসীর অবিশ্বাস : ২ : ২১৭; ৩ : ৮৬, ৯০; ৪ : ১৩৭-১৩৮; ৫ : ৫৪; ১৬ : ১০৬।

বিশ্বাসী নির্যাতনের শাস্তি : ৩৩ : ৫৮; ৫২ : ২১; ৬৪ : ১৪-১৫; ৮৫ : ১-১০।

বিশ্বাসীর সৌভ্রাত্র : ৩ : ১০৩-১০৫; ৫ : ২; ৯ : ৭১; ৪৯ : ৯-১০।

বীর্যপাত : ৫৬ : ৫৮-৫৯।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা : ২৪ : ৫৮-৬০; ৪৯ : ১২।

বৃষ্টি : জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি দ্র.।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব : ৬ : ১৩২, ১৬৪; ১০ : ৩০; ১৪ : ৫১; ১৭ : ১৫; ৩৫ : ১৮; ৩৯ : ৭; ৫৩ : ৩৮-৪১; ৭৪ : ৩৮।

ব্যবসাবাণিজ্য : ২ : ১৯৮, ২৭৫; ৪ : ২৯; ২৪ : ৩৭; ৬২ : ১১।

ব্যভিচার : ৪ : ১৫-১৬, ২৫; ৫ : ৫; ১৭ : ৩২; ২৪ : ১-১০, ৩৩; ২৫ : ৬৮-৬৯; ৩৩ : ৩০।

ব্যয় ও মিতব্যয় : ২ : ১৯৫, ২১৫, ২১৯-২২০, ২৫৪; ৩ : ৯২, ১৩৪; ৮ : ৩, ৬০; ৯ : ৩৪-৩৫; ১৪ : ৩১; ১৭ : ২৬-২৯; ২২ : ৩৪-৩৫; ২৫ : ৬৭; ৩৫ : ২৯-৩০; ৩৬ : ৪৭; ৫৭ : ৭, ১০; ৬৩ : ১০-১১; ৬৪ : ১৬; ৬৫ : ৭।

ভয় আল্লাহকে : ২ : ৪১, ১৫০, ১৯৬, ১৯৭, ২০৩, ২০৬, ২২৩, ২১৩, ২৩৩; ৩ : ১০২, ১২৩, ১৭৫, ১৯৮; ৪ : ১, ৭৭-৭৮, ১৩১; ৫ : ২-৪, ৭, ১১, ৩৫, ৪৪, ৫৭, ৮৮, ৯৪, ৯৬, ১০০; ৬ : ৫১, ৭১-৭১; ৭ : ৫৬; ৮ : ২৯; ৯ : ১৩, ১০৯-১১০, ১১৯; ১০ : ১১; ১৩ : ২০-২২; ১৬ : ২, ৫০-৫২; ২২ : ১, ১০ ৩৪-৩৫; ২৩ : ৫২, ৫৭-৬১; ২৪ : ৩৭, ৩১ : ৩৩; ৩৩ : ৭০; ৩৯ : ১০, ১৬, ২০, ২৩, ৩৬, ৭৩; ৪৯ : ১২; ৫০ : ৩৩-৩৪; ৫৫ : ৪৬; ৭০ : ২৭-২৮; ৫৯ : ১৮; ৬৪ : ১৬; ৬৫ : ৪, ৫, ১০-১১; ৬৭ : ১২; ৫৭ : ২৮; ৭৪ : ৫৬; ৮৭ : ১০।

ভয় নাই : ২ : ৬২, ১১২, ২৬২, ২৭৪, ২৭৭; ৫ : ৬৯; ৬ : ৪৮; ৭ : ৩৫; ১০ : ৬২; ২৭ : ৮৯; ৪১ : ৩০; ৪৩ : ৬৮-৭০; ৪৬ : ১৩-১৪।

ভবিষ্যৎ : ৫৯ : ১৮।

ভান : ৬১ : ২-৩।

ভারসাম্য : ২ : ২৫১; ২২ : ৪০; ৫৫ : ৭-৮।

ভালো ও মন্দ : ২ : ২১৬; ৩ : ১০৪, ১৮০; ৪ : ২, ৭৮-৭৯, ৮৫, ১১৪; ৫ :

AMARBOI.COM

১০০; ৬ : ১৭-১৮, ১৬০; ৭ : ১৬৮; ১০ : ১১, ২৬, ১০৭; ১৩ : ২০-২২; ১৭ : ১১; ২১ : ৩৫; ২৩ : ৯৬; ৪১ : ৩২-৩৬, ৪৬; ৯৯ : ৭-৮।
ভাষা : ১৪ : ৪; ৩০ : ২।
ভোগবিলাস : ৩ : ১৪; ১৫ : ৮৮; ১৭ : ১৮; ২৬ : ২০৫-২০৭; ২৮ : ৬০-৬১, ৭৭; ৪৩ : ২৯।
মক্কা, মকামে ইব্রাহিম, কাবা ও কিবলা : ২ : ১২৫-১২৭; ১৪২-১৪৫, ১৪৮-১৫০, ১৯১; ৩ : ৯৬-৯৭; ৫ : ২; ৬ : ৯২; ৯ : ১৭-১৯, ২৮; ২২ : ২৫-২৬, ২৯, ৩৩; ২৪ : ৩৬; ২৮ : ৫৭; ২৯ : ৬৭; ৪৮-২৪-২৭।
মতভেদ ও মীমাংসা : ২ : ২১৩; ৩ : ১০৫; ৪ : ৫৯; ৬ : ৫৭-৫৮, ১৫৯, ১৬৪; ১০ : ১৯; ১১ : ১১০, ১১৮-১১৯; ১৬ : ৯২; ২২ : ৫৩, ৬৯; ২৩ : ৫৩-৫৪; ২৭ : ৭৬-৭৮; ৩০ : ৩১-৩২; ৩২ : ২৮-৩০; ৪১ : ৪৫; ৪২ : ১০, ১৪; ৪৩ : ৬৩-৩৫; ৪৫ : ১৬-১৭; ৪৯ : ৯ ; ৯৮ : ৪।
মদ ও জুয়া : ২ : ২১৯; ৪ : ৪৩; ৫ : ৯০-৯১; ১৬ : ৬৭।
মধু : মৌমাছি দ্র.।
মধ্যপন্থা ও মধ্যপন্থি জাতি : ২ : ১৪৩; ১৭ : ২৯, ১১০; ২৫ : ৬৭; ৫৭ : ২৩।
মনোনীত বংশ : ৩ : ৩৩-৩৪।
মন্দ : ভালো ও মন্দ দ্র.।
মন্দ আচরণের পুনরাবৃত্তি : ১৭ : ৮৪।
মন্দ কথার প্রচারণা : ৪ : ১৪৮।
মন্দের দৌড় : ২৯ : ৪-৫।
মন্দের প্রতিফল : কর্মফল দ্র.।
মন্দের মোকাবিলা : ভালো ও মন্দ দ্র.
মমি : ১০ : ৯২।
মরিয়ম : ঈশা দ্র.।
মসজিদ : ২ : ১১৪, ১৯১; ৯ : ১৭-১৮, ২৮, ১০৭-১০৮; ২২ : ৪০; ২৪ : ৩৬; ৭২ : ১৮।
মসজিদুল আকসা : ১৭ : ১।
মসজিদুল হারাম ২ : ১৯১; ৯ : ২৮; ১৭ : ১; ৪৮ : ২৭।
মসিহ : ৪ : ১৭১; ৯ : ৩০।
মহাশান্তি : ১৬ : ১০৬।
মহাশূন্যে অভিযান : ৫৫ : ৩৩।
মাকড়সা : ২৯ : ৪১।
মাটির পোকা : ২৭ : ৮২।

মাতাপিতা : ১৭ : ২৩-২৪; ২৯ : ৮; ৩১ : ১৪-১৫; ৪৬ : ১৫-১৮।
মাদইয়ান : ৭ : ৮৫-৯৩; ১১ : ৮৪; ২৮ : ২২-২৩; ২৯ : ৩৬-৩৭।
মানাত : ৫৩ : ১৯-২৩।
মানুষ : ২ : ২৮; ৬ : ২; ৭ : ১৭২, ১৮৯; ১৫ : ২৬-২৯; ১৬ : ৪, ৭৮; ১৭ : ৭০; ২২ : ৫-৬; ২৩ : ১২-১৬; ২৫ : ৫৪; ৩০ : ২০-২১, ৩০; ৩২ : ৭-৯; ৩৫ : ১১, ১৫-১৭; ৩৬ : ৭৭-৭৯; ৩৭, ১১; ৩৯ : ৬; ৪০ : ৫৭, ৬৪, ৬৭; ৫০ : ১৬-১৮; ৫১ : ৫৬; ৫৩ : ৪৫-৪৬; ৫৫ : ৩-৪, ১৪; ৫৬ : ৫৭-৫৯; ৬৪ : ২-৪; ৭৬ : ১-৩; ৭৭ : ২০-২৩; ৮০ : ১৭-২৩; ৮২ : ৬-৯; ৮৬ : ১-৮; ৯০ : ১-৪; ৯৫ : ১-৮; ৯৬ : ১-৫।
মানুষ এক জাতি : ২ : ২১৩; ৪ : ১; ১০ : ১৯; ১১ : ১১৮; ১৬ : ৯৩; ২১ : ৯২-৯৩ ২৩ : ৫২-৫৪; ৩৯ : ৬; ৪২ : ৮; ৪৯ : ১৩।
মানুষের অধিকার ও মর্যাদা : ২ : ২৯; ১৭ : ৭০; ১৪ : ৩২; ১৬ : ১২-১৪; ২২ : ৬৫; ৩১ : ২০; ৪৫ : ১২-১৩; ৫৫ : ৩৩।
মানুষের অবস্থার পরিবর্তন : ৮ : ৫৩; ১৩ : ১১; ৮৪ : ১৬-১৯।
মানুষের অবিশ্বাস : ১২ : ১০৩; ১৮ : ৫৪; ৪; ২৯ : ১০-১১।
মানুষের অস্থিরতা : ১৭ : ১১; ২১ : ৩৭; ৭০ : ১৯-২১।
মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা : ৯২ : ১-২১।
মানুষের ক্ষতিগ্রস্থতা : ১০৩ : ১-৩।
মানুষের দুঃখদৈন্য ও অকৃতজ্ঞতা : ২ : ২৪৩; ৬ : ৪২-৪৩, ৬৩-৬৪; ৭ : ১০; ১০ : ১২, ২১-২৩, ৬০; ১১ : ৯-১১; ১৪ : ৭, ৩৪; ১৬ : ৫৩-৫৫; ১৭ : ৬৭; ২২ : ৩৮, ৬৬; ২৩ : ৭৮; ২৭ : ৭৩; ২৯ : ৬৫-৬৬; ৩০ : ৩৩-৩৪; ৩১ : ৩১-৩২, ৩২ : ৯; ৩৪ : ১৭; ৩৯ : ৭-৮, ৪৯-৫১; ৪১ : ৪৯-৫১; ৪২ : ৪৮; ৪৩ : ১৫; ৬৭ : ২৩; ৭৬ : ৩; ৮০ : ১৭; ১০০ : ১-১১।
মানুষের দৌর্বল্য : ৪ : ২৮; ৩০ : ৫৪।
মানুষের দৌরাত্ম্য : ১০ : ২৩।
মানুষের পরীক্ষা : ২ : ১৫৫, ২১৪; ৩ : ১৩৯-১৪৩, ১৮৬; ৫ : ৯৪; ৬ : ৫৩, ১৬৫; ৭ : ১৬৮; ৮ : ২৮; ৯ : ১৬; ১০ : ১৩-১৪; ১১ : ৭; ১৭ : ৬০; ১৮ : ৭-৮; ২০ : ১৩১; ২১ : ৩৫; ২৫ : ২০; ২৯ : ১-৪; ৩৯ : ৪৯-৫০; ৪৭ : ৩১; ৫৩ : ৩৯-৪১; ৬৪ : ১৫; ৬৭ : ১-২; ৭৫ : ৩৬-৪০; ৭৬ : ২-৩; ৮৯ : ১৫-২০; ৯০ : ১-১১; ৯১ : ১-১০।
মানুষেব সীমালঙ্ঘন : ১৬ : ৪; ৩৩ : ৭২-৭৩; ৯৬ : ৬-৭।
মান্না ও সালওয়া : ২ : ৫৭; ৭ : ১৬০; ২০ : ৮০।
মারওয়া : ২ : ১৫৮।

AMARBOI.COM

মারুত : ২ : ১০২-১০৩।
মাশয়াবুল হারাম : ২ : ১৯৬-২০৩।
মাস : ২ : ১৯৪, ২১৭; ৫ : ২, ৯৭; ৯ : ৩৬-৩৭।
মিকাইল : ২ : ৯৮।
মিতব্যয় : ব্যয় ও মিতব্যয় দ্র.।
মিরাজ : ১৭ : ১৬০।
মুনাফেক : ২ : ৮-২০, ২০৪-২০৬; ৩ : ১৬৬-১৬৯; ৪ : ৬০-৬৩, ৮১, ৮৩, ৮৮-৮৯, ১৩৮, ১৪০-১৪৩, ১৪৫; ৫ : ৫২-৫৩; ৮ : ৪৯-৫৪; ৯ : ৬২-৭০, ৭৩-৯৭, ১০১-১০৭, ১১৭-১১৮; ২৪ : ৪৭-৫০; ২৯ : ১০-১১; ৩৩ : ১, ৯-২০, ২৪-২৭, ৪৮, ৬০-৬২, ৭৩; ৪৭ : ২০-২১, ২৯; ৪৮ : ৬; ৫৭ : ১৩-১৬; ৫৮ : ১৪-১৯; ৫৯ : ১১-১৭; ৬৩ : ১-৮; ৬৬ : ৯।
মুসা, ফেরাউন ও বনি ইস্‌রাইল : ২ : ৪০-৬১, ৬৩-৮৬, ৯২-৯৩, ১২২-১২৩, ২১১, ২৪৬-২৫২; ৩ : ১১, ৯৩-৯৪; ৪ : ১৫৩-১৫৮, ১৬০-১৬২; ৫ : ১২-১৩, ২০-২৬, ৭০-৭১, ৭৮-৮১; ৬ : ১৫৪; ৭ : ১০৩-১৫৬, ১৫৯-১৭১; ১০ : ৭৫-৯৩; ১১ : ৯৬-১০২, ১১০; ১৪ : ৫-৮; ১৭ : ২-৮, ১০১-১০৪; ১৮ : ৬০-৮২; ১৯ : ৫১-৫৩; ২০ : ৯-৭৩, ৭৭-৯৯; ২১ : ৪৮; ২৩ : ৪৫-৪৯; ২৫ : ৩৫-৩৬; ২৬ : ১০-৬৮, ১৯৬-১৯৭; ২৭ : ৭-১৪, ৭৬; ২৮ : ৩-৪৩; ২৯ : ৩৯; ৩২ : ২৩-২৬; ৩৩ : ৬৯; ৩৭ : ১১৪-১২২; ৪০ : ২৩-৪৬, ৫৩-৫৪; ৪১ : ৪৫; ৪২ : ১৩, ৪৬-৫৬; ৪৪ : ১৭-৩৩; ৪৫ : ১৬-১৭; ৫১ : ৩৮-৪০; ৫৪ : ৪১-৪২; ৬১ : ৫; ৬৯ : ৯-১০; ৭৩ : ১৫-১৬; ৭৯ : ১৫-২৬; ৮৫ : ১৬-১৯; ৮৭ : ১৬-১৯।
মুহাজির ও আনসার : ৯ : ১০০, ১১৭; ৩৩ : ৬; ৫৯ : ৮-১১।
মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল ২ : ৬, ২৩-২৪, ৮৭-১০০, ১০৬-১০৯, ১১৮-১২১, ১৩৯-১৪০, ১৪৪-১৪৭, ১৪৯-১৫২, ১৮৬, ২৫২, ২৭২, ২৮৫; ৩ : ৩, ৭, ২১-২৫, ৩১-৩২, ৪৪, ৫৮-৬৪, ৭২-৭৪, ৮১-৮২ ৮৪-৮৬, ৯৫, ১০১, ১২১-১২৮, ১৩২, ১৪৪, ১৫৯, ১৬৪, ১৮৩-১৮৪, ১৯৬-১৯৭; ৪ : ৪৪-৪৫, ৬০-৭০, ৭৭-৮০, ৮৪, ১০৫-১০৭, ১১৩-১১৫, ১৫৩, ১৬২-১৭০, ৫ : ১৩, ১৫-১৬, ১৯, ৩৩-৩৪, ৪১-৪৩, ৪৮-৫০, ৫৯, ৬৭-৬৮, ৮২-৮৩, ১০৪; ৬ : ৭-১০, ১৪, ১৯, ২৪-৩০, ৩৩-৩৫, ৩৭, ৪২, ৫০-৫২, ৫৬-৫৯, ৬৮-৭২, ৯০, ১০৫-১০৭, ১১৯, ১১৪-১১৭, ১৩৪-১৩৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৯, ১৬১-১৬৫; ৭ : ১-২, ৩৩, ১০১, ১৫৬-১৫৮, ১৮৪-১৮৮, ১৯৮-২০০, ২০৩; ৮ : ১৭-১৮, ২৪-২৬; ৩০-৩৪, ৬৪-৬৬, ৭০-৭১; ৯ : ৩২-৩৩, ৪০, ৪২, ৫৯, ৬১, ৭৩, ৮৩-৮৫, ১০৭-১০৮, ১২০, ১২৮-১২৯; ১০ : ১-২,

১৫-১৬, ২০, ৩৮-৩৯, ৪১-৪৪, ৪৬, ৬৫, ৯৪-৯৭, ৯৯-১০৯; ১১ : ১-২, ৭-৮, ১২-১৪, ১৭, ৩৫, ৯৬-৯৭, ১০০-১০২, ১০৮-১২৩; ১২ : ১০২-১০৫, ১০৮-১০৯; ১৩ : ৭, ১৯, ২৭-৩২, ৩৬-৪৩; ১৪ : ১, ৪২-৪৭; ১৫ : ৬-১১, ৮৫-৯৯; ১৬ : ৩৭, ৪৩, ৮২, ৮৯, ১০১-১০৩, ১২৩, ১২৫-১২৮; ১৭ : ৩৬, ৩৯, ৪৫-৪৮, ৫৩-৫৪, ৬০, ৭৩-৭৭, ৭৮-৮১, ৮৫-৮৭, ৯০-৯৭, ১০৫-১০৯; ১৮ : ১-৬, ২৭-২৯, ১০৯-১১০; ১৯ : ৮৩-৮৪, ৯৭; ২০ : ১-৩, ৯৯, ১১৪, ২১ : ১-১০, ২৫, ৩৪, ৩৬, ৪২-৪৬, ১০৭-১১২; ২২ : ১৫-১৬, ৪২-৪৪, ৪৭, ৪৯-৫৪, ৬৭-৭০; ২৩ : ৭৩-৭৫, ৯৩-৯৮; ২৫ : ১, ৪-১০, ২০, ৩০-৩৩, ৪১-৪৪, ৫১-৫২, ৫৬-৫৮, ৭৭; ২৬ : ৩, ২১৩-২২৭; ২৭ : ৬, ৭০-৭৯, ৮০-৮১, ৯১-৯৩; ২৮ : ৪৪-৫০, ৫৬-৫৭, ৭৭, ৮৫-৮৮; ২৯ : ৫১-৫৫; ৩০ : ৩০-৩২, ৪৭, ৫২-৫৩, ৫৮-৬০; ৩১ : ২৩-২৫; ৩২ : ১-৩, ২৩, ২৮-৩০; ৩৩ : ১-৩, ৬-৮, ২১-২৪, ৩৬, ৪০, ৪৫-৪৮, ৫৬-৫৭, ৬২-৬৩, ৭১; ৩৪ : ২২-৩০, ৫০-৫৪; ৩৫ : ৪, ৮, ১৮-২৬, ৪২-৪৩; ৩৬ : ১-১১, ৬৯; ৩৭ : ৩৫-৪০, ১৬৭-১৮২; ৩৮ : ১-১১, ১৫-১৭, ২৯, ৬৫-৭০, ৮৬-৮৮; ৩৯ : ১০-১৫, ১৯, ৩০-৩১, ৩৬-৪১, ৪৩-৪৪, ৬৪-৬৬; ৪০ : ৪, ৫৫, ৬৬, ৭৩-৭৮; ৪১ : ৫-৭, ৪৩; ৪২ : ১-৭, ১০, ১৩-১৬, ২২-২৪, ৪৮, ৫২-৫৩; ৪৩ : ২৯-৩২, ৪০-৪৫, ৮১, ৮২-৮৯; ৪৪ : ৫-৬, ৮-১৬, ৫৫-৫৯; ৪৫ : ১৭-২০, ২৩; ৪৬ : ৭-১০, ৩৫; ৪৭ : ১৬, ১৩, ২৯-৩০, ৩৩; ৪৮ : ১-৩, ৮-১৪, ১৮-১৯, ২৬-২৯; ৪৯ : ৭-৮, ১৭; ৫০ : ১-২, ৩৯-৪০, ৫১ : ৫০-৫৫; ৫২ : ২৯-৪৯; ৪৫; ৫৩ : ১-১৮, ৫৫-৫৬; ৫৪ : ১-৬; ৫৭ : ৭-৯, ১৯; ৫৮ : ৫, ৭-৮, ২০-২২; ৫৯ : ৭; ৬০ : ১২, ৬১ : ৬-৯; ৬২ : ১-৪, ১১; ৬৪ : ১২; ৬৫ : ১০-১১; ৬৬ : ৯; ৬৮ : ১-৩৩, ৪০-৪৮, ৫১-৫২; ৬৯ ৭২ : ১-২, ১৮-২৩, ২৫-২৮; ৭৩ : ১-১১, ১৫, ১৬, ২০; ৭৪ : ১-৭; ৭৫ : ১৬-১৯; ৭৬ : ২৩-৩১; ৭৯ : ৪২-৪৬; ৮০ : ১-১৬; ৮১ : ১৫-২৯; ৮৬ : ১১-১৪; ৮৭ : ১-১৯; ৯৩ : ১-১১; ৯৪; ১-৪; ৯৬ : ১-১৯; ৯৮ : ১-৩; ১০৭ : ১-৩; ১০৮ : ১-৩; ১০৯ : ১-৬; ১১০ : ১-৩।

মুহাম্মদ, জায়েদ ও জয়নাব : ৩৩ : ৪, ৩৭-৪০।

মুহাম্মদ পরিবার : ৩৩ : ৬, ২৮-২৯, ৩৪, ৫০-৫৬, ৫৯; ৬৬ : ১-৫।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী : ২ : ২৮; ৩ : ১৮৫; ৪ : ৭৮; ৬ : ৬১-৬২; ৯ : ১১৬; ১৬ : ১৭৩; ২১ : ৩৫; ২৩ : ১৫-১৬; ২৯ : ৫৭; ৩৯ : ৩০-৩১, ৪২; ৪০ : ৬৭-৬৮; ৫০ : ১৯; ৬২ : ৮; ৬৭ : ১-২।

মৃত্যু আল্লাহর ইচ্ছায় : ৩ : ১৪৫; ৫৬ : ৬০।

মৃত্যুদৃশ্য : ৫৬ : ৮৩-৮৭।
মৃত্যু, বিশ্বাসীর ও অবিশ্বাসীর : ২ : ১৬১, ২১৭; ৪ : ১৮; ৬ : ৯৩; ১৬ : ২৭-৩৯; ৭৯ : ১-২।
মৃত্যু শেষ নয় : ৪৫ : ২৪-২৬।
মৃত্যুর শেষ : ৩৭ : ৫৮-৫৯; ৪৪ : ৫৬-৫৭।
মেঘ : জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি দ্র.
মৌমাছি : ১৬ : ৬৮-৬৯।
যুগল সৃষ্টি : ১৩ : ৩; ১৬ : ৭২; ৩১ : ১০-১১; ৩৬ : ৩৬; ৪২ : ১১; ৪৩ : ১২; ৫১ : ৪৯; ৫৩ : ৪৫-৪৬; ৭৮ : ৮।
যুদ্ধ : ২ : ১৯০-১৯৪, ২১৬-২১৭; ৪ : ৭১, ৭৪-৭৭, ৮৯-৯১, ১০৪; ৮ : ১৫-১৬, ৩৯, ৫৯-৬০; ৯ : ৪-৫, ১২-১৬, ২৯, ৩৬, ৪১, ১২০, ১২২-১২৩; ২২ : ৩৯; ৪৭ : ৪, ৩৫; ৬০ : ৮-৯।
যুদ্ধ ও সন্ধি : ৮ : ৬১-৬৪; ৪৭ : ৩৫।
যুদ্ধবন্ধি : ৮ : ৬৭-৬৮, ৭০-৭১; ৪৭ : ৪।
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ : ৮ : ১, ৪১, ৬৯; ৪৮ : ১৫, ২০-২১; ৫৯ : ৬-৮।
রক্তপণ : নরহত্যা দ্র.।
রজ : স্রাব : ২ : ২২২, ২২৮।
রমজান : রোজা দ্র.।
রব্বানি : ৩ : ৭৯-৮০; ৫ : ৪৪, ৬৩।
রসবাসী : ২৫ : ৩৮; ৫০ : ১২।
রসুল ও নবী : ২ : ৮৭, ১০১, ১৩৬, ১৫১, ২১৩ ২৫৩, ২৮৫; ৩ : ৩২-৩৩, ৩৯, ৭৯-৮১, ১৪৪, ১৬১, ১৬৪, ১৮৩-১৮৪; ৪ : ১৫০-১৫২, ১৬৩-১৬৫, ১৭০; ৫ : ৩৩-৩৪, ৪৪, ৯৯, ১০৯; ৬ : ১০; ৩৪, ৪২, ৪৮, ৮৩-৯০, ১১২, ১৩০; ৭ : ৬-৭, ৩৫, ৯৪-৯৯, ১০১; ৮ : ৬৭; ৯ : ৭০; ১০ : ৪৭; ১১ : ১২০; ১৩ : ৩২, ৩৮; ১৪ : ৪, ৯-১২; ১৫ : ১০-১২; ১৬ : ৩৫-৩৬, ৪৩-৪৪, ৬৩, ১১৩; ১৭ : ১৫, ৫৫, ৯৪-৯৫; ১৮ : ৫৬; ১৯ : ২৯-৩০, ৪১, ৫১-৬০; ২০ : ১৩৩-১৩৪; ২১ : ৭-৮, ২৫, ৪১; ২২ : ৭৫; ২৩ : ৪৩-৪৪, ৫১-৪৪; ২৫ : ৭-৯, ২০, ৩১, ৩৭, ৫১; ২৬ : ১৬০-১৬৩; ২৮ : ৫৯; ২৯ : ২৭; ৩০ : ৪৭; ৩৩ : ৭-৮, ৪০; ৩৪ : ৩৪-৩৫; ৩৫ : ২৩-২৫, ৩৭; ৩৬ : ১৩-৩২; ৩৭ : ৩৩, ৩৫-৩৭, ১৮১-১৮২; ৩৮ : ১২-১৪; ৩৯ : ৭১; ৪০ : ৫, ৫০-৫১, ৭৮, ৮৩-৮৫; ৪৩; ৬-৮, ২৯, ৪৫; ৪৪ : ৫-৬; ৪৫ : ১৬; ৪৮ : ৮-৯; ৫০ : ১২-১৪; ৫১ : ৫২; ৫৭ : ২৫-২৭; ৫৯ : ৬; ৬৫ : ৮-১০; ৭২ : ২৬-২৮।

AMARBOI.COM

রহস্য : ২২ : ৬৩; ৩১ : ১৬; ৩৩ : ৩৪; ৬৭ : ১৩-১৪।
রাজাবাদশাহের সফর : ২৭ : ৩৪।
রায়িনা : ২ : ১০৪, ৪ : ৪৬।
রাশিচক্র : ১৫ : ১৬-১৮; ২৫ : ৬১।
রূপক আয়াত : ৩ : ৭।
রুহ : ১৫ : ২৮-৩১; ১৭ : ৮৫; ৩৮ : ৭১-৭৪; ৫৮ : ২২; ৮৯ : ২৭-৩০।
রুহ-উল-কুদ্দুস : জিব্রাইল দ্র.।
রোম : ৩০ : ১-৫।
রোজা : ২ : ১৮৩-১৮৫, ১৮৭, ১৯৬।
লাত : ৫৩ : ১৯-২৩।
লায়লাতুল কাদর : ৯৭ : ১-৫।
লায়লাতুল মুবারক : ৪৪ : ১-৪।
লুকমান : ৩১ : ১২-১৩, ১৬-১৯।
লুত : ৬ : ৮৬-৮৭; ৭ : ৮০-৮৪; ১১ : ৭৭-৮৩; ১৫ : ৫৭-৭৭; ২১ : ৭১, ৭৫-৭৫; ২৬ : ১৬০-১৭৫; ২৭ : ৫৪-৫৮; ২৯ : ২৮-৩৫; ৩৭ : ১৩৩-১৩৮; ৫৩ : ৫৩-৫৫; ৫৪ : ৩৩-৯৯; ৬৯ : ৯-১০।
লেখা ও লেখক : ২ : ২৮২।
লোকদেখানো কাজ : ২ : ২৬৪; ৪ : ৩৮, ১৪২; ৮ : ৪৭; ১০৭ : ৪-৭।
লোকভয় : ৪ : ১০৮-১০৯।
লোকমত : ৬ : ১১৬।
লোভ : ৩ : ১৮০; ৪ : ৩৭; ১০০ : ৮।
লোহা : ৫৭ : ২৫।
শপথ : ২ : ২২৪-২২৬; ৩ : ৭৬-৭৭; ৫ : ৮৯; ১৬ : ৯১-৯৫; ২৪ : ২২; ৪৮ : ১০; ৬৬ : ২; ৬৮ : ১০।
শত্রু : বন্ধু ও শত্রু দ্র.।
শত্রুর শাস্তি : ৫ : ৩৩-৩৪।
শনিবার পালন : ২ : ৬৫-৬৬; ৪ : ৪৭, ১৫৪-১৫৫; ৭ : ১৬৩-১৬৭; ১৬ : ১২৪।
শয়তান : ২ : ৩০-৩৯, ১৬৮-১৬৯, ২০৮, ২৬৮; ৩ : ১৫৫, ১৭৫; ৪ : ৩৮, ৭৬, ৮৩, ১১৭-১২১; ৫ : ৮৯-৯১; ৬ : ৪৩, ৬৮, ৭১, ১১২-১১৩, ১২১, ১৪২; ৭ : ১১-২৭, ৩০, ১৩৫, ২০০-২০২; ৮ : ১১, ৪৮; ১৪ : ২২; ১৫ : ১৬-১৮; ১৬ : ৬৩, ৯৮-১০০; ১৭ : ৫৩, ৬১-৬৫; ১৮ : ৫০-৫১; ১৯ : ৪৪-৪৬, ৬৭-৬৮, ৮৩-৮৬; ২০ : ১১৫-১২৭; ২২ : ৩-৪, ৫২-৫৩; ২৩ : ৯৭; ২৪ : ২১; ২৫ : ২৭-২৯; ২৬ : ৯৪-৯৫, ২১০-২১২, ২১১-২২৩; ২৯ : ৩৮; ৩১ : ২১; ৩৪ : ২০-২১; ৩৫ : ৫-৬; ৩৬ : ৫৯-৬৭; ৩৭ : ৬-১০.

AMARBOI.COM

১৮১-১৮২; ৩৮ : ৭১-৮৫; ৪১ : ৩৬; ৪৩ : ৩৬-৩৯, ৬২; ৪৭ : ২৫-২৮; ৫৮ : ১০, ১৯; ৫৯ : ১৬; ৮১ : ২৫-২৮।

শরাবান তহুরা : ৪৭ : ১৫; ৭৬ : ২১; ৮৩ : ২৫-২৮।

শরিয়া : ৫ : ৪৮-৫০; ৪২ : ১৩; ৪৫ : ১৮।

শহীদ : ২ : ১৫৪; ৩ ১৫৭-১৫৮, ১৬৯; ৪ : ৬৯; ২২ : ৫৮-৫৯; ৪৭ : ৪-৬; ৫৭ : ১৯।

শান্তি : ৫ : ১৬; ৭ : ৪৬, ৫৬, ৮৫; ১০ : ৯-১০, ২৫; ১৪ : ২৩; ১৫ : ৪৫-৪৮; ১৬ : ৩১-৩২; ১৯ : ৬২; ৩৩ : ৪৪; ৩৬ : ৫৮; ৩৭ : ১৮১-১৮২; ৩৯ : ৭৩।

শাস্তি : ২ : ৯০, ২৮৪; ৩ : ৪, ১১, ২১-২২, ৮৭-৮৮, ১৭৬-১৭৮, ১৮১-১৮২, ১৮৮; ৪ : ৯৩, ১৩৮, ১৪৭; ৫ : ২, ৩৩-৩৫, ৯৮; ৬ : ৪৩-৪৫, ৪৭, ৪৯, ৬৫, ১২০, ১৬৫; ১০ : ৬৯-৭০; ১১ : ৮; ১৪ : ২১, ৪৮-৫১; ১৬ : ৩৩-৩৪, ৮৫, ৮৮, ১০৪-১০৬, ১১২-১১৩, ১২৬; ১৭ : ১০, ৫৭-৫৮; ২০ : ১২৯; ২১ : ২৯; ২২ : ১৮, ৫৭; ২৩ : ৬২-৭৭; ২৪ : ১৪; ২৬ : ২১৩; ২৯ : ২১, ৪০, ৫৩-৫৫; ৩০ : ৪১, ৪৭; ৩১ : ৬-৭; ৩২ : ২১-২২; ৩৩ : ৬৪-৬৮; ৩৪ : ৫, ১২, ১৪; ৩৫ : ৭, ৪৫; ৩৬ : ৭-৯, ৪৫; ৩৯ : ৫৪; ৪০ : ৫; ৪২ : ২১-২২, ৪১-৪৩; ৪৫ : ১৪; ৪৮ : ৬; ৫৮ : ৫; ৫৯ : ৭; ৬৫ : ৮, ১০; ৬৬ : ১৮; ৬৭ : ১৮; ৬৯ : ৯-১০; ৭০ ; ২৭-২৮; ৭৬ : ৩১; ৮৫ : ১১; ৮৯ : ১-১৪।

শাস্তির সময় ৩ : ১৭৮-১৭৯; ৮ : ৬৮; ১৬ : ৬১-৬২; ১৮ : ৫৮; ২২ : ৪৭-৪৮।

শিশুহত্যা : ৬ : ১৩৭, ১৪০, ১৫১; ১৭ : ৩১।

শুরা : ৩ : ১৫৯; ৪২ : ৩৮।

শূকর মাংস : ২ : ১৭২-১৭, ৩; ৬ : ১৪৫; ১৬ : ১১৫।

শৃঙ্খলা : ৬১ : ৪

শেষ : ৮ : ৪৪; ৪২ : ৫৩; ৫৩ : ৪২-৪৪।

শেষ নবী : ৩৩ : ৪০।

শেষ বিচারের দিন : কিয়ামত দ্র.।

শৈশব, যৌবন, জরা ও বার্ধক্য : ১৬ : ৭০; ২২ : ৫; ৩০ : ৫৪; ৩৬ : ৬৮; ৪০ : ৬৭।

শোয়াইব ও মাদইয়ান সম্প্রদায় : ৭ : ৮৫-৯৩; ১১ : ৮৪-৯৫; ১৫ : ৭৮-৭৯; ২৬ : ১৭৬-১৯১; ২২ : ৪৪; ২৯ : ৩৬-৩৮; ৫০ : ১২-১৫।

শাশ্বতবাণী : ১৪ : ২৭।

শ্রেষ্ঠ মর্যাদা : ৯ : ২০।

AMARBOI.COM

ষড়যন্ত্র : ৩ : ৫৪; ৬ : ১২৩-১২৪; ৭ : ৯৯; ৮ : ৩০; ১৩ : ৪২; ১৪ : ৪৬; ১৬ : ২৬, ৪৫-৪৭; ২৭ : ৫০-৫১; ৩৫ : ১০, ৪৩
সংশোধনের সুযোগ : ৭ : ৩৫; ৩৯ : ৫৩-৫৯।
সতর্কতা : ৪ : ৭১, ৯৪।
সত্য ও মিথ্যা : ২ : ৪২, ১৪৬, ১৪৯; ৩ : ১৩৭; ৫ : ১১৯; ৬ : ১১; ১৩ : ১৭; ১৬ : ৩৬; ১৭ : ৮১ , ১০৫; ২১ : ১৭-১৮; ২২ : ৬২; ২৩ : ৭১; ৩৪ : ৪৮-৪৯; ৩৯ : ৩৩; ৪০ : ৫; ৪২ : ২৪; ৫১ : ৫-১১।
সত্য ও সংকোচ : ৩৩ : ৫৩।
সত্য ও সন্দেহ : ২ : ১৪৭; ৩ : ৬০; ৬ : ১১৪; ১৭ : ৩৬; ৪৯ : ১২।
সৎকর্ম : বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার দ্র.
সৎকর্ম প্রতিযোগিতা : প্রতিযোগিতা দ্র.
সন্ন্যাসবাদ : ৫৭ : ২৭।
সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও পুরোহিত : ৫ : ৪৪, ৬৩, ৮২; ৯ : ৩১-৩৪।
সন্তানসন্ততি : ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্র.।
সন্তুষ্টি : ৫ : ৬, ১১৯; ৯ : ৫৯, ৭২; ৮৯ : ২৭-৩০।
সফর : ৩ : ১৩৭-১৩৮, ১৯৬-১৯৭; ৪ : ১০১; ৬ : ১১; ৯ : ৭২; ১২ : ১০৯; ১৬ : ৩৬; ২২ : ৪৫-৪৬; ২৭ : ৬৯; ২৯ : ২০; ৩০ : ৯-১০, ৪২; ৩৫ : ৪৪; ৪০ : ২১-২২, ৮২; ৪৭ : ১০-১১; ৬৭ : ১৫।
সময় : ২২ : ৪৭, ৩২ : ৫; ৭০ : ৪; ৭৬ : ১, ১০৩ : ১-৩।
সমুদ্র : ১৬ : ১৪; ১৭ : ৬৬-৭০; ২৫ : ৫৩; ৩৫ : ১২; ৪৫ : ১২; ৫৫ : ১৯-২৫।
সম্পত্তি : ২ : ১৮৮; ৪ : ৫, ২৯; ১৭ : ৩৪; ৫৯ : ৭।
সম্মান : ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান দ্র.।
সাকার : ৭৪ : ২৩-৩১।
সাকিনা : প্রশান্তি দ্র.।
সাক্ষ্য : ২ : ১৪৩, ২৮২-২৮৩; ৪ : ৬, ১৫, ৪১, ১৩৫; ৫ : ৮, ১০৬-১০৮; ৬ : ১৫২; ২৪ : ৪; ৩৬ : ৬৫; ৬৫ : ২।
সাক্ষী শ্রেষ্ঠ : ৬ : ১৯; ১৩ : ৪৩; ১৭ : ৯৬।
সাফল্য ও ব্যর্থতা : ৩ : ১০৪; ৯১ : ১-১০।
সাফা ও মারওয়া : ২ : ১৫৮।
সাবধানি : ২ : ২৪১; ৩ : ১৫-১৭, ১১৫, ১৩৩, ১৭৯; ৫ : ২; ৭ : ২৬; ৯ : ৪-৭, ৩৬, ১২৩; ১২ : ৫৭, ১০৯; ১৬ : ৩০-৩২, ১২৮; ১৯ : ৬৩; ২৪ : ৩৪; ৩৯ : ৩৩-৩৫, ৬১; ৪৩ : ৩৫; ৪৭ : ১৫, ১৭; ৪৯ : ১৩ ৫৩ : ৩২; ৬৮ : ৩৪।

AMARBOI.COM

সাবা : ২৭ : ২২-৪৪; ৩৪ : ১৫-২১।
সাবেয়ি : ৫ : ৬৮-৬৯ ; ২২ : ১৭।
সামুদ : সালেহ ও সামুদ সম্প্রদায় দ্র.
সামেরি : ২০ : ৮৫, ৯৫-৯৭।
সায়েবা : ৫ : ১০৩।
সালসাবিল : ৭৬ : ১৮।
সালাত : নামাজ ও জাকাত দ্র.।
সালেহ ও সামুদ সম্প্রদায় : ৭ : ৭৩-৭৯; ১১ : ৬১-৬৮; ১৫ : ৮০-৮৪; ১৭ : ৫৯; ২৬ : ১৪১-১৫৯; ২৭ : ৪৫-৫৩; ২৯ : ৩৮; ৪১ : ১৭-১৮; ৫০ : ১২-১৪; ৫১ : ৪৩-৪৫; ৫৩ : ৫০-৫১; ৫৪ : ২৩-৩১; ৬৯ : ১-৫; ৮৫ : ১৭-২০; ৮৯ : ৯-১৪; ৯১ : ১১-১৫।
সাহস : ৩ : ১২২; ৪ : ১০৪।
সিজদা : ৭ : ২০৬; ৯ : ১১২; ১৩ : ১৫; ১৬ : ৪৮-৫০; ১৭ : ১০৭-১০৯; ১৯ : ৫৮; ২২ : ১৮, ৭৭; ২৫ : ৬০; ২৭ : ২৫-২৬; ৩২ : ১৫; ৩৮ : ২৪; ৩৯ : ৯; ৪১ : ৩৭-৩৮; ৫৩ : ৬১-৬২; ৭২ : ১৮; ৮৪ : ২০-২১; ৯৬ : ১৯।
সিজদায় অপারগতা : ৪৮ : ২৯, ৬৮ : ৪২-৪৩।
সিজ্জিন : ৮৩ : ৭-১৭।
সিয়াম : রোজা দ্র.।
সীমালঙ্ঘনকারী : ২ : ১৩, ৯৪-৯৬, ১১৪, ১৪০, ১৪৫, ১৯০; ৩ : ৮৬-৮৮, ৯৩-৯৪; ৪ : ৫০; ৫ : ৩২, ৪৫, ৫১, ৬২, ৮৭; ৬ : ২১, ২৪-৩০, ৩৯, ৪৭, ৪৯, ৮২, ৯৩, ১৪৪, ১৫৭; ৭ : ৩৬-৩৭, ৪০-৪১, ৫৫; ৯ : ১০৯-১১০; ১০ : ১৭, ৩৯, ৫৪, ৫৯-৬০, ৬৯-৭০; ১১ : ১৮-২২, ১০১-১০৩, ১১৩, ১১৬; ১৩ : ৬; ১৪ : ২৭, ৪২-৪৭; ১৬ : ৩৬, ৫৬, ৬১-৬২, ৮৫, ১০৫, ১১৩; ১১৬; ১৭ : ৯৯; ১৮ : ২৯, ৫৭, ৫৯; ১৯ : ৭২; ২১ : ১-৬, ১১-১৫, ২৯; ২২ : ২৫, ৪৮, ৭১; ২৪ : ৪৭-৫০; ২৫ : ২৭-২৯; ২৬ : ২২১-২২৩; ২৮ : ৫০, ৫৯; ২৯ : ৩, ৬৮; ৩০ : ৫৭; ৩১ : ১১; ৩২ : ২২; ৩৭ : ২২-২৪; ৩৯ : ২৪-২৬, ৩২, ৪৭-৪৮, ৫১, ৬০, ৬৩; ৪০ : ১৮, ৫১-৫১; ৪২ : ৮, ২১-২২; ৪৩ : ২০, ২৫, ৩৯; ৪৫ : ৭-১০, ১৯; ৫১ : ৫৯; ৫৬ : ৮২-৮৭; ৫৯ : ১৭; ৬১ : ৭; ৬৭ : ১৮; ৭৬ : ৩১; ৭৭ : ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৯; ৭৯ : ৩৪-৩৯; ৮৩ : ১০-১৭।
সুকৃতিকারী ও দুষ্কৃতিকারী : ৪৫ : ১৫; ৮২ : ১৩-১৬; ৮৩ : ৪-১১, ১৮-৩৬।
সুচের ফুটোয় উট : ৭ : ৪০।

AMARBOI.COM

সুদ : ২ : ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৮১; ৩ : ১৩০-১৩১; ৪ : ১৬০-১৬১; ৩০ : ৩৯।
সুন্দর নাম : ৬ : ১১৮-১১৯, ১২১; ৭ : ১৮০; ১৭ : ১১০; ২০ : ৮; ৫৯ : ২৪।
সুপারিশ : ২ : ৪৮, ১২৩, ২৫৪, ২৫৫; ৪ : ৮৫; ৬ : ৫১, ৯৪, ৭০; ১০ : ৩, ১৮; ১৯ : ৮৭; ২০ : ১০৯; ২১ : ২৭-২৮; ৩০ : ১৩; ৩২ : ৪; ৩৪ : ২৩; ৩৯ : ৪৩-৪৪; ৪০ : ৭-৯, ১৮; ৪৩ : ৮৬; ৫৩ : ২৬; ৭৪ : ৪১-৪৮; ৭৮ : ৩৮।
সুয়া : ৭১ : ২৩-২৪।
সুলায়মান : ২ : ১০২-১০৩; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৪০, ২১ : ৭৮-৮২; ২৭ : ১৫-৪৪; ৩৪ : ১২-২১; ৩৮ : ৩০-৪০।
সূর্য : চন্দ্র ও সূর্য দ্র.।
সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী : ২ : ২৯, ১১৭; ৩ : ১৯০-১৯১; ৫ : ১৭, ৪০, ১২০; ৬ : ২, ৩, ৭৩, ৯৬; ৭ : ৫৪; ৯ : ১১৬; ১৩ : ২-৪, ১৬; ১৪ : ৩২; ১০ : ৩, ৬, ৬৭; ১১ : ৭; ১৫ : ১৯-২১; ১৬ : ৩-৮, ১৩, ১৭, ৪০, ৪৮; ১৭ : ৪৪, ৯৯; ১৯ : ৬৭; ২১ : ৩৩-৩৩; ২২ : ১৮, ৬৪-৬৫, ৭০; ২৩ : ১৭-১৮, ৮৪-৯০; ২৪ : ৪৫; ২৫ : ২, ৫৯; ২৯ : ৪৪, ৬১; ৩০ : ৮, ২০-২২, ২৫-২৭; ৩১ : ১০-১১, ২৫; ৩২ : ৪, ৭; ৩৫ : ৪১; ৩৬ : ৩৬, ৭৭, ৮১-৮৩; ৩৭ : ১১; ৩৯ : ৫, ৩৮, ৬২-৬৩; ৪০ : ৫৭, ৬২-৬৪, ৬৮; ৪১ : ৯-১২; ৪২ : ১১, ২৯; ৪৩ : ৯-১০, ১২; ৪৮ : ৭, ১৪; ৫০ : ৬, ৩৮; ৫১ : ৪৭-৪৯, ৫৬; ৫২ : ৩৫-৩৮; ৫৩ : ৪৫-৪৬; ৫৪ : ৪৯-৫০; ৫৫ : ৩-১৬, ২৯-৩০; ৫৬ : ৫৭-৭৪; ৫৭ : ৪; ৫৯ : ২৪; ৬৪ : ২-৪; ৬৫ : ১২; ৬৭ : ৩-৪; ৭১ : ১৫-১৬; ৭৮ : ৬-১৬; ৭৯ : ২৭-৩৩; ৮৫ : ১৩-১৬; ৮৭ : ১-৩; : ৮৮ : ১৭-২০।
সৃষ্টির উদ্দেশ্য : ৩ : ১৯১; ১০ : ৫; ১১ : ৭; ১৫ : ৮৫-৮৬; ২১ : ১৬-২০; ২৯ : ৪৪; ৩৮ : ২৭; ৪৪ : ৩৮-৩৯; ৫১ : ৫৬-৫৭; ৬৭ : ১-২।
সৃষ্টির পরিবর্তন : ১৪ : ১৯-২০, ৪৮-৪৯; ২৯ : ১৯-২০; ৩০ : ১১, ২৫-২৭; ৩৫ : ১৬-১৭; ৪৬ : ৩৩; ৫০ : ১৫; ৫৬ : ৬০-৬১।
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ : ৯৮ : ৭।
সৌন্দর্য : ৩ : ১৪; ৭ : ৩১-৩২; ১৬ : ৬, ৮; ১৮ : ৭-৮, ২৮।
স্পষ্ট প্রমাণ : ৬ : ১০৪-১০৫, ১৪৯; ৭ : ১০১; ১৬ : ৪৩-৪৪; ২০ : ১৩৩-১৩৫।
স্মরণ কর আল্লাহকে : ২ : ১৫২; ২৯ : ৪৫; ৫৯ : ১৯; ৬৩ : ৯; ৭৩ : ৮-৯।
স্বভাব : ১৭ : ৮৪।
স্বর্ণরৌপ্য : ৯ : ৩৪।
স্বামীস্ত্রী : ২ : ১৮৭, ১৯৭, ২২২-২২৩, ২৪০; ৪ : ১৯-২১, ৩৪-৩৫, ১২৮-১৩০; ৭ : ১৮৯-১৯০; ৩০ : ২১; ৬৪ : ১৪; ৮৬ : ৫-৭।

AMARBOI.COM

স্বেচ্ছা : ১০ : ৯৯-১০০; ১৮ : ২৯; ২৫ : ৫৭; ৭৩ : ১৯; ৭৪ : ৫৪-৫৬; ৭৬ : ২৯-৩১; ৮১ : ২৬-২৯।

হজ ও ওমরা : ২ : ১৫৮, ১৮৯, ১৯৬-২০৩; ৩ : ৯৬-৯৭; ৫ : ১-২, ৯৫-৯৬; ৯ : ৩; ২২ : ২৬-৩৭।

হতাশা : উল্লাস ও হতাশা দ্র.।

হাওয়ারি : ৩ : ৫২; ৫ : ১১১-১১২।

হাতির দল : ১০৫ : ১-৫।

হাবিয়া : ১০১ : ৮-১১।

হাম : ৫ : ১০৩।

হামান : ২৮; ৬, ৩৮; ২৯ : ৩৯; ৪০ : ৩৬-৩৭।

হায়েজ : রজঃস্রাব দ্র.

হারুত ও মারুত : ২ : ১০২-১০৩ ।

হালাল ও হারাম; ২ : ১৬৮, ১৭৩, ২৭৫; ৩ : ৯৩-৯৪; ৫ : ৩,৫, ৮৭-৮৮; ৬ : ১৫০; ৭ : ৩২; ১০ : ৫৯; ১৬ : ১১৬।

হাসিকান্না : ৩০ : ৩৬-৩৭ : ৫৩ : ৪৩, ৫৭-৬২।

হিজরত : ২ : ২১৮; ৩ : ১৯৫; ৪ : ৮৯, ৯৭-১০০; ৮ : ৭২-৭৫; ৯ : ২০-২২; ১৬ : ৪১-৪২, ১১০; ২২ : ৫৮-৬০; ৬০ : ১০।

হিজরবাসী ১৫ : ৮০-৮৫।

হিসাব ও হিসাবের খাতা : ২ : ২০২; ২৮৪; ৩ : ১৯৯; ৪ : ৬; ৫ : ৪; ৬ : ৬২; ৭ : ৬-৯, ১৪৭; ১৪ : ৫১; ১৭ : ১৩-১৪, ৭১-৭২; ১৮ : ৪৯; ২১ : ১, ৪৭, ৯৪; ৩৫ : ৪৫; ৩৬ : ১২; ৪৫ : ২৭-২৯; ৫০ : ১৭-১৮, ২৩; ৫২ : ৫১; ৫৩, ৫৪ : ৫২-৫৩; ৬৯ : ১৯-৩১; ৮১ : ১০-১৪; ৮৩ : ৪-১১, ২৯-৩৬; ৮৪ : ৭-১৫।

হারুন : ৬ : ৮৪; ২০ : ২৯-৩৬, ৯০-৯৪।

হুতামা : ১০৪ : ১-৯।

হুদ ও আ'দ সম্প্রদায়, ৭ : ৬৫-৭২; ১১ : ৫০-৬০; ২৫ : ৩৮; ২৬ : ১২৩-১৪০; ২৯ : ৩৮; ৪১ : ১৩-১৬; ৪৬ : ২১-২৬; ৫০ : ১২-১৪; ৫১ : ৪১-৪২; ৫৩ : ৫০; ৫৪ : ১৮-২১; ৬৯ : ৪-৮; ৮৯ : ৬-৮।

হুদহুদ : ২৭ : ২০-২৭।

হুদাইবিয়ার সন্ধি : ৪৮ : ১, ২৫।

হুনাইনের যুদ্ধ : ৯ : ২৫-২৭।

হুর : ২ : ২৫; ৩ : ১৫; ৪ : ৫৭; ৪৪ : ৫১-৫৪; ৫২ : ২০; ৫৫ : ৫৬-৫৯, ৭০-৭৮; ৫৬ : ২২-২৪, ৩৫-৩৮।

AMARBOI.COM